

5

181293



ତତ୍ତ୍ୱସମ୍ବନ୍ଧୀ

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে-

প্রথমঃ

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ

শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ার্চ্যাবর-

শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিচরণৈঃ

প্রণীতঃ ।

শ্রীমৎসদেববিদ্যাভূষণ-কৃত টীকয়া, পত্নিতপাবনাবহাব শ্রীমদম্বৈতকৃষ্ণাবতঃস প্রভৃণাম

শ্রীমদ্রাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্য-কৃতটীকয়া চ সমেতঃ ।

অষ্টটীকোপেত শ্রীমদ্ভাগবত-সম্পাদকেন পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমৎস্বামিপ্রকাশানন্দসরস্বতী-পূজ্যপাদ-শিষ্যপ্রবরেণ

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারিণা

তথা—

শ্রীধামরম্যাবন-নিবাসি-

ভাগবতভূষণোপাধিক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রগোস্বামি-ভাগবতসিদ্ধাস্তচক্রবর্তিনা

সম্পাদিতোহনুবাদিতঃ ।

কাব্যতীর্থোপাধিক—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র-শাস্ত্রিণা সংশোধিতঃ ।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষেণ

৮ সংখ্যক কলেজস্কয়ারস্ব-ভবনতঃ

প্রকাশিতঃ ।



কলিকাতানগর্য্যাং ৬৬ সংখ্যক মাণিকতলাখ্যবস্ত্রস্থ

“শ্রীদেবকীনন্দনাখ্য-বৈদ্যতিকবস্ত্রতঃ”

শ্রীপুলিনবিহারিদাসভক্তিরঞ্জনধারা মুদ্রাপিতঃ ।

শ্রীটেলকম্বাদ্যঃ—১৩৩ ।

RMIC LIBRARY	
Acc No. 181293	
Class No	
Date	13-8-96
St. Card	M.S.G.
Class	M. 14
Cat	
Rk Card	
Checked	14/09/96



৩নন্দলাল ঘোষ বি.এল.,



শ্রীকৃষ্ণঃ ।

সমর্পণম্ ।

দীনোদ্ধারী আৰ্ত্তবন্ধু কাকালৈৰ সখা পৰম-
ভাগবত ৩নন্দলাল ঘোষ বি-এ, বি-এল,
মহাশয়ের পারলৌকিক মঙ্গল ও শ্রীভগবৎ-
চরণে অহৈতুকী ভক্তিকামনায় এই 'তত্ত্বসন্দর্ভ'
এবং শ্রীভগবদ্ভক্তগণের করকমলে সমর্পিত
হইল ।

সম্পাদক—

১৪-৭।

পৌষ

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭

৬৮

৬৯

৭০

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

৮১

৮২

৮৩

৮৪

৮৫

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

৯১

৯২

৯৩

৯৪

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

১৪-৭।

পৌষ

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭

৬৮

৬৯

৭০

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

৮১

৮২

৮৩

৮৪

৮৫

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

৯১

৯২

৯৩

৯৪

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

পণ্ডিত শ্রী রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঘটনাক্রমের চাকার ১০৫ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত শৃংখর অতীলপি।

তত্ত্বসম্পর্কের সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইষ্ট বস্তু-নির্দেশকপ মঙ্গলাচরণ	২	অলৌকিক জ্ঞান	২৬
আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ	৭	তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণ্য	২৭
গ্রন্থেব প্রাচীনতা ও নিজেব সংস্কারকারিত্ব	৮	ইতিহাস ও পুরাণের আবশ্যিকতা	৩৮
অধিকারি-নির্ণয়	৯	বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব	৪২
সংক্ষেপে অমৃতবন্ধ-নির্ণয়	}	বেদের ষড়ঙ্গ	৪৩
পবনোম ও ভগবান্	}	পুরাণাদিব পঞ্চমবেদত্ব ও আবির্ভাবের কাবণ	৪৭
অবতারের কাব্য	}	বেদব্যাস নামের কাবণ	৪৮
প্রেম	}	পুরাণাদিব আবির্ভাব ও তিরোভাব	}
অমৃতবন্ধ চতুষ্টয়-নিকপণ	১৫	পুরাণ পাঠ ও শ্রবণের অধিকা- নির্ণয়	৫৬
সংস্ক ও বিষয়-তত্ত্ব	}	শ্রীকৃষ্ণ নামের মূখ্যফল প্রেম	৬১
অভিধেয়-তত্ত্ব	}	শ্রীকৃষ্ণঐশ্যায়নের শ্রেষ্ঠতা	৬৩
প্রয়োজন-তত্ত্ব	}	বেদের দ্বায় পুরাণের সর্ববাদি-সম্মতত্ব ও সাম্বিকাদি ভেদে ত্রৈবিধ্য	৬৬
ভ্রমাদি চারটি দোষ	}	সাম্বিক পুরাণেব শ্রেষ্ঠতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সূচনা	৬৯
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ	১৭	শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের হেতু ও জন্মাদ্যন্ত	}
প্রত্যক্ষ	১৮	শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ	৭১
অনুমান	১৯	গায়ত্রীর ভগবৎপর ব্যাখ্যা	৭৪
শব্দ	২১	শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়	৭৭
আধ	}	শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রাদির অর্থনির্ণয়	৮১
উপমান	}	শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতার্থ নির্ণয় ও বেদার্থ নির্ণয়	}
অর্থাপত্তি	}	শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য	৯১
অভাব	}	কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য	}
সম্ভব	}	ভাগবত প্রাচীন ও আধুনিকের আদরের সামগ্রী	}
ঐতিহ্য	}		
চেষ্টা	}		
প্রত্যক্ষাদিব ব্যভিচার	}		
অচিন্ত্য পদার্থ-জ্ঞানে বেদের প্রামাণ্য	}		
শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বজ্ঞি-নিকপণে	}		
অনুমানের অস্বাভাব্য	}		
লৌকিক জ্ঞান	}		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাগবত ধর্মশাস্ত্র-প্রচারকগণেরও	২২	উপাদির অবাস্তব পক্ষে দোষ	১৫৮
আদরণীয়		এক জীববাদ-খণ্ডন	১৬২
শঙ্করাচার্যের ভাগবত ব্যাখ্যা না		জীবেশ্বরের সাদৃশ্য লক্ষণা—গৌণী	১৭২
করার কারণ		ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেমযোগ্য	১৭৫
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যাবতারের কারণ		সাধনভক্তির প্রয়োজনীয়তা	১৭৭
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্বাচার্যেরও পবন উপাশ্র	১০৩	নির্বিশেষ জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা	১৮২
শ্রীশুকদেব মুনীগণেরও পূজনীয়	১০৫	শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের সময়	১৮৩
শ্রীশুকদেব সকলেনই উপদেষ্টা	১০৭	বাস-সমাধিদৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞের সম্মত	১৮৫
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি	১০৮	গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু	১৮৮
সংগৃহীত প্রমাণেব আকারস্থান	১১৫	ক্ষণিক জ্ঞানেব নিরাস	১৯৪
গ্রন্থকার কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ?		দেহ হইতে আত্মাব পার্গক্য	১৯৭
শ্রীধব-স্বামিপাদ		সৃষ্টি আদি দ্বারা আশ্রয়-	
শ্রীরামানুজাচার্য্য	১১৬	তত্ত্ব নিকপণ	
শ্রীমদ্বাচার্য্য		সর্গ	
গ্রন্থারম্ভ	১১৯	বিসর্গ	
সামান্যাকারে সম্বন্ধ প্রয়োজন ও		স্থান	২০৭
অভিধেয় তত্ত্ব	১২০	পোষণ	
বেদব্যাসের সমাধি	১২৪	মহাস্তব	
ব্যাসের ভগবদ্বর্শন	১২৯	উতি	
পুরুষ শব্দের অর্থ	১৩০	ঈশান্যকথা	
ভক্তির স্বরূপশক্তি	১৩২	নিরোধ	
পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য	১৩৪	মুক্তি	২০৮
জীবের প্রতি ভগবানের করুণা	১৩৮	আশ্রয়-তত্ত্ব	
অষ্টৈতবাদি-ভক্তগণের মত	১৪১	আধ্যাত্মিকাদিবি আশ্রয়নিরাস	২১২
অনাদি পঞ্চতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৪৪	প্রকাশ্তরে সর্গাদির লক্ষণ	২১৮
পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষবাদ এবং	১৪৮	চতুর্দশ মন্ত	
উহার খণ্ডন		মহাস্তবাবতার	২১৯
উপাদির বাস্তবত্বে দোষ	১৫৬	স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয়	২২৩

ষট্‌সন্দৰ্ভনামক-
শ্ৰীভাগবত-সন্দৰ্ভে

প্ৰথমঃ—

তত্ত্ব-সন্দৰ্ভঃ ।

শ্ৰীকৃষ্ণো জয়তি ।

কৃষ্ণবৰ্ণং ত্ৰিষাকৃষ্ণং সান্ধোপাঙ্গাজ্ঞপার্দম ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্তনপ্ৰায়ৈৰ্ঘজন্তি হি স্বমেধসঃ ॥ ১ ॥

তত্ত্বসন্দৰ্ভ-টীকা ।

শ্ৰীমদ্বলদেব-বিজ্ঞানভূষণ-কৃত ।

শ্ৰীকৃষ্ণো জয়তি ।

ভক্ত্যভাসেনাপি তোষং দদানে দম্বাপক্ষে বিগ্ননিস্তাবিনামি ।
নিত্যানন্দাঈত-চৈতন্যৰূপে তত্ত্বে তস্মিন্মিত্যমাত্মং বৰ্তিনঃ ॥
মায়াবাদং যন্তমঃ-স্তোমমুচ্চৈৰ্নাশং নিস্তে বেদ-বাগং শুভ্রালৈঃ ।
ভক্তিক্ষিণোদৰ্শিতা যেন লোকে জীবাং মোহং ভাঙ্গুৰানন্দতীৰ্থঃ ॥
গোবিন্দাভিধমিন্দ্রিৰাশ্ৰিতপদং হস্তস্তবদ্বাদিবং তত্ত্বং তত্ত্ববিহুভমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দৰ্শয়াক্ষকৃত্ত্বঃ ।
মায়াবাদ-মহাঙ্ককার-পটলী-সংপুষ্পবস্ত্ৰৌ সদা তৌ শ্ৰীৰূপ-সনাতনৌ বিবচিত্ৰাশ্চৈবৌ স্তবযৌ স্বমঃ ॥
যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কৃতক-পাংশুনা বিবৰ্ত্ত-গন্তেন চ ল্পদীপিতিম্ ।
শুদ্ধং ব্যাধাদ্বাক্‌সুধয়া মতেশ্বরং কৃষ্ণং স জীবঃ প্ৰভুৰস্ব নো গতিঃ ।
আলম্বাদপ্ৰবৃত্তিঃ স্মাং পুংসাং যদ্‌গ্ৰন্থবিস্তবে ।
অতোহত্র গুঢ়ে সন্দৰ্ভে টিপ্পন্তরা প্ৰকাশ্যতে ॥
শ্ৰীমজ্জীবেন যে পাঠাঃ সন্দৰ্ভেতস্মিন্ পৰিষ্কৃতাঃ ।
ব্যাখ্যায়ন্তে ত এবামী নাত্তে যে তেন হেলিতাঃ ॥

শ্ৰীবাদরায়ণো ভগবান্ বাসো ব্রহ্মহৰ্ষাণি প্ৰকাশ্য তদ্ব্যম্যভূতং শ্ৰীভাগবতমাবিত্যৰ্য শুকঃ
তদধ্যাপিতবান্ । তদৰ্থং নিৰ্ণেতুকামঃ শ্ৰীজীবঃ প্ৰত্যাংকুলাচল-কুলিণঃ বাক্ষিতপীষ-বলাংকঃ স্বেষ্টবস্ত্ৰ-

নির্দেশং মঙ্গলাচরতি—রুক্ষেতি । নিম্নপতিনা পৃষ্ঠঃ করভাজনো যোগী সত্যাদিযুগাবতারাহুক্তঃ ।
“অথ কলাবপি তথা শূণ্” ইতি তমবধাপ্যাহ—রুক্ষবর্ণমিতি । স্বমেধসো জনাঃ কলাবপি হরিং ভজন্তি ।
কৈঃ ? ইত্যাহ—সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়েৰ্বজ্ঞৈঃ—অৰ্চনৈরিতি । কীদৃশং তম্ ? ইত্যাহ—রুক্ষো বর্ণো রূপং
যন্তান্তরিতি শেষঃ । ত্রিযা—কাস্ত্যা তু অরুক্ষং—

“শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং রুক্ষতাং গতঃ ॥”—

ইতি গর্গোক্তি-পারিধেয়াধিহু্যাদেশোরমিতার্থঃ । অঙ্গে—নিত্যানন্দাঈতৌ, উপাঙ্গানি—শ্রীবাসাদয়ঃ, অস্ত্রাণি—
অবিভাচ্ছেত্ত্বাভ্যন্তরবল্লমামনি, পার্শ্বদাঃ—গদাধর-গোবিন্দাদয়ঃ, তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিভ্যং ব্যজাতে ।
গর্গ-বাক্যে ‘পীতঃ’ ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া । অয়মবতারঃ—শ্বেতবরাহ-কল্পগতাষ্টাবংশবৈবস্বত-
মহাস্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ । তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এবোক্তধর্ম-দর্শনাং । অগ্নেষ্ কলিষ্ কচিং শ্রামধ্বেন,
কচিং শুকপত্রাভ্যেন ব্যক্তেক্ষতেঃ । “চন্নঃ কলৌ যদভবঃ” ইতি, “শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ” ইতি,
“কলাবপি তথা শূণ্” ইতি চ । যে বিমূশস্তি তে স্বমেধসঃ । ছন্নত্বং—প্রায়সী-ত্রিষাবৃত্তং বোধ্যম্ ।
অহাঃ পূর্বাঙ্কতোহত্রাণ্ডে টিপ্লনীক্রমবোধকাঃ । দ্বিবিবদবন্তে বিজ্ঞেয়া বিষয়াকাস্ববিবদঃ ॥

অত্র গ্রন্থে সঙ্কাদ্যায়-স্ফচকা যুগ্মাঙ্ক। গ্রন্থরুতাং সন্তি । তেভ্যোহগ্রন্থে যে টিপ্লনীক্রম-বোধায়াম্ভাভিঃ
কল্পিতান্তে দ্বিবিব্দ মন্তকাঃ । বিষয়বাক্যোভ্যঃ পরে যেহঙ্কান্তে ত্রিবিব্দমন্তকা বোধ্যাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীমদঈত্যাচার্য্যচন্দ্রা জয়ন্তি ।

চৈতন্যং পরমানন্দমঈতং ঈত-কারণম্ ।

শ্রীকৃষ্ণং রাধয়া সাক্ষিৎ প্রণয়ামি জগদগতিম্ ॥

অস্ত গ্রন্থস্য মুখ্যাভিধেয়-শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপমঙ্গলং কুর্কন্ তন্ত্ৰ মুখ্যোপাস্ত্রতাং প্রামাণ্যলেক্যাদশস্থ-
পত্নং দর্শয়তি,—ত্রিষাংকৃষ্ণমিতি—কনকমিবোজ্জলম্ । স্বমেধস ইতি—শ্রীকৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনং কলৌ পরমশ্রেয়শ্বেন
শাস্ত্রাচার্য্যবিবেচিতমিতি স্ফচয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।

বন্দে তং গুরুরূপং, নিজ-নামদং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ ।

বহিঃকানক-কাস্তিকং, অন্তর্নীলকাস্তাভিখ্যম্ ॥

ইষ্টবস্ত্র নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশপায়ন বেদব্যাস, বেদের
ঋগাদি চার বিভাগ এবং ব্রহ্মহুত্র প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও মনঃ প্রসন্ন না হওয়ায় দেবর্ষি শ্রীনারদের
উপদেশ-ক্রমে, ব্রহ্মহুত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত—আবির্ভাব করিয়া নিজ-তনয় শ্রীশুকদেবকে
অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন । অধুনা কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-পার্ষদ—শ্রীজীব গোস্বামী,
কাল-দোষে জীবের ধারণাশক্তির অল্পতা অল্পভব করিয়া, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃতার্থ-সম্বিত
সিদ্ধান্ত-পূর্ণ ভাষ্যরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে, নির্বিঘ্নে নিজ-বাহিত বিষয়ের সিদ্ধি কামনায় শ্রীমদ্ভাগবতেরই
করভাজন যোগীজ্ঞের কথিত পত্ন দ্বারা নিজের ইষ্টবস্ত্র-নির্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—“যাহার
শেষভাষ্যে রুক্ষবর্ণ এবং অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমদঈত, উপাঙ্গ—শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র—অবিভা-

নাশক শ্রীহরিনাম ও পার্শ্বদ—শ্রীগদাধর-গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সর্বদা বলীয়ান, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরি-সকীর্্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য।

(১) সকল গ্রন্থের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টাচার-সম্মত। মঙ্গলাচরণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ইষ্টবস্তু-নির্দেশাত্মক হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থের নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তি-ই ইহার উদ্দেশ্য। এই গাঙ্গে তন্নিমিত্ত বিদ্বৎবিনায়কদলন-কুলিশ এবং স্বীয় বাঞ্ছিত পীযুষ-কাদম্বিনীরূপে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের শ্লোক—শ্রীমদ্ভাগবতীয়। ‘যুগে যুগে ভগবান্ কুরুপে জীবের উপাস্য হয়েন এবং কোন যুগে তাঁহার কুরুপ বর্ণ, কি প্রকার আকার ও কোন বিধিতে কি নামে পূজিত হইয়া থাকেন’ এইরূপে নিমিরাজকর্তৃক করভাজন যোগীন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিযুগের উপাস্য প্রসঙ্গে ঐ শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। ইহাতে কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাধীন শ্রীগোরাঙ্গ-অবতারের কিছু তথ্য বলা যাইতেছে ;—শ্রীগোরাঙ্গ—অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ। ইহার লীলা-গ্রন্থের স্থানে স্থানে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গোরাঙ্গ, চৈতন্য, গোর, মহাপ্রভু—প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। যে শ্বেতবরাহ কল্পেব অষ্টাবিংশ চতুর্য়ুগীয় দ্বাপর-শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দ্বাপরাস্ত কলিতে শ্রীগোরাঙ্গ ও অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ নিয়ম প্রতিকল্পের অবতারেই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণাবতারের সহিত শ্রীগোরাবতারের নিয়ত সম্বন্ধই এই নিয়মের মূল কারণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরিপূর্ণ ও স্বয়ং ভগবান্ ; তন্নিমিত্ত নিখিল অবতার তাঁহাতে লীন হইয়া পালনাদি নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীগোরাঙ্গেরও স্বয়ং ভগবত্তা এবং পরিপূর্ণতা। তাঁহাতেও যুগাবতার প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া প্রয়োজন মত নিজ নিজ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীকবিরাজ-গোবিন্দীও বলিয়াছেন ;—

“পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে।

স্বয়ং ভগবানের নহে ভার হরণ ; স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ-পালন।

কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার-কাল ; ভার-হরণ কাল তাতে হইল মিশাল।

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ; আর সব অবতার আসি তাতে মিলে।

* * * * *

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ—পূর্ণ ভগবান্ ; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম।

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ; যুগ-ধর্ম্ম কালের হৈল সে কালে মিলন।

(চৈঃ চঃ, আঃ, ৪পঃ)

“দ্বিষাকৃষ্ণঃ” এত্বলের “অকৃষ্ণ” শব্দের শ্রীগোবিন্দমিপাদগণ “গৌরবর্ণ” ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের গর্গবচনে ‘পীত’ এই শব্দ আছে ;—

“আসন্ বর্ণাভ্রয়ো হস্ত গৃহতোহম্ময়ুগং তনুঃ । শুক্লো রক্তশুখা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥”

(ভাঃ, ১০, ৮, ১৩)

এই বচনে—“ইদানীং কৃষ্ণতাং গত” থাকায়, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ আর “কৃতে শুক্লতুর্বাহিঃ” ও—

“ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহমৌ” ইত্যাদি একাদশের প্রমাণ দ্বারা সত্যযুগাবতারের শুক্লবর্ণত্ব এবং ত্রেতাযুগাবতারের রক্তবর্ণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সুতরাং অবশিষ্ট পীতবর্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই জ্ঞানিতে হইবে। ইহা ছাড়া মহাভারতের শ্রীবিষ্ণু সহস্র নামেও পীতবর্ণরূপে শ্রীগৌরাবতার স্মৃতি হইয়াছেন ;—

“স্ববর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাহশ্চন্দনান্বদী । সন্ন্যাসরুৎ সমঃ শাস্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরাযগঃ ॥”

উপনিষদেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

“যদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণম্” ইত্যাদি ।

গর্গবচনের “আসন্” ক্রিয়ায় অতীত কালের নির্দেশ আছে, সত্য ও ত্রেতাগত ‘শ্বেত’ ও ‘রক্ত’ এর ক্রিয়া অতীত হইতে পারে, কিন্তু কলির অবতার-সম্বন্ধে তাহা কিরূপে সম্ভবে?—এ আশঙ্কার উত্তর এই যে; ইতঃপূর্ব্বের কল্পগত কলিতে যে সকল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাতেই পীতের অতীত কাল নির্দেশ করা হইয়াছে অথবা—“বিরুদ্ধদর্শনসমবায়ৈ ভূয়সাং শ্রাং সধর্ম্মকল্পম্”—এই শ্রায় বলে ; যেমন “ভল্লিণো গচ্ছন্তি” অর্থাৎ ‘ভল্লদারিগণ’ গমন করিতেছে এই কথা বলিলে, তাহার মধ্যে দুই এক জন ছত্রহীন থাকিলেও ঐ বাক্যেই তাহাদিগকে নির্দেশ করা হয় ; এ স্থলেও তেমনি ভবিষ্যৎ-কালজ একমাত্র পীতকে তদধিক—শুরু ও রক্তগত অতীত ক্রিয়ার সঙ্গে বলা হইয়াছে ।

অবতারাবলীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা “কৃষ্ণবর্ণঃ” ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন ;—শ্রীগৌরাঙ্গের ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’—এই নামে দ্বাপরযুগের অবতারের ‘কৃ’ ‘ষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ বিद्यমান আছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই অভিযাঙ্কক ‘কৃ’ ‘ষ্ণ’ এই দুইটি অক্ষর—শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। অথবা-‘কৃষ্ণ বর্ণ’ শব্দে—“শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়তি”—শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব কোন এক অনির্দিষ্ট পরমানন্দময়-লীলা-স্বরূপে বিবশ হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণলীলা-গুণ গান করেন এবং অমর্যাদকরণা-পরবশ হইয়া আপামর সাধারণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করেন। কিম্বা—শ্রীমন্নহাপ্রভুর স্বয়ং “অকৃষ্ণ” গৌর হইলেও “দ্বিষা” কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ নিজ অদ্ভুত শোভার আবিষ্কার করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে নিজ-তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণত্বকে-ই স্ফুর্তি করাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে—সর্বলোক-লোচনে “অকৃষ্ণ গৌর হইলেও ভক্ত-বিশেষের প্রেম-ময় লোচনে “দ্বিষা” প্রকাশ বিশেষে “কৃষ্ণবর্ণ”—অপ্রাকৃত শ্রামহুন্দররূপে প্রতিভাত হন।

“কৃষ্ণ” এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে ; অথবা কৃষ্ণকে তিহো বর্ণে নিজ স্থখে ।

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই অর্থ পরমাণ ; কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ।”

(শ্রীচৈঃ, চঃ, আঃ, ৩ পঃ)

শ্রীমন্নহাপ্রভুর করুণায় সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত শ্রামহুন্দররূপ দেখিয়াছিলেন ;—

“শুনি ভট্টাচার্য্য—মনে হৈল চমৎকার ; প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে—আপনা দিষ্কার ।

* * * * *
দেখাইল আগে তারে—চতুর্ভুজরূপ ; পাছে—শ্রাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ।”

(শ্রীচৈঃ, চঃ, মঃ, ৬ পঃ)

অতএব শ্রীমন্নহাপ্রভুতে সর্ব প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ রূপেরই প্রকাশ থাকায় তিনি যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

আর একটি বিশেষণে তাঁহার ভগবত্তা প্রকাশ করিতেছেন ;—“সাক্ষোপাঙ্কাজ্ঞপার্বদং” যাহার মনোহর অঙ্গ ও ভূষণ-নিচয় মহাপ্রভাবময় হওয়ায় অল্পতুল্যা এবং সর্বদা একান্তে নিকটে বাস করায় পার্বদ-তুল্য । এই বিশেষণের অপর অর্থ অল্পবাদে দ্রষ্টব্য ।

কলিযুগের উপাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনার বিষয় এই শ্লোকের শেষার্ধ্বে বলা হইয়াছে । শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তনপ্রধান পূজোপকরণই তাঁহার মূখ্যতম উপাসনা—এই কথা বলায় এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত মহামূল্যব বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতেও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-সংকীৰ্ত্তনের ব্যবহার থাকায় শ্রীহরিনাম-সংকীৰ্ত্তনকেও এখানে অভিধেয়স্বরূপ জানিতে হইবে, কারণ ইহার পরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়াছেন এবং সেই ভক্তি নয় প্রকার, তার মধ্যে “কীৰ্ত্তন” একটি তাহার অঙ্গ ।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাপ্রাদি-বৈভবম্ ।

কলৌ সঙ্কীৰ্ত্তনাত্মৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাত্রিতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাবৃষ্ণকৃত-টীকা ।

‘কৃষ্ণবর্ণ-পদ্মব্যাখ্যা-ব্যাঞ্জন তদর্থমাশ্রয়তি—অন্তরিত্তি, ক্ষুণ্ণার্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

স্বভজনন্ত সম্প্রদায়প্রবর্তনায়াবতীর্ণং গৌররূপেণ শ্রীকৃষ্ণং তদহমতব্যাখ্যা-সম্পত্তয়ে পুনঃ প্রণমতি ;—
অন্তঃকৃষ্ণমিতি । আশ্রিতা ইতি—বয়মিতি শেষঃ ॥ ২—৭ ॥

অনুবাদ ।

গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতীয় পণ্ডে ; শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব শ্রীগৌরানন্দদেব—এইরূপে তদীয় তত্ত্বনিচয় নিশ্চয় করিয়া অধুনা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাছলে বস্তু-নির্দেশ পূর্বক তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছেন—
যাহার ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ আর যিনি নিজের অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগৎকে দেখাইয়াছেন ; আমরা নাম-সংকীৰ্ত্তনাদিরূপ সাধন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হই ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।

(২) “অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং”—এই বিশেষণ নির্দেশ করিয়া গ্রন্থকার; ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে নিজ-প্রেয়সী গৌরান্দী শ্রীরাধিকার ভাব ও অঙ্গ-কাস্তিতে নিজ শ্রামকাস্তি আচ্ছাদন করিয়া শ্রীগৌরানন্দরূপে অবতীর্ণ—ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । শ্রীরূপগোস্বামি-পাদও তাহাই বলিয়াছেন—“রাধা-ভাবহৃতিস্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্ ।” কবিরাজ-গোস্বামীও এই কথাই প্রতীক্ষণ করিয়াছেন—

রাধা-ভাব কাস্তি—দুই করি অঙ্গীকার ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার ।

(শ্রীচৈঃ, চঃ, আঃ, ওপঃ)

শ্রীমামল্য রায়ও শ্রীময়হাপ্রভুর ঐ প্রকার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—

“বান্ধ কহে—প্রভু তুমি ছাড় ভারি তুরি ; মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ।

শ্রীরাধার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার ; নিজ রস আশ্বাদিতে কৈলে অবতার ।

* * * * *

তবে প্রভু হাসি তারে দেখান স্বরূপ ; রসরাজ মহাভাব * দুই একরূপ ।

* * * * *

পহিলে দেখিহু তোমা-সন্ন্যাসী স্বরূপ ; এবে তোমা দেখি মুঁই—শ্রায় গোপরূপ ।

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ; তার গৌর-কান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ।

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ, চপঃ)

শ্রীগৌরানন্দ প্রেয়সীর ভাব-কান্তিতে আচ্ছন্ন—এই কথা কেবল শ্রীগোবিন্দ পাদ-গণই বলিয়াছেন তাহাই নহে ; সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বাক্যের ভঙ্গীতে উহাই প্রকাশ করিয়াছেন ;—“ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহ্থ স ত্বম্” (ভাঃ ৭, ২, ৩৮) (প্রভু ! আপনি কলিযুগে ছন্ন অবতার বলিয়া আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয় ।) এখানে প্রহ্লাদ ছন্নমাত্র কীৰ্ত্তন করিয়াই আচ্ছাদনের কারণ—প্রেয়সীর ভাব ও কান্তিটি ঐ বাক্যেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন । প্রভু আমার এ-বার ছন্নাবতার ; প্রমাণ সকলও এমনি ছন্ন যে ; বহিরঙ্গ লোক শ্রীময়হাপ্রভুকে চিনিতে না পারিয়া, কখন বলে—ভক্ত, কখন বলে সন্ন্যাসী, কখন বলে—প্রতিভাশালী-পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কেহই অবগত হইতে পারে না । পারিবেই বা কেন ? প্রভু যে আমার—“অবাঙ্মনসোগোচর” ? তিনি স্বপ্রকাশিকা শক্তি অঙ্গীকার করিয়া যাহাকে দেখা দেন, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়, নচেৎ কাহারও শক্তি নাই । এই কথাই-তো তিনি—শ্রীমুখে প্রিয় অর্জুনকে বলিয়াছেন ;—

“নাহং প্রকাশঃ সর্বস্তু যোগমায়াসমাবৃতঃ” স্তবরাং সাধারণে ঈশ্বরাবতারের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি কখনই হইতে পারে না—ইহাই সর্বশাস্ত্রীয় এবং সার্বজনীন পদ্ধতি ।

জয়তাং মথুরা-ভূমৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ ।

যৌ বিলেথয়তন্তত্বং জ্ঞাপকৌ † পুস্তিকামিমাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

অশাশনম্কাররূপং মঙ্গলমচরতি—জয়তামিতি । শ্রীলৌ—জ্ঞান-বৈরাগ্য-তপঃ-সম্পত্তিমন্তৌ, রূপ-সনাতনৌ—মে গুরু-পরমগুরু, জয়তাং—নিজোৎকর্ষং প্রকটয়তাম্ । মথুরা-ভূমাবিতি—তত্র তয়োরধ্যাক্তত ।

* রসরাজ—অখিলরসায়তমুষ্টি—শ্রীকৃষ্ণ ।

মহাভাব—মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকা ।

“মহাভাবস্বরূপেণ গুণৈরতিবরীয়সী” এইরূপে শ্রীরাধিকার স্বরূপও কথিত হইয়াছে ।

† “তত্ব-জ্ঞাপকৌ” ইতি বা পাঠঃ কচিং ।

ব্যজ্যতে । তয়োর্জয়োহন্বিত্যাশাস্ততে । জগতিরজ্জ—তদিতর—সর্বসদ্বন্দ্বোৎকর্ষবচনঃ । তদুৎকর্ষাশ্রয়-
দ্ব্যন্তয়োস্তৎসর্ব-নমস্তদ্ব্যাক্ষিপ্যতে । তৎসর্বাস্তঃপাতিত্বাৎ স্বস্ত তৌ নমস্তাবিতি ৫ ব্যজ্যতে ।
তৌ কীদৃশৌ ? ইত্যাহ—যাবিমাং সম্বর্তাখ্যাং পুষ্টিকাং বিলেখয়তঃ,—তস্তা লিখনে মাং প্রবর্তয়তঃ,
বুদ্ধৌ সিদ্ধত্বাৎ ‘ইমাম’ ইত্যুক্তিঃ । তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ—

“তত্ত্বং বাহ্য-প্রভেদে স্তাৎ স্বরূপে পরমাত্মনি ।”—

ইতি বিশ্বকোষাৎ, পরেণং সপরিকরং জ্ঞাপয়িম্যস্তাবিত্যর্থঃ । কৰ্ত্তরি ভবিষ্যতি গ্যল্, ষষ্টিনিষেধস্ত—
“অকেনোভবিষ্যদাধমণ্যোঃ” ইতি সূত্রায় ৩ ॥

অনুবাদ ।

আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ । পূর্বের দুই শ্লোকে বস্তুতত্ত্ব নির্দেশ করিয়া এখন
আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ;—মথুরামণ্ডলবর্জিত্ত্বমি—শ্রীকৃন্দাবনবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের
জয় হউক । যাঁহারা সপরিবার—শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত
করাইতেছেন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য ।

(৩) এই শ্লোকে “শ্রীল” শব্দে ইহাই বলা হইতেছে যে—আমার গুরু—রূপ, ও পরমগুরু—সনাতন,
ইহারা উভয়ে ; শ্রী—জ্ঞান, (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান) বৈরাগ্য ও ভক্তি সম্পত্তিমান ।

অতএব তাঁহারা আমা-দ্বারা ঐ সমস্ত সম্পত্তি, জগজ্জীবের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া জগতে নিজের উৎকর্ষ
প্রকট করণ । পূজনীয় ব্যক্তির পূর্বে সম্মানার্থেও শ্রীল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, “শ্রীং লাহি—গুরুতি”
এইরূপে শ্রীল শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । “মথুরাভূমৌ জয়তাং” এই কথার তাৎপর্য এই ;—পূর্বেও যেমন
তাঁহারা গোড়-ভূমিতে পাৎসার বিপুল ধনসম্পত্তির অদ্যক্ষ ছিলেন, পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া
সপ্তপুরী-বরিত্ত—মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীকৃন্দাবনে আসিয়াও শ্রীভগবানের প্রেমভক্তি সম্পত্তির অদ্যক্ষ ও ভাগবত-
গোষ্ঠীর নায়ক হইয়াছিলেন ।

শ্রীমথুরামণ্ডল যে অযোধ্যাদি সপ্তপুরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা মথুরা-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে ;—

“এবং সপ্ত-পুরীশাস্ত সর্বোৎকৃষ্টত্ব মাথুরম্ । শ্রয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥

অহো মধুপুরী ধন্য বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী । দিনমেকং নিবাসেন হরিভক্তিঃ প্রজায়তে ॥”

কোহপি তদ্বাক্তবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজ-বংশজঃ ।

বিবিচ্য ব্যলিখদ্গ্রন্থং লিখিতাদৃ-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪ ॥

তস্তাং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্ ।

পর্য্যালোচ্যাত পর্য্যায়ং কৃৎস্না লিখতি জীবকঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

গ্রন্থস্ত পুরাতনত্বং স্বপরিষ্কৃতত্বকাহ—কোহপীতি । তদ্বাক্তবঃ—তয়ো :—রূপ-সনাতনয়োর্বন্ধুঃ—গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ । বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ—শ্রীমৎপাদিভিলিখিতাদৃ গ্রন্থাং তং বিবিচ্য—বিচার্য সারং গৃহীত্বা গ্রন্থমিমাং ব্যলিখং ॥ ৪ ॥

তস্ত—ভট্টস্ত, আত্মং—পুরাতনং গ্রন্থনালেখং পর্য্যালোচ্য ; জীবকঃ—মল্লকণঃ, পর্য্যায়ং কৃৎস্না—ক্রমং নিবধ্য লিখতি । “গ্রন্থ সন্দর্ভে”—চৌরাদিকঃ, ততো “গ্যাসগ্রন্থ”ইতি কৰ্ম্মণ যুচ, গ্রন্থনা—গ্রন্থঃ, তস্ত লেখং—লিখনং, ভাবে ঘঞ্ । তং লেখং কীদৃশ ? ইত্যাহ,—ক্রান্তম্—ক্রমেণ স্থিতম্, ব্যুৎক্রান্তম্—ব্যুৎক্রমেণ স্থিতম্, খণ্ডিতম্—ছিদ্রমিতি স্বভ্রমস্ত সার্থক্যম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।

গ্রন্থের প্রাচীনতা ও নিজের সংস্কারকালিঙ্গ । বৃদ্ধবৈষ্ণব—শ্রীমৎপাদাচার্য্য-শ্রীরামাভূজ-শ্রীধরশ্যামি প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবন্তদ্বিবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ; সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার-সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন নামক মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ঘরের বান্ধব—দাক্ষিণাত্য বৈদিকব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন স্থানে ক্রমাভাসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল ; এখন একটি ক্ষুদ্র জীব কর্তৃক উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূৰ্ণ-লিখিত বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমাভাসারে লিখিত হইতেছে ॥ ৪—৫ ॥

তাৎপর্য্য ।

• (৪-৫) অল্পার্থে ‘কন’ প্রত্যয় করিয়া ‘জীবক’ শব্দ সিদ্ধ করায় শ্রীজীব গোশ্বামী ‘একটি ক্ষুদ্রজীব’—এই বলিয়া নিজের দৈন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে “জীব এব জীবকঃ” এইরূপে স্বার্থে কন প্রত্যয়-দ্বারা নিজের নামেরও উল্লেখ হইয়াছে ।

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোশ্বামী—শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রবাসী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ত্রিমল বা বেকটভট্টের পুত্র । বেকট-ভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন, শ্রীমদ্বহাপ্রভু যে সময়ে দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণ করেন ; সেই সময় ঐ ভট্টের গৃহে চাণুর্ঘ্যাস্ত্র-যাপন করিয়াছিলেন । একদিন মহাপ্রভুর শ্রীমুখে বেকটভট্ট, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, শ্রীনারায়ণাদি তাঁহারই বিলাস এবং তাঁহার প্রেমসী শ্রীরাধিকা—লক্ষ্মীগণের পরমাংশিনী অর্থাৎ দক্ষীগণও তাঁহার বিলাসমুষ্টি—ইত্যাদি সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর অমুগত হইয়াছিলেন । কেবল

নিজেই নহে, শ্রীমন্নহাপ্রভুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের ভ্রাতা, পুত্র, এবং সমস্ত পরিবার-বর্গকেও শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্তর্গত করাইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে রূপা করিয়া শ্রীগোপালভট্টের উদ্দেশ্যে বেঙ্কটভট্টকে বলিয়াছিলেন—“ভট্ট ! তোমার পুত্র—এই গোপালভট্ট আমার অতিশয় রূপাপাত্র এবং প্রিয়, ইহাকে যত্নপূর্ব্বক অদায়ন করাইয়া সুপণ্ডিত করিও কিন্তু ইহাব বিবাহ দিও না”, তাব পব মহাপ্রভু গোপালভট্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—“বৎস ! তুমি, তোমার পিতা মাতাব জীবন পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া, তাঁহাদের দেহান্ত হইলে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিও ।” সেই সময়, নিকটে অবস্থিত—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও প্রভু বলিয়াছিলেন—“তোমার এই শিষ্যকে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইও ইহাব দ্বারা আমার অনেক প্রয়োজন আছে ।”

শ্রীমন্নহাপ্রভু এই বলিয়া বিদায় হইলে পর, বেঙ্কটভট্ট এবং তাঁহার পত্নীর দেহান্তে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, নিজ-গুরু—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর অমুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনেব নিকট গমন করেন এবং উক্ত সরস্বতীর আত্মাক্রমেই তাঁহাদের অন্তর্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস আশ্বাদনে অপাব আনন্দ অন্ভব করিতে থাকেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী অদন্তন জীবের মঙ্গল কামনায বৈষ্ণবস্বহৃতি—শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক একখানি গ্রন্থ সংক্ষেপ করিয়া রচনা করেন। তারপর ঐ গ্রন্থ সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী উক্ত গ্রন্থেব কলেবর বৃদ্ধি করিয়া তাহার দিগ্‌দর্শিনী নামী টীকা রচনা করেন।

সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীই আবার এই ভাগবত-সন্দর্ভের সংক্ষেপ বচয়িতা। অধিকাংশ নমস্বরণ-মননেই অতিবাহিত হয়, নিজের বয়ঃক্রমও ক্রমশঃ অধিক হইয়া পড়িল—তিনি এই মনে কবিয়া, নিজে গ্রন্থ করিব বলিয়া যাহা কিছু সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীকে অর্পণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার অমুমতি অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিচ্যাবাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে বিষয়াদি সম্বিবেশ করিয়া তত্ত্ব-ভগবৎ প্রভৃতি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করত এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যঃ শ্রীকৃষ্ণ-পদান্তোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্ ।

তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যন্তৈশ্চ শপথোইপিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞাভূষণকৃত-টীকা ।

গ্রন্থস্ত রহস্যত্বমাহ,—যঃ শ্রীতি । কৃষ্ণপারতম্যোগ্রনানাদৃতে তত্ত্বামঙ্গলঃ স্তাদিত্তি তত্ত্বঙ্গলান্যেতৎ, ন তু গ্রন্থাবন্ত-ভয়াৎ । তত্ত্ব স্বব্যাপ্তমৈনিরবগ্ধেন পরীক্ষিতত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

অধিকারি-নির্ণয় । এ গ্রন্থ অতি রহস্য, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানন্দন শ্রীকৃষ্ণোপাসকই ইহার অমুশীলনে অধিকারী ; অন্ত্রে নয়, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন ;—যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণাববিন্দ ভজন করিতেই কেবল ইচ্ছুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন অন্ত্রের দর্শন সম্বন্ধে সপথ থাকিল ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৬) সাধারণকে গ্রন্থ-দর্শনে শপথ দিবার তাৎপর্য্য এই যে ; ‘গ্রন্থের প্রতিপাত্ত-বিষয় শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ ও পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম-পরমাত্মা তাঁহারই অংশ-বৈভব’ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সাধারণে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতমতায় অবিস্বাস করিলে তাঁহাদের অপরাধ হইবে—এই অমঙ্গল আশঙ্কাতেই প্রথমে সাবধান করিতেছেন ; গ্রন্থের দোষ-আবিষ্কার হইবার ভয়ে নহে, কারণ স্বব্যুৎপন্নমতি বৈষ্ণবগণ কর্তৃক নির্দোষরূপেই এই গ্রন্থ পরীক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার ইহা স্বকপোল-কল্পিত নহে—একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে ; পরেও বলা হইবে ।

অথ নম্রা মন্ত্ৰ-গুরুন্ গুরুন্ ভাগবতार्থদান্ ।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণাভূষণকৃত-টীকা ।

অর্থোক্তি । “গুঢ়ার্থস্ত প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা । নানার্থবস্তুং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বৃধৈঃ ॥”—ইত্যভিযুক্তোক্তলক্ষণং সন্দর্ভং লেখিতুম্ বশ্মি—বাহ্মমি । শ্রীভাগবতং সংদৃভ্যতে—গ্রন্থ্যতেহজ্ঞোতি, “হলশ্চ” ইত্যধিকরণে “ঘঞ্” ॥ ৭ ॥

অমুবাদ ।

অনন্তর মন্ত্ৰ গুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৭) “ভাগবত সন্দর্ভ”—ভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তনের প্রতিপাদক ‘শ্রীভাগবত’ নামক গ্রন্থের “সন্দর্ভ”—অর্থনির্ণায়ক বাক্য-সমূহ । যাহাতে গুঢ় অর্থের প্রকাশ, উক্তির সারবত্তা, শ্রেষ্ঠতা, নানা অর্থের সমাবেশ এবং জ্ঞান-বিষয়তা বিদ্যমান আছে, তাহাকে “সন্দর্ভ” বলা যায় । অভিযুক্ত কারিকায় বলা হইয়াছে ;—

“গুঢ়ার্থস্ত প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা ।

নানার্থবস্তুং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বৃধৈঃ ॥”

এই গ্রন্থকে ভাগবতের অর্থ-নির্ণায়করূপে স্থাপন করায়, গ্রন্থকার কর্তৃক এই গ্রন্থের নামও যে ‘ভাগবত সন্দর্ভ’, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইল । ভাগবত-সন্দর্ভ—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি এবং প্রীতি সন্দর্ভ—এই ছয় ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ‘ষট্ সন্দর্ভ’ নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ।

যস্ম ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যাংশো যস্মাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ম্বেব মায়াং পুমাংশ্চ ।
একং যশ্চৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাং * ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিছাভূষণকৃত-টীকা ।

অথ শ্রোতৃ-কচ্যংপত্রয়ে গ্রন্থস্য বিষয়াদীনমুবন্ধান্ সংক্ষেপেণ তাবদাহ;—যশ্চেতি । স স্বয়ংভগবান্
শ্রীকৃষ্ণঃ, ইহ—জগতি, তৎপাদভাজাং—তদ্রূপপদ্মসেবিনাং স্ববিষয়কং প্রেম, বিধত্তাং—অর্পয়তু । স কঃ ?
ইত্যাহ,—যস্ম—স্বরূপাধ্বন্যাকৃতিগুণবিভূতিবিশিষ্টশ্চৈব শ্রীকৃষ্ণস্য, চিন্মাত্রসত্তা—অনভিব্যক্ততত্ত্ববিশেষ।
জ্ঞানরূপা বিজ্ঞানতা, কচিদপি নিগমে—কস্মিংশ্চিৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাতি ইত্যেবোপলক্ষ্যঃ” ইত্যাদিরূপে
ঋতিখণ্ডে, ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি—তাদৃশতয়া চিন্ত্যতাং তথা প্রতীতিমাসীদতীতার্থঃ । ভক্তিভাবিতমনসাং
তু ব্যঞ্জিত-তত্ত্ববিশেষ। সৈব পুরুষত্বেন প্রতীতী ভবতীতি বোধ্যম্, “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাপকাস্তশ্চৈবানন্দময়-
পুরুষত্বেন নিরূপণাৎ । অত এবমুক্তং জিতেন্তে স্তোত্রে;—

“ন তে রূপং ন চাকারো নাযুধানি ন চাম্পদম্ । তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং হৃৎ প্রকাশসে ।” ইতি ।
ন চৈবং প্রাচীনাদ্বীকৃতমিতি বাচ্যম্, উক্তরীত্যাং তস্তাপ্যনভীষ্টত্বাভাবাৎ । যস্ম কৃষ্ণাংশঃ পুমান্
মায়াং বশয়ম্বেব স্বৈরংশকৈর্বিভবতি । কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সংকর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভর্তা,
তাং বশে স্থাপয়ম্বেব স্ব-বীক্ষণক্ষুরা তয়াগানি সৃষ্টা, তেষাং গর্ভেষুধূভিরঙ্কপূর্ণেষু সহস্রশীর্ষা প্রহ্লায়ঃ সনু,
স্বৈরংশকৈঃ—মৎস্তাদিভিঃ, বিভবতি—বিভবসংজ্ঞকান্ লীলাবতান্ প্রকটয়তীতার্থঃ । যশ্চৈব—কৃষ্ণস্য,
নারায়ণাখ্যমেকং—মুখ্যং রূপম্, অববরণষ্টকাঙ্কহিঃষ্ঠে পরমব্যোম্নি বিলসতি, স নারায়ণো যস্ম বিলাস
ইত্যাং । অনন্তাপেক্ষিরূপঃ স্বয়ংভগবান্, প্রায়ন্তংসমগুণবিভূতিরাকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ তু বিলাস ইতি
সর্বমেতচ্চতুর্থ-সন্দর্ভে বিম্বুটীবিজ্ঞাদীক্ষণীয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

“বদন্তি তত্ত্ববিদগুপ্তং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ । ব্রহ্মেতি পরমাস্মেতি ভগবানিতি শাস্ব্যতে ॥”—(১১২১১১)

ইতি শ্রীভাগবতীয়লোক-তাৎপর্য্যং পণ্ডেন দর্শয়তি—যশ্চেতি । কচিদপি নিগমে—ব্রহ্মসংহিতাদৌ,
যস্ম চিন্মাত্রসত্তা ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি—নিয়তমাত্রয়তীতাদ্বয়ঃ । চিৎ—জ্ঞানং, তন্মাত্রা—তন্ময়ং স্বরূপ-
ভূতজ্ঞানবহুসত্তা, স্বরূপভূতসংপদপ্রবর্তিনিমিত্তবদিতার্থঃ । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি ঋতে: ।
তথা ৮,—শ্রীকৃষ্ণঃ—স্বরূপভূতশ্রীবিগ্রহধারি ব্রহ্মেতি ভাবঃ । এবঞ্চ ব্রহ্মপদং—জ্ঞানপরং জ্ঞানিপরঞ্চ;
দর্শ-দর্শিণোরভেদাৎ প্রত্যেকং তযোর্ভেদাচ্চ; এবং শরীর-শরীরিণোরপি ভেদাভেদৌ । এবং
তচ্ছরীরাবশিষ্টশ্চাপি ব্রহ্মত্বং, বিশিষ্টশ্চ বিশেষ্যজ্ঞানতিরেকাৎ । যস্মাংশঃ পুমাংশ্চ—পরমায়া প্রথমপুরুষঃ, মায়াং—
প্রকৃতিং বশয়ন তদগুণযোগেন, স্বৈরংশকৈঃ—স্ব-স্বরূপভূতজীবাত্মরূপদ্বয়ৈঃ, বিভবতি—বিবিধো ভবতি ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসরূপং দর্শয়তি—একমিতি । রসায়নতসিদ্ধাবপ্যুক্তম্, “সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-

* “স শ্রীকৃষ্ণস্বরূপঃ ক্ষুরদ্বক্ ভগবান্ প্রেম দদ্যাত্তজ্জ্ঞাত্যঃ” ইতি বা পাঠঃ ।

স্বরূপাঃ” ইতি । শ্রীশেতি—শ্রী-রাধায়োরপৈক্যাং সূচয়তি । ক্ষুরভূক্ষিত, —ভগবদ্বিশেষণং, প্রেমবিশেষণং বেতি । অত্রায়ং বিবেকঃ—যদা জ্ঞানানন্দ-তাৎপর্যেণ ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগস্তদা ধর্মত্বম্, যদা জ্ঞানাদিমত্তাৎপর্যেণ ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগস্তদা অংশত্বম্ ; যদা শরীরত্বেন জ্ঞানাদিমত্ত্বেন চ প্রবোধয়িতুং প্রযুক্তো ব্রহ্মশব্দস্তদা সম্পূর্ণ-ভগবৎপবঃ । কৃষ্ণ-শরীরাদেৱপি জ্ঞানানন্দস্বরূপকৃষ্ণস্বরূপতয়। সচিদানন্দবিগ্রহ ইত্যাদিপ্রয়োগ ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।

সংক্ষেপে অনুবঙ্গ নির্ণয়। শ্রোতৃবর্গের রুচি উৎপাদনের জন্ত আশীর্বাদ ছলে সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়াদি অল্পবাক্য বলিতেছেন,—যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মাযানিস্তা পুরুষই নিজ অংশ মৎস্তাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারই ‘নারায়ণ’ নামক রূপ, পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার চরণ-কমলসেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৮) স্বরূপভূত আকৃতি, গুণ এবং বিভূতিবিশিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আকৃতি, গুণ ও বিভূতির মধ্যে কোন একটিরও বিশেষরূপে অভিব্যক্তি নাই—এমন একটা অবস্থা-বিশেষকেই ব্রহ্ম বলা যায় । সেই অবস্থা-বিশেষকেই শ্রুতিতে চিদ্রূপ (জ্ঞানরূপ) সত্তা (বিদ্যমানতা) বলা হইয়াছে এবং তাহাকেই “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । যাঁহাবা বিশুদ্ধজ্ঞানী—শ্রীভগবানের নিত্য বিদ্যমান স্বরূপভূত অনন্ত রূপ-গুণ-লীলা-বিভূতি ধারণা করিতে অসমর্থ; তাঁহারাষ্ট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ চিদ্রূপ সত্তা (ব্রহ্মস্বরূপ) অল্পভব কবেন । পরমাত্মা—স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও সাম্প্রদ্য মাত্রেরই মায়া-বৃত্তি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা জগৎস্থিতি প্রভৃতি কার্য্য করেন, ইনি ভগবানের অংশবিশেষ এবং সর্বাস্তর্ধ্যামী পুরুষরূপেও বিখ্যাত । এই ক্লোকাংশ ‘পুমান্’ শব্দে উক্ত পুরুষরূপী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । পুরুষ তিন প্রকার; প্রথম—সদ্বর্ণ, দ্বিতীয়—প্রচ্যুত, এবং তৃতীয়—অনিরুদ্ধ । সদ্বর্ণের একটি কার্য্য—মায়ায় প্রতি ঈক্ষণ, প্রচ্যুতের লীলাবতার আবির্ভাবন এবং অনিরুদ্ধের গুণাবতার প্রকটন । গ্রন্থকার, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ; নিজকৃত “সর্বস্বাদিনী”তে—“অংশকৈঃ—লীলাবতাররূপৈঃ গুণাবতাররূপৈশ্চ, পুমান্—পুরুষঃ সর্বাস্তর্ধ্যামী পরমাত্মাখ্যঃ ।” পুমান্ শব্দে নির্দেশে ‘পুরুষ’ এই অর্থ করিয়াছেন এবং মূলে সদ্বর্ণের কার্য্য “মায়াং বশয়ন্” এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া, ব্যাখ্যা গ্রন্থে “অংশকৈর্বিভবতি” ইহার ব্যাখ্যায় প্রচ্যুতের কার্য্য—লীলাবতার ও অনিরুদ্ধের কার্য্য—গুণাবতার প্রকটন ব্যাখ্যা করিয়াছেন স্তবরাং এ গ্রন্থে সদ্বর্ণ ও তদবতার—প্রচ্যুত এবং অনিরুদ্ধ এই তিন পুরুষকেই যে এক করিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভাদির স্থলবিশেষে এই সমস্ত বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা হইবে অতএব এখানে সংক্ষেপেই ব্যাখ্যাত হইল ।

পরব্যোম ও ভগবান্ । ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত; এই আটটি আবরণ আছে, তাহার বাহিরে এই ধাম অবস্থিত । নারায়ণ বা

মহানারায়ণ ইত্যাদি নামে শ্রীকৃষ্ণের 'বিলাস'মুষ্টি এই স্থানে বিরাজ করেন, ইনি-ই মূলে 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত আর সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ং ভগবান্'।

“অনন্তাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপং স উচ্যতে।”

“স্বরূপমন্তাকারং যন্তস্ত ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাস্থ্যসমং শব্দ্য স বিলাসো নিগন্ততে” ॥

যে স্বরূপ অস্ত্রের অপেক্ষা করেন না তিনিই “স্বয়ংরূপ”, আর মূল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে লীলা-বিগ্রহ-রূপে প্রকাশ হওয়ায় ষাঁহার অঙ্গ সন্নিবেশ তদপেক্ষা কিছু বিভিন্ন, শক্তি-প্রকাশে প্রায় মূল-তুল্য; তাঁহাকেই “বিলাস” বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ কাহাকেও অপেক্ষা করেনন না, কারণ স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ—অন্ত হইতে প্রকাশিত নহেন। এই স্বয়ংরূপকে-ই শ্রীমদ্ভাগবতে ‘স্বয়ং ভগবান্’ বলা হইয়াছে,—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” (ভাঃ, ১, ৩, ২৮)

স্বত বলিয়াছিলেন;—হে ঋষিগণ। আপনাদের নিকট এই যে সকল অবতার কীর্তন করিলাম; ইহার। সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষের কেহ অংশ, কেহ বা কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্।

অবতারের কার্য্য। “পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” এই শ্রীভগবৎ বাক্যানুসারে ভূভার হরণ করিয়া ধর্ম সংস্থাপনই অবতারের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ কোন একটি অপূর্ব রস আশ্বাদন-ইচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হইলেও, ভূভার হরণাদি কার্য্যও তাঁহা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া সাধারণ অবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি স্বয়ংভগবান্ সর্বাবতারী, এমন কি—সকল অবতারের মূলপুরুষ সহস্রশীর্ষ ভগবানেরও তিনি অবতারী, সেই নিমিত্ত অগ্নাত্ত অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ করিবার অভিপ্রায়ে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” এই কথা বলিলেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

“সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ; তাব মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন।

তবে স্বত গোঁসাই মনে পাঞা বড় ভয়; যাব যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ; কৃষ্ণ—“স্বয়ংভগবান্” সর্ব অবতংস।”

(চৈঃ চঃ, আঃ, ২পঃ)

ষাঁহার ভগবত্তা অস্ত্রের অপেক্ষা করে না, প্রত্যা ষাঁহার ভগবত্তা হইতে অগ্নাত্ত বিলাসাদি অবতারের ভগবত্তা সিদ্ধ হয়—তিনি “স্বয়ং ভগবান্”।

“ষাঁর ভগবত্তা হৈতে অস্ত্রের ভগবত্তা; ‘স্বয়ংভগবান্’ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা।

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন; মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।

তৈছে সব ভগবানের—কৃষ্ণ সে কারণ ॥” * * * * (চৈঃ চঃ, আঃ, ২পঃ)

প্রেম। ষাঁহার উদয়ে চিত্ত অত্যন্ত আত্ম হইয়া যায়, ইষ্ট বস্তুতে নিরতিশয় স্নেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন একটি প্রগাঢ় ভাবকেই “প্রেম” বলা হইয়াছে।

“সম্যক্ত্ব মন্থণিতস্থাস্তো যমহাতিশয়ান্বিতঃ। ভাবঃ স এব সামান্য্য বৃধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥”

(ভঃ, রঃ, সিঃ, পুঃ, ৪র্থ)

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়; তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়,
 সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন; সাধন ভক্ত্যে হয় সর্কানর্থ নিবর্তন।
 অনর্থ নিরুত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়; নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
 রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর; আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রত্নির অঙ্কুর।
 সেই রত্নি গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’ নাম সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্কানন্দধাম।”

(চৈঃ, চঃ, মঃ ২২পঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থের বিষয় এবং তাঁহার সহিতই গ্রন্থের সম্বন্ধ,—‘স শ্রীকৃষ্ণঃ’ এই শব্দে বলা হইয়াছে। ‘তৎপাদভাজাঃ’ এই পদে অভিধেয়—সাধন-ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে আর ‘প্রেম’ শব্দ প্রয়োজনরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপে ‘যন্ত ব্রজেন্তি’ ইত্যাদি শ্লোকে আশীর্বাদ প্রার্থনাছিলে সংক্ষেপে বিষয়াদি চারটি অনুবন্ধের সূচনা মাত্র করিয়াছেন।

অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণতদ্বাচ্যবাচকতালক্ষণসম্বন্ধ-তত্ত্বজনলক্ষণবিধেয়-
 সপৰ্য্যায়্যভিধেয়-তৎপ্রেমলক্ষণপ্রয়োজনাত্মানামর্থানাং নির্ণয়্য তাবৎ প্রমাণং
 নির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়দুষ্কৃত্যং স্ততরামলৌকিকাচিন্ত্যস্বভাব-
 বস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীনাংপি সদোষাণি ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণুভূষণকৃত-টীকা।

অথৈবমিতি। সূচিতানাং—বাস্তিতানাং চতুর্গামিতার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ গ্রন্থস্য বিষয়ঃ, তদ্বাচ্য-
 বাচকলক্ষণসম্বন্ধঃ, তত্ত্বজনং—তচ্ছবণ-কীর্তনাদি, তল্লক্ষণং যদ্বিধেয়ং, তৎসপৰ্য্যায়ং যদভিধেয়ং,—তচ্চ,
 তৎপ্রেমলক্ষণং প্রয়োজনঞ্চ—পুরুষার্থতদাত্মানাম্। একবাচ্যবাচকত্বম্—পর্য্যায়ত্বম্। ‘সমানঃ পর্য্যায়োহস্ত’
 ইতি সপৰ্য্যায়ঃ। সমানার্থকসহশব্দেন সমাসাৎ ‘অস্বপদবিগ্রহো’ বহুব্রীহিঃ। “বোপসর্জনস্ত” ইতি সূত্রাত্
 সহস্র সাদেশঃ।

“সহশব্দস্ত সাকল্য-যোগপদ্য-সম্বন্ধিষ্ণু। সাদৃশ্যে বিদ্যামানে চ সম্বন্ধে চ সহ স্মৃতম্॥” ইতি শ্রীধরঃ।

তত্রৈতি; পুরুষস্য—ব্যবহারিকস্য ব্যুৎপন্নস্তাপি ভ্রমাদিদোষগ্রন্থত্বাতাদৃক্পারমার্থিকবস্তুস্পর্শানর্হত্বাচ্চ
 তৎপ্রত্যক্ষাদীন চ সদোষাণীতি বোধ্যম্। ‘ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবঞ্চ’ ইতি জীবৈ চত্বারো
 দোষাঃ। তেষ্বতস্মিন্শব্দবুদ্ধিঃ—ভ্রমঃ, যেন স্থাণৌ পুরুষ-বুদ্ধিঃ। অনবধানতাত্ত্বচিত্ততালক্ষণঃ—প্রমাদঃ,
 যেনাস্তিকে গীয়মানঃ * গানং ন গৃহ্যতে। বঞ্চনেচ্ছা—বিপ্রলিপ্সা, যথা শিষ্টে স্বজ্ঞাতোহপ্যর্থো ন
 প্রকাশ্যতে। ইন্দ্রিয়-মান্দ্যঃ—করণাপাটবম্, যেন দত্তমনসাপি যথাবৎ বস্তু ন পরিচীযতে। এতে
 প্রমাতৃজীব-দোষাঃ প্রমাণেষু সঙ্করন্তি। তেষু ভ্রমাদি-ত্রয়ং প্রত্যক্ষে, তন্মূলকেহুমানৈ চ; বিপ্রলিপ্সা
 তু শব্দে ইতি বোধ্যম্। প্রত্যক্ষাদীনাং ভবন্তি প্রমাণানি। তত্রার্থ-সম্বন্ধঃ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং—প্রত্যক্ষম্।

* ‘জায়মানঃ’ ইতি পাঠান্তরম্।

অহুমিতিকরণং—অহুমানম্, অগ্নাদিজনং—অহুমিতিঃ, তৎকরণং—ধূমাদিজনম্ । আপ্ত-বাক্যং—শব্দঃ, (তৰ্কসংগ্রহ-শব্দ-পং পৃ. ৩২) । উপমিতিকরণং—উপমানম্, গো-সদৃশো গবয়ঃ—ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধজনং—উপমিতিঃ (তৰ্কসংগ্রহ-উপমান—পং পৃ. ৩৮), তৎকরণং—সাদৃশ্যজনম্ । অসিদ্ধাদর্থ-দৃষ্টা সাদৃশ্যার্থ-কল্পনং—অৰ্থাপত্তিঃ, যথা—দিবাহুভুজ্ঞানে পীনত্বং—রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে । অভাবগ্রাহিকা—অহুপলকিঃ, ভূতলে ঘটাহুপলক্যা যথা ঘটাবাবো গৃহতে । ‘সহস্রে শতং সম্ভবেৎ’ ইতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা—সম্ভবঃ ॥ অজ্ঞাতবক্তৃকং পবম্পরা-প্রসিদ্ধং—ঐতিহ্যং, যথেষ্ট তরৌ যক্ষোহস্তি ;—ইত্যেবমষ্টৌ ॥ ২ ॥

শ্ৰীরাধামোহন-গোশ্বামিতট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

অথেনি প্রমাণং বিনির্নয়ত ইত্যেনেনাস্তাশ্বয়ঃ । কিমর্থং প্রমাণবিনির্নয় ইত্যত আহ,—এবং হুচিতানা-মিতি । তত্র শ্ৰীভাগবতসন্দৰ্ভঃ বচ্মীত্যেনেন শ্ৰীকৃষ্ণস্বরূপ-তত্ত্বজনয়োরভিধেয়ত্বম্, তয়োৰ্বাচ্যবাচকতা-লক্ষণসম্বন্ধস্থ হুচিতঃ । “প্রেম দত্ত্যন্তজ্ঞদ্যঃ” ইত্যেনেন ভজনস্থ বিধেয়ত্বং, প্রেমঃ ফলত্বং হুচিতম্ । শ্ৰীকৃষ্ণেনি তত্ত্বজনোপলক্ষণং ; তেন কৃষ্ণ-তত্ত্বজনয়োৰ্বাচ্যতা, গ্রন্থস্থ বাচকভেতি পরস্পরসম্বন্ধো দৰ্শিতঃ । শ্ৰীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-কথনং তন্ত্ৰাভিধেয়তা-লাভঃ । ভজনস্থ বিধেয়তয়াহভিধেয়ত্বমিতি বিশেষায় স্বাতন্ত্র্যেণ তৎকীৰ্ত্তনম্ । বিধেয়-পর্যায়্যভিধেয়েতাস্ত—বিধেয়-লক্ষণাভিধেয়েতার্থঃ । এবঞ্চ ; ভাগবতসন্দৰ্ভমিত্যস্ত, ভগবত ইদং—শ্ৰীকৃষ্ণ-স্বরূপ-তত্ত্বজনম্, —তন্ত্ৰ সন্দৰ্ভম্—কাণ্ডঃ ; তত্ত্বতো নির্ণায়কবাক্য-জ্ঞাতমিতি পর্যাবসিতোহর্থঃ । বচ্মীত্যস্ত—কথয়ামীত্যর্থঃ । বস্তুতস্ত ভাগবত-সন্দৰ্ভং—ভগবন্ত্বজনপ্রতিপাদক-শ্ৰীভাগবতাত্ম্যগ্রন্থস্ত সন্দৰ্ভম্,—অর্থনির্ণায়কবাক্য-জ্ঞাতং বচ্মীত্যর্থঃ । এবঞ্চ শ্ৰীভাগবতস্ত প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধা এবাস্ত গ্রন্থস্ত প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধা ইতি জ্ঞেয়ম্ । তত্রেনি—প্রমাণেনিতিার্থঃ । তৎপ্রত্যক্ষাদীত্যাশ্বাস্তাশ্বয়ঃ । তৎপ্রত্যক্ষাদীনি—লৌকিকপুরুষ-প্রত্যক্ষাদীনি । তেনেশ্বর-প্রত্যক্ষস্ত সদোষত্ব-ব্যাবৃত্তিঃ । আদিনা—অহুমানোপমানাহুপলকি-পরিগ্রহঃ, সদোষাণি—ভ্রম-জনকতয়া সম্ভাবিতানি । তেনাপুরুষ-প্রত্যক্ষাদেঃ কচিৎস্ব-সাধকত্বে, অহুমানস্তেশ্বর-সাধকত্বেইপি চ ন ক্ষতিঃ । প্রত্যক্ষাদেঃ সদোষত্বে হেতুঃ—দুষ্টিবাদিত্যন্তম্ । ভ্রমাদীত্যাদিনা—প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-পরিগ্রহঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।

অনুবন্ধ চতুষ্ঠয় নিরূপণ । পূৰ্ব্ব শ্লোকে যে চারিটি অনুবন্ধ সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ; তাহাই বিস্তাররূপে দেখান হইতেছে :—

পূৰ্ব্ব শ্লোকে সংক্ষেপে হুচিত গ্রন্থের ‘বিষয়’—শ্ৰীকৃষ্ণ, গ্রন্থের সহিত শ্ৰীকৃষ্ণের বাচ্য-বাচ্যাকরূপ ‘সম্বন্ধ’, শাস্ত্রে কৰ্ত্তব্যরূপে নির্দিষ্ট তদীয় শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি লক্ষণ ভজন-(ভক্তি) ‘অভিধেয়’ এবং তদীয় প্রেমই ‘প্রয়োজন’—এই চারিটি অনুবন্ধের অর্থ-নির্ণয় অভিপ্রায়ে ‘প্রমাণ’ নির্ণয় করা হইতেছে । তার মধ্যে দেখা যায় ; অতিব্যাপ্তমতি এবং ব্যবহারবিজ্ঞ হইলেও সকল পুরুষেরই বুদ্ধি, ভ্রমাদি চারটি দোষে দুষ্ট হুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব পারমাথিক বস্তু-গ্রহণে অযোগ্য ; এই নিমিত্ত তাহাদের রূত-প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণও দোষ-যুক্ত ॥ ২ ॥

তাৎপর্য।

(২) বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই চারটি অমূল্যবান ত্রীলোকের বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন কিন্তু ত্রীপাদ গোস্বামি ভট্টাচার্য্য—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটি বলিয়াছেন। শ্রোতৃ-বর্গের গ্রন্থ-শ্রবণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্ত গ্রন্থের প্রথমে অমূল্যবান বলা আবশ্যিক; প্রাচীনরা বলেন :—

“সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতৃং শ্রোতা প্রবর্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সবিধেয়কঃ।

সর্বশ্রেষ্ঠং হি শাস্ত্রম্ বস্তুনো বাপি কশ্চিৎ। বাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে।”

সম্বন্ধ ও বিষয়তত্ত্ব। যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, চক্ষু কেবল রূপকেই গ্রহণ করিয়া থাকে; তেমনি এই গ্রন্থের ‘বিষয়’ শ্রীকৃষ্ণ। গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাচ্যবাচকতারূপ ‘সম্বন্ধ’। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণের বাচক বা প্রতিপাদক, শ্রীকৃষ্ণ—গ্রন্থের বাচ্য বা প্রতিপাদ্য। যাহাকে বলা হয়, সেই—বাচ্য, যে বলে সেই—বাচক।

অভিধেয়তত্ত্ব। শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখা ও আশ্র-নিবেদন—এই নয় প্রকার সাধন-ভক্তিই ‘ভজন’, কারণ ভক্তি ও ভজন—উভয় শব্দই একার্থবোধক। অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্ভজনের অভাবকেই ভগবদ্ধিমুখতা বলা হয়, সেই বিমুগতার প্রতিকূল ভগবদ্ধিমুখতাই—অভিধেয়, ইহাকেই শ্রীভগবানের উপাসনা বা ভজন বলা হয়, সেই-টিই এখানে শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ-রূপে কথিত হইল।

প্রয়োজন তত্ত্ব। শ্রবণ-কীর্তনাদিময় সাধনভক্তির অমূল্যতানে ভিতর বাহিরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারময় সমুদিত প্রেমই এখানে ‘প্রয়োজন’রূপে কথিত হইয়াছে। “যমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্” (গৌতম সূত্র,) ভগবৎসাক্ষাৎকারময় অনন্ত সুখ প্রাপ্তি লালসাতেই জীবের ভজন-প্রবৃত্তি, তা-ই তৎসাক্ষাৎকারময় প্রেমই ‘প্রয়োজন’। জগতে সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সর্বত্রই দেখা যায় কিন্তু সুখপ্রাপ্তি না হইলেও দুঃখনিবৃত্তি হয় না, সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দই ভগবৎপ্রেম, যাহার হৃদয়াকাশে সেই প্রেম-সুখ্য বিরাজমান, তাঁহার আবার দুঃখতিমিরের ভয় কোথায়? তা-ই সুখপ্রাপ্তিই জীবমাত্রের মূল প্রয়োজন হওয়ায়, সুখময় প্রেমকেই ‘প্রয়োজন’ বলা হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্দর্ভে ইহার সবিস্তার বর্ণন আছে সুতরাং এখানে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা হইল না।

ভ্রমাদি চারটি দোষ। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাতব। ভ্রম—মিথ্যাভ্রম বা মিথ্যামতি, নৈয়ামিকেরা যাহাকে ‘অগ্রম’ বলেন অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—‘বিপর্যাস’ এবং ‘সংশয়’। . দেখে আশ্রবুদ্ধি—‘বিপর্যাস’, এটি পুরুষ—না। স্থাপু (শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ) এইরূপ বুদ্ধি—সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ এবং ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম নানা প্রকারে হইয়া থাকে ;—

“তৎ প্রপঞ্চো বিপর্যাসঃ সংশয়োহপি প্রকীর্তিতঃ। আদ্যো দেহে আশ্র-বুদ্ধিঃ শব্দাদৌ পীতাতামতিঃ।

ভবেম্মিচ্ছয়রূপো সা সংশয়োহথ প্রদর্শ্যতে।

কিং শিবরো বা স্বাপ্নবৈত্যাদিবুদ্ধিস্তং সংশয়ঃ ॥

পিত্ত-দূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।

* * * (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

শর্করা অতি মধুর ; কিন্তু রসনা পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয় । আমরা চন্দ্র-স্থ্যাকে একখানি ক্ষুদ্র খালার মত দেখি, বাস্তবিক তাহার আকার তেমন নয়, সে এত বড়—যে আমাদের কল্পনায় আসে না । মরুভূমিতে স্থ্যাকিরণপাতে—নদী তরঙ্গায়িত বলিয়া বোধ হয়, সূতরাং দূরত্বই এ ভ্রান্তির কারণ । আত্মা—‘অহং’ শব্দবাচ্য, অজ্ঞ, নিত্য এবং পরিণাম-শূন্য, কিন্তু আমরা “স্থলোহম্”, “রূশোহম্”, আমি স্থূল, আমি রূশ—এইরূপে স্থূলত্ব-রূশত্ব-ধর্ম্মযুক্ত দেহে আত্মবোধক—‘অহং’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেহই আত্মা—এই মনে করি, সূতরাং মোহই এ ভ্রমের মূল কারণ । কোন গৃহে কখন সর্প দেখা গিয়াছিল, তাহার পর সে গৃহে সর্প না থাকিলেও প্রতিপদেই সর্পের সত্তার অল্পভূতি হয় ; এ ভ্রমের প্রতি একমাত্র কারণ—ভয় ।

প্রমাদ—অনবধানতা অর্থাৎ আনমনা ভাব । যেমন নিকটে কোন শব্দ হইতেছে, অথচ তাহার উপলব্ধি না হওয়া । বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, যেমন ভালরূপ জানা বিষয় ; শিষ্যেব নিকটেও প্রকাশ না করা । করণাপাটব—ইন্দ্রিয়বর্গের অপটুতা, মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপে অনুভব না হওয়া ।

প্রত্যক্ষান্দি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অসুমান, শব্দ, আধ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা । প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় সিদ্ধ হয় না, কারণ—“প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্” (বেদান্ত পরিভাষা ১ম পরিচ্ছেদ) যথার্থ জ্ঞানের নাম ‘প্রমা’, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—যথার্থ জ্ঞান নয়—উহা ভ্রম জ্ঞান, তাই উহা প্রমা নহে ; রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানই প্রমা । যাহা দ্বারা প্রমা জন্মায় অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ্য অনুভব হয়, তাহাই—প্রমাণ । আত্মকল দেখিয়া—আত্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে । এসকল স্থানে চাক্ষুষ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, কল (আত্ম) বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রমাণ লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে অনেক মত-ভেদ আছে । চার্বাক মতে—প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । বৌদ্ধ মতে—প্রত্যক্ষ ও অসুমান এই দুইটি প্রমাণ । বৈশেষিক দর্শনেও প্রত্যক্ষ এবং অসুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের মতে শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ অসুমানেরই অন্তর্ভূত । সাংখ্যদর্শনে—প্রত্যক্ষ, অসুমান ও আগম (শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে । ন্যায় দর্শন—প্রত্যক্ষ অসুমান, উপমান ও শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন । মীমাংসক-প্রভাকর মতে পাঁচ প্রকার ;—প্রত্যক্ষ, অসুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি । তন্মধ্যে ভাট্ট-মতাবলম্বীরা ইহার উপর ‘অভাব’কেও স্বীকার করেন । বেদান্ত-পরিভাষাকার ধর্ম্মরাজাধ্বরীজ—মীমাংসকের পাঁচটির উপর ‘অনুপলব্ধি’ লইয়া ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন । পৌরাণিকগণ—প্রত্যক্ষ, অসুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন । গ্রন্থকার নিজস্বকৃত ষট্‌সম্বন্ধের ব্যাখ্যা বা পরিশিষ্টরূপ গ্রন্থ—সর্বসম্বাদিনীতে প্রথমে নির্দিষ্ট দশটি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শব্দ প্রমাণকেই প্রমাজনক রূপে স্বীকার করিয়াছেন :—

“যদ্যপি প্রত্যক্ষাসুমান-শব্দাধোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষরহিতবচনাস্বকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্ ।”

সাধারণতঃ দশটি প্রমাণ অবগত হওয়া গেলেও ন্যূনাদিক হইবার কারণ ইহাই বোধ হয়—দার্শনিক-গণ, কোনও কোনও প্রমাণে অপর দুই একটি প্রমাণ সন্নিবেশিত করিয়া ‘আট-ছয়-পাঁচ’ ইত্যাদি ক্রমে সঙ্কেচ করিয়াছেন । আপন আপন ইষ্ট-সমাধানের উপযোগিতা-বোধই ইহার মূল কারণ । আমাদের গোড়ীয়

সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় হইতে বহির্গত; সেই মাধব-সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীপাদ মাধবমূনি প্রত্যক্ষ, অমুমান ও শাস্ত্র—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া, পৌরাণিকের অপর পাঁচটি প্রমাণকে ঐ তিনটির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন :—চক্ষুর নিকটস্থিত গবয়ের গো-সদৃশজ্ঞান—প্রত্যক্ষ, গবয় শব্দ গো-এর সাদৃশ্য বলিতেছে;—এই জ্ঞান—অমুমান, যেমন গো; তেমনি গবয়—এ বাক্যও শব্দকে উল্লঙ্ঘন করে না, অতএব প্রত্যক্ষ, অমুমান ও শব্দ—এই তিন প্রমাণে ‘উপমান’ অন্তর্হিত। ‘অর্থাপত্তি’ ও পৃথক্ নহে, এটি নব্যনৈয়ায়িক মানিত ‘কেবলব্যতিরেকি’ নামক অমুমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, দেবদত্ত দিবা ভোজন করে না অথচ স্থূল; সূত্রাং রাত্রিতে ভোজন করে—এই অমুমান করিয়া তাহার রাত্রিভোজিত্ব সাধ্য হইল। দশক অক শতের অন্তর্গত, নচেৎ শতের সিক্তি হয় না—এ জ্ঞান অমুমানলব্ধই জানিতে হইবে? সূত্রাং ‘সম্ভব’-ও অমুমানের অন্তঃপাতী। ‘ঐতিহ্য’ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত, ‘এই বটবৃক্ষে যক্ষ ছিল’—ইহার মূলে একজন অবশ্যই দ্রষ্টা আছে, যাহা হইতে ঐ কিস্কদন্তীর উৎপত্তি। ‘অন্তপলঙ্কি’-ও প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ঘটা ভাবের বোধ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষলব্ধ—এই প্রকার অগ্ৰাণ দার্শনিকগণেরও অন্তর্ভাবন-প্রক্রিয়া জানিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে জ্ঞান হয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা আমি ঘট দেখিতেছি। “প্রত্যক্ষঃ স্মাদৈন্দ্রিয়িকং” (অমরকোষ, বিশেষ্যানিষ্ণ বর্গ) ইন্দ্রিয়-গোচর প্রত্যক্ষ। গৌতম বলেন :—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবোধোপপন্নঃ জ্ঞানমব্যপদেশমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং” নির্দোষ ইন্দ্রিয় ও অর্থ—বিষয়, এই দুইটির সাম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই অব্যপদেশ, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। বেদান্ত পরিভাষাকার বলেন :—“প্রত্যক্ষপ্রমাণাঃ করণং প্রত্যক্ষ-প্রমাণম্” যাহা প্রত্যক্ষ-যথার্থ জ্ঞানের করণ; তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিচার করিয়া দেখিলে, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ—এ উভয়ের ভেদ পাওয়া যায়। জ্ঞান বলিতে সাধারণ জ্ঞান, প্রমাণ শব্দে যথার্থ জ্ঞান বোধ করায়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই একটা না একটা জ্ঞান জন্মায়। তাহার মধ্যে কোন-টি প্রমাণ, কোন-টি ভ্রম বা কোন-টি সংশয়। অতিদূরতা, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অশৈথল্য, দৃষ্টের অতি সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাদিসম্বল হইয়া পড়ে। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শন, উহা কখনই প্রমাণ হইতে পারে না যেহেতু ঐ জ্ঞান ভ্রান্তি জন্ম।

গৌতম-সূত্রের অব্যপদেশ শব্দটি প্রত্যক্ষের নির্দোষত্ব বুঝাইবার জন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ মাত্রই হইতেছে কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ রূপরসাদির নিশ্চয়াত্মক বোধ হইতেছে না; এমন একটা প্রত্যক্ষের ভাবকেই ‘অব্যপদেশ’ বলা হয়। বিষয়ে যথাস্থিত জ্ঞান—‘অব্যভিচারী’ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল—ইন্দ্রিয়, মন তাহার অন্তর্গত; মনের এমন অধিকার নাই, যে ইন্দ্রিয়ের অভাবে বিষয় প্রত্যক্ষ করে সূত্রাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎব্যবসায়, মনের অমুদ্রব্যবসায় মাত্র। সেই নিমিত্ত গৌতম ঋষি, ব্যবসায়াত্মক—এই বিশেষণটি দিয়াছেন।

ভাষ্যপরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার কথিত হইয়াছে; ভ্রাণজ, রাসন, জ্ঞান, চাক্ষুষ, স্পর্শ এবং মানস।

“ভ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতম্।

ভ্রাণস্ত গোচরো গন্ধো গন্ধতাদিরপি স্মৃতঃ।

তথা রসো রসজ্ঞায়ান্তথা শব্দোহপি চ শ্রুতো ॥”

ইত্যাদি।

উক্ত প্রত্যক্ষ—নির্বিকল্পক সবিবল্লক ভেদে দুই প্রকার, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ (সংযোগ) মাত্রেই, আপাততঃ সাধারণরূপে (নির্বিশেষরূপে) যে জ্ঞান জন্মে ; সেইটি নির্বিকল্পক, আর বিশেষরূপে—‘এ বস্তুর এই ধর্ম’ এবিধ যে জ্ঞান—সেইটি সবিবল্লক। “নিম্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকং, সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিবল্লকম্” (তর্কসংগ্রহ)। “বিশেষ্যতাশূন্যজ্ঞানত্বং সংসর্গতাশূন্যজ্ঞানত্বমিত্যপি লক্ষণং সম্ভবতি। ইদন্তাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতডিগতপ্রকারতালিঙ্গানং, ত্রালক্ষণত্বপ্রকারতালিঙ্গানঞ্চ সবিবল্লকম্।” (তর্কসংগ্রহ ত্রায়বোধিনী টীকা)। পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত প্রত্যক্ষকে—‘বৈদুশ্য’ ও ‘অবৈদুশ্য’ দ্বিবিধ বলিয়াছেন। বিদ্বানের প্রত্যক্ষ ‘বৈদুশ্য’, অজ্ঞের প্রত্যক্ষ ‘অবৈদুশ্য’। বৈদুশ্য প্রত্যক্ষ ত্রমাদিশূন্য হওয়ায় নির্দোষ।

অনুমান—‘অহু’ শব্দের অর্থ—পশ্চাৎ, ‘মান’ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। প্রথমে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইলে, পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধি অণু অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান ‘অহুমান’। যেমন প্রথমে ধূম দেখিয়া ‘এই পর্কতে অগ্নি আছে’ বলা হয় ; এস্থলে এইটিই অহুমান।

অহুমান সঙ্ক্ষে বেদান্ত-পরিভাষাকার বলেন ;—“অহুমিতি-প্রমাকরণমহুমিতিঃ। অহুমিতিশ্চ ব্যাপ্তি-জ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজ্ঞা।” (বেদান্তপরিভাষা ২য় পঃ) অহুমিতির প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) যাহা দ্বাবা হয় ; তাহাই অহুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইতে অহুমিতি জন্মে।

তর্কসংগ্রহকার বলেন :—“অহুমিতিকরণমহুমানম্। পরামর্শজ্ঞানমহুমিতিঃ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্রায়িরিতি সাহচর্যানিয়মো ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্যস্ত পর্কতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধর্মতা।” (তর্কসংগ্রহ, অহুমান পরিচ্ছেদ)

যাহা দ্বারা অহুমিতির জ্ঞান হয় ; তাহাই ‘অহুমান’। পরামর্শ করিয়া যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে তাহাকেই ‘অহুমিতি’ বলা হয়। ব্যাপ্তিপ্রকার হইতে অভিন্ন—যে পক্ষসদৃশ বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই পরামর্শ। যেমন—‘এই পর্কতটি অগ্নির ব্যাপ্য—ধূমযুক্ত’ এই প্রকার জ্ঞান—পরামর্শ, ‘ধূমযুক্ত বলিয়াই পর্কত বহিমান্’—এইরূপ জ্ঞান—অহুমিতি। ‘যেখানে যেখানে ধূম, সেই সেইখানেই অগ্নি’—এইরূপ যে সাহচর্যের (সামান্যিকরণের) নিয়ম ; তাহাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ধূম ও অব্যভিচারি বহির সামান্যিকরণ—ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয়—ধূমাদির পর্কতাদিতে যে প্রবর্তন—তাহাই পক্ষধর্মতা।

এস্থলে ত্রায়-দর্শনস্থ অহুমিতির গোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, তাহা হইতে অহুমিতির লক্ষণ দেখান যাইতেছে ; -

“ব্যাপ্য পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনান্তর, ব্যাপক পদার্থের (বহ্যাদির) নিশ্চয়কে ‘অহুমিতি’ কহে। যেমন কোন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে, ঐ গৃহে বহি আছে—এইরূপ নিশ্চয় সকলেরই হইয়া থাকে। এস্থলে উক্ত বহির নিশ্চয় কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মায় না কিন্তু ব্যাপ্য ধূমাদি দর্শনান্তর জন্মাইতেছে ; এ জন্ম উক্ত নিশ্চয়কে অহুমিতি বলিতে হইবে। এই ধূমটি বহির ব্যাপ্য ও বহি ধূমের ব্যাপক। যে পদার্থ না থাকিলে ; যে বস্তুর অভাব থাকে, সেই বস্তু ঐ পদার্থের ব্যাপ্য হয়। বহি না থাকিলে ধূম কদাচ থাকিতে পারে না অতএব ধূম—বহিপদার্থের ব্যাপ্য ও বহি ধূমের ব্যাপক। এস্থলে বহি আছে ; এই জ্ঞানটি—ধূম দর্শনের অনন্তর নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। মধ্যে বহি-ব্যাপ্য—ধূমবিশিষ্ট পর্কত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে, ঐ ধূমদর্শনাদি বহ্যাদির অহুমিতির করণ, অহুমান শব্দে ইহাই বোধ করিবে।

বলা হইল—কোনও ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অল্প কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়; তাহাই অল্পমিতি। এস্থলে, যে কোন পদার্থ দেখিলেই যে অস্ত্রের নিশ্চয় হয়—এরূপ নহে; তাহা হইলে গো দেখিলে ঘোটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত। অতএব ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয় হয়; ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা—ধূম দর্শন করিয়া পর্কত বা গৃহাদিতে অগ্নির নির্ণয় প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। এ স্থলে ধূমটি বহির ব্যাপ্য, কারণ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়; তাহার নাম—ব্যাপ্য। সাধ্য,—(বহিঃ) শূন্য দেশে অর্থাৎ সাধ্যটি যে স্থানে না থাকে; সেই দেশে অসম্ভাব (অর্থাৎ তদ্বশে না থাকাকে) সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। যাহার অল্পমিতি হয়; তাহার নাম—সাধ্য। এস্থলে বহির অল্পমিতি হইতেছে; এজন্য বহিঃ সাধ্য। বহিঃশূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকে না অর্থাৎ বহিঃ যে দেশে নাই, সে স্থলে ধূমের অসম্ভাব আছে; এ কারণে ধূম—বহির ব্যাপ্য। পর্কতাদিতে বহিঃ-ব্যাপ্য ধূমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহিঃ-ব্যাপ্য—ধূমবিশিষ্ট পর্কতাদি নিশ্চয় হয়। তদনন্তর বহিমান্ পর্কতাদি-অল্পমিতি জন্মে।” (মহামহোপাধ্যায় হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ত্রায়দর্শন, ৫ম সূত্র)

প্রাচীন ত্রায়ে—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট—এই ত্রিবিধ অল্পমান স্বীকৃত হইয়াছে। কারণকে হেতু করিয়া যে অল্পমান হয়, তাহার নাম—পূর্ববৎ। যেমন নিবিড় মেঘ দেখিয়া সম্বর বৃষ্টি হইবে—এই প্রকার অল্পমিতি, কিম্বা ব্যাধির অবস্থা দেখিয়া মৃত্যু হইবে, এইরূপ অল্পমিতি। কার্য্যকে হেতু করিয়া যে অল্পমান, তাহার নাম—শেষবৎ। যেমন ধূম দেখিয়া, এখানে অগ্নি আছে—এই অল্পমান অথবা নদীর বৃদ্ধি দেখিয়া, ইহার পূর্বে বৃষ্টি হইয়াছে—এই অল্পমান। কার্য্য ও কারণকে হেতু না করিয়া যে অল্পমান হয়; তাহার নাম—সামান্ততোদৃষ্ট। যেমন পদার্থের উৎপত্তি দেখিয়া বিনাশের অল্পমান বা পশু শব্দ দেখিয়া পুচ্ছের অল্পমান।

নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন ত্রায়ের উল্লিখিত তিনটি অল্পমানের পরিবর্তে—‘কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি ও অদ্বয়-ব্যতিরেকি—এই তিনটি অল্পমান স্বীকার করিয়াছেন। নব্যত্রায়ের ‘কেবলান্বয়ি’ অল্পমান—প্রাচীন ত্রায়ের ‘পূর্ববৎ’, কেবল ‘ব্যতিরেকি’—‘শেষবৎ’ এবং ‘অদ্বয়ব্যতিরেকি’—‘সামান্ততোদৃষ্ট’ অল্পমান জানিতে হইবে।

তর্কসংগ্রহে এই অল্পমানকে ‘স্বার্থ’ এবং ‘পরার্থ’ এইরূপ দ্বিবিধও বলা হইয়াছে। নিজের অল্পমানের হেতু যে অল্পমান, সেই—‘স্বার্থ’। যেমন কেহ নিজ-গৃহের রন্ধন-শালায় ধূম দর্শনান্তর অগ্নি দেখিয়া ‘যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি’ এই ব্যাপ্তি স্থির করিয়া রাখে, পরে কখনও পর্কতে ধূম দেখিয়া পূর্বের অল্পভূত ব্যাপ্তি স্মরণপূর্বক ‘এই পর্কত বহিঃযুক্ত’—এইটি অল্পমান করে। উপদেষ্টা পুরুষ, স্বয়ং পুনঃ পুনঃ ধূম দর্শনে অগ্নির অল্পমান করিয়া সেইটি পরকে বুঝাইবার জন্য যে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করে; তাহাকে ‘পরার্থ’ অল্পমান বলা হয়। ‘পরার্থ’ অল্পমানের পঞ্চ অবয়ব;—‘প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।’ “পর্কতো বহিমান্”—পর্কত বহিঃযুক্ত—এইটি ‘প্রতিজ্ঞা।’ “ধূমবস্তাৎ”—ধূম আছে বলিয়া—এইটি ‘হেতু।’ “যো ঘো ধূমবান্ স স বহিমান্, যথা মহানসম্” যে যে বস্তু ধূমযুক্ত, সেই সেই বস্তু বহিঃযুক্ত, যেমন মহানস (রন্ধনগৃহ)—এইটি ‘উদাহরণ।’ “তথা চায়ম্” তেমনি এই পর্কতও ধূমযুক্ত—ইহাই ‘উপনয়।’ “তস্মাত্তথা” সুতরাং এ পর্কতও সেইরূপ বহিঃযুক্ত—ইহাকেই ‘নিগমন’ জানিতে হইবে।

গ্রায়-জগতে অমুমান মহোদধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি গভীর। সাধারণ মানব-শক্তির তাহাতে অবগাহন অসম্ভব। অমুমানের জটিল সিদ্ধান্ত, অতি হৃদয়-দীপ্তিসম্পন্ন অধ্যাবসায়ী প্রবীণ বিচক্ষণেরই বোধগম্য। পদার্থ-বিজ্ঞানে অমুমানেরই একাধিপত্য। জড় পদার্থে চৈতন্য-সত্তার বিজ্ঞানও যে অমুমানেরই আয়ত্তে—ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহে অমুমানসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত—অতি জটিল ও বিস্তৃত সূত্রাং গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন-মাত্র করান হইল।

শব্দ—“আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ” (গ্রায় দর্শন ১।১।৭) আপ্ত—যথার্থবক্তার যে উপদেশ—তাহাই ‘শব্দ’। “আপ্তবাক্যং শব্দঃ, আপ্তস্য যথার্থবক্তা।” আপ্ত পুরুষের বাক্য—শব্দ, আপ্ত বলিতে যথার্থ-বক্তা বুঝাইবে। এখানে ‘আপ্ত’ শব্দের—বিশ্বস্ত অর্থও অমরসিংহ কর্তৃক স্বীকৃত। আপ্ত শব্দের ভ্রম প্রমাদাদি চতুষ্টয়-দোষশূন্য অর্থ—স্বতিসম্মত। ফল কথা; ত্রিবিধ অর্থের একই তাৎপর্য—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্ত পরিভাষাকার বলেন :—

“যন্ত বাক্যন্ত তাৎপর্যাবিসয়ীভূতমঙ্গসর্গো মানাস্তরেন ন বাধ্যতে তদ্ব্যাকং প্রমাণম্।”

(বেদান্ত পরিভাষা, ৪পঃ)

যাহার বাক্যের তাৎপর্যাবিসয়ীভূত পদার্থের সম্বন্ধ—অন্ত কোনও প্রমাণ দ্বারা বাধ্যপ্রাপ্ত হয় না, সেই বাক্যই প্রমাণ।

কোন প্রমাণ দ্বারা বাধ্যপ্রাপ্ত হয় না বলিতে, এ বাক্যের কিছু বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকিবে। জগতে কপিল, কণাদ, গৌতমাদি তত্ত্ববাদী মহাশয়গণ, প্রত্যক্ষাদি যে সমস্ত প্রমাণ বলিয়াছেন; তাহার কোনওটি দ্বারাও যে বাক্যের বাধ্য হয় না—এমন ঈশ্বরপ্রোক্ত বাক্যই এ স্থলের ‘শব্দ’ প্রমাণ জানিতে হইবে। কারণ এই ঘটসন্দর্ভ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ‘সর্বসম্বাদিনী’তে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

“তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্তেষাং প্রায়ঃ পুরুষভ্রমাদিদোষময়তয়ান্ধতাপ্রতীতিদর্শনে প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্নেতুমশক্যত্বাং তন্ত তদভাবাৎ।”

প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও, ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়-শূন্য বচনাত্মক ‘শব্দ’ই মূল প্রমাণ। অপর জীবের বাক্য প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত, তন্নিমিত্ত তাহাদের কথিত বাক্যে অন্ত প্রকার জ্ঞান হইয়া পড়ে, যথার্থ জ্ঞান হয় না সূতরাং সেটি প্রমাণ, কি প্রমাণাভাস—ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

তর্কসংগ্রহকারের বাক্যেও ইহাকে সমর্থন করা যাইতেছে :—

“বাক্যং দ্বিবিধং—বৈদিকং, লৌকিকঞ্চ। বৈদিকমীশ্বর-প্রোক্তত্বাৎ সর্বমেব প্রমাণম্। লৌকিকং দ্বাপ্তোক্তং প্রমাণম্, অন্তঃপ্রমাণম্।”

বাক্য দুই প্রকার—বৈদিক এবং লৌকিক, বৈদিক (বেদসম্বন্ধি) বাক্য ঈশ্বর-কথিত হওয়ায় তাহার সকল অংশই প্রমাণ। লৌকিকের মধ্যে বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার বাক্যই প্রমাণ, তন্নিমিত্ত অন্তের বাক্য অপ্রমাণ।

এখন ‘ভ্রম প্রমাদাদি শূন্য’ বা ‘ঈশ্বরপ্রোক্ত’ ঐরূপ বাক্যের বিশেষণ থাকায়, উহা কোন বাক্য—তৎসম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

১৪১২০৩

“যশানাদিহ্মাং স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলমৈতিহ্মমূলরূপো মহাবাক্যসমুদায়ঃ শব্দোহত্র গৃহ্যতে । স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব । য এবানাদিসিদ্ধঃ, সর্বকারণশ্চ ভগবতোহনাদিসিদ্ধঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মা-
দেবাবিভূতমপৌরুষেয়ং বাক্যম্ । তদেব ভ্রমাদিরহিতং সম্ভাবিতম্ । তচ্চ সর্বজনকশ্চ তস্মৈ চ সন্দোপ-
দেশায়াবশ্যকং মন্তব্যম্ । তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণম্ ।”

অনাদি হেতু যে স্বয়ংসিদ্ধ ; সেই নিখিল ঐতিহ্যের মূলীভূত মহাবাক্য সমষ্টিরূপ ‘শব্দ’ই এ স্থলে প্রমাণরূপে গৃহীত । সেই শব্দই শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রই বেদ । যাহা অনাদি কাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে । বেদ—শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য ; মহাপ্রলয়ে অবিনশ্বর—শ্রীভগবাক্যে অন্তর্হিত হইয়া, পরে সৃষ্টির আদিতে সেই শ্রীভগবান্ হইতেই জগতে অপৌরুষেয় বাক্যরূপে আবিস্কৃত হইয়েন মাত্র । এই বেদ-বাক্যই ভ্রমাদি দোষশূন্যরূপে সম্ভাবিত । সকল মানবের জনকস্বরূপ—শ্রীভগবানের, সন্তানস্থানীয় জীবগণকে সর্বদা সজুপদেশ দিবার জন্তই ইহার আবশ্যক হইয়াছে জানিতে হইবে । অতএব সর্বস্বহৃদ ভগবানের বাক্যই ব্যভিচারশূন্য প্রমাণ !

আর্য্য—দেবতা বা ঋষিগণের বাক্য ।

উপমান—প্রসিদ্ধ কোন একটা পদার্থের সাদৃশ্যে অপর কোন একটা পদার্থের পরিচয় দিতে হইলে, তাহার সাদৃশ্যজ্ঞ যে জ্ঞান—তাহাকে উপমান বলা হয় । যেমন কোনও ব্যক্তি—“গোসদৃশঃ গবয়ঃ” গবয় আকৃতিতে গো-তুল্য—এই কথা বলিলে, যে গবয় দেখে নাই ; তাহার সম্বন্ধে ‘গো’এর তুলনায়, অদৃষ্ট গবয়ের একটা জ্ঞান হইয়া থাকে ।

পূজ্যপাদ শ্রীল গৌতম বলেন :—

“প্রসিদ্ধসাধর্মাণ্যং সাধ্যসাধনমুপমানম্ ।” (স্মায় দর্শন, ৬ম সূত্র)

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাধর্মাণ্যকে (সাদৃশ্যকে) হেতু করিয়া সাধ্যের সাধন—(করণ)কেই উপমান বলা হয় । যেমন—“অয়ং গবয়ঃ, গো-সাদৃশ্যঃ” এইটি গবয়, যেহেতু গো-এর সহিত সাদৃশ্য আছে । এস্থলে—‘গো-সাদৃশ্যঃ’—এইটি হেতু, ‘অয়ং গবয়ঃ’—এইটি সাধ্য, ইহার সাধন (করণ) উপমান ।

বেদান্তপরিভাষাকার বলেন :—“সাদৃশ্যপ্রমাকরণমুপমানম্ ।” (বেদান্তপরিভাষা, ৩পঃ)

সাদৃশ্যের যথার্থজ্ঞান যাহা দ্বারা হয় ; তাহাই উপমান ।

তর্থাপত্তি—অর্থ-সিদ্ধি হইতেছে না ; ইহা দেখিয়া সাধকের আর একটি অর্থের কল্পনা করাকে ‘অর্থাপত্তি’ বলা হয় ।

“উপপাদ্যজ্ঞানেন উপপাদককল্পনং—অর্থাপত্তিঃ ।” (বেদান্তপরিভাষা, ৫ পঃ)

উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে ‘অর্থাপত্তি’ বলা হয় । যেমন ‘পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে’ স্থল দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি, দিবাতে ভোজন করে না ।

দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না অথচ তাহার শরীর স্থল,—এই স্থলত্বের কারণ অল্পসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে—দেবদত্ত যখন দিবা ভোজন করে না, তখন নিশ্চয়ই রাত্রিতে ভোজন করে ; নচেৎ তাহার স্থলত্ব হইতে পারে না । জগতে অভোক্তার কৃশত্ব স্বতঃসিদ্ধ । ভোজন না করিলে কেহই স্থল হইতে পারে না । রাত্রি ভোজনবিষয়ক জ্ঞান এ স্থলে কারণ ; অতএব ইহার নাম—উপপাদক, আর স্থলত্ব জ্ঞান এখানে ফল স্বতরাং ইহার নাম উপপাদ্য । তাৎপর্য্য ;—উপপাদ্য জ্ঞান হইতে যে স্থানে উপপাদকের কল্পনা করা যায়, সেই অর্থাপত্তি ।

অভাব—‘অভাবগ্রাহিণী বৃদ্ধি: ।’ ভূতলে ঘট পাওয়া যাইতেছে না স্মৃতরাং ঘটের ‘অভাব ।’ এই অভাবকেই কোন কোন দার্শনিক ‘অমুপলব্ধি’ বলেন, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র কব্জক কথিত হইয়াছে :—

“জ্ঞানকরণাজ্ঞাতাবাহুভবাসাধারণকারণমমুপলব্ধিরূপং প্রমাণম্ ।”

জ্ঞানরূপ করণ হইতে অমুপলব্ধ যে অভাবের অমুভব ; তাহার অসাধারণ কারণকে ‘অমুপলব্ধি’ প্রমাণ বলা যায় । পদার্থের অমুপলব্ধি (অপ্রাপ্তি) হইলেই যে অভাব নিশ্চয় হয়—তাহা নহে ; কারণ তাহা হইলে—ঐশ্বর ও ধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইয়া পড়িত, তবেই মানিতে হইবে—যোগ্য্যামুপলব্ধিই অভাবনির্ণায়ক । ফল কথা—জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণযোগ্য যে সকল পদার্থ ; তাহাদেরই অভাব-নিশ্চায়ক—‘অমুপলব্ধি ।’

সম্ভব—এক শতের মধ্যে দশক আছে—এই প্রকার বৃদ্ধিতে যে সম্ভাবনা ; তাহার নাম—‘সম্ভব ।’

ঐতিহ্য—যাহার বক্তাকে জানা যায় না ; অথচ সে ঘটনা পুরুষ-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে, তাহার জ্ঞানকে ‘ঐতিহ্য’ বলে । যেমন—“ইহ যক্ষা নিবসতি” এই বট বৃক্ষে একটি যক্ষ বাস করে—এই কথার একটা প্রসিদ্ধি-ই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু বক্তা—কে তাহার নিশ্চয় নাই ।

চেষ্টা—হস্তপদাদি দ্বারা যে সঙ্কেত করা হয় ; তাহার নাম—‘চেষ্টা’ । যেমন কেহ উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইল—বৃক্ষটি এত বড় ।

উল্লিখিত প্রমাণ সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, স্মৃতরাং প্রমাতৃ-জীবের বুদ্ধি—ভ্রমাদি চারটি দোষে দুষ্ট হওয়ায়, বুদ্ধির ঐ সকল দোষ প্রমাণ-নিচয়ে সংক্রমিত হইয়া পড়ে ; সেই জন্ত গ্রহকর্ত্তা বলিলেন—“তৎপ্রত্যক্ষাদীন্তপি সদোষাণি” ।

প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার—এখন দেখা যাক, জীবের ভ্রমাদি দোষে কোন প্রমাণ কিরূপে দুষ্ট হইয়া প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) অন্তরায় হয় ;—কোন মায়াবী যদি মায়া করিয়া দেবদত্তের সদৃশ একটা নর-মুণ্ড দেখায়, তবে ভ্রষ্টার সত্যই প্রতীতি হইবে—এটি দেবদত্তের মুণ্ড ! বাস্তবিক পক্ষে তাহা মায়াবাক্তিত—মিথ্যা, তবেই বৃদ্ধিতে হইবে, এ স্থলে ভ্রষ্টার প্রত্যক্ষ ব্যভিচার-দুষ্ট হইল । দূর হইতে আমরা চন্দ্রকে একখানি ক্ষুদ্র খালার মত দেখি ; অথচ সে এত বৃহৎ যে, আমাদের ধারণার বহির্ভূত । এ স্থলেও প্রত্যক্ষের দোষ—সুস্পষ্ট ।

ভ্রষ্টার পর্বত দর্শনের অব্যবহিত পূর্বেই মেঘবারি বর্ষণে অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিক নিয়মে তখনও তাহা হইতে প্রচুর ধূম উঠিতেছে,—ইহা দেখিয়া ‘পর্বতে বহুমান, ধূমাং’—ধূম উঠিতেছে স্মৃতরাং পর্বতে অগ্নি আছে—ইহা বলিলে ভ্রষ্টার তাৎকালিক ‘অমুমান’ যে সদোষ বা প্রমার অন্তরায় ; তাহা বলাই বাহুল্য ।

‘আর্ধ’ প্রমাণও যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া পড়ে ; কারণ এক ঋষি একটি বিষয় সমর্থন করিলেন, অস্ত্র এক ঋষি তাহাতে দোষ দিলেন ; স্মৃতরাং এস্থলে, অপরের বিষয় অবধারণ করার পক্ষে, ঐ ‘আর্ধ’ বাক্যরূপ প্রমাণটি কেমন অন্তরায় হইয়া পড়িল ! এইরূপে মুখ্য মুখ্য প্রমাণগুলিই যখন দোষযুক্ত, তখন ইহাদের অমুগত অস্ত্রান্ত প্রমাণ যে সদোষ ; তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যাদিসিদ্ধ-সর্বপুরুষপরম্পরাস্থ সর্বলৌকিকালৌকিক-
জ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণে বেদ এবাস্মাকং সর্ববাতীত-সর্বপ্রায়-সর্বচিন্ত্যাস্চর্য্য-
স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

ততস্তানি ন প্রমাণানীতি । ততঃ—ভ্রমাদিদোষযোগাৎ, তানি—প্রত্যক্ষাদীনি পরমার্থপ্রমা-
করণানি ন ভবন্তি । মায়-মুণ্ডাবলোকে ‘তন্ত্ৰৈবেদং মুণ্ডম্’ ইত্যত্র প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি । বৃষ্টা তৎকাল-
নির্ধাপিতবস্ত্রো চিরং ধূম-প্রোক্ষারিণি গিরৌ ‘বহুমান্ ধূমাং’ ইত্যহুমানঞ্চ ব্যভিচারি দৃষ্টম্ । আপ্ত-
বাক্যঞ্চ তথা, একেনাপ্তেন যুনিয়া সমর্থিতস্তার্থস্তাপরেণ তাদৃশেন দৃষিতত্বাৎ । অত উক্তম্ ; “নাসা-
বৃষিগ্ন মতং ন ভিন্নম্” ইতি । এবং মুখ্যানামেষাং সদোষত্বাৎ তদুপজীবিনামুপমানাদীনাং তথাহু-
স্বসিদ্ধমেব । কিঞ্চাপ্ত-বাক্যঃ লৌকিকার্থ-গ্রহে প্রমাণমেব, যথা—‘হিমাত্রৌ হিমম্’ ইত্যাদৌ । তদুভয়-
নিরপেক্ষঞ্চ তৎ,—‘দশমশ্বমসি’ ইত্যাদৌ । তদুভয়াগম্যে সাধকতমঞ্চ তৎ,—গ্রহাণাং রাশিষু সঞ্চারে যথা ।
কিঞ্চাপ্ত-বাক্যেনাহুগৃহীতং তদুভয়ং প্রমাপকম্ । দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন পুংসা সত্যেহপ্যবিশ্বস্তে
তন্ত্ৰৈবেদং মুণ্ডমিতি নভোবাণ্যাহুগৃহীতং প্রত্যক্ষং যথা । ‘অরে শীতার্ভাঃ পাহাঃ ! মাস্মিন্নগ্নিঃ সম্ভাবয়ত,
বৃষ্টা নির্ধাণেহত্ব স * দৃষ্টঃ কিস্বমুয়িন্ ধূমোক্ষারিণি গিরৌ সোহতি’ ইত্যাপ্তবাক্যেনাহুগৃহীতমহুমানং চ
যথেন্তি । তদেবং প্রত্যক্ষাহুমানশকাঃ প্রমাণানীত্যাহ মহঃ,—

“প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ । জয়ং স্ববিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সত ।” ইতি ।

[মহু ১২, ১০৫] ।

এবমশ্বদব্রুত্বাচ্চ । সর্বপরম্পরাস্থ—ব্রহ্মোৎপন্নেষু দেব-মানবাদিষু সর্বেষু বংশেষু ।

“পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেহপি বধে কচিং ।” ইতি বিশঃ ।

লৌকিকজ্ঞানং—কর্ম্মবিদ্যা, অলৌকিকজ্ঞানং—ব্রহ্মবিদ্যা । অপ্রাকৃতেন্তি—“বাচা বিরূপনিত্যা” ইতি
মন্ত্রবর্ণাৎ,

“অনাদিনিধনা নিত্যা বাণ্ড্যস্তষ্টা স্বয়ম্ভুবা । আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥”

ইতি স্বরগাচ্চ । “ফুটমগ্নাৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

ততঃ—পুরুষ-প্রত্যক্ষাদেঃ সদোষত্বাৎ । তানি—পুরুষ-প্রত্যক্ষাদীনি, ন প্রমাণানি—নেশ্বর-
তত্ত্বজনযোর্ধাধাৰ্থেন সাধন-সমর্থানি । অত্রৈব হেতুস্বরং—স্বতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্ত-স্পর্শযোগ্যত্বাচ্চেতি ।
অহুমানশ্বেশ্বর-সাধনবস্তুস্বভেপি শ্রীকৃষ্ণরূপ-তত্ত্বজন-সাধনাযোগ্যত্বম্ । নহু বেদ এবৈতোব্য-কার্য্যসঙ্গতিঃ ?
বেদার্থ-বিবেকেহহুমানাপেক্ষণাৎ, “আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।
অন্তার্থঃ ;—আত্মা বৈ—আত্মৈব, ব্রহ্মব্যঃ—সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ, কথমিত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রোতব্য ইত্যাদি
জ্ঞয়ম্ । তত্র শ্রবণং—বেদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ কার্য্যং ; “শ্রোতব্যঃ শ্রুতি-বাক্যোভ্যঃ” ইতি শ্রবণাৎ ।
বহুবচনং—গণার্থম্ ; তেন পুরাণাদি-পরিগ্রহঃ । বেদার্থ-প্রতীতাবপি তত্রার্থান্তরপরস্ব-সম্ভাবনয়াহপ্রামাণ্যলক্ষা ;

* কচিং ‘স’ ইতি নান্তি ।

তত্ত্বাঃ সম্ভবেনাচ—‘মন্তব্যঃ’ ইতি । মননং—বহুভির্হেতুভিরহুমানম্, “মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ” ইতি শ্রবণাৎ । তথা চ তর্কাল্লগুহীতেন মননে বোদ্ধবগতমর্থং সম্যক্ তদ্ব্যাহবধায্য পুনঃ পুনর্দ্যানরূপনিদিধ্যাসনং কাণ্ড্যম্, তত আত্ম-সাক্ষাৎকার ইতি পর্য্যবসিতার্থঃ । আত্মপদঞ্চাত্র পরমেশ্বর-পরং—“তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্নাঃ পশ্বা বিদ্বতেহয়নায়” ইত্যাদি-ঋতোকবাক্যত্বাৎ । ন চ—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” [বৃ., আ., ২, ৪, ৫,] ইত্যাদি জীবাশ্বানমূপক্রম্য “আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ” ইত্যুক্তদ্বাদাত্মপদং জীবাশ্ব-পরমিতি বাচ্যং ; “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায়” ইত্যাদিনা স্বাশ্বোপাধিক-পত্যাদিনিষ্ঠ-প্রিয়ত্বাখ্যানেন স্বাশ্বস্বত্বশ্চৈব পরমপ্রয়োজনত্বমুক্ত্বা, পরমাশ্ব-স্বত্বস্ত সর্ব্বতো-হতিশয়স্ত প্রাপ্তয়ে সর্ব্বথা যত্নিতব্যমিত্যাশয়েন ‘আত্মা ব্রহ্মব্যঃ’ ইত্যুপসংহার্যং ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।

অচিন্ত্য পদার্থজ্ঞানে বেদের প্রামাণ্য । অচিন্ত্য ও অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান বিষয়ে বেদই একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন :—অতএব (পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাদি দোষদূষ্ট হওয়ায়) জীবের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুর নির্ণয়ে অসমর্থ হুতরাং তাহা তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না । তবে আমরা—সর্বাভীত, সর্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু জানিতে ইচ্ছা করিলে, অনাদি কাল হইতে সকল পুরুষ-পরম্পরায় আগত, সমস্ত লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের কারণ, অপ্রাকৃত, বাহ্য বেদই একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করিব ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য ।

(১০) শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বজ্ঞি নিরূপণে অনুমানের অস্বাভাব্য ।—

“তানি ন প্রমাণানি”—ইহার তাৎপর্য্য এই যে ; লৌকিক প্রত্যক্ষাদি, শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ভজনবিষয়ক বার্থ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলির মধ্যে অনুমানের কথঞ্চিৎ ঈশ্বর সাধনের সম্ভাবনা থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহার ভজন নিরূপণের যোগ্যতা নাই কিন্তু অহুমান যদি বেদের অহুগত হয় আর অহুমন্তা শ্রীভগবানের রূপা-শক্তি পায়, তবে অহুকুল তর্কাল্লগুহীত মনন দ্বারা বেদ হইতে অবগত অর্থ সম্যক্রূপে নিশ্চয় করিয়া, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করার পর ; তাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে পারে । ঋতি বলিয়াছেন :—

“আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ জ্যোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।”

লৌকিক ক জ্ঞান—কর্ম্মবিদ্যা । সংসারে আমরা যে নিয়মে পরম্পর ব্যবহার করি বা কর্ম্মাদি করি এবং মহুষা গো-অশ্ব-কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-বৃক্ষ-লতা-গুহ্য প্রভৃতি বিবিধ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থের নাম-গুণ-ক্রিয়া-অবস্থাদি অবগত হইতেছি—এই সমস্ত জ্ঞানের প্রতি একমাত্র বেদই কারণ, বেদ হইতে আমরা এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারি ।

তাহাই ঋতি ও শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“বেদেন নাম-রূপে ব্যাকরোং সত্যসত্যী প্রজাপতিঃ” (ছান্দোগ্য, ৬, ৩, ৩) “অনাদি-নিধনা নিত্য্য বাগ্ভংস্টা স্বয়ম্ভবা । আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ । ঋদীণাং নামধেয়ানি যাস্ত বেদেষু দৃষ্টয়ঃ । বেদশব্দভ্য এবাদৌ নির্মমে সমাহবঃ ।”

অলৌকিক জ্ঞান—ব্রহ্মবিজ্ঞা বা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাও আমরা বেদ হইতেই পাইয়া থাকি।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদাঃ (গীতা, ১৫, ১৫) ইত্যাদি।

তচ্চানুমতং—“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” [ত্রু, সূ, ২, ১, ১১,] ইত্যাদৌ, “অচিন্ত্যঃ খলু বে
ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” [মং, ভা, ভী, পং, ৫, ২২,] ইত্যাদৌ, “শাস্ত্রযোনিহাৎ” [ত্রু,
সূ, ১, ১, ৩,] ইত্যাদৌ, “ঋতেস্ত শব্দমূলহাৎ” [ত্র, সূ, ২, ১, ২৭] ইত্যাদৌ, “পিতৃ-দেব-
মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর! শ্রেয়স্তনুপলক্ষেহর্থে সাধা-সাধনয়োরাপি” [ভা, ১১, ২০, ৪,]
ইত্যাদৌ ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞাভূষণকৃত-টীকা।

নহু কোহয়মাগ্রহো বেদ এবান্মাকং প্রমাণং ? ইতি চেত্তত্রাহ—তচ্চানুমতমিতি, শ্রীব্যাসদৈবরিত
শেষঃ। তদ্বাক্যাত্মাহ,—তর্কেতাদীনি সাধ্যসাধনয়োরাপীত্যন্তানি। তর্কেতি—ব্রহ্মসূত্র-৭ঃ, তস্যার্থঃ;—
পরমার্থ-নির্ণয়স্তর্কেণ ন ভবতি, পুরুষবুদ্ধি-বৈবিধ্যেন তস্য নষ্টপ্রতিষ্ঠিত্বাৎ। এবমাহ ঋতিঃ—

“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনয়ো প্রোক্তান্তেনৈব স্বজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ !” [কঠ ১, ২, ২,] ইতি।

ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তুকঃ;—‘যদ্যয়ং নির্বৃত্তিঃ স্যাত্তদা নিধূমঃ স্যাৎ’ ইত্যেবংরূপঃ, স চ ব্যাপ্তি-
শব্দাৎ নিরসান্নমুমানাকং ভবেদতত্তর্কেণানুমানং গ্রাহমিতি। “অচিন্ত্যঃ” ইত্যাদ্যমপেক্ষণি দৃষ্টম্। “শাস্ত্রে”-
তি ব্রহ্মসূত্রম্। ‘ন’ ইত্যাক্ষয়াম্। ‘উপাসো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদাঃ’ ইতি সন্দেহে, “মন্তব্যঃ”
[বৃং, আ, ৪, ৪, ৫] ইতি ঋতেরনুমানেন স বেদা ইতি প্রাপ্তে, নানুমানেন বেদো হরিঃ। কৃতঃ ? শাস্ত্রম্—
উপনিষদ, যোনিঃ—বেদন-হেতুর্ভূত—তদ্বাৎ। “ঐপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” [বৃ, আ, ৩, ২. ২৬]
ইত্যাদ্যা হি ঋতিঃ। “ঋতেস্ত” ইতি ব্রহ্মসূত্রম্। ‘ন’ ইত্যাহুবর্ত্ততে; ব্রহ্মণি কর্ত্তরি লোক-দৃষ্টাঃ অমাদয়ো
দোষা ন জ্ঞাঃ। কৃতঃ ? “সোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ নিখিলসৃষ্টি-প্রবণাৎ। নহু
ঋতির্বাদিত্যং কথং ক্রয়াদিতি চেত্তত্রাহ,—শঙ্কেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্ত শব্দৈকপ্রমাণকত্বাৎ। দৃষ্টকৈতন্নপি-
মদ্বাদৌ। “পিতৃদেব”—ইত্যুদ্ভবোক্তিরেকাদশে। হে ঈশ্বর! তব বেদঃ পিতৃদীনাং শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠঃ
চক্ষুঃ। ক ? ইত্যাহ—“অনুপলক্ষেহর্থে” ইত্যাদি। তথা চ বেদ এবান্মাকং প্রমাণমিতি মদ্বাক্যং সর্ব-
সম্মতমিতি নাপূর্ব্বং যদ্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা।

“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদি ঋতেচেতি চেদ, বেদ-নিরপেক্ষতাহুমানস্ত লোকাভীতশ্রীকৃষ্ণ-
তল্লীলা-প্রবণাদি-ভজনসাধনত্বাৎ। ‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ’ ইতি বেদান্তসূত্রস্ত—শাস্ত্রবিনাকৃতাহুমানস্ত বস্তুসাধক-
ত্বাদিত্যর্থঃ। অচিন্ত্যঃ—লোকাভীততয়া দুর্ঘটনেন প্রতীয়মানাঃ, ভাবাঃ—ঈশ্বর-গুণলীলাদিক্রপাঃ শাস্ত্র-
প্রসিদ্ধাঃ। তর্কেণ—স্বমতিকল্পিতাহুমানেন, যোজয়েৎ—মায়িকত্বাদিক্রপেণ কল্পয়েদিতি বচন্যর্থঃ

শাস্ত্রং যোনিঃ—প্রমাণমস্তেতি সূত্রার্থঃ, যথা শাস্ত্রস্ত যোনিঃ—কারণং তদ্বাৎ । তথা চ শাস্ত্রস্ত পরমকারুণিক-
যথার্থসর্বার্থদর্শিপ্ৰত্যাহরণাদিদোষরহিত-পরমেশ্বর-প্রণীতত্বেন শাস্ত্রমেব গরীয়ঃ প্রমাণমিতি । নমু শাস্ত্রস্ত
পরমেশ্বর-প্রণীতত্বে কিং মানং ? ইত্যতো বেদান্ত-সূত্রং দর্শয়তি—“ঋতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি । তু-কারণঃ—
অন্তপ্রমাণতঃ প্রামাণ্যহচনায় । ঋতেঃ—বেদস্ত, শব্দমূলত্বাৎ—“অস্ত মহতো ভূতস্ত নিখসিতমেতদ
ঋতেনো জায়তে” [বৃ০ আ০ ১, ৪, ১৫] ইত্যাদি “যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্বং বেদাংশ্চ তন্মৈ প্রহিণোতি”
ইত্যাদিঋতিরূপশব্দঃ, মূলং—পরমেশ্বর-প্রণীতত্বে প্রমাণং যন্তাঃ,—তদ্বাৎ । “পিতৃদেবে”-তি তব বেদচক্ষু-
রিত সম্বয়ঃ । চক্ষুঃ—জ্ঞাপকং, শ্রেয়ঃ—উত্তমম্ । অল্পপলক্ষে—প্রত্যক্ষাদ্যাগোচরে, অর্থে—অংশ্বরূপগুণ-
লীলাদিক্রমে । সাধ্যঃ—প্রমাদিক্রপফলং, সাধনং—তৎসাধনং ; তয়োরণীত্যর্থঃ । শ্রীমন্মাক্ষভাষ্যে ত্বৈবং
ব্যাখ্যা—“ঋতেস্ত শব্দমূলত্বাদিতি । ন চেশ্বর-পক্ষে অয়ং বিরোধঃ । “যোহসৌ বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধোহমরাগ-
বাননমুরাগবানিশ্রোতনিগ্ৰঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরঃ পরমাশ্রা” ইতি পৈতৃদ্যাদিঋতেবৈব শব্দমূলত্বাচ্চ ন
বিরোধঃ । “যদ্বাক্যোক্তং ন তদযুক্তির্কিরৌদ্ধং শব্দুয়াৎ কচিৎ । বিরোধে বাক্যয়োঃ কাপি কিঞ্চিৎ-
সাহায্যকারণম্” ইতি পুরুষোত্তমতন্ত্বে ইতি । নমু বেদস্ত প্রমাণ্যে সিন্ধে এব বেদাবগত-পরমেশ্বর-প্রণীতত্বক-
বেদস্য বলবত্ত্বমবধার্য্য, তচ্চ ন সম্ভবতি ; পরম্পরাশ্রয়াদিতি চেম । স্বাবর-জগদমপ্রাণিনাং স্বত্বদুঃখাদি-
বৈচিত্র্যোণ মল্ল-মধ্যোক্তমধোনবৈচিত্র্যোণ চ তেবাং কৰ্ম্ম-বৈচিত্র্যমেব ত্বৈচিত্র্যাকারণং বাচ্যং, কারণান্তরা-
দর্শনাৎ । তানি চ কৰ্ম্মাণি শাস্ত্রতোহবগম্য অনাদিশিষ্ট-পরম্পরয়া ক্রিয়মাণানি দৃশ্যন্তে, শাস্ত্রোক্তকৰ্ম্মণাং
কেষাঞ্চিৎ ফলানি চ দৃশ্যন্তে, জ্যোতিরায়ুর্কেদাদিশাস্ত্রাণি দৃষ্টফলানি স্প্রশ্লিস্কানীতি বেদস্ত প্রামাণ্যমব-
ধাৰ্য্যতে । এবং ‘বেদঃ পৌরুষেযো বাক্যত্বাৎ’ ইত্যাদ্যমুমানেনাপি পরমেশ্বর-প্রণীতত্বং বেদস্য সিধ্যতি ;
তদন্তান্তালৌকিকবেদার্থানবগম্যাদিতি সিন্ধং পরমেশ্বর-প্রণীতো বেদঃ প্রমাণম্ । এবমুমানেন বেদ-
প্রামাণ্যসিদ্ধাবপি বেদস্ত নিত্যানির্দোষপরমেশ্বর-প্রণীতত্বেন তদর্থস্তামুমানাদিনা বাধস্তাযোগাৎ বেদস্ত
প্রামাণ্যম্ । অমুমানস্ত নানাবিধত্বেনপি অমূলতর্ক-সহকৃতস্ত প্রামাণ্যমবগম্যম্ । তথা বৈপার্থ-বিচাব
এব সদমুমানং বিধেয়মিত্যপি বোধ্যমিতি দিক্ ॥ ১১ ॥

অমুবাদ ।

তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণ্য । ‘বেদই আমাদের প্রমাণ’ এ বিষয়ে
এত আগ্রহ কেন ? এই প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন :—ব্রহ্মহত্রে আছে ; “পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি নানা
প্রকার অস্ত তর্কের স্থিরতা হয় না অতএব তর্কের দ্বারা পরমার্থ বস্তুরও নিশ্চয় হয় না ।” মহাভারতেও
আছে :—“যে সকল পদার্থ চিন্তার অবিষয় তাহা তর্কের উপযুক্ত নয় ।” ব্রহ্মহত্রে আরও বলিয়াছেন :—
“শাস্ত্রই ষীহার (ঈশ্বরের) জ্ঞানের হেতু ।” “লোকে যে সমস্ত দোষ দেখা যায়, ‘ব্রহ্ম কৰ্ত্তা’ এই কথা
বলিলে, সেই দোষ তাঁহাতে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ঋতি প্রমাণ-সিন্ধ । অবিচিন্ত্য বিষয়ে
শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ ।” শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :—“হে ঈশ্বর ! সাধ্য—প্রেম, সাধন—তৎসাধনরূপ
ভক্তি, অর্থ—শ্রীভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ ও বৈভবাদি, এই সকল পিতৃ, দেব এবং মনুষ্যগণের বোধগম্য না
হইলে আপনার বাক্যরূপ বেদই তাহাদের প্রেষ্ঠ চক্ষু (জ্ঞাপক) অর্থাৎ তাহারা আপনার বেদবাণীরূপ
উপদেশেই স্বয়ং অবগত হইয়া, অতঃপক্ষ সৌকদিগকে সেই সকল তত্ত্ব বলিয়া থাকেন”—এই সকল স্থানে

মহর্ষি শ্রীবেদ ব্যাসই, 'ঈশ্বর বাণীরূপ' বেদ-শব্দই যে মূল প্রমাণ ; তাহা স্বীকার করিয়াছেন (সুতরাং শব্দই আমাদের প্রমাণ ; এই যাহা বলিয়াছি, তাহা সর্বসম্মত, আমার স্বকপোলকল্পিত নহে) । ১১।

তাৎপর্য্য ।

(১১) 'তর্কের প্রতিষ্ঠা—স্থিরতা নাই'—এই কথা বলায় প্রথমে 'তর্ক' এই শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক । সাধারণতঃ—“ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তুকঃ” ব্যাপ্যের (ধূমাদির) আরোপ করিয়া যে ব্যাপকের (অগ্নি-আদির) আরোপ—তাহার নাম 'তর্ক' । যেমন—‘যদি পূর্ত অগ্নিহীন হয়, তবেই নিধূম হয়, ইত্যাদিরূপ । তাহার উপর অল্প একজন বলিল হঠাৎ বৃষ্টিপাতে অগ্নি নির্বাপিত হইলেও ধূম দেখা যায় সুতরাং অগ্নি না থাকিলেই ধূম থাকে না—এ কথা অসঙ্গত,—এইরূপে তর্কের উপর তর্ক উঠিয়া তর্ক নির্বিষয় হইয়া পড়ে । তাহাট ব্রহ্মসূত্রকার বলিলেন :—

“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথান্নম্যেয়মিতি চেদেবমপানির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।” (২, ১, ১১)

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

“ইতচ্চ নাগম-গমোহর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যাং যস্মিন্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাভিনিবন্ধন-
স্তর্ক। অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ । তথাহি কৈশ্বিদভিমুক্তৈর্যুক্তৈরনোপেক্ষিতান্তর্ক।
অভিমুক্ততরৈরন্তৈরাভ্যন্তরান দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতান্তদন্তৈরাভ্যন্তরন্তে—ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং
শক্যং সমাশ্রিয়তুং পুরুষমতিবৈরূপাৎ ।.....অথোচ্যোতাত্ত্বথা বয়মহুমম্মাহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো
ভবিষ্যতি, নহি প্রতিষ্ঠিতস্তর্কএব নাস্তীতি বক্তুং—এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কৈণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে ।
কেবাতিস্তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনানান্তোষামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাং । সর্বতর্ক-
প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । অতীতবর্তমানানামসামান্যে হননাগতেইপ্যক্ষনি স্তব্ধত্ব-
প্রাপ্তিপরিহারায় বর্তমানো লোকো দৃশ্যতে ।.....তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষ-
প্রসঙ্গঃ । যত্থপি কচিদিষয়ে তর্কস্ত প্রতিষ্ঠিতত্বমূলক্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবদিষয়ে প্রসঙ্গাত এবা-
প্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্মোক্ষস্তর্কস্ত ।.....বেদস্ত তু নিত্যে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুর্বেদ চ সতি ব্যবস্থিতাণ-
বিষয়ত্বোপপত্তেঃ তজ্জনিতস্ত জ্ঞানস্ত সম্যক্ ; অতীতানাগতবর্তমানৈঃ সর্বৈরপি তর্কিকৈরপেক্ষাতুমশক্যং,
অতঃ সিন্ধুমন্ত্ৰৈবৌপনিষদস্ত জ্ঞানস্ত সমাগ্জ্ঞানত্বম্ ।”

তর্কে দোষের সম্ভাবনা থাকায়, তাহা দ্বারা নির্দোষ পদার্থের সমন্বয় কখনই হইতে পারে না—
ইহাই বলা হইতেছে ;—

প্রতিবাদিগণের তর্কস্থলে নিজের পক্ষেও সাধারণ দোষ সকল উপস্থিত হয় সুতরাং কেবল (শুদ্ধ)
তর্ক দ্বারা বেদবেত্তা অর্থ নিচয়ের সংস্থাপন সম্ভবপর নহে । জীবের অনবধানতা নিবন্ধন কাল্পনিক বেদ-
বহির্ভূত তর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, কারণ জীবের বুদ্ধির কল্পনা-বিভ্রাই চিরাত্যন্ত ; প্রকৃত অর্থের
প্রতি প্রনিধান হয় না, তর্কও শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধেও
সন্নিহান হইয়া পড়ে । যেমন প্রথমে একজন তর্কিক একটি তর্ক অভিযন্ত্রে সংস্থাপন করিল, অল্প
একটি তর্কিক কতৃক সংশয়াদি উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডিত হইল, আবার অপর একজন তর্কিকও
তাহা খণ্ডন করিল—এইরূপে জীবের বুদ্ধির বিচিহ্নতায় তর্ক কোথায়ও আশ্রয় (আজ্ঞয়) লাভ করিতে পারে
না ।অতঃপর সূত্রের মধ্যস্থিত আশঙ্কা ভাগের ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—আমরা এ স্থানে অন্তরূপ অজ্ঞমান

করি,—যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ আসিতে না পারে। প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই—এ কথা তো বলিতে পারা যায় না? কারণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাই সংস্থাপিত হইতেছে? তর্কের মধ্যে কোনও তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দেখিয়া তজ্জাতীয় অপরাপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিলে, সমস্ত তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অগতে সকল লোকেরই একটা বাবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয়। অতীত ও বর্তমান বিষয়ের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ বিষয়েও স্থখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্ত লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেমন; কৃষি বাণিজ্যাদি পূর্বে করা হইয়াছে, তেমনি এখনও করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপই করা হইবে, অতীত বর্তমান কালের জ্ঞায় ভবিষ্যতেও এই কার্যে স্থখলাভ এবং দুঃখের পরিহার হইবে। অথবা যেমন; আমি ইতঃপূর্বে অন্ন বাগ্জন রন্ধন পূর্বক ভোজন করিয়া ক্ষুধিতরূপে স্থখ পাইয়াছি, ইহার পরেও তদ্রূপ করিলে তাহাই পাইব—এই বিচার করিয়া পাক ভোজনে জীবের প্রবৃত্তি দেখা যায়। আর ইতঃপূর্বে কিঞ্চিৎ বিষাক্ত বস্তুর ভক্ষণে দুঃখ পাইয়াছি, ইহার পরেও ঐরূপ করিলে দুঃখ পাইব—এইরূপ বিচার করিয়া বিষভক্ষণাদিতে জীবের নিবৃত্তি দেখা যায় অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে পারে না? যদি এই আশঙ্কা হয়; তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—“এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ” জাগতিক বিষয়ে কচিং তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও জগৎকারণরূপ কোনও অনির্কটনীয় বিষয়বিশেষে তর্কের কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই স্বতরাং প্রকৃত বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় অর্থাৎ তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বিষয় নিশ্চিত না হওয়ায় জীবের মুক্তির অভাব হইয়া পড়ে; বেদ যখন নিত্য এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র হেতু; তখন অব্যাভিচারী সিদ্ধ অর্থও তাহারই বিষয় স্বতরাং বেদজনিত জ্ঞানেরই পূর্ণতা। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান কালীন সমস্ত তार्কিকগণেরও এই জ্ঞানের অপলাপ করিবার ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ উপনিষদ জ্ঞান ‘অসং’ ইহা বলিবার শক্তি নাই। অতএব উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞানেরই সম্যকজ্ঞানই সুসিদ্ধ এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তির প্রসঙ্গি অন্তের দ্বারা নহে; ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীভাষ্যে বলা হইয়াছে—

• “তর্কস্তাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি ভ্রমমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ো ন প্রধানকারণবাদঃ।”—

সাধারণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা থাকিলেও বেদমূলক তর্কসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকাণ্ডতাবাদই আশ্রয়ণীয় কিন্তু প্রধানের জগৎকারণতাবাদ আশ্রয় করা যাইতে পারে না।

এ স্থলে পূজাপাদ শ্রীমান্ মাধ্বধামীও বলিয়াছেন :—

“এতাবানৈব তর্ক ইতি প্রতিষ্ঠাপকপ্রমাণাভাবাৎ। যাবদেব প্রমাণেন সিদ্ধং তাবদহাপয়ন্।

বীকুর্ধ্যায়ৈব চান্ত্র্য শকাং মানমুতে কচিং।”—

তর্কের এই পর্য্যন্ত সীমা—এমন কোন প্রতিষ্ঠাপক প্রমাণ নাই, বৈদিক প্রমাণ বলে যতখানি সিদ্ধ হয়; তাহা পরিচ্যোগ করিবারও কোন উপায় নাই কিন্তু বেদবহির্ভূত কোন প্রমাণ কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রীনিধার্কচাৰ্য্য ও বলিয়াছেন :—

তর্কানবস্থানাভোক্তেনিদ্ধান্তস্ত নাসমমুদ্রম্। দৃঢ়তর্কেণ বেদবিকল্পে প্রধানাদিকে জগৎকারণেহ-
রমিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সংপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ। এবমেব তাকিক-নিবৃত্তিপক্ষ-অনিবৃত্তিপক্ষ-প্রসঙ্গাধোক্ত-
ভৈবোপাদেয়মতি সিদ্ধম্।” (বেদান্তপারিজাতসৌরভ)



লৌকিক তর্কের অনবস্থা হেতু বেদমূলক তর্কের অসামঞ্জস্য হইতে পারে না। লৌকিক দৃঢ় তর্কের দ্বারা বেদ-বিরুদ্ধ প্রধানাদি জগৎকারণরূপে অস্বীকৃত হইলেও আবার কোনও স্থানিগুণ প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইয়া তাদৃশ তর্কের দ্বারা তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে? এইরূপ শাক্য, উলুকা, অক্ষপাদ, কণাদ, কপিল এবং পতঞ্জলি প্রভৃতি তার্কিকগণের পরস্পর বিরোধ হওয়ায় মোক্ষের অগ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে স্বতরাং বেদোক্ত অর্থই উপাদেয়—ইহা অবিরোধে সকলেই স্বীকার করিবেন।

এ সম্বন্ধে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিত্তাভূষণ নিজকৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন :—

“পুরুষ-ধী-বৈবিধ্যাত্তর্ক্য নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথোবিহত্মমানা বিলোক্যন্তে। অতোহপি তাননাদৃতোপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্যা। ন চ লক্ষ্যমাহাভ্যুতানাং কেষাঞ্চিত্তর্ক্যঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, তথাভূতানামপি কপিল-কণভূগাদীনাং মিথোবিবাদসন্দর্শনাং।……যতপার্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোহয়ং নাপেক্যতে, অচিন্ত্যেণ তদনর্হত্বাৎ প্রতিবিরোধাক্ষেতি স্বত্বজ্ঞাসক্ততেন। প্রতিষ্ঠিতব্রহ্মণস্তর্ক্যগোচরতামাহ; “নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাং নৈব জ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—“ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাঃ স্ত্রীয়াশয়াঃ। যদা তদৈবাসত্ত্বকৈন্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্” ইত্যাক্ষা। তস্মাৎ প্রতিরেব ধর্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্।” ১৪১২৭৩

তার্কিকগণের পরস্পর বিবাদ-বাত্যাঘাতে বিচালিত হইয়া তর্ক যে কোনরূপেই আশ্রয় লাভ করিতে পারে না দেখা যায়; ইহার প্রতি কারণ—জীবের বুদ্ধির নানা প্রকারতা। সেই জন্যই ঐ সকল তর্ক অনাদর করিয়া উপনিষদে কথিত ব্রহ্মের জগৎ উপাদানতাই স্বীকার করা কর্তব্য। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা কোন কোন তার্কিকের তর্কই স্বীকার্য—ইহাও বলা যায় না, কারণ প্রতিপক্ষশাক্য-কপিল-কণাদ প্রভৃতি তার্কিকগণের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ দেখা যায়? যদিও অর্থ-বিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে উক্ত তর্কের কোনই অপেক্ষা করে না। ব্রহ্ম—অচিন্ত্য পদার্থ অতএব তর্কের অগোচর, তাহা যেরূপে তর্কের স্বীকার করিলে, প্রতিপক্ষ সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে; তোমার উক্তি ও অসঙ্গত হয়। ব্রহ্ম তর্কের অগোচর ইহাই প্রতি প্রতিপাদন করিতেছেন;—“প্রিয় নচিকেত! তোমার এই পরতত্ত্ববোধসমর্থ্য বুদ্ধি যেন কৃতর্ক-কর্ষণ না হয়, কালে বেদগুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার এই বুদ্ধি পরতত্ত্ব অল্পভবে সমর্থ্য হইবে।” স্বতীকৃত শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন :—“প্রশান্তাত্মা মুনীগণ য়ে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মা অল্পভব করেন, সেই বুদ্ধি অসৎ তর্কে আশ্রিত হইলে তিরোহিত হইয়া যায় অর্থাৎ আর সে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্বাঙ্গভূতি হয় না।” অতএব প্রতিই ধর্মের স্থায় ব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রমাণ।

কেবল তর্কের দ্বারা পরমতত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না, কারণ পুরুষের বুদ্ধির দোষে তর্ক কোন বিষয়েই স্থির হয় না—ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত কয়েকটি ভাষ্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল। এখন গ্রন্থকারের ‘পরতত্ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অপেক্ষেয় বেদই মূল প্রমাণ’—এই বাক্যের পোষকতারূপে বিস্তৃত — “শান্ত্র্যেণানিহাৎ” এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, উক্ত ভাষ্য কয়েকটি দেখান যাইতেছে।

ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

“মহত ঋগ্বেদাদে: শাস্ত্রতানেকবিদ্যাংনোপবৃহিতস্ত প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিন: সর্বজ্ঞ-কল্পস্ত যোনি: কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্ত শাস্ত্রস্ত ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্ত সর্বগুণাবিতস্য সর্বজ্ঞানন্তত: সম্ভবোহস্তি।……কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতীর্থাৎ মনুষ্য বর্ণাশ্রমাদিবিভাগহেতু:

ঋগ্বেদাদীনাং সর্বজ্ঞানাকরস্যাং প্রযত্নেনৈব লীলাচ্ছায়েন পুরুষনিবাসবদযস্যাম্ভূতো ভূতাদ্যোনঃ সম্ভবঃ “অস্য মহতো ভূতস্য নিবসিতমেতদ্ যদুৎপদঃ” ইত্যাদিশ্রুতেন্তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিময়শ্চেতি । অথবা যথোক্তঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণঃ প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে । শাস্ত্রাদেব প্রমাণং জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ । তস্মাচ্ছাস্ত্রমদাহৃতং পূর্বসূত্রে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি ।—(শারীরকভাষ্য ১, ১, ৩) ।

অনেক প্রকার বিদ্যা স্থানের দ্বারা বিপুলীকৃত প্রদীপের ছায়া সমস্ত বস্তুর প্রকাশক সর্বজ্ঞসদৃশ মহান্ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ—ব্রহ্ম । এইরূপ সর্বগুণাশ্রিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অল্প হইতে প্রকাশ সম্ভবপর নহে । বহু শাখাভেদে বিভক্ত—দেবতা, তির্ধ্যগযোনি, মনুষ্য, বর্ণ এবং আশ্রমাদির বিভাগের কারণ, নিখিল জ্ঞানের আকর স্বরূপ—ঋক্ প্রভৃতি বেদ, যে মহাপুরুষ হইতে সাধারণ জীবের নিবাসতুল্য অনায়াসে প্রকাশ হইয়াছে ; তিনি যে নিরতিশয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান—এ কথা বলাই বাহুল্য । অথবা—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপাভূত্বের প্রতি একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ । এক শাস্ত্র প্রমাণেই ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব পাওয়া যাইতেছে । এই জ্ঞানই পূর্ব সূত্রে—“যে মহাপুরুষ হইতে এই সকল ভূত সৃষ্ট হইতেছে, যাঁহা কর্তৃক পালিত হইতেছে এবং পরে ঐ সকল ভূত যাঁহাতে লীন হইতেছে, তাঁহাকেই ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিবে”—এই শাস্ত্রের প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে ।

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য বলেন :—

“শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণং তৎ শাস্ত্রযোনিঃ, তস্মা ভাবঃ শাস্ত্রযোনিঃ—তস্মাদ্, ব্রহ্মজ্ঞানকারণ-ব্রাহ্মজ্ঞানস্ত তদ্যোনিঃ ব্রহ্মণঃ । অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বা-ভুক্তস্বরূপং ব্রহ্ম—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তোবেত্যর্থঃ ।”—(শ্রীভাষ্য)

ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ—শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রমাণ বলেই ব্রহ্ম কি বস্তু—তাহা জানা যায় হুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিঃ । ব্রহ্মপদার্থ—অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির অবিসয় ; সেই নিমিত্ত “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যই অতীন্দ্রিয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানাইতেছেন ।

উল্লিখিত সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ মলমুন বলেন :—

ঋগ্বেদঃসামাথর্ক্যশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ । মূলরামায়ণৈকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

যচ্চাহুর্কুলমেতস্ত তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্ । অতোহহুগ্রন্থবিন্দারো নৈব শাস্ত্রং কুবক্ষ্য'তৎ ।”—

ইতি স্বান্দে—শাস্ত্রং যোনিঃ প্রমাণমশ্রুতি শাস্ত্রযোনিঃ ।”—(মাধবভাষ্য)

ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ববেদ ; ভারত (মহাভারত ও পুরাণ) রামায়ণ—এই সকল ‘শাস্ত্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এবং ইহাদের অহুর্কুল যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত, এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ—তাহা শাস্ত্রতোনহেই ; বরং তাহাকে কুবক্ষ্য' বলা যায়, হুতরাং উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহই ব্রহ্মাভূত্বের একমাত্র প্রমাণ ।

শ্রীপাদ নিব্বাদিত্য বলিয়াছেন :—

কিংপ্রমাণকমিত্যাকাঙক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—শাস্ত্রমেব যোনিঃস্তুজ্ঞাপ্তিকারণং যন্নিঃস্তুদেবোক্তলক্ষণ-লক্ষিতং বস্তু ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মিতি ।” (বেদান্তপরিজ্ঞাত সৌরভ)

তব-জিজ্ঞাসা সূত্রে ‘ব্রহ্ম’ই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তার পর লক্ষণ-সূত্রে—জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয় যাঁহা হইতে হয় ; সেই সত্যবাদি ধর্মযুক্ত বস্তুই ‘ব্রহ্ম’—এই লক্ষণ করা হইয়াছে, এখন তদ্বিষয়ে প্রমাণ

কি ?—এই আকাজ্ঞা উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ নির্ণয় করা হইতেছে :—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র কারণ—শাস্ত্র সূত্ররাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত বস্তুই ব্রহ্ম শব্দের অভিধেয় ।

পূজাপাদ শ্রীগদ্বলদেব বিজ্ঞাতৃষণ বলিয়াছেন :—

“ঈক্ষতে নৈত্যতো নেত্যাক্ষাঃ, মুমুক্ষুভিরসৌ নাহুমেষঃ ; কূতঃ ?—শাস্ত্রেতি । শাস্ত্রমুপনিষদ্ব্যোনিবোধেহেতুঃ, তস্মাৎ—উপনিষদ্বোধোদ্রবণাদিত্যর্থঃ । অত্থথোপনিষদ-সমাখ্যাবিরোধঃ । “মন্তব্যঃ” ইতি শ্রুত্যা তু স্বাভাসারিতকোহুপপত্তঃ । “পূর্বাপর্যাবিরোধেন কোহর্থোহত্রাভিমতো ভবেৎ । ইত্যাত্মমূহনং তর্কঃ শুকতর্কস্ত বর্জয়েৎ” ইত্যাদি স্মৃতেঃ । গৌতমাদিশুকতর্কহেয়ত্বস্ত বক্ষ্যতে—তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিতি । তস্মাদ্বেদান্তাদ্বিদিদ্বাসৌ ধ্যেয় ইতি । ইদমেবাদুটং প্রমাণমিতি স্মৃত্যতি—শ্রুতেন্ত শব্দমূলদ্বাদিতি । ইথং হরেরাশ্রমুর্তিষ্মদুভূতেরশ্রুতবিত্ত্বং স্বাত্মকর্মাধিষ্ঠানশালিত্বং চেতাদি শ্রয়মাণরূপতয়া তন্তোপাসনং সিদ্ধ্যতি ।” (শ্রীগোবিন্দভাষ্য)

ইহার পরে বলা হইবে যে—“ঈক্ষতে নৈত্যাক্ষাঃ” এই স্মৃতি ; তাহা হইতে ‘ন’—এই শব্দকে আকর্ষণ করিয়া—সেই শ্রীভগবান্ মুমুক্ষু জীবগণের অহুমেষ নহেন, কারণ শাস্ত্র—উপনিষদই ঐহার জ্ঞানের একমাত্র হেতু—এই অর্থের সঙ্গতি করিতে হইবে । নচেৎ—“উপনিষদঃ পুরুষঃ পূচ্ছাম”—এই স্থলের “উপনিষদ”—এই নামের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে । ‘অহুমেষ নহেন’—এই কথা বলা হইল ; অথচ “মন্তব্যঃ—এই শ্রুতিতে ঈশ্বরবোধ বিষয়ে অহুমান স্বীকার করা হইয়াছে ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—মন্তব্য শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের “অহুকুল” তর্কেই স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অহুকুলতর্ক-নিষ্পন্ন অহুমানকেই ব্রহ্মভূতির সহায়রূপে জানিতে হইবে । স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—পূর্বাপর বিষয়ের অবিরোধে অর্থ জানিবার জন্য যে বিচার করা হয়, তাহার নামই তর্ক—এবং ইহাই গ্রহণীয় কিন্তু শুক তর্ক কদাচ অবলম্বন করিবে না । বক্ষ্যমাণ “তর্কপ্রতিষ্ঠানাং”—এই স্মৃতিও তার্কিক গৌতমাদির শুক তর্কের হেয়ত্ব বলা হইবে । অতএব বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে । শাস্ত্রোক্তিমূলক শব্দই নির্দোষ প্রমাণ—ইহাই “শ্রুতেন্ত শব্দমূলদ্বাং” এই স্মৃতি প্রমাণিত করিবেন । এইরূপে ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রমুর্তিষ্ম, জ্ঞানের জাতৃত্ব, স্বাভিন্নগুণধামবিশিষ্টত্ব ইত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ শ্রবণ কবা যাইতেছে, তদনুসারে তাঁহার উপাসনা ও চলিয়া আসিতেছে ।

শ্রীভগবান্ অতীন্দ্রিয় ও অনির্কটনীয় পদার্থ, জীবের ইন্দ্রিয়ের এমন কোন শক্তি নাই যে ; তাঁহাকে বিষয় করে তবে তাঁহার স্বকীয় বাক্যরূপ বেদই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, তজ্জন্মই তাঁহাকে ‘বেদ-বেদা’ বলা হয় । সেই বেদও শব্দমূলক, শব্দই শ্রীভগবদুভূতির প্রতি—মূল প্রমাণ, শাস্ত্রোক্ত শব্দ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অপর উপায় নাই—এই কথা প্রতিপাদনের জন্মই গ্রহকার “শ্রুতেন্ত শব্দমূলদ্বাং”—এই স্মৃতির অবতারণা করিয়াছেন । সম্প্রতি,—উক্ত ভাষ্যাকারগণ ঐ স্মৃতির ব্যাখ্যাতেই বা কে কি বলিয়াছেন, তাহাই ক্রমে দেখান হইতেছে—

পূজাপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই স্মৃতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

....“শব্দমূলক ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেত্রিয়ারিপ্রমাণকং, তদ্ব্যবশ্যকমুপপত্তব্যং ।.....লৌকিকানামপি গণিত্যোবধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিকল্পানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবলোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অন্ত বস্তুন এতাবত্যা এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ-

প্রয়োজনাস্ত শক্তয় ইতি । কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্ত ব্রহ্মণো রূপং বিনা শক্যেন ন নিরূপ্যত । তথাহি পৌরাণিকাঃ—“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ । প্রকৃতেভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ।” ইতি । তন্মাদ্ভক্ষমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাদিগমঃ ।” (শারীরকভাষ্য)

ব্রহ্ম—শব্দমূল, শব্দই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ । ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞান জ্ঞান তদ্বিশেষে প্রমাণ নহে । দেশ-কাল নিমিত্তের বিচিত্রতা বশে লৌকিক মণি-মস্ত-মহৌষধি প্রভৃতির মতো ; এক একটি বস্তুতেও বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ অনেক শক্তি দেখা যায়, কিন্তু বিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কের দ্বারা, এই বস্তুর এতগুলি শক্তি, ইহার এই সহায়, এইটি ইহার বিষয় এবং এই বস্তুশক্তির ইহাই প্রয়োজন—এই প্রকারে কাহারও জ্ঞানিবার কোনই সামর্থ্য নাই আর অচিন্ত্য-প্রভাবসম্পন্ন ব্রহ্মরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অল্প কোন প্রমাণ দ্বারা যে নিরূপিত হয় না ; তাহা বলাই বাহুল্য । পৌরাণিকগণও তাহাই বলিয়াছেন—

যে সকল বস্তু অচিন্ত্য (চিন্তার অবিষয়) তাহা তর্কের উপযুক্ত নয় । প্রকৃতির পর যে বস্তু ; তাহাই অচিন্ত্য । অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, কেবল বৈদিক শব্দ হইতেই হয় ।

পুণ্যপাদ শ্রীল রামানুজ বলিয়াছেন :—

.....“ঐতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” তু শব্দ উক্তদোষং ব্যাবর্তয়তি । নৈবমসামঞ্জস্যং কৃতঃ—ঐতেঃ, ঐতিবাবিরহবয়বৎ ব্রহ্মণত্ততো বিচিত্রসর্গকাহ, ঐতিহেতুর্থে যথাঐতি প্রতিপত্তবামিতার্থঃ ।—(শ্রীভাষ্য)

উক্ত সূত্রের ‘তু’ শব্দ ব্রহ্মের অসামঞ্জস্য দোষ বারণ করিতেছে । ঐতির শব্দমূলতাই ইহার হেতু । এক ঐতিই ব্রহ্মের অবয়ব শূন্যতা এবং ব্রহ্ম হইতেই বিবিধ জগৎ সৃষ্টি বলিয়াছেন । অতএব ঐতির অর্থ যথাঐতি করিতে হইবে ।

শ্রীপাদ মধ্বমুনি কল্পক কথিত হইয়াছে—

“নচেশ্বরপক্ষেহয়ং বিরোধঃ । “যোহসৌ বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধোহমুরাগবাননমুরাগবানিক্রোধাননজঃ প্ররুতিপ্ররুতিঃ স পরঃ পরমাত্মা” ইতি পৈঙ্গাদিশ্রুতেরেব শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তিবিরোধঃ ।”—(মাধবভাষ্য)

ঈশ্বরের কর্তৃত্বে যুক্তির কোনই বিরোধ নাই । ঐতির শব্দমূলত্ব থাকায় পৈঙ্গাদি ঐতিবাক্যাদি যুক্তির বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে । জীবই বিরুদ্ধার্থক গুণ সকলের সামঞ্জস্য হয় না কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে ঐ গুণগুলি তাঁহাতে অবিরুদ্ধরূপে অবস্থান করে ।

উক্ত সূত্রের শ্রীনিবাক্ষমিতাকৃত ব্যাখ্যা—

“সমাধস্তে—নোক্তদোষোহস্তি, “সোহকাময়ত বহু স্ত্রাম্, স্বয়মাত্মানমকুরুত, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, এতাবানস্ত মহিমা ততো জ্যায়াম্শ পুরুষঃ, যথোর্ণনাভিঃ সন্ধতে তথা পুরুষাভবতি বিশ্বম্”—ইত্যন্তাগন্ত শব্দ-মূলত্বাদন্তঃ নির্মূলম্ ।” (বেদান্তপারিজাত সৌরভ)

এই সূত্রের পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে,—“ঐতিবেদ্য জগৎকারণ ব্রহ্ম—নিরাকার কি সাকাররূপে থাকিয়া জগদাকারে পরিণত হইবে ? যদি নিরাকার ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণতি হয়, তবে চুস্তের দধি-রূপে পরিণামের মত ব্রহ্মের সাকল্যাংশেরই জগদাকারে পরিণাম হইবার প্রসক্তি হইয়া পড়ে । এমন কি, ইহাতে কার্যভিন্ন সঙ্গারাতীত মুক্তগম্য—ব্রহ্ম বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, ব্রহ্মের চুস্তেরদধি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়, ব্রহ্ম অগুরুপ হওয়ায়, জগদ্ব্যতীত ব্রহ্মের আর পৃথক সত্তাও থাকে না এবং তাদৃশ জগৎ প্রত্যক্ষীত চট্টবামাত্র সকল জীবেরই ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের ফলরূপ

মুক্তির সম্ভাবনা হয়, ফলতঃ—ব্রহ্মও জড়ধর্মক হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের সাকারত্ব অস্বীকারে—সাকল্যাংশে কার্যরূপতা প্রাপ্তি না হইলেও—

“নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাছাভাস্তরো হৃজঃ”—ইত্যাদি জগৎকারণ ব্রহ্মের নিরাকারবিষয়ক ঋতি-শব্দের সহিত বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয় স্বতরাং সাংখ্যের প্রধানই জগতের উপাদান কারণ হউক”—এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধান জন্মই “শ্রুতেন্দ্র শব্দমূলত্বাৎ”—এই স্বত্রের অবতারণা।

সামাধান এই—ব্রহ্মের সাকল্যরূপে কার্যরূপতাপ্রাপ্তি এবং নিরাকারবিষয়ক ঋতি-শব্দের বিরোধাত্মক দোষ হইতে পারে না, কারণ—ব্রহ্মের জগৎ হইতে অভিন্ন—নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব থাকা সত্ত্বেও জগৎ হইতে বিলক্ষণত্ব এবং শক্তিবিক্ষেপ-পরিণামে জগৎকারণত্ব—এই সকল বিষয় শব্দমূল্য ঋতি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ঋতি বলিতেছেন :—“ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, পরে নিজেই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া সজ্জপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া সমস্ত জীবের শাসন করেন; অথচ পৃথিবী তাঁহাকে জানিতে পারে না—এইরূপই তাঁহার মহিমা। যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) আপনার অঙ্গ হইতেই তত্ত্ব সৃষ্টি করে; তেমনি সেই মহাপুরুষ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।” অর্থাৎ যেমন উর্ণনাভি কোন বাহ্য উপকরণ না লইয়া আপনার শক্তিকেই তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর শক্তি বিশেষের পরিণতিতে যেমন ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, অথচ উর্ণনাভ ও পৃথিবী অক্ষয় এবং নির্বিকাররূপেই প্রতীয়মান হয়, তেমনি নির্বিকার অক্ষয়স্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপ পরিণামে এই জগদ্রূপে পরিণতি; স্বরূপত্ব তাঁহার পরিণাম নাই। কেননা—অনন্তশক্তি ব্রহ্ম অপ্রচ্যুত-স্বরূপ থাকিয়াই ভোগাশক্তিকে বিকিপ্ত করিয়া আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত করান, তাহার পর চেতনানাম্নী ভোকৃশক্তিকে অধিদেবতারূপে বিকিপ্ত করিয়া সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্ধ্যামিত্ত পুরস্কারে ফল ভোগ করান এবং পরিশেষে স্বর্ষোর কিরণের দ্বায় উপযুক্ত সময়ে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপসংহার করেন;—ইহাই ঋতির মূলস্বরূপ—শব্দ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অত্থাৎ—“প্রধানাদি উপকরণে জগৎ হইয়াছে” স্বীকার করিলে মূলে একটা সত্য থাকে না এবং ব্রহ্মেরও ইতর বস্তুর অপেক্ষাধীন জগৎকল্পিত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অমুশীলনে প্রতিপন্ন হইল—যখন অচেতন পদার্থের মধ্যেই পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা-পুষ্পাদিরূপে পরিণত হইতেছে, অথচ তাহার কোনই বিকার দেখা যাইতেছে না, আবার তেমনি চেতন পদার্থের মধ্যেও উর্ণনাভির স্বত্ররূপে পরিণাম হইতেছে কিন্তু তাহারও কোন রূপের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, তখন বেদাদি শাস্ত্রে ঐহার অচিন্ত্য বৈভব পরিলক্ষিত হইতেছে—সেই সর্বজ্ঞ সত্ত্ব জগৎকারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে? এখন ঈশ্বরের নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী—এই উভয় পক্ষই উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অমুশীলন করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন—অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে, তজ্জন্ম তাঁহার শক্তির একটা নাম—অঘটন-ঘটন-পটায়নী!

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন :—

শব্দাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। উপসংহারস্বত্রায়ৈতদ্ব্যবর্ত্ততে। ব্রহ্ম-কর্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্তুঃ। কৃত্তঃ—শ্রুতঃ। অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবর্জৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্বকর্তৃ-নির্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ।.....সর্বকর্তৃত্বত্বংপি নির্বিকারত্বাৎ-শ্রুতত্বং সর্বঃ শ্রুতাত্মস্বত্বেনৈব স্বীকার্য্যং, ন তু কেবলম্বা যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। নহু শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকঃ

কথং বোধনীয়ং ? তত্রাহ—শব্দেতি । অবিচিন্ত্যার্থস্ত শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ । তাদৃশে মণি-মন্ডাদৌ দৃষ্টং হেতুং প্রকৃত্তে কৈমুত্য়ামপাদয়তি ।”—(শ্রীগৌরিসন্দর্ভঃ)

পূর্ব স্বত্রের আশঙ্কা নিরাস জন্ম এই স্বত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । উপসংহার-স্বত্রে হইতে ন-শব্দের অল্পবৃদ্ধি লইয়া অর্থ করিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের অগৎকর্তৃত্ব পক্ষে সাধারণ লোকদৃষ্ট দোষ হইতে পারে না, কারণ—ব্রহ্ম লোকাভীত, অচিন্তনীয় এবং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও মূর্ত্তিমান, জ্ঞানবিশিষ্ট এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত, অংশশূণ্য হইয়াও অংশযুক্ত, পরিমিত হইয়াও অপরিমিত এবং সমস্ত জগতের কর্তা হইয়াও নির্বিকার—ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্র হইতেই অবগত করা যাইতেছে সুতরাং ঐতি অল্পসারেই ব্রহ্মের সর্বকর্তৃত্বও নির্বিকারত্ব স্বীকার করা উচিত কিন্তু কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একটা ধারণা করা বিধেয় নহে । যদি বল—ঐতি দ্বারা কিরূপে বাধিতার্থ বোধিত হইবে ? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই—অবিচিন্ত্য পদার্থ বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ । লৌকিক মণি-মন্ডাদিরই যখন অচিন্ত্য-প্রভাব দেখা যাইতেছে, তখন তাহাদের কারণস্বরূপ প্রকৃত ব্রহ্ম-বস্তুতে তাদৃশ প্রভাব অস্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

কল কথা—প্রত্যক্ষ অল্পমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে কেবল তর্ক করিলেই কিছু ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না । মায়ামুণ্ড অবলোকন করিলে, ইহা দেবদত্তের মুণ্ড—এই প্রকার বিশ্বাস হওয়ায় ; সেস্থলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে । আবার মেঘবারি বর্ণনে অগ্নি নির্দোষিত হইলেও, তথা হইতে ষিণ্ড ধূমের উচ্চাস দেখিয়া আমরা পক্ষিতে অগ্নির সত্তা অল্পমান করিতে পারি সুতরাং এস্থলে অল্পমানেরও ব্যভিচার হওয়ায় ইষ্ট-সিদ্ধি হইল না ! কিন্তু আপ্তবাক্যলক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না । হিমালয়ে হিম থাকে এবং রত্নালয়ে রত্ন থাকে—ইহা চির-প্রসিদ্ধ ; অস্বীকার করিবার উপায় নাই । শব্দ প্রত্যক্ষাদির উপজীবক, আবার উহা—প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা না রাখিয়াও তাহাদের অগম্যস্থলে কার্য সাধন করিয়া থাকে । দৃষ্টান্ত এই—যিনি কোথাও একবার মায়ামুণ্ড দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, পরে তিনি কখন সত্যমুণ্ড দেখিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ তাহাকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইবেন না, আবার আপ্তবাক্যরূপ আকাশবাণী-বলে তাহারই তাহাতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে । “অরে শীতার্ত্ত-পথিক ! এখানে বহির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি অগ্নি বৃষ্টিতে নির্দোষিত হইয়াছে ; পরন্তু ঐ ধূমযুক্ত পক্ষিতে অগ্নি দেখিতে পাইবা !”—এইরূপ আপ্তজনের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই সফলমনোরথ হইয়া থাকেন । এই সকল স্থানেই শব্দ—প্রত্যক্ষ ও অল্পমানের পোষকরূপে সাধকতম হয় । একটি আপ্তজন, বিশ্বতকণ্ঠমণি কোন ব্যক্তিকে বলিল—তুমি মণিকণ্ঠ অর্থাৎ তোমার কণ্ঠে মণি আছে,—এই কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ‘আমার কণ্ঠে মণি নাই’—এই মোহকে তিরস্কার করিয়া—‘আমি মণিকণ্ঠ’—এইরূপ যথার্থ জ্ঞানযুক্ত হইল । এস্থলে শব্দ, প্রত্যক্ষাদির কোন অপেক্ষা রাখিল না বৃদ্ধিতে হইবে । সূর্য্যাদি গ্রহগণের রাশি-সংকার বিষয়েও শব্দেরই বোধকতা, অস্ত্রের নাই ।—এইরূপে শব্দেরই সর্বপ্রকারে ষেষ্ঠতা সমর্থিত হওয়ায় ব্রহ্মের বোধকরূপে ঐতি শব্দকেই জানিতে হইবে, কারণ ঐতিই ব্রহ্মতত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, তত্ত্বভীত ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ান্তর নাই । ঐতি বলিয়াছেন :—

“নাবেদবিদ্যন্ততে তং বৃহন্তম্” যে বেদবেত্তা নয়, সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না অতএব বেদেই স্বতঃসিদ্ধ ও নির্দোষ । বেদান্তকূল তর্কই তত্ত্বনির্ণয়ে উপযুক্ত, বেদ-প্রতিকূল শুদ্ধ তর্ক বা বিতণ্ডা দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় করা বিড়ম্বনা মাত্র ।

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাৎসর্কেণ যোজয়েৎ”—এই অংশের ‘অচিন্ত্য’ পদের অর্থ লোকাভীত বলিয়া দুঃসাধ্যরূপে প্রতীয়মান। ভাব—শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ শ্রীভগবৎগুণ-লীলাদিক্রম বস্তু। তর্ক—সমতিকল্পিত অসম্মান। এতজ্ঞত অচিন্ত্য পদার্থকে স্বকপোলকল্পিত অসম্মান দ্বারা মায়িক বলিয়া কখনই কল্পনা করিবে না।

“শাস্ত্রযোনিহ্মাৎ”—ইহার একপ অর্থও অসম্ভব নহে; অর্থাৎ যাহার প্রমাণ শাস্ত্র, যিনি শাস্ত্রের প্রকাশক স্মৃতরাং সমস্ত অর্থের যথার্থদর্শী লোকপ্রতারণাদি-দোষহীন পরমকাক্ষণিক পরমেশ্বরের প্রণীত—শাস্ত্রই যে তাহার স্বরূপোপলব্ধি-বিষয়ে বলবৎ প্রমাণ—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইহার উপর যদি আশঙ্কা হয়—শাস্ত্র যে—পরমেশ্বর-প্রণীত তাহার প্রমাণ কি? সেই জন্তই উল্লেখ করিলেন—“ঋতেজ্ঞ শব্দমূলহ্মাৎ” ঋতির (বেদের) শব্দমূলহ্ম অর্থাৎ—“অস্ত্র মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতি-মেতদগ্বেদো জায়তে” ইত্যাদি “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং বেদাঃ চ তস্মৈ প্রহিণোতি”—ইত্যাদি ঋতি-রূপ শব্দই, ঋতির পরমেশ্বর-প্রণীতত্বের প্রতি মূল প্রমাণ।

গ্রন্থ-কর্তা—বেদ-স্মার-পুরাণ-ইতিহাসকথিত প্রমাণ নিচয়ের দ্বারা, বেদ—শব্দাত্মক এবং সেই শব্দও—পরমেশ্বরসম্ভূত, পুরুষকল্পিত নহে; আমাদের প্রমেয়-বস্তু-নির্ণয়ে সেই বেদ-শব্দই অনন্ত প্রমাণ—ইহাই স্থাপন করিলেন।

তত্র চ বেদ-শব্দস্য সম্প্রতি ছুপ্পারত্বাদুত্তরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পর-বিরোধাদ্বেদরূপো বেদার্থ-নির্ণায়কশ্চেতিহাস-পুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্ম-বিদিতঃ সোহপি তদদৃষ্ট্যানুমেয় এবতি সম্প্রতি তস্মৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে গানবীয়ে চ,—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃত্তয়েৎ।” [মং ভাঃ আঃ ১, ২৬৭]

ইতি, “পুরাণং পুরাণম্” ইতি চাশ্রয়ে। ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনক-বলয়স্য ত্রুপুণা পূরণং যুক্ত্যতে। ননু যদি বেদ-শব্দঃ পুরাণমিতি-হাসকোপাদত্তে, তর্হি পুরাণ-ম্ মন্যদশ্বেষণীয়ম্। যদি তু ন, ন তর্হীতিহাস-পুরাণয়োরেভেদো বেদেন। উচ্যতে;—বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক—পদ-কদম্বস্তা-পৌরুষেষ্যত্বাদভেদেহপি স্বরক্রম-ভেদাদ্ভেদ-নির্দেশোহপ্যুপপত্ততে। ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেষ্যত্বেনাভেদো মাধ্যন্দিনপ্রত্যাবেব বাজ্যতে,—“এবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতিমেতদগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাক্ষিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্” [বঃ আঃ ২, ৪, ১০] ইত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

* “পুরাণাদিকম্” ইতি পাঠান্তরম্—তদন্তে “অন্তঃ” ইত্যত্র “অন্তবৎ” ইতি পাঠঃ—শ্রীমদগোষামি-ভট্টাচার্য্য-সম্মতঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

এবং চেদুগাদিবেদেনাস্ত্ৰ পরমার্থ-বিচারঃ ? তজ্জাহ,—তত্র চ বেদশব্দশ্রুতি । তহি জ্ঞায়াদিশাষ্ট্রৈ-
কৌদার্যনির্ণেহুভিঃ সোহস্তু ? ইতি চেত্তজ্জাহ,—তদর্থনির্ণায়কানামিতি । তস্মৈবেতি—ইতিহাস-পুরাণাশ্রয়ক
বেদরূপস্ত ইত্যর্থঃ । সমুপবৃংহয়েদিতি—বেদার্থং স্পষ্টীকুর্যাদিত্যর্থঃ । পুরাণাদিতি—বেদার্থশ্রুতি বোধ্যম্ ।
ত্ৰপুণা—সীসকেন । পুরাণেতিহাসয়োৰ্বেদরূপত্যাং কশ্চিচ্ছব্দে—নষিত্যাদিনা । তত্র সমাধে—উচ্যত
ইত্যাদিনা । নিখিলশক্তি-বিশিষ্টভগবজ্ঞপৈকার্থপ্রতিপাদকং যৎ পদ-কদম্বয়গাদিপুৰাণাস্তং তত্তেতি ।
ঋগাদিভাগে স্বর-ক্রমোহস্তি, ইতিহাস-পুরাণভাগে তু স নাস্তি—ইতোতদংশেন ভেদঃ । “এবং বা” ইতি
মৈত্রেয়ীঃ পত্নীঃ প্রাতি যজ্ঞবল্ক্য-বচনম্ । অরে—মৈত্রেয়ি ! অস্ত্র—ঈশ্বরস্ত । মহতঃ—বিভোঃ, পূজাস্ত
বা । ভূতস্ত—পূর্বসিদ্ধস্ত । ক্ষুণ্টার্থমস্তু ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

দুস্মারাদিতি—কেবাঞ্চিবেদনামুচ্ছন্নত্বাৎ কেবাঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নত্বাচ্চেতি ভাবঃ । তদর্থ-নির্ণায়কানাং—
বেদান্ততত্ত্বাদিকারিণাং মুনীনাং ব্যাস-কণাদাদীনাম্ । বেদরূপঃ—গৌণ্য নিরুচলক্ষণ্য বেদশব্দপ্রতিপাদ্যঃ,
নাস্ত্রবিহিতঃ—অপ্রচররূপত্বাৎ । তদদৃষ্টা—ইতিহাসপুরাণদৃষ্টা । সমুপবৃংহয়েদিতি;—বেদয়তি—বিহিত-
নিষিদ্ধং পরতত্ত্বস্বরূপং চ জ্ঞাপয়তীতি বেদন্তম্, অভিধেয়-প্রকাশতয়া পুরয়েৎ ; ইতিহাস-পুরাণয়োৰ্বেদ-
শাস্ত্রান্তর্ভূতত্বং জানীয়াদিত্যি বাবৎ । নাম-ব্যুৎপত্ত্যপি বেদ-সমুপবৃংহণমাহ—পুরাণাদিতি,—বেদপুরাণাদিত্যর্থঃ ।
পুরাণমিতি ত্রয়ঃ সংজ্ঞায়াম্ । বৃংহণং—পুরণং, পুরাণং—বেদ-শব্দেনোপাদীয়মানং পুরাণম্ । অস্তবৎ—
উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবেদবৎ, অদেবগীয়মিতি—ইদানীং প্রচরংপুরাণেতিহাসয়োৰ্বেদ-বাবহারাভাবাদিতি ভাবঃ ।
পদকদম্বশ্রুতি—বেদ-ঘটকস্য পুরাণেতিহাস-ঘটকস্য চেত্যাৎ, অপৌরুষেয়ত্বাৎ—জীবাগ্রগীতত্বাৎ, পরমেশ্বর-
গ্রগীতত্বাদিতি যাবৎ । অভেদেহপি—বেদশব্দ-প্রতিপাদ্যত্বেহপি, স্বর-ক্রম-ভেদাৎ—স্বর-ক্রময়োৰ্ভেদাৎ,
ভেদনির্দেশঃ—বেদ-পুরাণয়োৰ্ভেদেন ব্যবহারঃ । স্বরঃ—দাত্তোদাত্তাদিরূপঃ । তথা চ দাত্তোদাত্তাদি-স্বর-
ভেদেনোধ্যয়ন-বিধিবিষয়তা বেদস্য । পুরাণেতিহাসয়োৰ্ণ দাত্তাদি-স্বরভেদেনোধ্যয়ন-বিধিবিষয়তা, কিন্তু—

“ইতিহাস-পুরাণানি শ্রদ্ধা ভক্ত্যা বিশাস্পতে ! মৃত্যুতে সৰ্ব্বপাপেভ্যা ব্রহ্মহত্যাভির্ভিক্ৰিভো !

ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যাম্ভাববর্ণজমাদরাৎ । শ্রদ্ধাস্তবর্ণজাদ্রাজন্ ! বাচকান্নরকং ব্রজেৎ ॥”

তথা,—“দেবার্জামগ্রতঃ কৃষ্ণা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । গ্রন্থিক শিথিলং কুর্য্যাচ্চাচকঃ কুরুনন্দন !

পুনর্স্মরীত তৎ স্মৃত্যং ন মুক্ত্যং ধারয়েৎ কচিৎ । হিরণ্যং রজতং গাশ্চ তথা কাংস্তোপদোহনাঃ ।

দশা চ বাচকায়েহ শ্রুতস্যাগ্নোতি যৎ ফলম্ ॥”

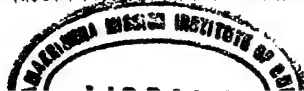
কাংস্তোপদোহনাঃ—কাংস্তকোড়াঃ ।

“বাচকঃ পূজিতো যেন গ্রন্থাস্তস্ত দেবতাঃ”

তথা,—“জ্ঞান্য পৰ্শ্ব-সমাপ্তিক পূজয়েচ্চাচকং বৃধঃ । আশ্বানমপি বিক্রীয় স ইচ্ছৎ সফলং কৃতুম্ ॥”

তথা,—“বিস্পষ্টমক্রতঃ শাস্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা । কলস্বর-সমায়ুক্তং রসতাব-সমযিতম্ ॥

• উদাত্তাত্তাদিভেদ এব স্বরস্তোপলভ্যতে । অত্র আদর্শান্তরাভাবায় টিটনীপাঠশালিতঃ ।



ব্যুৎপাদ্যঃ সৰ্বা হর্থঃ গ্রন্থার্থঃ কৃৎক্ষণো নৃপ ! ত্র্যক্ষগাদিসু সৰ্ব্বেষু গ্রন্থার্থঃ চার্পয়েৎ প !

য এবং বাচয়েদ্বিধান্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥”

তথা,—“সপ্তব্রহ্মসম্যুক্তঃ কালে কালে বিশাম্পতে ! প্রবর্ণয়ন্ ব্রহ্মান্ সৰ্ব্বান্ বাচয়েৎবাচকো নৃপ !” ইতি—
 তিথিতত্ত্ব-নৈয়তকালিককল্পতরু ধৃত-ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনাত্মসারেণাধ্যয়ন-বিষয়ভেদে বিশেষাদিতি ভাবঃ।
 ক্রম-ভেদঃ—উপক্রমোপসংহার-বিশেষনিয়মিত আত্মপূৰ্ব্বী-বিশেষঃ। ঋগাদ্যাদ্যাছপূৰ্ব্বী-বিশেষবস্তু—বেদ-
 পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, স্বরবিশেষেণাধ্যয়ন-বিধিবিষয়তাবচ্ছেদকং, শ্রুতশ্রাদ্ধাধ্যয়ন-শ্রবণাদিনিবেশবিষয়তাব-
 ছেদকং। পুরাণাদ্যাছপূৰ্ব্বীমন্তঃ—শ্রাদ্ধাধ্যয়ন-নিবেশবিষয়তাবচ্ছেদকং, শ্রবণ-বিধিবিষয়তাবচ্ছেদ-
 কং। বেদ-পুরাণাদ্যোরপৌরুষেয়তাবিশেষেহপি ভেদ-নির্দেশঃ। বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদকত্বাপৌরুষেয়-
 সাম্যেন গোপ্যা লক্ষণয়া পুরাণাদৌ বেদশব্দপ্রয়োগঃ। বস্তুত এবং বিধিনিবেশবাক্য-ত্রয়প্রতিপাদকবাক্য-
 কদস্থানাং কেনাপি প্রমাণেন লোকে প্রাগনবগতার্থপরামর্শপৌরুষেয়গাং বেদত্বং, পুরাণাদীনাং চ পরম-
 দয়ালুনা ভগবতা স্বয়ং স্ত্রী-শ্রুত-ত্রয়বাক্যানাং শ্রবণাদ্যর্থং বেদাদনস্তরোক্তানাং বেদাদবগতার্থ-বোধকতয়া
 ন তত্র বেদশব্দস্ত মুখ্যা বৃত্তিঃ ; কিন্তু গোপী বৃত্তিঃ। তথা ভেদেহপি মুখ্যা-গোপ-বেদশব্দপ্রতিপাদিতানাং
 বেদ-পুরাণেতিহাসানামেকগ্রন্থত্বং—ত্রয়বেদনরূপৈকপ্রতিপত্তিরূপত্বং, “সৰ্ব্বে বেদা যৎপদমামনস্তি” ইতি
 শ্রুতেঃ। বেদ-পুরাণেতিহাসানামভেদেহপি ন বেদমপেক্ষ্য পুরাণেতিহাসয়োৰ্নানত্বং, পরন্তু তুল্যপ্রধানত্বাৎ,
 অপৌরুষেয়ত্বেন স্বতঃ প্রমাণতাভৌল্যাৎ। যথা ; বেদশব্দস্ত শক্তিশ্রী, একা—ঋগাদ্যাছপূৰ্ব্বী-বিশেষরূপেণ
 অপরা চ—অপৌরুষেয়ত্বেন ঋগাদি-বেদচতুষ্টয়-পুরাণেতিহাসসাধারণী ;—ইতি বৃত্তিষ্ময়ীকারকলক্ষণ-
 মেবাবধেয়ম্। অত্র বেদপুরাণং নাম—বেদোখ্যাপিতাকাক্ষা-নিবৰ্ত্তনম্। তদুক্তম্,—

“অর্থেক্যাদেকং বাক্যং সাকাক্ষকেষিভাগে স্তাৎ।” ইতি।

অর্থেক্যং—তাৎপর্য্যবিষয়ার্থ-প্রতিপত্তিরেক্যং, বেদস্থলে তাৎপর্য্যবিষয়প্রতিপত্তিত্রয়ত্বনির্ণয়ঃ। একং
 বাক্যম্—একো গ্রন্থঃ, বিভাগে—গ্রন্থয়োঃ পৃথগুপস্থাসেহপি। অত্রাকাক্ষা—“বেদাদর্থ-প্রতীতো সত্যং
 তত্রাসম্ভাবনাদিনা কথমেতদর্থ-সঙ্গতিঃ ?” ইতি শিষ্য-জিজ্ঞাসা, তদ্বিত্তিশ্চ পুরাণেতিহাসাভ্যাং ক্রিয়ত ইতি
 বেদমপেক্ষ্য পুরাণেতিহাসয়োৰুৎকর্ষ-প্রতীতিরিতি বেদ-পুরাণয়োরেকগ্রন্থত্বে পুরাণেতিহাসবোধদার্থ-
 সংগ্রাহকত্বেন পৌনরুক্ত্যদোষ ইতি পরান্তম্ ; বেদ-চতুষ্টয়ার্থ-বিবরণরূপত্বাভ্যুপায়িতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

ইতিহাস ও পুরাণের আবশ্যকতা। উল্লিখিতরূপে বেদই বিচারবিষয়ে মূল
 প্রমাণ স্থিরীকৃত হইল সুতরাং ঋগাদি বেদ অবলম্বনেই পরমার্থ বিচার হউক ?—এই প্রশ্নায়
 বলিতেছেন :—কলিকালে বেদের প্রচার অতি অল্প, তন্মধ্যেও কোন কোন বেদ বা বেদাংশ উচ্ছন্নপ্রায়
 হইয়াছে, বা কোনও বেদ প্রচ্ছন্নভাবে আছে আবার বেদার্থের গ্রাহকগণও কাল-বশে দুর্ধর্ষ হওয়ায় দুর্গম
 বিষয়ের ধারণাশক্তিহীন, তন্নিমিত্তই বেদের দুস্পারস্ব এবং দুর্দগিমত্ব অল্পকৃত হইয়া থাকে।
 বেদার্থনির্ণায়ক ত্রয়াশি শাস্ত্রের দ্বারাও পরমার্থ বিচার কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ—বেদার্থ প্রতিপাদক
 বেদান্ত-সূত্রাদি গ্রন্থপ্রণেতা ব্যাস-কণাদ প্রভৃতি মুনিগণেরও পরম্পর বিরোধ দেখা যায়, অতএব
 বেদার্থনির্ণায়ক বেদরূপ—ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দ লইয়াই পরমার্থ বিচার করা কর্তব্য। বেদের তেমন
 প্রচার না থাকায়, বিচারবিষয়ে যে সকল বৈদিক শব্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই সমস্ত শব্দ-ইতিহাস-

পুরাণে দেখিয়াই বেদের বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয় স্মৃতির স্মৃতি এইরূপে ইতিহাস-পুরাণাখ্যক বেদ বাক্যেরই প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) উৎপাদক স্বরূপ হইল। মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে ;—“ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে।” অমৃত ও আছে ;—“বেদের পূরণ হয় বলিয়াই ইহার নাম—পুরাণ।” যাহা বেদ নয়, তাহা দ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। স্বর্ণ-বলয়ের কোন অংশ পূরণের প্রয়োজন হইলে, সীসকের দ্বারা কখনই তাহার পূরণ হইতে পারে না।

এখানে এ আশঙ্কা হইতে পারে—‘যদি বেদ-শব্দে পুরাণ-ইতিহাস বুঝায়, তাহা হইলে পুরাণাদি নামে অমৃত কোন গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হয় ; নচেৎ ইতিহাস-পুরাণের বেদের সহিত কোন অভেদ থাকে না।’ ইহার সমাধান এই :—বেদ ও পুরাণাদি—এই উভয়ের বাক্যনিচয়ের দ্বারা ই নিখিল-শক্তিবিশিষ্ট ভগবৎরূপ-অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং উভয়েরই অপৌরুষেয় স্বতরাং এ অংশে বেদের সহিত ইতিহাস পুরাণের কোন ভেদ নাই, তবে বেদের ঋক্—আদি ভাগে উদাত্ত অমৃত প্রভৃতি স্বর-ভেদ এবং ক্রম-ভেদ আছে, কিন্তু ইতিহাস পুরাণভাগে তাহা নাই—এই অংশেই উভয়ের ভেদ দেখা যায়।

ঋগাদি বেদের সহিত পুরাণ-ইতিহাসের অপৌরুষেয় পক্ষে অভেদ—ইহা মাধ্যমিনী শ্রুতিতেই প্রকাশ পাইতেছে, যজ্ঞবল্ক্য নিজ-পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন ;—“অয়ে মৈত্রেয়ি ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ—এ সমস্তই পূর্বদিক্ত বিভূরূপ এই পরমেশ্বরের নিশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র নিশ্বাসের দ্বারা অনায়াসে তাঁহা হইতে বাহির হইয়াছে। ১২।

তাৎপর্য্য।

(১২) বেদের উচ্চরূপ ও প্রচ্ছন্নরূপ আমরা এইরূপে দেখিতে পাই :—বেদে আছে—“অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” —এই বাক্যে সন্ধ্যার নিত্যই অমৃতানের বিধি সমর্থিত হইল, আবার “সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োঃস্তে দ্বাদশাং প্রাক্‌বাসরে। সাযং সন্ধ্যাং ন কুর্ন্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ ।” —এই পাক্ষিক নিষেধের স্মৃতিবাক্যও তাদৃশ শ্রুতির অনুমাপক হওয়ায় ; উহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপ বেদে অনেক বিষয় উচ্চরূপ (লুপ্ত) হইয়াছে বা কতকগুলি প্রচ্ছন্ন (গুপ্ত) ভাবে রহিয়াছে ; সেই সকল অংশই আমরা ইতিহাস-পুরাণাখ্যক স্মৃতিতে দেখিতে পাই। আবার বেদে কোন বিষয় অতি সংক্ষেপে কথিত আছে ; তাহা পুরাণাদিতে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই শ্রুতির আজ্ঞা আছে :—‘যে ব্যক্তি ইতিহাস-পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আমাকেই কেবল আলোচনা করে, সে আমাকে গ্রহণ করিয়া থাকে।’ গ্রহণ বলিবার কারণ—অনেক সময় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বেদ আলোচনা করিতে বসিয়া প্রয়োজনীয়—বেদের লুপ্তাংশ ও প্রচ্ছন্নাংশ না পাওয়াতে তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে সাহস করেন কিন্তু স্মৃতি * আলোচনা করিলে এ অবসর বোধ হয় তাঁহাদের হইত না। স্মৃতির সহিত বেদের বাধ্যবাধকতা ভাব ; ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। যেমন স্মৃতির বেদের অপেক্ষা আছে, তেমনি বেদেরও স্মৃতির অপেক্ষা আছে ; তথাপি স্মৃতি এমন করিয়াই বোধার্থ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, অনেক সময় কেবল স্মৃতির সাহায্যেই প্রমেয় নির্ণয় হইয়া পড়ে। ইহার বিস্তার পর বাক্যেই পরিষ্কৃত হইবে।

* স্মৃতি বলিতে এখানে—ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি সকলই জানিতে হইবে, কেবল মন্বাদি সংহিতাই নহে। পূজাপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরিক ভাষ্যের অনেক স্থানে ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতিতেই ‘স্মৃতি’ বলিয়াছেন।

স্বর—উদাত্ত, অম্লদাত্ত এবং স্বরিত ভেদে তিনি প্রকার। “উচ্চৈরাদীযতে উচ্চাধ্যতে ইতি উদাত্তঃ” অর্থাৎ উচ্চভাবে উচ্চাধ্যমাণ স্বর—উদাত্ত। ইহার বিপরীত অর্থাৎ নীচ ভাবে উচ্চাধ্যমাণ স্বর—অম্লদাত্ত এবং সমাহৃত স্বর—স্বরিত অর্থাৎ যাহা হইতে উচ্চ-নীচরূপে স্বর উৎপন্ন হয়—এইরূপ স্বরের সংগ্রাহক অবস্থাকে স্বরিত বলা যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ক্রম—যজ্ঞাদির অঙ্গরূপ বৈদিক বিধান। অমর কোষে—কল্প ও বিধিনামক ইহারই আরও দুইটি পদ্যায় বলা হইয়াছে। এই স্বর-ভেদ ও ক্রম-ভেদ বেদেই পরিলক্ষিত হয় সুতরাং এই অংশেই বেদের সহিত পুরাণ ও ইতিহাসের ভেদ ; তজ্জাংশে নহে।

অতএব স্কান্দ-প্রভাসথণ্ডে ;—

“পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ। আবির্ভূতান্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গ-পদক্রমাঃ ॥
ততঃ পুরাণমখিলং সর্ববিশাক্রময়ং ধ্রুবম্। নিত্যশক্ৰময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাস্তস্মৈ ভেদান্নিবোধত ॥ ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমং—” ইত্যাদি।

অত্র শতকোটিসংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিক্তেতি তথোক্তম্। তৃতীয়স্কন্ধে চ ;—

“ঋগ্যজুঃসামাথর্কব্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভিশ্চুখেঃ।” [ভা০ ৩, ১২, ৩৭।]

ইত্যাদিপ্রকরণে,—

“ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমাখরঃ। সর্বেভা এব বক্ত্রেভ্যঃ সস্বজ্ঞে সর্বদর্শনঃ ॥”
[ভা০ ৩, ১২, ৩৯] ইতি।

অপি চাত্র সাক্ষাদেব বেদ-শব্দঃ প্রযুক্তঃ পুরাণেতিহাসয়োঃ। অন্তত্র চ ;—

“পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ—ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমাম্ ॥” ইত্যাদৌ। অন্যথা—“বেদান্” ইত্যাদাবপি পঞ্চমস্তং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণে ;—

“কাষ্যঞ্চ পঞ্চমং বেদং যশ্মহাভারতং স্মৃতম্।” ইতি।

তথা চ সাম-কৌথুমীয়াশাখায়াং, ছান্দোগ্যোপনিষদি চ ;—“ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি মজুর্বেদং সামবেদমাথর্কবর্ণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।” [৩, ১৫, ৭] ইত্যাদি।

অতএব “অশ্ব মহতো ভূতশ্চ” ইত্যাদাবিতিহাস-পুরাণয়োশ্চতুর্ণামেবাস্তুভূত-কল্পনয়া প্রসিক্ত-প্রত্যাখ্যানং নিরন্তম্। তদুক্তম্ * ;—“ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমং” ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞাতৃবর্ণকৃত-টীকা ।

পুণ্ড্রভ্যাদৌ বেদানাং পুরাণান্যাকাবিত্যাব উক্তঃ । সহজে—আবিত্যাবয়বান্দাস । সমানেতি—বহুদন্ত-
পঞ্চমাদ্ বিপ্রামাষদ্বয় ইতিবৎ । কাঞ্চমিতি,—কৃৎসেন—ব্যাসেনোক্তমিত্যর্থঃ । অতএবেতি—পঞ্চম-
বেদমন্ত্রবর্ণনামেবেত্যর্থঃ । চতুর্ণামেবাস্তত্বত্বেনিতি—উগবল্লিঃশসিতত্বভূতে যে ইতিহাস-পুরাণে তে চতুর্ণা-
মেবাস্তগতে । ‘তেষেব যৎ পুরাবৃত্তং, যচ্চ পঞ্চলক্ষণমাখ্যানং, তে এব তদ্বৃত্তে গ্রাহ্যে ; ন তু যে
ব্যাসকৃত্যেব ভূবি খ্যাতে শৃঙ্গাণামপি অব্যো’ ইতি কৰ্ম্মঠৈর্ধ্বং কল্পিতঃ তদ্বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোপ্বামিত্রাচাৰ্য্যাকৃত-টীকা ।

সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাদিতি—সমানজাতীয় এব পুরকেহষয়াং, স্বাধয়িতাবচ্ছেদক-ধৰ্ম্মাবচ্ছিন্নেনৈব
পুরণাদিতি যাবৎ । বেদগত-সংখ্যায়া অবদেন পুরণং ন ভবতীতি পর্যাবসিতম্ । বেদানাং বেদমিতি—
পগাদিচতুর্ণাং বেদানামর্থাবেদকং পুরাণমিত্যর্থঃ । অতএব—শ্রুতি-স্মৃতিভিরিতিহাস-পুরাণয়োঃ পঞ্চমম-
নিরুক্তেবেব । অস্তত্বত্ব-কল্পনয়েতি,—চতুর্ণাং বেদানামস্তত্বত্ব-কল্পনম্—‘অস্ত মহতো ভূতস্ত
নিঃশসিতম্—ঋগেদঃ প্রথমঃ, ততো যজুর্গেদঃ, ততঃ সামবেদঃ, ততোহধর্কাদিরসঃ—অধর্কবেদঃ, তেষাতিহাস-
পুরাণম্,—ইতি শ্রুত্যাৰ্হ-কল্পনাং । তদ্রায়মভিপ্রায়ঃ—“তন্মাস্তপস্তপান্নাক্কারো বেদা অজায়ন্ত, ৪৮:
সামানি জজিরে”—ইত্যত্র সামান্ততো বেদচতুষ্টয়মুক্ত্য । তদ্বিবরণম্—৪৮ ইত্যাদি । তপস্তপান্নাং—
ঈশ্বর্যং । তথা “মহতো ভূতস্ত” ইতি শ্রুতাবপি বেদ-চতুষ্টয়-কথনানন্তরং তন্মটকেতিহাস-পুরাণমাহ ।
অন্তথা ন বা * “অস্ত মহতো ভূতস্ত” ইতি শ্রুতৌ ইতিহাসঃ পুরাণমিত্যানন্তরং ‘বিদ্যা উপনিষদ’ ইত্যাদি-
শ্রবণাৎ বিন্যোগনিষদামপি বেদ-চতুষ্টয়ানন্তরগতত্বাপত্তিঃ, প্রসিদ্ধভারতাদীতিহাসব্রাহ্মদিপুরাণানাং বেদার্থ-
সংগ্রাহকত্বেন ব্যাসাদিকৃত্যেব চ প্রসিদ্ধির্নি তেষামপৌরুষেয়ত্বম্, তথা পগাদিবেদমধ্যে “সংযুৎ প্রজাপতিং
দেবা অক্রবন্” ইত্যাদ্যুপক্রম্য, “যো ব্রাহ্মণ্যাবগুরেস্তঃ শতেন যাতয়েৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “অবচনেনৈব
প্রোবাচ” ইত্যাদি শ্রুতেচেতিহাসরূপত্বাৎ, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “এতন্মাদান্মন
আকাশঃ সন্তত” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “স ব্রহ্মণা স্রজতি কুলেণ বিলাপয়তি হরিরাদিরনাদিঃ” ইত্যাদিশ্রুতেচ
সর্গ-বিসর্গ-নিরোধ-ভগবদবতারাদি-কথনলক্ষণ-পুরাণরূপত্বাচ্চ কেচাকিচ্ছদ্বয়-প্রচ্ছন্নতয়াধুনিকানাং জনানা-
মজ্ঞাতত্বাৎ, প্রচরক্রপাণামপি দুরূহত্বাৎ ব্যাসেন তদর্থান্ সঙ্কলয় ভারতাদীতিহাসপুরাণানি কৃতানীতি
বোধ্যম্ । প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং—প্রসিদ্ধানাং ভারত-ব্রাহ্মাদীনাং বেদমন্ত্রপ্রত্যাখ্যানং নিরুদ্ভূতমিতি । ইতিহাস-
পুরাণয়োঃ শ্রুতৌ ক্রমিকজাত্যেব কথনাদিতিহাসস্ত পঞ্চমম্, পুরাণস্ত বহুত্বং যদ্যপি বক্তৃমুচিতম্,
তথাপি ইতিহাসপুরাণয়োর্বৈদ্যার্থ-বিবরণরূপত্বেনৈক্যমাদৃত্য পঞ্চমমুক্তম্, বহুত্বম্ভেদান্তগতত্বং । শ্রুতৌ
প্রাসিদ্ধিহাসাদিঃসরগং ততঃ পুরাণমিতি ক্রমসিদ্ধিশাৎ ব্যাসেন তৎক্রমেণৈব তদ্ব্যোরাবিত্যাবদম্ । তেন
ভারতজীবনকালে পুণ্ড্র-সংগ্রহঃ কৃত ইতি ।

“অষ্টাদশপুরাণানি কৃতা সত্যবর্তী-ভূতঃ । ভারতাব্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥”

* “ন বা” ইত্যত্র সন্নিতিঃ স্মৃতিভিরিচাৰ্য্য ।

ইতি বচনস্বার্থঃ ;—সত্যবতী-স্বতঃ অষ্টাদশপুরাণং কৃষা ভারতাত্ম্যানং অধিলং—পূর্ণং চক্রে, ‘খিল’ শব্দস্তোষণার্থাৎ । তদুপবৃংহিতং—বেদার্থৈষুক্তম্ । যথা ;—অধিলং—তদেব লোকাদিগতসকলং ভারতাত্ম্যানম্, তদুপবৃংহিতং—তৈঃ—পুরাণৈঃ, উপবৃংহিতং—পূর্ণক্ৰমে ইত্যম্বয়ঃ, ন তু অষ্টাদশপুরাণানি কৃষা ভারতং চক্রে ইত্যম্বয়ঃ, ঐত্যাदि-বিরোধাপত্তেঃ । অতএব বক্ষ্যমাণগুরুত্বপুরাণ-ভাগবতলক্ষণে—“অর্থোহয়ং ব্রহ্মহৃদ্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্দেশ ইত্যুক্তম্” । তথোক্তমিতি—প্রসিদ্ধপুরাণস্ত বেদম্বুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।

বেদ ও পুরাণাদির আবির্ভাব । উল্লিখিত মাধ্যমিন ঐতির সমর্থনকল্পে অগ্ৰাচ্চ ঐতি পুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয়া বেদ ও পুরাণাদির আবির্ভাব বলিতেছেন :—

ব্রহ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডে কথিত আছে ;—“পূর্বকালে দেব-গণের পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্বী করিয়াছিলেন, সেই তপস্বীর ফলে—যজ্ঞ পদ ক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হইল । তারপর সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নিত্য-শকময় শতকোটি শ্লোকে নিবদ্ধ পবিত্র সর্গশাস্ত্রময় নিত্য পুরাণ আবির্ভূত হইল ; তাহার ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর,—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রীভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, কন্দ, বামন, কুর্খ, মৎস্য, গুরুত্ব ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ । উহার মধ্যে ব্রহ্ম-পুরাণই প্রথম ।” ব্রহ্ম লোকে এই সমস্ত পুরাণের শ্লোক শতকোটি সংখ্যক । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত আছে,—“চতুর্নৃপ ব্রহ্মা নিজের পূর্বসিদ্ধি মুখ হইতে ক্রমে—শক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ প্রকাশ করেন । তারপর সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আপনার সমস্ত মুখ হইতে ইতিহাস-পুরাণাঙ্ক পঞ্চম বেদ আবির্ভাব করিয়াছিলেন ।”

উল্লিখিত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে—পুরাণ ও ইতিহাসের সম্বন্ধে সাক্ষ্য ‘বেদ’ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে । অগ্ৰাচ্চ তাহাই কথিত হইয়াছে,—“পুরাণই পঞ্চম বেদ । ইতিহাস এবং পুরাণই পঞ্চম বেদরূপে কথিত হয় । মহাভারত যাহার পঞ্চম—এমন বেদ সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।” ইত্যাদি অনেক স্থলে পুরাণ-ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই ‘বেদ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে—“মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল”—ইত্যাদি স্থলে মহাভারতের পঞ্চমত্বের অবধারণ হইত না । কারণ—সংখ্যা পবম্পর সমান জ্ঞাতিতেই বিস্তৃত হয় । ভবিষ্য পুরাণে কথিত আছে—“কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে জানিতে হইবে ।” সামবেদের কোথুমীয় শাখায় ছানোগ্য উপনিষদেও এই কথা বলা হইয়াছে ;—হে ভগবন ! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্নৃপ—অথর্ববেদ, বেদের মধ্যে পঞ্চম বলিয়া বিখ্যাত—ইতিহাস এবং পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি ।”

অতএব (ঐতি স্বতি বচন নিচয়ের দ্বারা ইতিহাস-পুরাণের পঞ্চমবেদ স্বীকৃত হওয়াতেই) “মহতো ভূতস্ত নিঃস্রুতিমেতদধ্বনুং বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বকাজিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্” ইত্যাদি স্থলে ইতিহাস-পুরাণ—বেদ-চতুষ্টয়েরই অন্তর্ভূত অর্থ্য তাহাদেরই অংশবিশেষ—এইরূপ কল্পনা করিয়া, বাহার প্রসিদ্ধ ইতিহাস-পুরাণের বেদ স্বীকার করেন না ; তাহাদের এইরূপ প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ্যান দোষ খণ্ডিত হইল । এই ব্রহ্মই ব্রহ্ম পুরাণে বেদের আবির্ভাব কীর্তন করিয়া পরে প্রথমাদি ক্রমে ব্রহ্ম-পদ্ম প্রভৃতি পুরাণের আবির্ভাব কীর্তন করা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ভাৎপর্য্য ।

(১৩) শব্দভুজ—বেদের ছয়টি অঙ্গ ।

“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং চিতিঃ ।

ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ ।”

অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ স্থলের বোধক—শিক্ষা । বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশক—কল্প । সাধ্য-সাধন-কর্তৃ-কর্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপক—ব্যাকরণ । শব্দের শব্দবোধের অতিরিক্ত কতিপয় অর্থের নির্ণায়ক—নিরুক্ত । অক্ষর ও যাত্রা সংখ্যায় নির্দিষ্ট পদ্যবিশেষ—ছন্দঃ ।

গ্রহ-গণনাদিরূপ গণনশাস্ত্র—জ্যোতিষ ।

বৈদিক পণ্ডিতগণ এই ছয়টিকে বেদাঙ্গ বলিয়া জানেন । এই সকলকে অঙ্গ বলিবার কারণ স্বভিতে উক্ত হইয়াছে :—

“ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্ত হস্তৌ কল্পোইথ কথ্যতে ।

জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥

শিক্ষা জ্ঞাণস্ত বেদস্ত মুখং ব্যাকরণং শ্রুতম্ ।

তস্মাৎ সাক্ষমধীতৈব্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥”

বেদের পদ—ছন্দ, হস্ত—কল্প, নেত্র—জ্যোতিষ, শ্রোত্র—নিরুক্ত, জ্ঞাণ—শিক্ষা এবং মুখ—ব্যাকরণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । অতএব এই সাক্ষ বেদ অধ্যয়নকারী ব্রহ্মলোকে বিরাজ করে ।

পদেত্রকল্প—বেদের ক্রম-পাঠ ও পদ-পাঠ—এই দ্বিবিধ রীতির প্রসিদ্ধি আছে ।

বেদে শব্দের অর্থ জ্ঞায় শাস্ত্রকার বলেন :—

“মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং—বেদঃ ।”

বেদাঙ্গ বলেন :— ধর্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং—বেদঃ ।

পুরাণ বলেন :— ব্রহ্মমুখনির্গতধর্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং—বেদঃ ।

এই সমস্ত লক্ষণের আলোচনায় ‘বেদ’—অপৌরুষেয়, ধর্ম ও ব্রহ্মের জ্ঞাপক—এই পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায় । এ স্থানে ব্রহ্মশব্দ কেবল নির্কিংশেব ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক—ইহা যেন কেহ মনে না করেন । নির্কিংশেব ও সবিশেষ—এই দ্বিবিধ ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে । ‘বেদ’ শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়প্রতিপাদ্য অর্থ—“বেদয়তি ধর্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ” যিনি ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইয়া থাকেন ; তিনিই—বেদ ।

ঋগ্বেদ—একবিংশতি শাখাস্থক । আর্যুর্বেদ ইহার উপবেদ ।

যজুর্বেদ—শতশাখাস্থক । ধর্মুর্বেদ ইহার উপবেদ ।

সামবেদ—সহস্র শাখাস্থক । গান্ধার্ববেদ ইহার উপবেদ ।

অথর্ববেদ—নবশাখাস্থক । স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ ।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণধৈর্য্যান বেদ বিভাগ করিয়া ; প্রথমে গৈল ঋষিকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, হুমন্তকে অথর্ববেদ এবং হৃতকে ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।

“একবিংশতিভেদেন ঋষেঃ কৃতবান্ পুরা । শাখানাস্ত শতেনাথ যজুর্বেদমথাকরোং ॥

সামবেদং সহস্রৈশ শাখানাম বিভেদতঃ । অধর্কীগমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু ॥

পথেনশ্রাবকং পৈলং প্রজগ্রাহ মহামুনিঃ । যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ।

জৈমিনিং সামবেদস্ত্রাবকং সৌহৃদপদ্যত । তথৈবাবধর্কবেদস্ত্রযজুঃসুবিদিতমম্ ।

ইতিহাস-পুরাণানি প্রবক্তুং মামচৌদয়ং ॥

(কুর্খপুরাণ, ৪২ অঃ)

“ইতিহাস-পুরাণানি প্রবক্তুং মামচৌদয়ং” এই পাঠ দেখিয়া—‘ত্রীবেদব্যাং সূতঃ লোমহর্ষণকে পুরাণ পাঠ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যয়ন করান নাই’—এইরূপ ভ্রমপক্ষে যেন কেহ নিয়ম না হন। ত্রীবেদব্যাং লোমহর্ষণকে পুরাণাদি অধ্যয়নই করাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ ত্রীমঙ্গাগবতে সূতবাক্যঃ—

অদীয়ন্ত ব্যাস-শিষ্যাং সংহিতাং মৎপিতৃমুখাং । একৈকামহমতেষাং শিষ্যঃ সর্কীঃ সমধ্যগাম্ ।

কশ্যপোহৃদ্য সাবর্ণী রামশিষ্যোহরুতব্রজঃ । অদীমহি ব্যাস-শিষ্যাচ্ছারো মূলসংহিতাঃ । (ভাঃ, ১২, ৭, ৬)

উগ্রশ্রবা সূত, নিজ পিতা লোমহর্ষণকে ব্যাসশিষ্য বলিলেন এবং কশ্যপ, সাবর্ণি এবং পরশুরামের শিষ্য অরুতব্রজ এই তিন জনের এবং নিজের, লোমহর্ষণের নিকটে অধ্যয়ন স্বীকার করিলেন। সূতের পুরাণ পাঠাধিকার সৰ্ব্বদে বিদ্যুত সিদ্ধান্ত—পরে করা হইবে।

“সমানজাতীয়নিবেশিতত্বাং সংখ্যায়াঃ”—গ্রন্থকারের এ কথা বলিবার তাৎপর্য—পরম্পর সমান-ধর্মবিশিষ্ট পদার্থেরই সংখ্যা দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে। ‘বেদ চারটি, ইতিহাস-পুরাণ লইয়া পাঁচটি’—একথা বলায়, পঞ্চমহানীয বস্তুটিও যে বেদই; তাহা সহজেই অস্বীকৃত হইতেছে। যেমন—‘যজ্ঞদত্ত পঞ্চমানু বিপ্রানাময়জ্ঞ’—অর্থাৎ যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর—বলিলে, যজ্ঞদত্তও ব্রাহ্মণ; অপর জাতি নহে—ইহাই বুঝিতে হইবে?

প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান—“অগতে প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি ইতিহাস এবং ব্রহ্ম-পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ—বেদার্থের সংগ্রাহক ও মহর্ষি ব্যাসের রুত বলিয়া বেদের দ্বায় অপৌরুষেয় নহে কিন্তু ঋগাদি বেদের মধ্যে “সংযু প্রজাপতিং দেবা অক্রবন্” এবং “ব্রাহ্মণাষাবগুরেত্তং শতেন যাতয়েৎ” ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাই ‘ইতিহাস’ আর—“যতো বা ইমানি কৃতানি জায়ন্তে,” এতস্মাদাকাশঃ সজ্জতঃ” এবং “স ব্রাহ্মণা সৃজতি রুজ্রেণ বিলাপয়তি হরিরাদিরনাদিঃ”—ইত্যাদি অংশই সর্গ-বিসর্গ-নিরোধ-ভগবদবতারাদি কথনাত্মক ‘পুরাণ’—ইহাই বেদ তুল্য অপৌরুষেয়। তবে কাল-দোষে এই পুরাণ ও ইতিহাস-অংশ প্রায় বিলুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আবার ইহার মধ্যে যে অংশের প্রচার আছে; তাহাও দুর্লভাধা, তন্নিমিত্তই আধুনিক লোক বুদ্ধিতে পারে না—ইহা অস্বীকার করিয়া, বেদব্যাং সেই সমস্ত অর্থ সংগ্রহপূর্বক ব্রী-মুত্রাদির অব্যয়প্রণে প্রসিদ্ধ পুরাণ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।”—এই প্রকার একটা অভিনব মত করনা করিয়া কোন কোন কণ্ঠ ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুরাণ বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে—বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা যে ‘প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান’ নামক দোষভূত; তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না। এই কারণেই প্রযুক্ত—মাধ্যম্ভিন জ্ঞতি—ছানোগো উপনিষদ প্রভৃতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ঋগ্বেদ জন্মে ইতিহাস-পুরাণ—এ সমস্তই সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস-সজ্জত, সকলেই অপৌরুষেয় ও বেদ-নির্কিংশেয়—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যদি ঋগাদি বেদান্তর্গত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনাই ইতিহাস এবং পুরাণ হইবে; তবে মাধ্যম্ভিনাদি জ্ঞতিতে পুরাণ-ইতিহাসকে পৃথকরূপে বলা হইত না, কারণ ঋগাদি চার বেদের বিষয় বলিলেই তদন্তর্গত

ইতিহাস পুরাণাংশও পাওয়া যাইত? ঋগাদি চার বেদ অনায়াসে আবিষ্কৃত হইলেন আর তদন্ত:পাতী পুরাণাদির অংশগুলি আবদ্ধ হইয়া পড়িল; তাহার পর “ইতিহাস: পুরাণঃ” বলিয়া সেই অংশগুলি বাহির করিলেন! এ কথা কি সঙ্গত হয়? স্মরণ্য ঐতিহ্যে ক্রমিকভাবে ঋগাদি পুরাণান্ত বেদনিচয়ের আবির্ভাব কীর্তন করায় পুরোক্ত ‘প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান’ দোষ নিরস্ত হইল। আরও দেখা যাইতেছে—পদ্মপুরাণের প্রভাণ খণ্ডে বেদের আবির্ভাবের পরে ব্রহ্ম পদ্ম প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়া পুরাণের আবির্ভাব কীর্তন করিয়াছেন কিন্তু ঐতিবাদিনির্দিষ্ট বেদান্তগত ইতিহাস পুরাণাদক অংশতো ব্রহ্মপদ্মাদি নাম-উল্লেখে নির্দেশ করা হয় নাই? তবে তাহাদের ঐক্য বাক্য যে নিতান্তই ভিত্তিশূন্য চাহাতে আর সম্ভব কি?

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ু-পুরাণে সূত-বাক্যম্ ;—

“ইতিহাস-পুরাণানাং বক্তারঃ সম্যগেব হি । মাকৈব প্রতিজ্ঞ্যাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥

এক আসীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্ভা বাকয়ৎ । চাতুর্ভোত্রমজুতস্মিন্বেন যজ্ঞমকরয়ৎ ॥

আধ্বর্য্যবঃ যজুর্ভিত্ত্ব ঋগ্ভিত্ত্বোত্রং তথৈব চ । ঐক্যত্রং সামভিত্ত্বৈব ব্রহ্মযজ্ঞাপ্যধ্বর্য্যভিঃ ॥

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্জিহ্ম-সত্তমাঃ ! পুরাণ-সংহিতা-সংক্রমে পুরাণার্থ-বিশারদঃ ॥

যজুর্ভিত্ত্ব তু যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ঃ । ইতি ।

ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিমোগো দৃশ্যতেহমীষাম্—“যদব্রাহ্মণানীতিহাস-পুরাণানি” ইতি ।

সোহপি নাবেদহে সম্ভবতি । অতো যদাহ ভগবান্ মাংস্তে ;—

“কালেনাগ্রহণং মহা পুরাণস্ত জিজ্ঞাস্তমাঃ ! ব্যাস-রূপমহং কৃষ্ণা সংহরামি যুগে যুগে ॥” ইতি ।

পূর্ববিস্ক্রমেব পুরাণং স্তথসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ামীতি তত্রার্থঃ । তদনন্তরং হ্যন্তম্ ;—

“চতুর্লক-প্রমাণেন ঝাপরে ঝাপরে সদা । তদষ্টাদশা কৃষ্ণা তুলোকেহস্মিন্ প্রভাস্ততে ॥

অদ্যাপ্যমর্ত্য-লোকে তু ণ শতকোটি-প্রবিস্তরম্ । তদর্থোহত্র চতুর্লকঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ ॥”

(মৎস্য. ৫৩, ৮—১২,) ইতি ।

অত্র তু ঃ “যজুর্ভিত্ত্ব তু যজুর্বেদে” ইত্যুক্তত্বাত্তস্তাভিধেয়ভাগশ্চতুর্লকস্তত্র মর্ত্য-লোকে সংক্ষেপেণ সার-সংগ্রহেণ নিবেশিতঃ, ন তু রচনাস্তরেণ § ॥ ১৪ ॥

ত্রিবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

পঞ্চমত্বে কারণকেতি ;—ঋগাদিভিত্ত্বচতুর্ভির্চাহোত্রঃ চতুর্ভির্ঋগ্ভিত্ত্বিনিপাত্তং কথ্যত্ববতি, ইতিহাসাদিভ্যাং তদ্র ভবতীতি তদ্রাগন্ত পঞ্চমমিত্যর্থঃ । আখ্যানৈঃ—পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি । উপাখ্যানৈঃ—

• “সংহিতাঃ” ইতি বা পাঠান্তরম্ । + “তৎ” ইতি বা পাঠঃ ।

‡ “অত্র চ” ইতি চ পাঠান্তরম্ । § “রচনাস্তরেণ” ইতি পাঠঃ—গোষাখিতটীকার্থঃ ।

পুরাবৃত্তৈঃ, গাথাভিঃ—ছন্দো-বিশেষেষ্ট, সংহিতাঃ—ভারতরূপাশ্বক্রে । তাচ্—“যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদে”
তদ্রূপা ইত্যর্থঃ । অশ্বেতি ;—ব্রহ্মযজ্ঞে—বেদাধ্যয়নে, অমীষাং—ইতিহাসাদীনাম্ বিনিয়োগো দৃশ্যতে ।
সোহপি—বিনিয়োগঃ তেষামবেদেষু ন সম্ভবতি । রুদ্রা—আবির্ভাব্য । সঙ্কলয়ামি—সংক্ষিপ্যামি । অভিধেয়-
ভাগঃ—সারাংশঃ । ১৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

যজুর্বেদস্ত বেদ-সামাগ্ররূপকত্বং—ঋকসামাথর্ববেদাতিরিক্তস্য যজুর্বেদত্বলভ্যায় । অতএবোক্তঃ
“যজুঃ সর্গত্র গীযত” ইতি চতুর্ধা বিভাগনিমিত্তমধ্যযুগাদি কাণ্ডভেদ ইতি ভাবঃ । “যচ্ছিষ্টং যজুর্বেদঃ”
ইতি—অধ্যযুক্তলক্ষণ-বেদভ্যঃ কাংশ্চিৎসেদানায়া যজুরাদিনাম-ভেদেন বিভাগে কৃত্যে যদবশিষ্টং, তদপি
যজুর্বেদনামকমিত্যর্থঃ । ন চ—“অস্ত মহতো ভূতস্ত” ইতি ঋতৌ ঋগাদিক্রমেণৈব জ্ঞাতত্বাৎ কথমেকস্ত
যজুর্বেদস্ত ঋগাদিভেদেন বিভাগোব্যাসকৃত ইতি বাচ্যম্ । ঋগাদিক্রমেণ বেদ উচ্যতে ; তত্র যজুর্বেদস্ত
প্রচুরত্বেন সমুদিতস্ত যজুর্বেদেষ্টেনৈকত্বেন চ ব্যবহারান্তথোক্তেঃ “আধিকোন ব্যপদেশা ভবন্তি” ইতি
গ্রন্থাৎ, ঋগাদিভেদেন বেদস্ত চতুর্ধাব্যবহারস্ত প্রাক্ সম্বৎসরী তদধিকারিতভেদ-কাণ্ডভেদব্যবহা-
র্যাসেন ব্যবস্থাপনাস্তস্ত বিভাগরূপব্যপদেশ ইতি ভাবঃ । আখ্যানৈরিতি—প্রস্তোত্তরবচননিবন্ধৈঃ
স্বতশ্চৈক-সম্বাদরূপৈরিত্যর্থঃ । উপাখ্যানৈঃ—প্রাথমিক-গ্রন্থাভিধেয়প্রকাশকৈঃ শুক-পরীক্ষিতং সম্বাদাদি
রূপৈঃ । গাথাভিঃ—পুরাবৃত্তেতিহাসসম্বাদাখ্যাভিরিতি । পুরাণ-সংহিতাঃ—পুরাণসংগ্রহং চক্রে ইতি ।
তথা চাখ্যানাদিভিঃ স্রষ্টাঙ্গীকৃত্য পুরাণানি প্রাদুর্ভূতকার । যথোক্তঃ গীতাব্যাখ্যায়াং স্বামিচরণৈঃ—
“প্রায়েণ ভগবন্তুখনিঃসৃতানৈব শ্লোকান্ বালিখং, কাংশ্চিৎ তৎসমকৃতয়ে স্বয়ং ব্যরচয়ং”—ইতি
বাক্যং প্রথমম্বন্ধে ;—

“ন সংহিতাঃ ভাগবতীঃ কৃত্যমুক্ৰমা চাস্মজম্ । শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতঃ মুনিম্ ॥” ইতি
ব্যাখ্যাতক প্রথমম্বন্ধ-সম্বন্ধে ;—“প্রথমতঃ সামাগ্রতঃ রুদ্রা নারদোপদেশানন্তরমমুক্ৰমা তৎসম্বতাহমুক্ৰমেণ
বিশেষতঃ রুদ্রা” ইতি । বিনিয়োগঃ—অধ্যয়ন-বিষয়ত্বেন বিধেয়ত্বং, নাবেদেষু সম্ভবতি—ব্রহ্মপদস্ত বেদ
এব শব্দকীরিত্যর্থঃ । তদর্থ ইতি ; তস্ত—শতকোটিপ্রবিস্তরস্ত অর্থঃ—তাৎপর্য্যবিষয়ার্থোপসংহারো যত্র
সং, চতুল্লক্ষ ইত্যর্থঃ । ‘তদর্থঃ’ ইত্যস্ত প্রকারান্তরেণ স্বয়মাহ—“অত্র চ” ইত্যাদি । পুরাণেতিহাসমোরপি
‘যচ্ছিষ্টম্’ ইত্যনেন গ্রহণং, তস্তাপি যজুর্বেদান্তর্গতত্বাদিত্যর্থঃ । তস্ত যজুর্বেদ-ভাগস্তাভিধেয়ভাগো
যত্র সং । ‘অত্র’ ইত্যস্তার্থমাহ,—‘মর্ত্যালোক’ ইতি । ন তু বচনান্তরেণেতি—যজুর্বেদাভিধেয়-ভাগ-
বিশেষত্বাৎ পুরাণবিশিষ্টস্ত চতুল্লক্ষত্বাৎ স্বরূপেণৈবাবিহিতং, ন তু বচনান্তররূপেণেতি ভাবঃ । বস্তুতঃ
অভিধেয়ভাগঃ—পুরাণ-তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোহর্থ ইত্যর্থঃ, ন তু বহুত্রীহিণা গ্রহ ইত্যর্থঃ । চতুল্লক্ষঃ—
চতুল্লক্ষশ্লোকাত্মক-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যঃ, সংক্ষেপেণ—সারসংগ্রহেণ, যজুর্বেদাৎ—শতকোটি-প্রবিস্তরাৎক-
যজুর্বেদভাগাৎ সারার্থ-সংগ্রাহক-তদ্ব্যটকবাক্যেনেতি যাবৎ নিবেশিতঃ—কৃতঃ । অপৌরুষেয়পুরাণবচন-
ব্যতিতচতুল্লক্ষঃ পুরাণমিতি পর্য্যবসিতম্ ।

“অস্বরীষ ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু ।”—

ইত্যনেনাংশবিশেষবৃত্তে ভাগবতত্বেন নির্দেশঃ, তদ্ব্যবস্থানাটাদশসাহস্রাখ্যং ভাগবতমিতি গীযত ইতি ।
এবং ভাগবত-শব্দোহপৌরুষেয়-পুরাণভাগবিশেষপরঃ, “জন্মান্যস্ত” ইত্যাদি “বিকুরাতমমুচ্যং” ইত্যন্তগ্রহ-

পরশ্চ ; যথা বেদশব্দোহপৌরুষেয়শ্চেন ঋগ্বেদাদিপুরাণান্তপরশ্চতুর্বেদপরশ্চেতি । এবং ভারত-ব্রাহ্ম-পাদাদিপদং, পুরাণেতিহাস-পদঞ্চ বোধ্যম্ ॥ .৪ ॥

অনুবাদ ।

পুরাণাদিহ পঞ্চমবেদস্ত্র ও আবির্ভাবের কালকাল । “ইতিহাস ও পুরাণ—পঞ্চম বেদ এবং ঋগ্বেদাদিবেদতুল্য অপৌরুষেয়”—ইহা প্রতি-স্থিতি প্রমাণ বলে স্থাপন করিয়া, সম্ভ্রান্তি পুরাণাদির পঞ্চমবেদস্ত্র এবং আবির্ভাবের প্রতি কারণ নির্দেশ করিতেছেন :—

ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চম বেদরূপে নির্দেশের কারণ—বায়ু পুরাণের হৃতবাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে ;—
“ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু—(বেদব্যাস) আমাকে ইতিহাস-পুরাণের প্রধান বক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন । পূর্বে একমাত্র যজুর্বেদ ছিলেন ; শ্রীবেদব্যাস সেই বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, সেই বিভাগ চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র কর্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞকল্পনা করা হইয়াছিল । তন্মধ্যে যজুর্বেদ বিভাগে অশ্বযুগ্ম-কর্ম, ঋগ্বেদ বিভাগে হোতৃ-কর্ম, সামবেদ বিভাগে উল্লাসার কর্ম এবং অথর্ববেদ বিভাগে ব্রহ্ম-কর্ম—এইরূপে চারটি কর্ম কল্পনা করা হয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহার পর সেই পুরাণার্থবিশারদ শ্রীবেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা—এই কয়েকটির সম্মিলনে পুরাণ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন । অশ্বযুগ্মলক্ষণ-বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিয়া যজুঃপ্রভৃতি নামে বেদ চার প্রকারে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে ; তাহাও যজুর্বেদ নামেই অভিহিত হয়, পরে তদ্বারাই পুরাণ-ইতিহাসের প্রকাশ হয়—এইজ্ঞাই পুরাণ-ইতিহাসকে ‘পঞ্চম-বেদ’ বলা হইয়াছে,—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ ।

“ইতিহাস-পুরাণ—উভয়কেই বেদবৎ অধ্যয়ন করা কর্তব্য—এইরূপে ব্রহ্মযজ্ঞাত্মক বেদ অধ্যয়নেও ইতিহাস পুরাণাদির বিনিয়োগ দেখা যায় সুতরাং তাহাও বেদাতিরিক্ত বস্তুতে কখনই সম্ভাবিত হয় না ।

অতএব মন্ত্র পুরাণে যে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

“হে দ্বিজোত্তমগণ ! ‘কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণ অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না’ এই বিবেচনায় প্রতিযুগে আমি ব্যাসরূপ প্রকট করিয়া ঐ পুরাণকে সংহরণ করিয়া থাকি ।”—এ স্থানে এই অর্থই বুঝিতে হইবে—‘পুরাণ সকল পূর্ব-সিদ্ধই ; লোকের অনায়াসে স্মায়ত্ত হইবার জন্য ভগবান্ সংহরণ—সংক্ষেপ করিয়া থাকেন ।’ অনন্তর এই অর্থকে বিশদ করিয়াছেন :—

“চার লক্ষ পরিমিত যে শ্লোক ; তাহাকেই প্রতিস্থাপনে অষ্টাদশ ভাগে (আঠার পুরাণরূপে) বিভক্ত করিয়া এই ভুলোকে প্রচার করা হয় । কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই পুরাণ-সমষ্টি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজ করিতেছেন, তাহারই সারাংশ—নাহা এই পৃথিবীতে চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত ।”

যজুর্বেদে যাহা অবশিষ্ট ছিল এই কথা বলায়, যজুর্বেদের অবশিষ্টাংশের অভিধেয় ভাগ—চতুর্লক্ষ শ্লোক, তাহাই মর্ত্যালোকে সারসংগ্রহরূপে সম্মিলিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীবেদব্যাস পৃথক রচনা করিয়া সম্মিলন করেন নাই । ১৪ ।

তাৎপর্য্য ।

(১৪) চাতুর্হোত্র—কৃত্তিক চতুষ্টয়-নিশ্চায় কর্ম । “ব্রহ্মোক্তাতা হোতাপ্রযুক্ত্যারো যজ্ঞবাহকঃ ।”

(মন্ত্র পুরাণ)

ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্যু—এই চারজন যজ্ঞসম্পাদক—ইহাদিগকেই ঋষি বলা হয়। এই চারজনের অন্তর্গত কর্মই চাতুর্হোত্র। প্রথমে কেবল এক বেদ হইতেই উক্ত চার জনের কাৰ্য্য সম্পাদন হইত, তার পর চাতুর্হোত্র কর্মের সুবিধার জন্ত; ঋগ্বেদাধার্য্যী অধ্বর্যুর—বেদী নির্মাণাদিরূপ যজ্ঞরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম—‘আধ্বর্য্যাব,’ যজুর্বেদাধার্য্যী হোতার—হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম—‘হোত্র,’ সামবেদাধার্য্যী উদ্গাতার—যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম—‘ঐদগাত্র’ এবং অথর্ববেদাধার্য্যী ব্রহ্মার ক্রটি সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম—‘ব্রহ্মত্ব’ বা ‘ব্রাহ্ম’—এই সমস্ত বিষয় ঋগাদি চার বেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীবেদব্যাসকর্ত্তক সম্মিলিত হইয়াছে। পরে তিনি এই চাতুর্হোত্র কর্মের দশ-কালপাত্র নির্বাচনে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাদি করিবার জন্ত এবং অজ্ঞাত অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাধারণে বিস্তার করিবার জন্ত যজুর্বেদের অবশিষ্ট—ইতিহাস পুরাণাত্মক একশত কোটি অংশের সার অংশ গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচলক্ষ শ্লোক সংক্ষেপ করিয়া ইতিহাস ও পুরাণ মর্ত্ত্যালোকে প্রাবর্ত্তিত করেন। তন্মধ্যে ইতিহাস—মহাভারতের একলক্ষ এবং পুরাণ সকলের চারলক্ষ শ্লোক। এই দ্বয়ই (বেদাত্মক বলিয়াই) ইহাদের নামও ‘পঞ্চম বেদ’ হইয়াছে।

আখ্যান—পঞ্চলক্ষাশ্বক * পুরাণ। উপাখ্যান—পুরাণস্তু। গাথা—ছন্দোবিশেষ—

এই সকল বিষয় লইয়া বেদব্যাস পুরাণ ও মহাভারত প্রকাশ করেন। (শ্রীবিষ্ণুভূষণ)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

“আখ্যানৈশাণ্ড্যপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

প্রথ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহুতুং যতো বৈ লোমহর্ষণঃ। পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥”

(বিঃ পুঃ, ৩ অংশ, ৬ অঃ, ১৬-১৭)

“স্বয়ংদৃষ্টার্থকথনং প্রাক্তরাখ্যানকং বৃধাঃ। শ্রুতত্বার্থকথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে।

গাথাস্ত পিতৃ-পৃথিব্যাদিগীতয়ঃ। কল্পশুদ্ধিঃ—বারাহাদিকল্পনির্ঘণঃ।” (ইতি তত্ত্বীকা)

আখ্যান—নিজের দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণন। উপাখ্যান—শ্রুত অর্থের বর্ণন। গাথা—পিতৃলোক এবং পৃথিবী প্রভৃতির গীতিক। কল্পশুদ্ধি—বারাহ পাণ্ড্যাদি কল্পের নির্ঘণ।

“যচ্ছিষ্টং যজুর্বেদে”—এ কথায় বুঝিতে হইবে; অধ্বর্য্যুলক্ষণ যজুর্বেদ হইতে কতকগুলি বেদাংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীবাসদেব কর্ত্তক যজুঃপ্রভৃতি নাম-ভেদে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও

* পুরাণের পঞ্চলক্ষণ—স্বর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশাচ্যুতিরিত। ত্রিগুণের বৈষম্যে কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে বিরাটরূপে এবং স্বরূপতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্ত্ব এবং অহংকারভূত—ইহাদের সৃষ্টি—সর্গ। ব্রহ্মাকর্ত্তক স্বাবর-জন্ম সৃষ্টি—বিসর্গ। ব্রহ্মার সৃষ্ট রাজস্ববর্ণের বংশাবলী—বংশ। মনু এবং মনুপুত্রগণের সচরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সনুপদেশ—মন্বন্তর। পূর্ব্বোক্ত রাজস্ববর্ণের এবং তাহাদের বংশধরগণের চরিত্র কীর্ত্তন—বংশাচ্যুতিরিত।

এই যে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বলা হইল; ইহা আখ্যায়ণ পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জানিতে হইবে, মহাপুরাণের লক্ষ্য লক্ষ্য। মহাপুরাণের দশ লক্ষণ।—ইহার বিশেষ বিবরণ—শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমশ ক্রমের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত।

যজুর্বেদ নামেই অভিহিত হইয়াছিল। সেই মহাপুরুষ হইতেই ঋগাদি চার বেদের আবির্ভাব। তাহার মধ্যে যজুর্বেদই বৃহদাকার, সেই নিমিত্ত তাহার সহিত অত্যাশ্রয় বেদের একতা গ্রহণ করিয়া যজুর্বেদ হইতে বেদ-বিভাগের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ত্রায়ীও দেখা যায়—“আধিকোন ব্যপদেশো ভবন্তি।”

শ্রীবাসদেবের বিভাগ করার পূর্বেও বেদের ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব—এই চারটিই নাম ছিল, তবে কোন বেদের কে অধিকারী, কোন বেদের কি কার্য ইত্যাদি বিষয়ে বিভাগ করাতেই ব্যাসদেবের বেদবিভাগকল্পিত ব্যপদেশ হইয়াছে। বিভাগের পর অবশিষ্ট যে অংশগুলি ছিল; তাহাও যজুর্বেদ-রূপেই পরিগৃহীত হয়, সম্ভব এই কারণেই সমগ্র বেদকে সাধারণতঃ যজুর্বেদ বলা হইয়াছে; নচেৎ অবশিষ্টাংশের যজুর্বেদ আখ্যা হইত না। সেই যজুর্বেদের অবশিষ্টাংশ দেবলোকে শতকোটি শ্লোক সংখ্যায় বিস্তারিত। তাহারই সাবাংশ অভিধেয় ভাগ—চাবলক্ষ,---উহাই আবাব মর্ত্যালোকে তৎপরিমিত শ্লোকাকারে পুরাণরূপে সংস্থাপিত।

এখানে ‘আখ্যান’ প্রভৃতি শব্দের শ্রীপাদ গোস্বামীভট্টাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :

আখ্যান—প্রশ্নোত্তরময় বাক্যের বন্ধন। যেমন সূত ও শৌনকেব সংবাদ।

উপাখ্যান—প্রথমে বক্তব্য গ্রন্থের অভিধেয় প্রকাশক : যেমন শ্রীশুক পরীক্ষিত সংবাদ।

গাথা—পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সংবাদাকার।—উল্লিখিত আখ্যানাদি দ্বারা সুসংগঠিত করিয়া শ্রীবেদবাস পুরাণাদির প্রাচুর্য্য করিয়াছিলেন।

“ইতিহাস-পুরাণাদি প্রকাশ করিতে শ্রীবেদবাস প্রায় শ্রীভগবদ্ব্যখিনিঃসৃত শ্লোকগুলিই লিখিয়াছিলেন, তবে বিষয় সঙ্গতির জন্ত যে—কিছু কিছু শ্লোক স্বয়ং রচনা করেন নাই, তাহা নয়—এইরূপ আভাস শ্রীধরস্বামিপাদের গীতা ব্যাখ্যাতেও পাওয়া যায়।

ফল কথা—পুরাণ প্রভৃতি যে বেদের ত্রায়ী অপৌরুষেয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় বমালোচনায় বোধ হয়, কালের অপরিবর্তনীয় নিয়মে কখন কখন পুরাণ সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকায় সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই, দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় ব্যাস কষ্টক তাহা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যরূপে সঙ্কলিত হয়। বৈশিষ্ট্য এই—যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে,—শুক-পরীক্ষিত সংবাদ, সূত-শৌনক-সংবাদ ও বিজয়-মৈত্রেয় সংবাদগত আসন দান, কুশলপ্রশ্ন এবং গ্রন্থ কবণ-প্রস্তাব ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে; সেইরূপ অত্যাশ্রয় পুরাণ-ইতিহাসকেও সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তার মধ্যে শাস্ত্রের অভিধেয়ংশটি তাঁহার বর্ণনের পূর্বে আবির্ভূত ভগবদ্ব্যখিনিঃসৃত অপৌরুষেয় বাক্য-দ্বারাতেই করা হইয়াছে, তবে ঐ বাক্যের সঙ্গতির জন্ত প্রসঙ্গাদীন কিছু কিছু তাঁহার রচিত নাই বলিয়াও বোধ হয় না।

পুরাণের কোন কোন অংশ ব্যাস-কৃত বলিয়া পৌরুষেয় হইতে পারে না এবং সেই হেতু তাহাকে অন্যদরও করা যায় না। কারণ এখানে ‘পুরুষ বলিতে—জীব, আব তৎকৃত হইলেই—পৌরুষেয়, সূতরায় পুরুষ-ভিন্ন—ঈশ্বরকৃত হইলেই—“অপৌরুষেয়।” শ্রীকৃষ্ণদৈপাযনের তত্ত্ব আলোচনায়—ইহার পর-বাক্যেই তাঁহাকে ঈশ্বরবাবতার বলা হইয়াছে—

“অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাং । উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদান্তজ্ঞহরঃ তরিঃ স্বয়ম্।”

সৃষ্টির প্রথমে: যে ঈশ্বরের মুখকমল হইতে অনায়াসে বেদাদি আবিভূত হইয়াছেন, সেই ঈশ্বরই স্বাপর যুগে পরাশরকে নিমিত্ত করিয়া সত্যবতী হইতে আবিভূত হইয়া কালধর্ম্মে বিলুপ্তপ্রায় বেদ ও পুরাণ সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন অতএব পুরাণের কোন কোন অংশ—সদ্বৃতির জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কর্তৃক রচিত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা অপৌরুষেয় ভিন্ন অস্ত্র কিছু বলা যাইতে পারে না। শ্রীভগবদবতার ব্যাস-কর্তৃক পুরাণাদির সংগ্রহ হওয়ায় তাহাও যে বেদের ত্রায় স্বতঃপ্রমাণ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

উল্লিখিত শ্রীপাদগোশ্বামি-ভট্টাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে—“প্রতিকল্পে ব্যাস যেমন বেদ সকলকে অবিকল আবির্ভাবিত করেন, তেমনি পুরাণাদিও আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন, ইহার কোন অংশই ব্যাসের নূতন করা নয়। বেদাদি শাস্ত্র, যোগ্য জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবের অভাব (শ্রীভগবানে লীন) হওয়াতে বেদাদির গ্রাহক কেহই থাকে না। তাই তখন তাঁহারা শ্রীভগবদ্ধামে বিরাজ করেন পরে সৃষ্টির প্রথমে পূর্বোক্তক্রমে ঈশ্বর হইতে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবের পরেও জগতের নৈসর্গিক নানাজাতীয় দাত-প্রতিঘাতে শাস্ত্র সকল বিদ্রুপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন প্রয়োজন বোধে শ্রীভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমাদি অবলম্বন করেন, সেই সমাদি বলে শাস্ত্র সকল তাহার হৃদয়ে অবিকল ক্ষুদ্রি পাইলে প্রিয়শিষ্যগণকে তাহা উপদেশ দিয়া থাকেন, পরে পূর্ববৎ বেদ-পুরাণাদির পুনরায় পঠন পাঠন সম্প্রদায় চলিতে থাকে, কিছুই নূতন প্রকারে রচিত হয় না। তবে নূতনের মধ্যে—শ্রীবেদব্যাসের বেদ বিভাগের পূর্বে সামবেদীয় বা অস্ত্র কোন বেদীয় কোন একটি কৰ্ম্ম করিতে হইলে, মিশ্রিতরূপে সম্মিষিষ্ট মন্ত্রাদির মধ্য হইতে তত্ত্বৎ কৰ্ম্ম-উপযোগী সেই সেই বেদের মন্ত্র সকল অঙ্গমণ করিয়া লইতে হইত, শ্রীবেদব্যাস সেই অঙ্গবিধা নষ্ট করিয়া চাতুর্হোত্র কৰ্ম্মকে পৃথক্ পৃথক্ চার বেদে নির্দেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বেদের মন্ত্র এক এক স্থানে সম্মিষেণ করিয়াছেন অর্থাৎ সামবেদের ঋক্বেদের এবং যজুর্বেদের মন্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছেন মাত্র।”

তথৈব দর্শিতং বেদ-সহভাবেন শিবপুরাণস্ত বায়বীয়-সংহিতায়াম্ ;—

“সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্দ্ধা বাভজৎ প্রভুঃ। ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো * বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ। পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুলক্ষপ্রমাণতঃ। অতাপ্যমর্ত্য-লোকে তু ৭ শতকোটি-প্রবিস্তরম্ ॥”

[১, ২৩—২৪,] ইতি।

সংক্ষিপ্তমিত্যত্র তেনেতি শেষঃ। স্কান্দমাগ্নেয়মিত্যাদিসমাখ্যাস্ত প্রবচন-নিবন্ধনা কাঠকাদিবৎ; আনুপূর্বী-নির্মাণ-নিবন্ধনা বা। তস্যাং কচিদিনিত্যত্র-শ্রবণং স্বাবির্ভাব-তিরোভাবাপেক্ষয়া। তদেবমিতি দ্ব্যস-পুরাণয়োর্বৈদত্বং সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনা-মধিকারঃ—সকল-নিগমবল্লী-সংফল-শ্রীকৃষ্ণনামবৎ। যথোক্তং প্রভাসথও;—

* “লোকে” ইতি বা পাঠঃ।

† “তৎ” ইতি পাঠান্তরম্।

“মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবলী-সংফলং চিৎ-স্বরূপম্ ।

সকদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ॥” ইতি ।

যথা চোক্তং বিম্বুধর্ম্মে ;—

“ঋগ্বেদোহথ যজুর্বৈদঃ সামবেদোহপ্যথর্বণঃ । অধীতাস্তেন যোনোক্তং হরিরিতাক্ষরধ্বম্ ॥” ইতি ।

* অথ বেদার্থ-নির্ণায়কত্বঞ্চ বৈষম্যবে ;—

“ভারতব্যাপদেশেন হ্যাম্মায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ । বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥”

ইত্যাদৌ ।

কিঞ্চ ; বেদার্থ-দীপকানাং শাস্ত্রাণাং মধ্যপাতিতাত্ত্ব্যপগমেহপ্যবিভাবক-বৈশিষ্ট্যভয়ো-
রেব বৈশিষ্ট্যম্ । যথা পাদ্যে ;—

“ঐশ্যপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাঐশ্বর্যম্ বুধ্যতে । সর্ব-বুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নাগ-গোচরঃ” ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

বাস্তেতি ;—বাস্তাঃ—বিভক্তা বেদা যেন ; তন্তয়া বেদবাসঃ স্মৃতঃ । স্বান্দমিত্যাদি,—স্বন্দেন প্রোক্তং ;
ন তু কৃতমিতি বক্তৃহেতুকা স্বান্দাদিসংজ্ঞা, ‘কঠেনাদীত’ কাঠকম্’ ইত্যাদিসংজ্ঞাবৎ । কঠানাং বেদঃ কাঠকঃ,
“গোত্রচরণাঙ্কুঃ” —“চরণাঙ্কুম্ভাম্মায়োরিতি বক্তব্যম্”—ইতি যত্র-বাঠিকাত্ত্ব্যম্ । ততশ্চ ‘কঠেনাদীতম্’
ইতি স্তম্ভকৃতম্ । অত্থা ব্রহ্মহেনানিত্যতাপত্তিঃ । আত্মপূর্ব্বী—ক্রমঃ, ‘ব্রাহ্ম্যং’ ইত্যাদিক্রমনির্ণায়কহেতুকা
বা সা সা সংজ্ঞেত্যর্থঃ । ব্রাহ্ম্যাদিক্রমেণ পুরাণভাগো বোধ্যঃ । তথাপি স্মৃতিদীনামিতি,—ইতিহাসা-
দেবর্ষেদেবর্ষেহপি তত্র শৃঙ্গাদাদিকারঃ—‘স্বী-শৃঙ্গ-দ্বিজবন্ধনাম্’ ইত্যাদিবাক্য-বলাদবোধ্যঃ । যথা
রথকারস্ত্রাধ্যাদানাদ্যে মন্ত্রে তদ্বাক্যবাদাদিতি বোধ্যম্ । ভাবতব্যাপদেশেনেতি ;—দ্রুহভাগস্ত বাধ্যানাং,
ছিন্নভাগার্থ-পুরাণাচ্চ-পুরাণে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—নৈশ্চলোন স্থিতা ইত্যর্থঃ । কিঞ্চতি,—বেদার্থদীপকানাং
মানবীয়াদীনাং মধ্যো যদাপীতিহাসপুৰাণয়োঃ স্থিতিহেনাত্ত্ব্যপগমস্তথাপি ‘ব্যাসস্ত্রেণবস্ত তদাবিভাব-
কত্বাত্তদ্বৎকর্ষ ইত্যর্থঃ । তত্র প্রমাণম্—ঐশ্যপায়নেনেত্যাদি ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যাকৃত-টীকা ।

তেনেতি শেষ ইতি, তেন—বাসেন । সমাখ্যাঃ—সংজ্ঞাবিশেষাঃ । প্রবচন-নিবন্ধনাঃ—সর্গাদৌ প্রথমা-
ধ্যাপক-নাম-নিবন্ধনাঃ । আত্মপূর্ব্বীতি—উপক্রমেণাপসংহাব-পর্য্যাস্তাত্মপূর্ব্বী-বিশেষ-নির্ণায়েন নিবন্ধনাঃ—
নিবন্ধাঃ, স্বতন্ত্রেচ্ছেন ভগবতৈব কৃতা ইতি যাবৎ । এবঞ্চতিহাসমধ্যো পুরাণলক্ষণ-সর্গ-প্রতিসর্গাদি-বর্ণন-
সম্বন্ধেহপি, পুরাণমধ্যে পৌরাণিকমঙ্গাদাদি-সম্বন্ধেহপি তয়োনির্ম্ম-ভেদঃ স্বেচ্ছাময়ভগবৎকৃততত্ত্বপদম্ ইতি ।
যদ্যপি চতুল্লক্ষ-সমুদিত-বাক্যাস্তাপৌরুষেষম্বৎ যথাক্রমৈতত্ত্বগ্রন্থতে । লভ্যতে, তথাপি নারদোপদেশ-তদধীন
বেদবাস-গ্রন্থকরণ-প্রস্তাবাদেঃ পরমেশ্বর-নিঃশ্রুতিত্বং ন ঘটতে, বাসপ্রণয়নপূর্ব্বং প্রতীতি-পুরাণাদেঃ প্রচ্ছন্ন-

• অত্র—“স্ববাদিভেদ-নির্দেশস্ত পূর্ব্বমুদ্দিষ্ট এব” ইত্যদিকপাঠো বহরম্পুরমুদ্রিতপুস্তকতো লক্ষঃ ।

হেনাদর্শনাং নারদোপদেশানন্তরং ব্যাসেন পুনঃ প্রণয়নাদিত্যাদি-বিবেচনেন প্রচরজ্ঞপ-পুৰাণাদিকং ব্যাসেন সঙ্কীকৃতম্, তত্রাভিধেয়ার্থ-সংগ্রহোহপৌরুষেণ বাক্য-জ্ঞাতেন কৃতঃ; তৎসঙ্গতার্থং প্রসঙ্গতশ্চ বাক্যান্তরাগুক্তানীতি তথা ব্যাখ্যাতম্। অনিত্যত্ব-শ্রবণং—ব্যাসকৃতত্ব-শ্রবণনিবন্ধনম্। বেদত্বং দিক্শিমিত্তি—অপৌরুষেয়ত্বরূপবেদত্বং দিক্শিমিত্যর্থঃ। ‘ব্যাসরূপমহং কৃৎস্ব’ ইত্যনেন ব্যাসস্ত ভগবদবতারত্বকথনা-ঘাসকৃত-বেদপুরাণাদি-সংগ্রহস্ত স্বতঃ প্রমাণত্বমপি বোধ্যম্। তথাপি—পুৰাণাদৌ বেদত্বত্বেহপি, ‘হৃতাঙ্গীনাং’ ইতি—হৃতাদেবিশেষগ্রহণায় শূদ্র-সামাচ্ছাদ্যাদিকারঃ।

“অদ্যেতব্যাং ন চাত্মেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যোতব্যাং কদাচন ॥”—

ইতি পুরাণমধিকৃত্য ভবিষ্যপুৰাণবচনাং হৃতস্ত চ ব্রাহ্মণাচ্ছাদ্যাদিকারঃ। তথাহি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত-পদ্যপুরাণে হৃতবাক্যম্,—

“ন হি বেদেষধীকারঃ কশ্চিচ্ছূদ্রস্ত জাযতে। পুৰাণেষধীকারো মে দর্শিতো ব্রাহ্মণৈরহি ॥” ইতি।

‘বেদেষু’ ইত্যত্র বেদপদম্—ঋগাদি-চতুর্বেদপদম্;—

“স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।” ইতি প্রথমাং।

তত্র ত্রয়ীতি—চতুর্বেদোপলক্ষণম্। যথা শুক্রাচার্য্যাজ্ঞয়া তৎকথয়া দেবযাত্না বিবাহঃ ক্ষত্রিয়েণাপি যযাতিনা ক্রতো ন দোষায় জাতঃ, তং সন্তান-যত্নপ্রভৃতীনামুত্তমত্বঞ্চ,—

“নয়মশ্যপি সাধুনা” ধর্মাণং বেদবস্তুবেৎ ॥”—

ইত্যাদিবচনাং। সময়ঃ—প্রতিজ্ঞা” অতএব ব্রাহ্মণ-বচনেন পরশুরামভয়ানুব্রাহ্মণ-সভায়াং গৃঢ়স্থিতস্ত কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্ত ব্রাহ্মণত্বং জাতম্—ইত্যুক্তং মহাভারতে।

“তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্থেভূরিতেজসা। অহংকাধ্যগমং তত্র নিবিশন্তদুগ্রহাং ॥”—

ইতি প্রথমাং চতুর্বেদ-পাঠস্ত হৃতাঙ্গীনাং পানদিকৃতস্তত্র দ্বিজানামেবাধিকারঃ। অতএব প্রথমে হৃতং প্রতি শৌনক-বাক্যম্,—

“মত্তে ত্বাং বিষয়ে বাচ্যং স্নাতমগ্নত্বাচ্ছান্দসাং।” ইতি।

ছান্দসাং—বেদাং। তত্র হেতুবচনমুক্তং স্বামিচরণৈঃ—“অত্রৈবর্ষিকত্বাং” ইতি। তথাহি প্রথমে—

“অহো বয়ং জন্মভূতোহস্ত হাশ্ব বৃদ্ধাশ্ববৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।

দৌকূল্যমাধিঃ বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥

কৃতঃ পুনর্মে গৃণতো নাম তস্ত মহত্তমৈকান্তপরাযণস্ত।

যেহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদগুণত্বাদ্ধ্বমনন্তমাচ্ছঃ ॥” (ভাঃ ১, ১৮, ১৮—১৯) ইতি।

টীকা চ—“ভাগবত-ব্যাখ্যানেন লক্ষ-প্রসঙ্গমাত্মনাম মহত্তমাদরপাতঃ স্লামতে ষাধ্যাম্। ‘অহো’ ইতি—আশ্চর্য্যে, ‘হ’ ইতি—হর্ষে। ‘বয়ম্’ ইতি বহুবচনঃ স্লামায়াম্। প্রতিলোমজাতা অপি অগ্ন জন্মভূতঃ সফল-জন্মানঃ, আশ্ব জাতাঃ, বৃদ্ধানাং শৌনকাদীনাম্ অতুর্ভূতা। আদরেণ, জ্ঞানবৃদ্ধিঃ শুকন্তস্ত সেবয়েতি বা। যচ্ছ দৌকূল্যং তন্নিমিত্তমাধিঃ মনঃপীড়াম্, মহত্তমানামভিধানযোগঃ লৌকিকোহপি সন্তাষণ-লক্ষণ-সম্বন্ধঃ, বিধুনোতি অপনয়তি। কৃতঃ পুনঃ কিং বক্তব্যং তত্শ্রানন্তস্ত নাম গৃণতঃ পুংসো মহত্তমানামভিধানযোগো দৌকূল্যমাধিঃ বিধুনোতীতি। যদ্বা; নাম গৃণতঃ কৃতঃ পুনর্দৌকূল্যম্। যদ্বা; গৃণতঃ পুংসন্তস্ত নাম দৌকূল্যঃ বিধুনোতীতি কিং বক্তব্যমেব। অনন্তাঃ শক্তয়ো যস্তাতোহনন্তাঃ। কিঞ্চ; মহৎশ্চ গুণা যন্ত মহদগুণস্ত ভাবন্তঃ—তস্মাৎ, গুণতোহপ্যনন্তমাচ্ছঃ” ইতি।

বিলোমজাতঃ “ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়াং হৃতঃ” ইত্যুক্তলক্ষণম্ । অতএব ভগবন্মায়কথনাদিনা-
হপ্যধিকারো জ্ঞাপিতঃ । এবঞ্চ—‘হৃতাदीनां’ ইতি ‘आदि’ पदेन भगवद्वक्तृयोगादि-लक्षणं गुणवतामन्त्रेयां
परिग्रहः । तथाहि भारते नृह्यं प्रति युधिष्ठिर-वाक्यम्,—

“सत्यां दानं क्त्वा शीलमानुशंस्य तपो दृष्या । दृष्ट्युते यत्र नागेश्वर ! स ब्राह्मण इति श्रुतः ॥

* * * * * यद्वৈतम् ভবেৎ সৰ্প ! তং শূদ্রমিতি নিদ্ধিশেৎ ।” ইতি ।
ক্ষত্রিয়াদিরপি ব্রাহ্মণঃ—তত্ত্বলাঃ, সত্ব-স্বভাবব্ধাঃ । শূদ্রঃ—শূদ্রত্বলাঃ, তমঃ-স্বভাবব্ধাঃ । তথা প্রায়শ্চিত্ত-
বিবেক-পুতাপস্তম্ববচনম্,—

“तेषां तेजः-प्रभावणं प्रतावयेत् न विद्यते । तदधीक्ष्य प्रयुज्जानः सौदतावरजोऽवलः ॥” इति ।
তেষাং—পূৰ্বেষাম্ । অবরজঃ—অর্পচীনঃ । এবমত্র বক্ষ্যমাণানি “ন শূদ্র ভগবদ্বক্তাঃ” ইত্যাদি-বহুবচনানি
তথাধিকারে দ্রষ্টব্যানীতি ।

যত্,—“বিপ্রোহধীতাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজছোদধিমেখলাম্ ।

বৈহো নিধিপতিত্বং শূদ্রঃ শুদ্ধাতি পাতক্যং ॥”—

ইতি ষাটশব্দ-বচনাৎ শূদ্র-মাত্রাধিকার ইতি বদন্তি, তন্ম,—“শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ” ইত্যাদি-বচন-
বিবোধ্যং, “সুপতিমাপ্নুয়াৎ অবগচ্চ শূদ্রয়োনিঃ” ইতি হরিবংশীয়াচ্চ । উদধিমেখলাঃ—পৃথ্বী, সন্ধিরাম
ইতি । ‘শূদ্রোহধীতা’ ইত্যত্র চাক্ষুত্বাদ্যন্তক্রিয়য়া ‘পাঠয়িত্বা’ ইত্যর্থঃ, ‘পঞ্চভির্হলৈঃ কৰ্শতি গৃহী’
ইত্যাদিবৎ । ভক্তিরত্র প্রেমলক্ষণা । সামান্যভক্তিমভিপ্রেতাত্মাহ—মাধ্বভাষ্যত-বোমসংহিতাবচনম্,—

“অস্ত্যজা অপি যে ভক্তা নাম-জ্ঞানাদিকারিণঃ । স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং তস্মজ্ঞানৈহধিকারিতা ।

একদেশোপরক্তে তু ন তু গ্রন্থপুংসরে । দ্বৈবর্গিকানাং বেদোক্তং সম্যগ্ভক্তিমতাং হরৌ ॥

আছরপু্যন্তমস্ত্রীণামধিকারন্ত বৈদিকে ॥” ইতি ।

তদ্বপদং—বেদাতিরিক্ত-শাস্ত্রপৰম্ । একদেশোপরক্তে—মন্ত্ৰপূজাদৌ । “বেদমন্ত্ৰবজ্জং শূদ্রস্ত” ইতি
ছন্দোগোক্তিক-পুতস্ত্বতৌ বেদেতি বিশেষণাৎ “স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেৎ” ইতি মলমাস্তব্ধরত-পিপানকারিকা-
শ্রবণাৎ ।

“চতুর্গামপি বর্ণনাং যানি প্রোক্তানি শ্রেয়সে । ধর্মশাস্ত্রাণি রাজেজ্ঞ ! শৃণু তানি নৃপোত্তম !

বিশেষতস্ত শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ । অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রামবশ চ ॥

রামস্ত কুরুশাস্ত্র ! ধর্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে ।”—

ইত্যত্র মোক্ষাহুक्तिঃ—প্রাথচনে ‘শ্রেয়সে’ ইত্যানেন মোক্ষস্ত প্রাধানতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ কথন্যৎ । এবঞ্চ স্ত্রী-
শূদ্রাদীনাং তস্মোক্তমন্ত্ৰ-পূজাদিনা লব্ধ-ভগবদ্ভাবাঃ সংসারং তরন্তীতি সূচনায় শূদ্রাণাং * পুরাণাধিকারে
দৃষ্টান্তমাহ—কৃষ্ণনামবদিতি, কৃষ্ণনামো বেদোপরিভাগস্বৈহপি তৎকীর্তনাদৌ প্রমাণ-বশাম্মরমাত্রাধিকারঃ,
তৎকীর্তনাদিনা নরমাত্রস্ত সংসারতরণঃ; তথা পুরাণাদৌ প্রমাণবশাৎ হৃতাদেরধ্যনাধিকারঃ । শূদ্রস্ত
পুরাণাত্মকমন্ত্রপাঠ-তত্ত্বকভজনাদিনা সংসারতরণঃ ভবতীতি শূদ্রস্ত শূদ্রসদৃশাচারভুলোমজ্ঞাতেচ্চ—
“স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধুনাং” ইত্যত্র শূদ্রপদেন গ্রহণঃ; তদন্তস্ত নামমাত্রাধিকার-কথনাদিতি । মধুরেতি,—
মধুরং—স্বখামুভাবকং, মধুরেভ্যো মধুরং—নিরতিশয়-মধুরমিত্যর্থঃ । ন্যায়ি কৃষ্ণশ্রাবিত্বাবাং স্বরূপ-

* ‘শূদ্রাণাং’ ইত্যত্র ‘হৃতানাং’ ইত্যেব সঙ্গতঃ মন্ত্ৰেত, গ্রন্থ-দ্বিতীয়াভাবান্ন তথা কৃতমিতি ।

তোহর্থতঃ নান্নি কীর্ষিতে স্ত্রুখোদয়াদিতি বিষয়-সৌন্দর্যমুক্তম্ । মঙ্গলং—ধর্মার্থং, মঙ্গলানামিতি—শ্রেষ্ঠমিতি শেষঃ । যথা ; মঙ্গলানামপি মঙ্গলমিত্যর্থঃ । এতদ্বিশেষণম্বয়েন ত্রিবর্গ-সাধনত্বেমুক্তং সকলনিগমবল্লী-পর্য্যালোচনেন তন্ত্রাঃ সারতয়া সমুজ্জতম্ । চিৎ-স্বরূপং—নাম-নামিনোরভেদোপচারাং । হেলয়া—অশ্রদ্ধয়া, তারয়েদিতি—প্রেমলক্ষণ-ভক্তিঘারেতি শেষঃ । “ভক্ত্যা সঙ্গাতয়া ভক্তেঃ” অধীতাঃ—অধ্যয়ন-ফলং প্রাপ্তা ইতি । তথা চ * বেদেতিহাস-পুরাণশ্রবণাবগত-তদর্থ-সাধার্থ-মননাদিঘারা-লক্ষাপরোক্ষজ্ঞানঃ সংসারামুক্তো ভবতি, তথা কৃষ্ণ-নামকীর্ণনাগবগত-প্রমা সংসারামুক্তো ভবতীতি ভাবঃ । পুরাণেতিহাসযোরর্থগ্রন্থে বেদার্থজ্ঞানাদেদাধ্যয়নাপেক্ষা নাস্তীতিতিপ্রায়েণাহ,—অথ বেদার্থ-নির্ণায়-করুণেতি ।

ন চ—“শ্রোতব্যাঃ শ্রুতিবাক্যোভো। মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ । মন্ত্য চ সততং ধ্যেয়ঃ”—

ইতি শ্রবণং, “স্বাধ্যায়াহেদোতব্যাঃ” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ; কথং পুরাণেতিহাসশ্রবণাদেব ব্রহ্মবেদ-নমিতি বাচ্যম্ ? ‘শ্রুতিবাক্যোভাঃ’ ইতি বহুবচনাং পুরাণাভ্যুপগ্রহঃ । অতএবোক্তম্—

“বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমানে ।” ইতি ।

স্বাধ্যায়পদেনাপি বেদ-পুরাণাভ্যুপগ্রহঃ । প্রতিষ্ঠিতাঃ নির্ণীতারাঃ, বেদার্থ-দীপকানাং—বেদার্থ-প্রকাশকানাং—বেদব্যাপ্যায়ক-ভাষ্যাদীনাম্ । সর্ববুদ্ধং—সর্বব্যাপ্তিমিলিতেশ্চ পণ্ডিতৈর্বৃদ্ধং । তদ্বুদ্ধমিতি—সমুদিত-মিত্যর্থঃ । নশনে বেদ-ব্যাপ্যাত্মকো ব্যাসশ্রোতমুত্তমমুক্তং তথা চ কথং বেদশ্রোতপৌরুষেয়ত্বমিতি চেন্ন, বেদার্থীভূতবাদ-পুরাণানাং বাহুল্যাৎ তদ্বিবেকেন যথা সারার্থ-বচন-সংগ্রাহকত্বং ব্যাসস্ত ; অন্তেষাং ন তথা যোগ্যতা । এবমপৌরুষেয়-পুরাণমেব বিকৃতমাকল্যা কানিচিৎচনানি বেদ-পুরাণাদি-তাংপর্য্যার্থ-প্রকাশায় স্বয়ং কৃতানি, অত্র পুরাণাদৌ বচনতাংপর্য্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।

বেদব্যাস নামের কাল্পন । বেদের সহিত পুরাণ-সংক্ষেপের বিষয় শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় এই প্রকারে কথিত হইয়াছে :—

“প্রত্ন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন চতুষ্টয়ায়ক এক বেদকে সংক্ষেপরূপে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । এইরূপে বেদ বিভাগ করায় তিনি—‘বেদব্যাস’ নামে বিখ্যাত হইলেন । আবার পুরাণ সকলকেও তিনি চার লক্ষ স্লোকে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্যাপিও যাহার বিস্তৃত ভাগ—দেবলোকে শতকোটি-সংখ্যক বর্তমান রহিয়াছে ।”

উক্ত বচনস্থ ‘সংক্ষিপ্ত’—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা—‘তেন’—এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি কেবল পুরাণ সংক্ষেপ করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন । অষ্টাদশ পুরাণের ‘স্কন্দ’ ‘আগ্নেয়’—ইত্যাদি নাম যে দেখা যায়, সেটা সৃষ্টির আদিতে যে পুরাণের যিনি প্রথম অধ্যাপক—তাঁহারই নাম অনুসারে হইয়াছে । যেমন কঠ প্রভৃতি উপনিষদ—প্রথমে কঠ কর্ত্তক অদীত হইয়াছে বলিয়া ‘কাঠক’ ‘কাঠ’ বা ‘কঠ’ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ; এখানেও সেইরূপ জানিতে হইবে । অথবা গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার পর্য্যন্ত কোনও এক আত্মকৃতিক নির্মাণ—নিবন্ধনই সেই সেই নামের সৃষ্টি হইয়াছে । ফল কথা—স্কন্দ স্কন্দ আগ্নেয় প্রভৃতি পুরাণ, কোনরূপেই ব্রহ্মা, স্বন্দ, অগ্নি প্রভৃতির রচিত হইতে পারে না । পুরাণাদি

* অত্র ‘যথা চ’ ইতি সৃষ্ট, হৃদয়তে, তত্ত্ব চিন্ত্যম্ ।

“নিত্য”—এ কথা সত্য, তবে কোন কোন স্থানে যে বেদবাস্য কৃত বলিয়া তাহার অনিত্যত্ব শ্রবণ করা যায়, সেটি আবির্ভাব তিরোভাব অপেক্ষায় বলা হইয়াছে—এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের অপৌরুষেয়রূপে বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

পুরাণাদির বেদত্ব-সত্ত্বও তাহাতে যে সূত্রাদির অধিকার দেখা যায়, এটি সমস্ত বেদ কল্পলতিকার পরমোৎকৃষ্ট ফলরূপ—শ্রীকৃষ্ণ নামের দ্বায় জানিতে হইবে। যেমন প্রভাসপথে বলা হইয়াছে,—

“হে ভৃগুवर! এই শ্রীকৃষ্ণ নাম—মধু হইতেও স্নমধুর, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ এবং নিখিল বেদলতিকার পরমোৎকৃষ্ট চিরময় ফল। অন্ধাতেই হউক বা অশ্রদ্ধাতেই হউক; যে একবারও এই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে, নাম তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন।” বিষ্ণুপঞ্চমেও কথিত হইয়াছে :—

“যাহা করুক “হরি”—এই দুইটি অক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার শব্দ, যজু, সাম এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন করা হয় অর্থাৎ তাহার একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া চার বেদ অধ্যয়নের ফল পাইয়া থাকে।”

ইতিহাস এবং পুরাণে বেদের যাবতীয় অর্থ নিহিত আছে সূত্ররাং তাহার অধ্যয়নেই বেদার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, আর পৃথকরূপে বেদ অধ্যয়নের কোন অপেক্ষা থাকে না—এই অভিপ্রায়েই বিষ্ণু-পুরাণে পুরাণের বেদার্থ নির্ণায়কতা বলা হইয়াছে :—

“মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত প্রকাশ-ছলে সমস্ত বেদের অর্থ দেখাইয়াছেন এবং পুরাণেও যে নিখিল বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই অর্থাৎ বেদের চূর্ণোদ্য ভাগের ব্যাখ্যা এবং তাহার ছিন্ন ভাগের অর্থ পূরণ হওয়ায়, বেদ পুরাণেই নিশ্চল ভাবে রহিয়াছে।”

আরও দেখা যায়—বেদার্থপ্রকাশক মধ্যদি শাস্ত্রের মধ্যপাতী বলিয়া ইতিহাস পুরাণকে স্মৃতি-শাস্ত্ররূপে লাভ করা গেলেও প্রকাশক শ্রীবেদব্যাসের বিশিষ্টতা-নিবন্ধন ইতিহাস পুরাণেরই উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীবেদব্যাসের এইরূপ বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে :—

“শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সমস্ত পণ্ডিতের বিদিত বিষয় তিনিই জানিতেন কিন্তু তাহার বিদিত (কথিত) বিষয় অপর বুঝিতে পারে নাই।” ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।

(১৫) “আত্মসুখী-নির্ধাণ-নিবন্ধনা বা”—ইহার অপর তাৎপর্য্য এই—শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র; এ স্থানে কোন শব্দার্থের আদর না করিয়া কেবল যাত্র পুরাণগুলির ক্রমিক এক একটা নাম প্রচার করিবার জন্তই যেন কান্দ আশ্রয় প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সর্গ-বিসর্গ প্রভৃতি লক্ষণে পুরাণকে লক্ষিত করা হইয়াছে কিন্তু সে সকল লক্ষণ ইতিহাসেও না পাওয়া যায়—তাহা নহে; আবার ইতিহাসের লাক্ষণিক ঘটনারও পুরাণে অসম্ভাব নাই; তথাপি তাহাদের ‘পুরাণ’ এবং ‘ইতিহাস’—এই যে পৃথক্ নাম নির্দেশ করা হইয়াছে—এটিও সেই স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থকারের “আম্বুপুত্রী-নির্মাণ-নিবন্ধনা বা”—এই বাক্যের নিম্নলিখিত তাৎপর্যও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পুরাণাদির আবির্ভাবক—শ্রীবেদব্যাসই, তবে কিছু কিছু পুরাণের অংশ ব্যতিক্রমে (উলট পালট ভাবে) ছিল; ব্রহ্মা, ‘স্বল্প’ও অগ্নি প্রভৃতি সেইগুলিকে স্বশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়াছিলেন তন্নিমিত্তই পুরাণ সকল তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুরাণাদির আবির্ভাব-তিরোভাব—সৃষ্টির পর ব্যাসাদি মহর্ষির দ্বারা পুরাণাদির পৃথিবীতে যে প্রচার—ইহাই ‘আবির্ভাব’ এবং কখন কখন প্রলয়াদির সঞ্চারে গ্রাহকের অভাবে পৃথিবী হইতে পুরাণাদি অদৃশ্য হয়েন; এইটিকে তিরোভাব বলা যায়। এই জগুই কোনও স্থানে তদ্বিষয়ে অনিত্যত্ব প্রবণ করা যায়, বাস্তবিক পক্ষে পুরাণাদি বেদবৎ নীত্যা।

পুরাণ পাঠ ও শ্রবণের অধিকারনির্ণয়—“তথাপি সূতাদীনামপাধ্যকারঃ” ; —এ স্থলে ‘সূত’ এই শব্দের গ্রহণ থাকায় বুঝিতে হইবে—শূদ্র জাতির মধ্যে যতেরই * ইতিহাস ও পুরাণ পাঠে অধিকার, অপর সাধারণ শূদ্রের নহে। কারণ, পুরাণ অধ্যয়ন বিষয়ে ইহাও কীৰ্ত্তিত হইয়াছে :—

“অধ্যোতব্যাং ন চাত্তেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাদ্যোতব্যাং কদাচন।”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাতীত অন্তের পুরাণ পাঠে অধিকার নাই। শূদ্র ইহা শ্রবণ করিবে মাত্র কিন্তু কখনই অধ্যয়ন করিবে না। উল্লিখিত বচনে ‘ক্ষত্রিয়’ শব্দদ্বারা বৈশ্যকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

‘সূত’ও শূদ্রজাতি, পুরাণ পাঠে তাহার অধিকার কিরূপে হইতে পারে?—এ আশঙ্কার অবসর আপাততঃ হইলেও শাস্ত্রাদি আলোচনায় আর তাহার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সূত জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের অমুগ্রহেই তাহার পুরাণ পাঠে অধিকার জন্মিয়াছে—এ কথা প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকধূত ভবিষ্য-পুরাণের সূতবাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে :—

“ন হি বেদেবধীকারঃ কচ্চিচ্ছূদ্রস্ত জায়তে। পুরাণেশধিকারো মে দর্শিতো ব্রাহ্মণৈরিহ।”

শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, পুরাণও বেদ, তথাপি ইহাতে আমার যে অধিকার—তাহা ব্রাহ্মণগণেরই প্রদর্শিত।

তপঃ প্রভাবসম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শক্তি অপরিমেয়, তাহার ইচ্ছা করিলে অযোগ্য ব্যক্তিতেও যোগ্যতা সঞ্চার করিতে পারেন। “অস্মাপি যাতি দেবহং মহন্তিঃ হুপ্রতিষ্ঠিতম্”—আমরা এ নীতিরও

* ক্ষত্রিয়জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে “সূত” বলা হয়।

“ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্ৰকণ্ঠায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।”—(মনু, ১০, ১১)

উল্লিখিত সূত জাতিকে বিলোমজ বা প্রতিলোমজ বলা হয়। মূল—শূদ্র বা অমূলোমজ শূদ্র অপেক্ষা প্রতিলোমজ শূদ্র নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নজাতি—পরিণীতা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে; তাহাকে অমূলোমজ বলা হয়। নিম্নজাতি পুরুষ হইতে উচ্চজাতি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে প্রতিলোমজ বা বিলোমজ বলা হয়।

“স্রীষনস্তরজাতাহু বিজৈরুৎপাদিতান্ সূতান্। সদৃশানিব তানাহমর্ষীভূদোষবিগর্হিতান্।

বৈশ্বানরমাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াং সূত এব তু। প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেহপ্যসদাশ্রয়ঃ॥”

(মনু, ১০, ৬৩ ১৭)

যখন পক্ষপাতী ; তখন সূতের জ্ঞায় স্বেযোগ্য ব্যক্তিকে তাদৃশ যোগ্যতা দান করায় তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের কোনরূপ দোষেরই সম্ভাবনা করিতে পারি না ! দেখিতে পাই—যযাতি রাজা ক্ষত্রিয়, দেবযানী ব্রাহ্মণ কন্যা,—ইহাদের পরস্পর বিবাহ প্রতিলোমজ হওয়ায় শাস্ত্র নিষিদ্ধ, কিন্তু মহান তেজস্বী দেবযানী-পিতা তুক্রাচার্যের অন্তিমতিতে সেটি দোষাবহ হয় নাই। দেবযানী-গর্ভজাত সন্তানগণও জগতে আদৃত ও প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। মহাভারতে আর একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়,—পরশুরাম যখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোনও ক্ষত্রিয়-সন্তান ভীত হইয়া ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর মধ্যে লুকায়িত হইয়াছিলেন, রূপালু ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শরণাগত অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমার কোন ভয় নাই, আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণই দিলাম।” ব্রাহ্মণদিগের এই প্রতিজ্ঞারূপ বাক্যে উক্ত ক্ষত্রিয় সন্তানের ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। শাস্ত্রেও আছে :—

“সময়শচাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবস্তুবেৎ ।”

বেদের প্রমাণ যেমন ‘স্বতন্ত্র’ ; সাধু ব্রাহ্মণগণের প্রতিজ্ঞা-বাক্যও তেমনি স্বতন্ত্র প্রমাণ। সেই জন্ত তাঁহাদের বাক্য অনাদিকাল হইতেই শাস্ত্রের জ্ঞায় সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

সূত যে কেবল ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়নই করিয়াছিলেন—তাহাই নহে, শ্রীবেদব্যাস এবং মুনি-ঋষির অন্তর্গত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর মধ্যে পুরাণাদি ব্যাখ্যাও করিয়াছিলেন। শৌনকাদি ঋষি সূতকে বলিয়াছেন :—

“ঋষা থলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ। আখ্যাতাত্ত্বপাদীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যাত্মত।

যানি বেদবিদ্যাং শ্রেষ্ঠা ভগবান্ বাদরাযণঃ। অগ্রে চ মুনয়ঃ সূত ! পরাবববিদো বিহুঃ।

বেথ ত্বং সৌম্য ! তৎসর্গং তত্ত্বতত্ত্বদুগ্রহাং ॥” (ভাঃ ১, ১, ৬—৭)

সৌম্য সূত ! তুমি ইতিহাস পুরাণ কেবল অধ্যয়নই করিয়াছ—তাহাই নহে, তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছ। ধর্মশাস্ত্রেরও তুমি তত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত। বেদবিদশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং অজ্ঞাত মুনিগণ যাহা অবগত আছেন, তুমিও তাঁহাদের অন্তর্গত হইয়াছেন।

সূতের ইতিহাস পুরাণ-পাঠের অধিকার স্থাপন করিতে অধিক প্রয়াসেরও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ—বেদার্থ প্রকাশক ইতিহাস-পুরাণ কীর্তন দ্বারা সাধারণ জীবের বেদার্থ অবগতি করাইয়া পরিচালনা করাই—শ্রীভগবানের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ;—এই উদ্দেশ্যেই তিনি সূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সূত ঋষিগণকে বলিয়াছেন :—

“বেণপুত্রস্ত বিততে পুরা পৈপত্যমহে মণে। সূতঃ পৌরাণিকো জজ্ঞে মায়াক্রপঃ স্বয়ং হরিঃ।

প্রবক্তা সর্গশাস্ত্রাণাং ধর্মজ্ঞো গুণবৎসলঃ। তং মাং বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ! পূর্নোদ্বৃত্তং সনাতনম্।

এতশ্চিরন্তরে বাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্। শ্রাবয়ামাস সম্প্রীত্যা পুরাণং পুরুষোত্তমঃ।

মদনয়ে চ বে সূতাঃ সন্তুতা বেদবজ্জিতাঃ। তেবাং পুরাণবক্তৃদং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া।” (কৃষ্ণ, ১৩)

“পূর্বকালে বেণপুত্র পৃথুরাজ, পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইতে সর্গ শাস্ত্রের আদি বক্তা ধর্মজ্ঞ গুণবৎসল স্বয়ং হরি রূপা করিয়া পুরাণ প্রচারের জন্ত সূতরূপে আবির্ভূত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা আমাকে সেই সনাতন হরির অবতার—সূত বলিয়া জানিবেন। তার পর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রীতিপূর্বক আমাকে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। আমার বংশে

ইহার পর যে সমস্ত স্থান উৎপন্ন হইবে, তাহারা বেদবজ্জিত হইলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা বলে তাহাদের পুরাণবাচকরূপ বৃদ্ধি হইবে।”

স্বতের ইতিহাস-পুরাণ-পাঠেই অধিকার ছিল কিন্তু ঋগাদি চার বেদ পাঠে অধিকার ছিল না ; ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই তাহাতে অধিকার ; শ্রীমদ্ভাগবতে স্বতের প্রতি শৌনকের বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছেঃ—

“মত্তে স্বাং বিষয়ে বাচাং স্মাতনম্ভ্যত্র ছান্দসাং ।”

অর্থাৎ হে স্বত ! তুমি ঋগাদি চার বেদ-বাক্য ভিন্ন অত্যাশ্রয় শাস্ত্রীয় বাক্যের যথার্থত্বদর্শী—ইহা আমরা উত্তমরূপে জানিয়াই তোমাকে পুরাণ-বস্তুর আসন দান করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

উল্লিখিত শাস্ত্র যুক্তি-বলে স্বতেরই কেবল ইতিহাস পুরাণ পাঠে অধিকার, অপর শূত্রের নাই ; ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এখন কোন মহদ্ব্যুৎপন্ন শূত্রের পুরাণাদি পাঠে অধিকার আছে কিনা ; তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা বাইতেছেঃ—

গ্রন্থকার “স্বতাদীনামপ্যধিকারঃ”—এই বাক্যে ‘স্বত’ শব্দের সঙ্গে আদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিযোগলক্ষণ-গুণবান্ শূদ্রজাতিগত ব্যক্তিও পুরাণাদি পাঠের অধিকারী, কারণ—“ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ”—ইত্যাদি বহু বাক্যে ভক্তিমান শূদ্রকে ব্রাহ্মণতুল্য বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক—‘ভগবদ্ভক্ত’ বলিতে সাধারণ ভক্ত নহেন। যিনি শ্রীভগবানের প্রেমলক্ষণ ভক্তিসম্পন্ন, প্রেম স্বর্ঘ্যের উজ্জলতম অংশজালে সমুদ্ভাসিত। তাঁহারই হৃৎকলোৎপত্তি-সম্পাদক এবং পুরাণাদি পাঠের প্রতিকূল যাবতীয় দূরদৃষ্ট তিমির নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাঁহার পুরাণাদি পাঠেও যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে।

এ কথা প্রথম স্বন্ধে স্বতও শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেনঃ—

“অহো! বয়ং জন্মভূতেহুদ্যতাস্ম বুদ্ধান্তবৃত্তাপি বিলোমজ্ঞাতাঃ।

দৌল্লামাদিঃ বিদুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥

কূতঃ পুনর্গূণতো নাম তন্ত মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্ত।

যোহনন্তশক্তিঃ ভগবাননন্তো মহদ্ব্যুৎপাদ্যমনন্তমাহঃ ॥”

(ভাঃ, ১, ১৮, ১৮)

“অহো! মহৎসেবার কি অপার মহিমা ! আজ আমরা প্রতিলোমজ্ঞাত অধম শূত্র ইহাও জ্ঞানবুদ্ধ শ্রীভক্তদেবের সেবা এবং আপনাদের পরম আদরের গুণে সফলজন্ম হইয়াছি। মহত্তমগণের সম্ভাষণরূপ মদন্ধ, লৌকিক ইহাও যখন দুর্জাতি-নিবন্ধন পাপ এবং তজ্জন্ম মনঃপীড়ার শাস্তি করিয়া থাকে ; তখন অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্ যে—তাঁহার নাম গ্রহণকাবীর দুর্জাতি-নিবন্ধন পাপ সর্বদাই নষ্ট করেন—এ কথা বলাই বাহুল্য !”

শ্রীস্বত মহাশয়ের এই কথায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—অনন্তশক্তি চিন্ময় শ্রীহরিনাম কীর্তনরূপ সাধন-ভক্তির অচ্ছটানে জাতপ্রেমা শূত্র-জাত ভক্তেরও পুরাণাদি পাঠে অধিকার হইতে পারে। মহাভারতে আছেঃ—

“সকল দান ক্ষমা শীলমানুষংসং তপো যুগা। দৃশ্যতে যত্র নাগৈস্ত্রয়ঃ । স ব্রাহ্মণ ইতি স্বতঃ।

* * * * *

“যত্রৈতত্ত্ব ভবেৎ সর্প ! তৎ শূদ্রমিতি নির্দেশেৎ ।”—(মঃ ভাঃ, ১৮০, ২১ ও ২৬)

অগস্ত্য ঋষির অভিসম্পাতে ঐশ্বর্যমদমন্ত ব্রাহ্মণের অপমানকারী রাজা নহষ অজগরঃ লাভ করেন। কোন সময় ভীম সেই অজগরঃ হইলে, শ্রীযুধিষ্ঠির তাঁহার মুক্তি কামনায় তথায় উপস্থিত হইয়া অজগরের প্রশাসনসারে বলিয়াছিলেন :—“হে নাগেন্দ্র সর্প ! সত্য (যথার্থ পরহিতজনক বাক্য) দান, ক্ষমা, আনুশংস (অনিষ্টরূতা) তপঃ—(স্বধর্মের আচরণ) এবং ঘৃণা (কুপা)—এই সকল গুণ যাহাতে দেখা যায়, ক্ষত্রিয়াদি হইলেও সে ব্রাহ্মণত্বলা ; কারণ ব্রাহ্মণের সত্ব-স্বভাব তাহাতে বিদ্যমান আছে। আর এই সকল গুণ যাহাতে নাই, সে ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্রত্বলা ; কারণ শূদ্রের তমঃস্বভাব তাহাতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে”। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার মহাত্মা নীলকণ্ঠও এই স্থানে বলিয়াছেন :—

“শূদ্রোহপি সমদমাত্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোহপি কামাত্যুপেতঃ শূদ্র এবত্যর্থঃ ।” ব্রাহ্মণের গুণ—শম-দমাদি ; ইহা কোন শূদ্রে থাকিলে, সে ব্রাহ্মণত্বলা সম্যক। শূদ্রের গুণ—কামমোহাদি ; ইহা কোন ব্রাহ্মণে থাকিলে, সে শূদ্রবৎ বৈদিক কর্মের অযোগ্য।

শম-দম-সত্য-দান-তীতিক্ষা প্রভৃতি গুণ-সমূহেরই যখন ঐরূপ ক্ষমতা ! তখন সর্বসঙ্গুণশিরোমণি শ্রীপ্রেমভক্তি দেবীর স্ববিল কিরণ-মালায় যাহার জদয় সমুদ্ভাসিত, তাঁহার নীচজাতিসম্পাদক পাপ যে সমূলেই নষ্ট হইয়া যায় ; তাহাতে আর কোন সম্মেহের অবসর থাকে কি ?

এ স্থানে একটা আশঙ্কা আপাততঃ হইতে পারে—

“বিশ্রোহদীত্যাপু য়াৎ প্রজ্ঞাং রাজস্রোদধিমথলাম্ । বৈশ্রো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধোত পাতকাং ।

(ভাঃ ১২, ১২, ৪৮)

এই দ্বাদশ স্বক্কের বচনে—“শূদ্রো অদীত্য পাতকাং শুদ্ধতি”—এই অর্থার্থ থাকায় শূদ্রমাত্রেরই শ্রীভাগবতগ্রন্থ পুরাণ পাঠে অধিকার বলা হইল ? তদন্তরে বক্তব্য—এ স্থলে ওরূপ অর্থ করিলে শাস্ত্রের পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা হয় না, কারণ—“শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেন” ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণের বচন এবং “সুগতি-মাপ্নুয়াক্ষবণাচ্চ শূদ্রোনিঃ”—ইত্যাদি হরিবংশোক্ত বচনগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সুতরাং “অদীত্য”—এই ক্রিয়া ‘অন্তর্ভূত নিজন্ত’ ইহা স্বীকার করিয়া—অর্থাৎ শূদ্র অস্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়—এই অর্থ করিয়া, পরস্পর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যেমন ‘পঞ্চভিহঁলৈঃ কৰ্ষতি গৃহী’—এ স্থানে ‘কৰ্ষতি’ স্থলে ‘কৰ্ষয়তি’—এই নিজন্ত ক্রিয়া করিয়া—‘গৃহস্থ জন পাঁচটি হলের দ্বারা ক্ষেত্র কৰ্ষণ করাইতেছে’—এই অর্থ করিতে হইবে ; নচেৎ কৰ্ষণ করিতেছে এই অর্থ করিলে গৃহস্থের অর্থ ক্ষেত্র কৰ্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এখানেও তদ্রূপ অর্থ জানিতে হইবে।

শ্রীভাগবত স্থানান্তরেও বাক্তভীতে ‘ইতিহাস-পুরাণ শ্রী-শূদ্রের ঐতিগোচর’—ইহাই বলিয়াছেন—

“শ্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং জয়ী ন ঐতিগোচর। কৰ্ম্ম-শ্রেয়সি মৃতানাং শ্রেয় এবং ভবেদহি ।

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিরা কৃতম্ ।”—(ভাঃ ১, ৪, ২৫)

“শ্রী-শূদ্রাদির চারবেদ অবগণে অধিকার নাই সুতরাং তাহাদের মঙ্গল কামনায় শ্রীবেদব্যাস রূপা করিয়া মহাভারত ও পুরাণ প্রকাশ করেন।” উল্লিখিত শ্লোকে—বেদঅবগণে শ্রী-শূদ্রাদির অধিকার নাই বলিয়া যখন ভারত ও পুরাণের প্রকাশ, তখন শ্রী-শূদ্রাদির ভারত-পুরাণ অবগণেরই অধিকার দেওয়া হইল বোধিতে হইবে। “বাদ্গ-জাতীয়স্ত বিপ্রতিষেধো বিধিরপি তাদ্গজাতীয়স্ত” এই শ্রায়অনুসারে, এ স্থলে শ্রী-

পুত্রাদির ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণেরই বিধি পাওয়া যাইতেছে ! বেদ-শ্রবণের নিষেধ করিয়া পুরাণ-ইতিহাস শব্দীয় যে বিধি করা হইল, তাহাও শ্রবণাত্মকই জানিতে হইবে। অধ্যয়নের বিধি কোনরূপেই সম্ভব হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যাহার শ্রীভগবানে সামান্য ভক্তিমান ; এমন অন্ত্যজজাতি ভক্তের কেবল শ্রীহরিনামেই অধিকার এবং শ্রীনামই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ। “বেদমন্ত্রবর্জ্যঃ শূদ্রশ্চ” এবং “স্মার্ত্তঃ শূদ্রঃ সমাচরেৎ”—এই সকল প্রমাণ থাকায় ; সাধারণ স্ত্রী, শূদ্রসদৃশ-আচারনিষ্ঠ—শূদ্র এবং ব্রাহ্মণধর্মের, প্রণববর্জিত তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত মন্ত্র পূজা-অংশে অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের বেদোক্ত ও পুরাণাদি-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র বর্ণাদিতে অধিকার এবং শ্রীভগবানে উত্তম ভক্তি-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ-বর্ণগত স্ত্রীলোকের বৈদিক কৰ্ম্মেও অধিকার দেখা যায়। মাধ্বভাষ্যদ্বারা বোম সংহিতায় আছে—

“অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামমাত্রাধিকারিণঃ । স্ত্রী-শূদ্র-ঋজবদ্ধৃনাং তন্ত্রজ্ঞানেঅধিকারিতা ॥

একদেশোপবক্তে তু নতু গ্রন্থ পুরঃসরে । ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তং সমাগ্‌ভক্তিমত্যাং হরৌ ।

আহরপ্যাত্তমদ্বীপাদিকারস্থ বৈদিকে ।”

স্ত্রী-শূদ্রাদির মধ্যে যাহার। শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত মন্ত্রপূজাদি অমুষ্ঠানে ভগবদ্ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারাই সংসারমুক্ত হয়—এইটি স্মরণ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার স্বতের পুরাণ অধিকার-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণনামবৎ” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম নিখিল-বেদের উপরিচর হইলেও শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে তৎকীর্ত্তনাদি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার এবং সেই কীর্ত্তনাদি দ্বারা নির্বিশেষে-সকলেরই সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি হয়, তেমনি পুরাণ পঞ্চম বেদ হইলেও অমুকুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ বশতঃ সূতাদির পুরাণ অধ্যয়নে অধিকার কিন্তু সাধারণ শূদ্রের পুরাণাদিস্থিত মন্ত্রপাঠ এবং পুরাণোক্ত ভজনাতির অমুষ্ঠানে সংসার মোচন হইবে—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গাধীন এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক :—“ন শূদ্রা ভগবদ্ভুক্তাঃ”—ইত্যাদি হরিভক্তের সর্ববর্ণশ্রেষ্ঠত্ববিধায়ক প্রমাণ সকল, কেবল বক্তার আসনে কেন ? সর্বপ্রকারেই ভক্তগণকে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন। বড় হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কিন্তু তাহার উপকরণ সংগ্রহ যথেষ্ট আছে। হরিভক্তের স্বভাব দৈন্ত্যময়, তাঁহারা নিজের গুণগোপনে নিয়ত প্রযত্নশীল কিন্তু ভক্তি দেবী গোপনের বশ্ত নহেন। কঠিন পেটিকায় সমাবৃত কস্তুরীর ছায়া আপন সত্তার বিকাশ করিয়া থাকেন—“পিহিতমপি প্রযত্নাদব্যনক্তি কস্তুরিকান্‌ গন্ধঃ ।” মেঘের আবরণে সূর্য্যের সত্তার বিলোপ হয় না। প্রেম স্বতঃপ্রকাশ বস্ত, তিনি আপনাই আপনার পরিচয় জগতে বিস্তার করিয়া, অধিষ্ঠান ভক্তের যোগ্যতা সম্পাদন করেন ; তখন শৌনকাদি ঋষির ছায়া বিশ্বব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীও সূতসদৃশ সেই স্বযোগ্য হরিভক্তকে অতি সমাদরে বক্তার আসন দান করিয়া তাঁহার মুখে পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ করিতে কুষ্ঠিত হয়েন না। পূর্ব পূর্ব মহাঋগণের অতিশয় তেজস্বিতা থাকায় তাঁহাদের সাধারণ দৃষ্টিতে—অনধিকাররূপে প্রতীয়মান কার্য্য করাতে তত্ত্বত কোনই প্রত্যাবায় হয় নাই, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে অর্কটীন দুর্বল লোক যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদের পরিণাম যে দুঃখাবহ—তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আরও একটি কথা—আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ কুমারই—“জগন্না ব্রাহ্মণো জ্যেষ্ঠঃ”—ইত্যাদি বচন-গুলির উপর নির্ভর করিয়াই সঙ্গুণসম্পন্ন বিশ্বব্রাহ্মণোচিত বেদ-পুরাণাদিপাঠ এবং বৈদিক কৰ্ম্মাদির কৰ্ত্তা আপনাদিগকেই মনে করেন ; অথচ আপনাদের সঙ্গুণ, বিজ্ঞা ও সদাচারের প্রতীকিছুই লক্ষ্য

রাখেন না। অল্পরোধ—তাহারা যেন উল্লিখিত মহাভারতস্থ যুদ্ধিষ্ঠির-অঙ্গরারের সংবাদগত অংশটি ভাল করিয়া আলোচনা করেন। জন্মের দ্বারা ব্যাবহারিক ব্রাহ্মণ্য হয় বটে; কিন্তু বৈদিক কর্মোপযোগী হওয়াটা; যথাশাস্ত্র বৈদিক দীক্ষা, গুরুপদিষ্ট সঙ্ক্যা-বন্দনাদি কর্মামুষ্ঠান, সদাচার এবং সঙ্গুণকে অপেক্ষা করে।

শ্রীকৃষ্ণ নামের মুখ্যফল প্রেম,—এ বিষয় যদিও অগ্রান্ত্র সন্দর্ভে প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি প্রসঙ্গাধীন অতি সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে,—বেদ ইতিহাস ও পুবাণ শ্রবণে তত্ত্ব শাস্ত্রগত যথার্থ্য, অমুভব হইলেই সাধকের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়; তারপর জ্ঞানের মুখ্যফলরূপ ‘সংসার হইতে মুক্তি’ হয়, তেমনী শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্তনাদি দ্বারা ভক্তগণের মুখ্যরূপে প্রেম লাভই হইয়া থাকে; আত্মবৈদিক সংসারও নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ যে সংসার নাশ—অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল, তাহা ভক্তগণের নামাভাসেই হইয়া থাকে। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত—অজামিল!

শ্রীকৃষ্ণ হরিদাস, পণ্ডিতগণকে বলিয়াছিলেন:—

“কেহো বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়; কেহো বলে নাম হইতে জীবের মুক্তি হয়।

হরিদাস কহে—নামের এই ছুই ফল নহে, নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়।”

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে:—

“এবমুত: স্বপ্রিয়নামকীৰ্ত্ত্য জাতামুরাগো ক্রতচিত্ত উচৈ:।

হস্যতো রোদিতি রৌতি গায়ত্যানাদবমৃত্যুতাত্তি সৌকবাহ:।”

“এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ; তবে কহে—‘তুমি কহ অর্থ বিবরণ।’

হরিদাস কহে—যেছে সূর্যের উদয়; উদয় না হইতে আরম্ভে তম: হয় ক্ষয়।

চৌর-প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ; উদয় হইলে দম্ব কর্ম মঙ্গল প্রকাশ।

তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়; উদয় কৈলে কৃষ্ণ-পদে হয় প্রেমোদয়।

মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে; সেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে।

(চৈ:, চ:, অস্থ্য, ৩প:)

“পুরাণ বেদার্থ-নির্ণায়ক বলিয়া পুবাণ-পাঠেই বেদের অর্থ অবগত হওয়া যায়—সুতরাং বেদ অধ্যয়নের তেমন অপেক্ষা থাকে না”—এই কথা বলায় আশঙ্ক। হইতে পারে—“শ্রোতব্য: শ্রুতি-বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভি:। মত্বা চ সত্যং দোষ:” এবং “স্বাধ্যায়োহমোতব্য:”—ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রুতির অমূল্যতানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইতিহাস পুরাণ বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়?” ইহার উত্তর—উক্ত আশঙ্ক। কথিত শ্রুতিতে—“শ্রুতিবাক্যেভ্য:”—এই বহু বচনান্ত পদ থাকায়, তাহা দ্বারা পুরাণ-ইতিহাসেরও গ্রহণ হইয়াছে এবং “বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমানে”—এই প্রমাণে শ্রুতি-নির্দিষ্ট—‘স্বাধ্যায়’ শব্দেও ইতিহাস পুরাণ পরিগৃহীত হইয়াছে সুতরাং পঞ্চমবেদান্তিক ইতিহাস ও পুরাণ অমূল্যলন করিলে বেদাধ্যয়ন এবং বেদ জ্ঞান অজ্ঞানের অভাব থাকে না—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

স্কান্দে ;—

“বাস-চিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ । অস্ত্রে ব্যবহরন্ত্যেতান্মুরীকৃত্য গৃহাদিব * ॥” ইতি ।

তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর-বাক্যম্ ;—

“ততোহত্র মৎস্রতো ব্যাস অষ্টাবিংশতিমেহস্তরে । বেদমেকং চতুস্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥

“যথাহত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদবাসেন দীমতা । বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরগ্নৈস্তথা ময়া ॥

তদনেনৈব ব্যাসানং শাখাভেদান্ দ্বিছোভম ! চতুষ্পুংগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥

কৃষ্ণবৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্ । কোহগ্নৌ হি ভুবি মৈত্রেয় ! মহাভারতকৃষ্টেবৎ ॥”

[বিঃ পুঃ ৩ অং, ৪, ২,] ইতি ।

স্কান্দ এব ;—

“নারায়ণাবিনিপ্পাং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্ । কিঞ্চিদদ্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেহখিলম্ ॥

গৌতমস্ত ঋষেঃ শাপাজ্জ্ঞানে হস্তানতাং গতে । সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ ॥

শরণ্যং শরণং জগদ্ভূনারায়ণমনাময়ম্ । তৈর্বিন্দ্ৰাপিতকার্যাস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥

অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ । উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ শ্রয়ম্ ॥” ইতি ।

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিষ্মমপি গৃহ্যতে । তদেবমিতিহাসপুরাণ-বিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্ । তত্রাপি পুরাণস্তৈব গরিমা দৃশ্যতে । উক্তং হি নারদীয়ে ;—

“বেদার্থাদধিকং যন্তে পুরাণার্থং বরাননে ! বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পুরাণমগ্ৰথা কৃদা তির্থাগমোনিমবাগুয়াৎ । সূদান্শ্রোতাপি সূদান্শ্রোতাপি ন গতিং কচিদাপুয়াৎ ॥”

[ইতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণুভূষণকৃত-টীকা ।

ব্যাসেতি ;—বাদরায়ণস্ত জ্ঞানং মহাকাশম্, অগ্নেয়াং জ্ঞানানি তু তদংশভূতানি ঋগ্‌যজুর্‌সামাণীতি তন্ত্বেশ্বরভ্যং সার্বজ্ঞমুক্তম্ । ‘ততোহত্র মৎস্রতঃ’ ইত্যাদৌ চ ব্যাসান্তরেভ্যঃ পারাশর্য্যন্তেশ্বরভ্যাহোংকর্ষঃ । ‘নারায়ণাং’—ইত্যাদৌ চেশ্বরভ্যং প্রস্ফুটমুক্তম্ । গৌতমস্ত শাপাৎ ইতি ;—‘বরোৎপন্ননিত্যাক্তরাশি-র্গৌতমো মহতি দুর্ভিক্ষে বিপ্রানভোজয়ৎ । অথ স্ত্রীক্ষে গন্তকামান্ তান্ হঠেন ত্ববাসয়ৎ । তে চ ময়া-নিষ্প্রিতায়া গোপৌতম-স্পর্শেন মৃত্যায়া হতামুক্তা গতাঃ । ততঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তোহপি গৌতমস্তম্নায়াং বিজায় শশাপ, ততস্তেষাং জ্ঞান-লোপঃ’ ইতি বারাহে কথাস্তি । অধিকমিতি—নিঃসন্দেহাদিতি বোধ্যম্ । অন্তথা কুত্বা—অবজ্ঞায় ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশাৎ—ব্যাস-হৃদয়াকাশাৎ, হৃদয়াকাশস্ত বাক্যহেতুভ্যং অবচ্ছিন্নানি—উৎপন্নানি যানি বাক্যানীত্যর্থঃ । অস্ত্রে—মুনয়ঃ, ব্যবহরন্তি—আ-পৃথিবীগতলোকা অধ্যয়নাধাপনাদিরূপ-ব্যবহারঃ

* “গৃহাদিবৎ”—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কুর্ত্তি। গৃহাদিবঃ ইতি—গৃহ-ধর্মান্ যথা নিয়তং সমাক্ কুর্ত্তি, তথা ব্যাসোক্ত-শাস্ত্রাদায়নাদি-ততুজ্জাহ-
 ঠানাদিনা ব্যবহরতীত্যর্থঃ। গৃহাদিবেতি পাঠে—ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশস্ত গৃহতুল্যত্বম্। গৃহাং-স্ব-গৃহাং
 দ্রব্যাগাদায় তে ব্যবহরন্তি এবং ব্যাস-চিত্তাকাশাং কানিচিচ্ছাদ্যাদায়েত্যর্থঃ। ততোহজ্ঞেতি,—
 ততঃ—দুর্দ্বেষাদিনা সকল-বেদাধ্যয়নান্তসামর্থ্যাৎ। অত্র—ভুলোকে, অন্তরে—বৈবস্বত-মন্তস্তরীয-
 দ্বাপরযুগে। তথা—বিভক্তা এব, তৈঃ—প্রসিকৈঃ। ব্যাসৈরিতি—শিষ্ণুভিপ্রায়েণ বহুবচনম্। অজ্ঞৈঃ—
 মূনিভিঃ, ময়া চ—পরাম্বরণে চ; ব্যবহৃত্তা ইতি শেষঃ। তং—ততঃ, অনেনৈব—দুর্দ্বেষাদি-দর্শনেন,
 ব্যাসানাং রচিতান্ শাখাভেদান্ ব্যাসেরাজ্ঞৈঃ—বেদব্যাস-ভিন্নবাস্যাসৈরিত্যর্থঃ। বেদব্যাসস্ত মন্তস্তঃ
 ক্রম্বদ্বৈপায়নাখ্যঃ। অজ্ঞানতাং—নাস্তি জ্ঞানং স্বরূপহেতুজ্ঞানং যত্র তত্ত্বাং, সর্গাণ্যুৎসাহঃ—শুভাশুভ-
 বিচারহীন-বুদ্ধয়ঃ। বেদশঙ্কেন—“উৎসন্নান্ বেদান্” ইত্যত্র বেদশঙ্কেন। তদেবমিতি—পুরাণেতিহাসয়ো-
 রপৌরুষেষদ্বৈদ্বৈদ্যার্থ-নির্ণায়কত্বাচ্চ স্মৃতি-পরমার্থ-জ্ঞাপকত্বে ইত্যর্থঃ। ইতিহাস-পুরাণ-বিচার এব শ্রেয়া-
 নিতি—ইদানীন্তনানাগিতাদি। বেদানাং চক্রহৃতয়া মন্দবুদ্ধীনাং কলিযুগীয়-লোকানাং যথার্থাবধারণস্ত
 বেদতোহশক্যত্বাদিতোব-কারগজ্জতিঃ। যদ্বা; ইতিহাস-পুরাণবিচারঃ শ্রেয়ানেবেতি যোজনা। তেন
 দ্বিজানাং বেদ-বিচারোপায়বাক্যকঃ, “তদেব বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যমস্তি” ইতি শ্রুতেঃ, “শ্রোতব্যঃ
 ঋতিব্যাক্যোভ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ। বেদার্থাদিতি—বেদার্থাবধারণাদিত্যর্থঃ। যথাক্রমে বেদার্থ-পুরাণার্থয়ো-
 রেকত্বাদ্যনাদিকভাবাপ্তপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অমুবাদ ।

শ্রীকৃষ্ণবৈপায়নের প্রশংসিতা।—স্বন্দপুরণে কথিত হইয়াছে : “জগতের লোক
 য-য গৃহ হইতে দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া যেমন পবন্যব আদানপ্রদানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনি
 বেদব্যাসের জন্মকাল হইতে উৎপন্ন কতকগুলি বাস্তব শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান মূনিগণ ও অপর
 লোকসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদিকরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।” বৈষ্ণবপুরণের পরামর্শ-বাক্যেও এই-
 রূপই দেখা যায় :—“মানবগণ দুশ্চরিত্র ওয়ায় সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ হইয়া পড়িল; ইহা দেখিয়া আমার
 পুত্র ব্যাস, বৈবস্বত মন্তস্তরীয দ্বাপরযুগে চতুস্পাদ এক পেনকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। সেই
 বুদ্ধিমান বেদব্যাস কতক যেমন এক বেদ চারভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ অজ্ঞান ব্যাস এবং
 আমিও বেদ বিভাগ করিয়া থাকি অর্থাৎ তদ্বিষয়ে তাহান পদবীট আমার অনুসরণ করিয়া থাকি।
 হে দ্বিজোত্তম! ইহা নিশ্চয় জানিও; মানবগণকে মেদাহীন দেখিয়া সকল চতুর্যুগেই অপরাপর ব্যাসগণ
 বেদের নানাবিধ শাখা রচনা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তুমি ক্রম্বদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রভু
 নারায়ণের অংশ-স্বরূপ জানিবা। পৃথিবীতে তদ্ব্যতীত এমন কে আছে; যে মহাভারত প্রকাশ করিতে
 সমর্থ হয়?”

স্বন্দপুরণেও আছে :—“নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান, সত্যযুগে সম্পূর্ণ হই ছিল। হেত্যাগে সেই
 জ্ঞানের কিছু অজ্ঞান হয়, তাহার পর গোঁতম ঋষির অভিধানে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায়, লোকে স্বরূপ-
 উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ হইলে, ব্রহ্মব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ শুভাশুভ-বিচারবিমূঢ় হইয়া শরণাগতপালক নির্ভীকার
 শ্রীনারায়ণের শরণ লইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ শ্রীভগবানের নিকটে ঐ বিষয় নিবেদন করিলে,
 পুরুষোত্তম ভগবান্ স্বয়ং হরি, পরামর্শ-পত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলম্বপ্রায়
 সমস্ত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।”



‘বেদ’ শব্দে এখানে ইতিহাস-পুরাণও গৃহীত হইতেছে। পুরাণ-ইতিহাস অপৌরুষেয় এবং বেদার্থনির্ণায়ক; পরমার্থজ্ঞান সম্যকরূপে ইহা হইতেই হইতে পারে সুতরাং অধুনা ইতিহাস-পুরাণ লইয়া বিচার করাই শ্রেয়ঃ। তাহার মধ্যেও আবার পুরাণেরই গৌরব দেখা যায়। নারদীয় পুরাণে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে :—

“হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদশব্দ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অদাস্তই হউক আর অস্বাস্তই হউক; যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অল্প প্রকার মনে করে, সে তিথ্যাগুণিনি লাভ করে, তাহার উত্তম গতি কখনই হয় না” ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।

(১৬) “ব্যাসচিন্তান্তিকাশাং”—এই বাক্যে বুঝিতে হইবে; ব্যাসের চিন্তানিষ্ঠ জ্ঞান—মহাকাশতুল্য এবং অজ্ঞাত সকলের জ্ঞান—খণ্ডাকাশতুল্য। মহাকাশ যেমন অপরিমেয়, তাহা হইতেই শব্দ উপলব্ধি হয়, তেমনি বেদব্যাসের জ্ঞানও অপরিমেয়, ইহা হইতেও শব্দময় শাস্ত্র সকল প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাশ সর্বদা আপনার শব্দগুণে পরিপূর্ণরূপেই থাকে, জগতে ঘটাকাশ পটাকাশরূপ বিবিধ খণ্ডাকাশ, তাহারই অংশে প্রকাশ পাইয়া সেই গুণেই গুণবান্ হয়। তেমনি ব্যাসের জ্ঞানও অক্ষয় পরিপূর্ণ, তাহার কিছু কিছু অংশ লইয়া অর্থাৎ ব্যাসকৃত শাস্ত্রের অমূল্যলানে জ্ঞানবান্ হইয়া অপর মুনি-ঋষি প্রভৃতি; জগতে তাহার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং তদুক্ত কৰ্ম্মাদির অমুষ্ঠান দ্বারা শিষ্য-সম্প্রদায়ের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। এই শ্লোকে বেদব্যাসের সর্বজ্ঞত্ব দেখান হইল।

“ততোহত্র মংস্তুতো ব্যাসঃ”—ইত্যাदि শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বচনগুলির দ্বারা অপরাপর ব্যাস অপেক্ষা পরাশরের পুত্র শ্রীকৃষ্ণঋষিগণের ব্যাসেরই ঈশ্বরত্ব স্থাপন করায় মহান্ উৎকর্ষ স্থাপন করা হইল।

“গৌতমস্ত ঋষে: শাপাং”—এই শ্লোকে যে; জ্ঞানের অজ্ঞানতা প্রাপ্তিরূপ অভিশাপ বলা হইল, এ সম্বন্ধে বরাহ-পুরাণে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়;—“গৌতম ঋষির প্রতি একটি বর ছিল, সে জন্ম নিত্যই তাহার রাসীকৃত ধাতু উৎপন্ন হইত। কোন সময় অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ ধাতুর দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। পরে দুর্ভিক্ষের অবসানে সেই ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, গৌতম কোনরূপেই তাঁহাদিগকে ঘাইতে দিলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ প্রস্থানের উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়া দ্বারা একটি গাভী নির্মাণ করিলেন এবং গৌতমের যাতায়াতের পথে তাহাকে এমন ভাবে রাখিয়া দিলেন যে,—গৌতমের অঙ্গ স্পর্শেই গাভীটির মৃত্যু হইয়াছে; ইহাই সাধারণের ধারণা জন্মে। ফলেও তাহাই হইল! ব্রাহ্মণগণও গৌতমের গো-হত্যা বৃত্তান্ত রটনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করলেন। গৌতমও গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন জানিতে পারিলেন—সে গাভী সত্য নয়; ব্রাহ্মণগণেরই কপটতা! তখন তিনি অভিশাপ দিলেন যে—“তাঁহাদিগের জ্ঞান লোপ হউক অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হউক।”—এই অভিশাপই তদানীন্তন যাবতীয় জীবেরই জ্ঞান লোপের কারণ হইয়াছিল।

“ইতিহাস-পুরাণবিচার এব শ্রেয়ান্”—এ কথা বলায় বেদ-বিচারের কোনই আবশ্যকতা নাই—ইহা বোধ হয় না! ‘সম্প্রতি কলিযুগ; কলিদোষে প্রায় জীবই মন্দবুদ্ধি, বেদের দুর্লভোদ্যতা হেতু প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। ইহার আরও একটি কারণ—“পরোক্ষবাদো বেদোহয়ম্” বেদের

রাক্ষভাবে ভগবৎপরতা ; সাধারণতঃ কৰ্মপরতাই বোধ হয় ; সুতরাং বেদাবলম্বনে ভগবত্ত্ব বিচার রিতে গিয়া প্রায়ই কৰ্মবাদী হয়, কদাচিৎ কেহ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীও হইয়া পড়েন; কিন্তু পুরাণাদি লোচনায় সেরূপ হয় না। কারণ পুরাণ সাক্ষ্যভাবেই ভগবৎপর, বেদে সুগুপ্ত তত্ত্বনিচয় প্রকাশ রাই পুরাণ ইতিহাসের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সম্প্রতি আমি 'শ্রীভাগবত সন্দর্ভ' প্রকাশ করিতে প্রয়াসী, গবত্ত্ব সম্বন্ধেই আমাকে বিচার করিতে হইবে; তাহাও ইতিহাস পুরাণেই যথেষ্ট পাইতেছি এবং এই স্ব অল্পশীলন করিতে হইলে অপরের পক্ষেও পুরাণাদির প্রমাণই স্বথবোধ্য হইবে অতএব প্রধানতঃ তিহাস-পুরাণ লইয়া বিচার করাট শ্রেয়ঃ,—এই অর্থই গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অভিপ্রেত লিয়া বোধ হয়।

কান্দ-প্রভাসখণ্ডে চ ;—

বেদবশিষ্টলং মন্থে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ । বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নান্ন সংশয়ঃ ॥
 ভেদভ্যঙ্গশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি । ইতিহাস-পুরাণৈস্ত নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা ॥
 ম দৃষ্টং হি বেদেষু তদদৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ ! উভয়োর্ময়ং দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রণীয়েত ॥
 যা বেদ চতুরো বেদান্ সাক্ষোপনিষদো দ্বিজাঃ ! পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্মাদ্বিচক্ষণঃ ॥”
 ইতি ।

অথ পুরাণানামেবং * প্রামাণ্যে স্থিতেহপি তেষামপি সামন্ত্যেনাপ্রচরজ্রপহাৎ
 নানাদেবতাপ্রতিপাদকপ্রায়ত্বাদকর্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরবিগম ইতি তদবস্থ
 এব সংশয়ঃ । যত্নস্তং মাৎস্রে,—

“পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্মাদাখ্যানমিতরং স্মৃতম্ । সাক্ষিকেষু চ কল্পেযু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ ॥
 রাজসেযু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ । তদ্বদগোশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেযু শিবস্ত চ ॥
 সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগচ্ছতে ॥” ইতি ।

অত্রাগ্রেস্তুতদমৌ প্রতিপাদ্যস্ত ৭ তত্তদ্ব্যভ্রস্তুতার্থঃ । ‘শিবস্ত চ’ ইতি
 চ’ কারাচ্ছিবায়াম্ । সঙ্কীর্ণেষু—সত্ত্বরজস্তমোময়েষু কল্পেষু বহুযু । সরস্বত্যাঃ—
 নানাবাণ্যাত্মক—তদুপলক্ষিতায়া নানাদেবতয়া ইত্যর্থঃ । পিতৃণাং—“কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ”
 ইতি শ্রুতেস্তৎপ্রাপক-কৰ্ম্মণামিত্যর্থঃ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

বেদবদিত্তি ;—পুরাণার্থো বেদবৎ সর্বসম্মত ইত্যর্থঃ । নহু পণ্ডিতৈঃ কৃতাদ্বেদ-ভাষ্যাত্তদর্থো গ্রাহ
 তি চেত্তজ্জাহ,—বিভেতীতি ; অকৃতং ভাষ্যে সিদ্ধে কিং তেন কৃত্রিমেনেতি ভাবঃ । অথেন্তি ;—

* “পুরাণানামেব” ইতি বা পাঠঃ ।

† “সম্প্রাজ্ঞ” —ইতি পাঠান্তরম্ ।

অসন্দ্বিগ্ধার্থতয়া পুরাণানামেব প্রামাণ্যে—প্রমাকরণশ্চে ইত্যর্থঃ। অর্কাচীনৈঃ—সুদ্রবুদ্ধিভিরিতি। যন্ত
বিকৃতয়োহপীদৃশ্যঃ, স হরিরেব সর্বশ্রেষ্ঠ ইতি তদৈক্যার্থঃ—

“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।”

ইতি হরিবংশোক্তমজ্ঞানস্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিতট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

নিশ্চলঃ—নিশ্চিত প্রামাণ্যাকাংক্ষারণবিষয়ীকৃততাত্ত্বিকার্থবিষয়ার্থকঃ। স্থিতিস্থিতি—তাসামপি বেদার্থ-
নির্ণায়কত্বাৎ,

“শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যন্তে উল্লংঘ্য বস্তুতে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম ঘেযী মন্তুক্তোহপি ন বৈষ্ণবঃ ॥”—
ইত্যুক্ত্যুক্ত্যাক। ‘ন চ স স্মাধিচক্ষণ’ ইতি—ইতিহাসাদপি পুরাণস্মাদিক্যঃ দর্শয়তি, সম্যগর্থাবধারণরূপত্বা-
দिति। নানাদেবতা-প্রতিপাদকপ্রায়ত্বাৎ—অতিমুখ্যত্বেন নানাদেবতা-প্রতিপত্তিপ্ৰসঙ্গকত্বাদিত্যর্থঃ। অর্থঃ—
তাত্ত্বিকার্থকঃ। পঞ্চাঙ্গঃ—

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনন্তরাণি চ। বংশান্তচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”—

ইত্যুক্ত-বিশ্বসর্গাদি-পঞ্চবর্ণনাত্মকম্। ইতরং—পুরাণভিন্নম্। আখ্যানং—আখ্যানাখ্যানং শাস্ত্রম্। যথা,
ইতরং—বিশ্বসর্গাদিপঞ্চলক্ষণাতিরিক্তমপি প্রসঙ্গাদাখ্যানম্—আখ্যায়কমিতি পুরাণবিশেষণম্। শাস্ত্রস্ত
সাত্ত্বিকত্বাদিক্যঃ—সাত্ত্বিকদেবতাত্ত্ব্যপাসকগুণকত্বাদি-বর্ণনাধিক্যেন সাত্ত্বিকত্বাদিনা পরিভাষিতত্বম্। কল্পে—
পুরাণাদি-শাস্ত্রে। তত্বং—ব্রহ্মণ ইব। সরস্বত্যা ইতি—দেবতাস্তুরোপলক্ষকম্। উপলক্ষণত্বঃ
বিবৃণোতি;—নানাবাণায়াংকতি—বাগধিষ্ঠাতৃরূপেত্যর্থঃ। সর্বত্র মহাম্ব্যাপদঃ স্বরূপোংকণ্যপূজনা-
দি-ক্রিয়াপরম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

বেদেব্র শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিতট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ও সাত্ত্বিকাদিভেদে
ত্রৈবিধ্য। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে কথিত আছে :—“দ্বিজোত্তমগণ! বেদের অর্থ যেমন অনাদি
কাল হইতে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কেহই তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না;
সেইরূপ পুরাণার্থকেও আমি মনে করিয়া থাকি। বেদের যাবতীয় বিষয় যে—পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে
কোন সন্দেহ নাই।” নানাবিধ পণ্ডিতের রচিত বেদের ভাষ্য হইতে তো তাহার অর্থ অবগত হওয়া যায়?
এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

“অল্পশাস্ত্র ব্যক্তি-আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া, অপসিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে বিচালিত
করিবে” বেদের এইরূপ ভয় উপস্থিত হওয়ায়, সৃষ্টির পূর্বে শ্রীভগবান্ কর্তৃকই ইতিহাস-পুরাণ দ্বারা
বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! যে বিষয় বেদে পরিলক্ষিত হয় না, তাহা মহাদি স্থিতিতে
দেখা যায়; আবার বেদ ও স্থিতিতে যাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে দেখা যায়;
সুতরাং যে ব্যক্তি অল্প ও উপনিষদের সহিত চার বেদ জ্ঞাত আছে, অথচ পুরাণার্ণ অবগত নহে; তাহাকে
বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।”

এইরূপে পুরাণ যথার্থজ্ঞানের কারণরূপে স্থিরীকৃত হইলেও পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়—প্রচলিত অংশে নানাবিধ দেবতার মহিমা ও উপাসনা-বিধি পাওয়া যায় হ্তরাং প্রকৃত তত্ত্বানভিজ্ঞ অর্ধাচীন ব্যক্তির পক্ষে পুরাণের তাৎপর্য্য অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে, তন্নিমিত্ত উপাস্ত বিষয়গত সংশয়ও ক্রমে জটিল হইতে থাকে। পুরাণে সাহিত্যাদি ভেদে বিবিধ দেবতার মহিমা—মৎস্রপুরাণে বর্ণিত আছে :—

“পুরাণ—নগ্ন-প্রতিসর্গাদি ভেদে এক্ষণে লক্ষণায়িত এবং উক্ত লক্ষণের অন্তরিত্ত—‘আপান’ নামক একটি লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা আবার সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। সাংখ্যিক পুরাণাদি শাস্ত্রে—হরির মহিমাই অধিক করিয়া বলা হইয়াছে, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে—ব্রহ্মার স্তায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বলা হইয়াছে। সর্গীয় পুরাণে—সরস্বতী এবং পিতৃলোকের মহিমা কীর্ণিত হইয়াছে।”

উল্লিখিত শ্লোকে—‘অগ্নি’ শব্দে বিবিধনামক অগ্নিতে করণীয় বিবিধ যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। ‘শিব’ শব্দের সহিত ‘চ’কার থাকায় শিবপত্নী দুর্গাও গৃহীত হইয়াছেন। ‘সর্গীয়’ শব্দে—সত্ত্বরজস্তমোময় বিবিধ শাস্ত্র জানিতে হইবে। ‘সরস্বতী’ শব্দ—অগ্ন্যাত্ম দেবতার উপলক্ষণ * অর্থাৎ সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তদ্বারা নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বিবিধ বাক্যের দ্বারা অগ্ন্যাত্ম দেবতার মহিমা কীর্ণন করিয়াছেন। ‘পিতৃ’ শব্দে—‘কন্দের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়’—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পিতৃলোক প্রাপ্তির উপযোগী কর্মসমূহ বোধ করাইতেছে ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ।

(১৭) বেদের বহুবিধ ভাষা থাকিলেও তাহা রুত্রিম, পুরাণ—বেদের অরুত্রিম ভাষা। বেদের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে উহাই যথেষ্ট;—ইহাই উল্লিখিত প্রভাস খণ্ডের দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য।

“তদুক্তঃ স্মৃতিষু দ্বিজাঃ”—এই বাক্যে মধ্যদি স্মৃতিরও বেদার্থ নির্ণায়কতা বলা হইল।

“শ্রুতি-স্মৃতি মৈমবাজ্ঞে যন্তে উল্লজ্জা বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম ধ্যেয়ী মদভক্তোহপি ন বৈষ্ণবঃ ॥”

যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাস্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতিকে লঙ্ঘন করে, সে আমাকে ভজন করিয়া ‘ভক্ত’ নাম ধরিলেও প্রকৃত বৈষ্ণব নহে, প্রত্যুত তাহাকে আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী ঘেটাই বলা যায়।

“পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্মাধিচক্ষণঃ”—এই বাক্যে ইতিহাস অপেক্ষাও পুরাণের শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে, কারণ পুরাণেই বেদের অর্থ সম্যকরূপে নিশ্চয় করা যায়।

শাস্ত্রের সাহিত্যাদি সংজ্ঞা পারিভাষিক অর্থাৎ সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক দেবতা এবং তাহার উপাসকের গুণ-কর্ম প্রভৃতি বর্ণনার আধিক্য যে সকল শাস্ত্রে আছে; তাহাদিগকেই সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক নামে বলা হইয়াছে।

* যে নিজেকে বুঝাইয়া অপরকে বুঝাইয়া থাকে, তাহার নাম উপলক্ষণ। “স্ববোধকষে সতি ভেতরবোধকষ্ম” যেমন—‘কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাং’ অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা কর, একথা বলিলে—‘কাক’—এই পদের দ্বারা দধির অনিষ্টকারী শৃগাল-কুকুরাদিকেও বোধ করায় এবং উপনিষ্ট ব্যক্তিও এই জ্ঞানে কাক-শৃগালাদি সকলকেই তাড়ন করে। তেমনি “সরস্বতী” শব্দের দ্বারাও এখানে অগ্ন্যাত্ম দেবতারও গ্রহণ হইয়াছে জানিতে হইবে।

তদেবং সতি তত্তৎকল্পকথাময়ত্বেনৈব মাৎস্ত্র এব প্রসিদ্ধানাং তত্তৎপুরাণানাং * ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা, তারতম্যাস্ত কথং স্মাৎ, যেনেতরনির্ণয়ঃ ক্রিয়েত ? সদ্ধাদিতারতম্যো-
নৈবেতি চেৎ, “সম্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্” ইতি “সম্বং যদ-ব্রহ্মদর্শনম্” ইতি চ স্মায়াৎ
সাদ্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থ-জ্ঞানায় † প্রবলমিত্যায়াতম্ । তথাপি পরমার্থেইপি
নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপত্তমানানাং সমাধানায় কিং স্মাৎ ? যদি ‡ সর্বস্মাপি বেদস্য ‡
পুরাণস্য চার্চনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদবলোকনেনৈব
সর্বোপার্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তর্হি নান্যসূত্রকারমুত্তমুগতৈশ্চ যথোক্তৈঃ । কিঞ্চাত্যন্তগুণার্থানা-
মল্লাঙ্গর্যাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থস্বং কশ্চিদাচক্ষ্যত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্ ?
তদেব (১) সমাধেয়ম্;—যথেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপোরূপেয়ং শাস্ত্রং সর্ববেদেতিহাস-
পুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরক্রপং স্মাৎ ! সত্য-
মুক্তম্ ; যত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমন্তাগবতমেবোক্তাবিতং
ভবত্ । ১৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

তদেবমিতি । মাৎস্ত্র এবতি—পুরাণসংখ্যা-ভদ্রানকল-কথনাক্ষিতেহধ্যায়ে ইতি বোধ্যম্ । তার-
তম্যমিতি—অপকর্ষোৎকর্ষরূপম্, যেনেতরস্ম—উৎকৃষ্টস্ম পুরাণস্ম নির্ণয়ঃ স্মাদিত্যর্থঃ । ‘সাদ্বিকপুরাণ-
মেবোৎকৃষ্ট’ ইতি ভাবেন স্বয়মাহ—সবাদিতি । পৃচ্ছতি—তথাপিতি, পরমার্থ-নির্ণয়ায় সাদ্বিক-
শাস্ত্রাদীকারেইপি ত্যর্থঃ । নানাভঙ্গ্যেতি—‘সগুণং নিগুণং জ্ঞানগুণকং জড়’ ইত্যাদিকং কুটিলযুক্তি-কদম্বৈ-
নিরূপয়তামিত্যর্থঃ । নান্যসূত্রকারেতি—গৌতমাদ্যন্তসারিভিরিত্যর্থঃ । নম্ ব্রহ্মসূত্রশাস্ত্রে স্মিতে কাপেক্ষা
তদন্তসূত্রাণাং ? ইতি চেত্তত্রাহ;—কিঞ্চাত্যন্তেতি—পৃষ্টঃ প্রাহ;—তদেবেতি । ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যমিতি -
যেন ব্রহ্মসূত্রং স্থিার্থঃ স্মাদিত্যর্থঃ । পৃষ্টস্ম হৃদগতং স্মুটয়তি,—সত্যমুক্তমিত্যাदिना ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তারতম্যং—তত্তদেবতানাং ন্যানাধিক্যং, কথং স্মাৎ—কথং জাতং স্মাৎ, যেন—তারতম্যনির্ণয়েন,
ইতর-নির্ণয়ঃ—ভঙ্গনাদি-নির্ণয়ঃ । সদ্ধাদি-তারতম্যোনৈবেতি—ইতর-নির্ণয়ঃ ক্রিয়েত ইত্যনেনাস্ত্রাশ্বয়ঃ ।
ইতি চেদিতি—তদেতি শেষঃ । ইতি চ স্মায়াৎ—ইতি স্মায়াচ্ছ, তথাপি—সাদ্বিক-পুরাণস্ম পরমার্থ-
সাধকস্বইপি । পরমার্থেইপি—সাদ্বিকশাস্ত্রাবগতপরমার্থেইপি নানা-ভঙ্গ্যা—শাস্ত্রান্তরপ্রদর্শিতযুক্তি-

* “পুরাণানামপি” ইতি পাঠস্ত বহুত্র । + “পরমার্থজ্ঞাপনায়” ইতি বা পাঠঃ ।

‡ “চ” ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ ।

§ “বেদস্ম” ইত্যত্র “ইতিহাসস্ম” ইতি পাঠোইপি দৃশ্যতে ।

(১) “তদৈব” ইতি বা পাঠঃ ।

নিবন্ধনচিত্ত-বিভ্রমেণ, বিপ্রতিপত্তমানানাং—সংশয়বিপর্যয়বতাং, সমাধানায় তত্ত্ব-নির্ণয় কিং ত্রাদিতি ।
অর্থনির্ণয়—অর্থ-নির্ণয়ে প্রামাণ্য-সূচনায় । ন মন্ত্বেত—মুক্তস্তরোক্তযুক্ত্যন্তরেণ বিভিন্ন-চিত্ততয়া ব্রহ্মহৃদ-
নির্ণীতার্থো ন মন্ত্বেত । যদি চ বেদান্ত-সম্বাদ-প্রবল-ব্রহ্মহৃদপ্রদর্শিতযুক্ত্য। মুক্তস্তর-স্বজ্ঞানগতা নিরসনীয়া
ইত্যাচ্যতে, তথাপি সন্দেহঃ ; ইত্যত আহ কিঞ্চেতি । অপৌকষেয়মিতি—পরমেখর প্রণীতত্বেন সন্দেহাগোচর-
মিতি ভাবঃ । উক্তাবিতং—স্মারিতম্ ॥ ১৮ ॥

অমুবাদ ।

সাংখ্যিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সূচনা । এতৎকাল
প্রমেয় নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্নোত্তর ভঙ্গী করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই বিচারাসনে
আনয়ন করিতেছেন ;—মন্ত্বেতপুরাণের পুরাণসংখ্যা ও পুরাণদানের ফল কীর্তনাত্মক অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ
প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির মধ্যে কোনটি সাংখ্যিক, কোনটি রাজসিক এবং কোনটি তামসিক—এইরূপ ব্যবস্থার
জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে তারতম্য কিরূপে হয় অর্থাৎ কোন পুরাণ শ্রেষ্ঠ বা কোনটি কনিষ্ঠ—
ইহা কিরূপে জানা যায় ?—যে তারতম্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট পুরাণের নিশ্চয় হইতে পারে । তবে সত্যদি
গুণের তারতম্যেই পুরাণের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিশ্চয় করা যায়—এই অর্থ করিলে, “সত্য হইতে জ্ঞান
জন্মে” সত্যই ব্রহ্মদর্শনের কারণ—ইত্যাদি জ্ঞায়াত্মসারে সাংখ্যিক পুরাণই পরমার্থ জ্ঞান-সাধনে প্রবল—
ইহা অস্বীকার করা যায় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে একটি আশঙ্কা এই যে—উল্লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে—
কোথাও সঙ্গুণ, কোথাও নিঃসঙ্গ, কোথাও জ্ঞান গুণ এবং কোথাও বা জড়—ইত্যাদি বিষয় সকলের
নানাবিধ কুটিল যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করাতে চিত্তের ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় যাহারা সংশয় এবং
বিপর্যয়ের কিঙ্কর হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে সেই শাস্ত্রোক্তি সমাধানের উপায় কি ?

যদি বলা যায়—সমস্ত বেদ এবং পুরাণের অর্থ নিরূপণের জন্ত ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মহৃদ
প্রণয়ন করিয়াছেন ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থ সকল নিশ্চয় করা কর্তব্য, ? তাহা হইলে, অজ্ঞাত
হৃদ্যকার—গৌতমাদি মুনিগণের প্রদর্শিত কোন কোন যুক্তির অল্পশীলনে দোহল্যমান চিত্ত—তাঁহাদের
অহুগত ব্যক্তিগণ তো ব্রহ্মহৃদের নির্ণীত অর্থ মানিবে না ! অথবা যদি বলা, বেদান্তসম্বাদ-সম্বিত্ত—
ব্রহ্মহৃদের প্রদর্শিত প্রবল যুক্তি-বলে গৌতমাদিসম্বিত্তের অহুগত ব্যক্তিগণকে পরাভব করিব ? তথাপি
সন্দেহের অবকাশ থাকিল ! কারণ—ব্রহ্মহৃদ্য সম্বিত্তগুলির অর্থ অতি গূঢ় এবং অল্পাক্ষরে নিবন্ধ, তাহার
উপর হৃদের ভাষ্যকারগণও বিভিন্নমতাবলম্বী বলিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ ভায়ে নানা অর্থের কল্পনা
করিয়াছেন ; সুতরাং কিরূপে এ বিষয়ের সমাধান হইতে পারে ? উত্তর—হাঁ ! তবে উহার একটি সমাধান
এই—যদি সমস্ত বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণের সারার্থযুক্ত—ব্রহ্মহৃদের উপজীব্য অর্থান্ যাহা দ্বারা
ব্রহ্মহৃদের প্রকৃত অর্থ স্থির হয়—এমন একগানি অপৌকষের পুরাণ এ জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত
থাকেন ; তবে তদ্বারা সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে । যথার্থ কথা বলিয়াছি ! তুমি এই চরম
সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল প্রমাণের চক্রবর্তী আমাদিগের অভিমত শ্রীমদ্ভাগবতকে স্মরণ করাইয়া
নিলে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য।

(১৮) “শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা”—এ স্থলে গ্রন্থকারের অবলম্বনীয় মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইল। অনেক স্থলে—‘ভাগবত’ এইমাত্র নাম দেখা গেলেও পূর্ণনাম—শ্রীমদ্ভাগবতই জানিতে হইবে, শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অভিপ্রায়ও ইহাই ;—

“ভাগবতঃ—ভগবৎপ্রতিপাদকত্বম্, শ্রীমদ্ভগবৎ—শ্রীভগবন্মাদেবির তাদৃশস্বাভাবিকশক্তিমত্বম্।” (ভা. ১০. ১০. ৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ) —এই গ্রন্থ শ্রীভগবান্কে প্রতিপাদন করেন বলিয়া—‘ভাগবত’ এবং শ্রীভগবানের ‘কৃষ্ণ’ ‘বিষ্ণু’ প্রভৃতি নামের যেমন স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিমত্তা আছে ; বাহাতে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারীর আত্মযজ্ঞিক সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া প্রেম ফল দান করেন, তেমনি ভাগবতেরও ‘শ্রীমৎ’ এই শব্দের দ্বারা ঐরূপ ধর্ম বলা হইয়াছে। এই শ্রীমৎ শব্দ ভাগবতের সামান্যি করণাত্মক বিশেষণ, ‘নীল উৎপল’ বলিলে যেমন ‘নীলত্ব’ ও ‘উৎপলত্ব’এর একনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ এক বস্তুতে থাকি বোধ হয়। নীল—উৎপলের বিশেষণ হইলেও নীলের অভাবে উৎপল থাকে না আবার উৎপলের অভাবেও নীলের সত্তা থাকে না—উভয়েরই একাধারে প্রতিতি। শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষণ ‘শ্রীমৎ’ শব্দও তদ্রূপ স্তূতরাং এস্থলে নিত্যযোগে ‘মতুপ্’ প্রত্যয় স্বীকার করিয়া গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম—‘শ্রীমদ্ভাগবত’ বুঝিতে হইবে। নিত্যযোগে ‘মতুপ্’ প্রত্যয় করার তাৎপর্য—ভাগবতের সহিত শ্রীমৎ—এই বিশেষণের নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ ভাগবত কখনই এ বিশেষণ ছাড়া থাকেন না। সেই জন্যই অনেক স্থলেই শ্রীমৎ শব্দ সহিতই ভাগবতকে উল্লেখ করা হইয়াছে ;—

“গ্রন্থোহষ্টাদশ-সাহস্রো শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ” “শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা-পঠতে হরি-সন্নিধৌ” (গুরুডপুরাণ)
শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন—“শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুঃ।”

তবে কোন কোন স্থানে যে কেবল ‘ভাগবত’—এই নাম দেখা যায়, সেটি—শাস্ত্রের স্থল বিশেষে যেমন ‘ভামা’ শব্দে সত্যভামা, এবং ‘ভীম’ শব্দে—ভীমসেন—এই পূর্ণ নাম গ্রহণ করা হয়। তেমনি জানিতে হইবে।

যৎ খলু পুরাণ-জাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিভ্রুষ্টেন তেন ভগবতা
নিজ-সূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্মেব সর্বশাস্ত্রসমম্বয়ো
দৃশ্যতে। সর্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্তিতত্বাৎ। তথাহি তৎস্বরূপং
মাৎস্যে ;—

ব্রাহ্মধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম-বিস্তারঃ। ব্রহ্মাস্তর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দত্তাক্ষেমসিংহসমধিতম্। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্তাং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
অষ্টাদশ-সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্তিতম্ ॥” [৫৩, ২০] ইতি।

অত্র গায়ত্রীশব্দেন তৎসূচক-তদব্যভিচারি-‘ধীমহি’-পদসম্বলিত-তদর্থ এবেষ্যতে । সর্বেষাং মন্ত্রাণামাদিরূপায়ান্ত্যসাং সাক্ষাৎকথনানর্হত্বাৎ * । তদর্থতা চ, “জন্মান্যস্ত যতঃ” “তেনে ব্রহ্ম জদা” ইতি সর্বলোকাস্রয়ত্ববুদ্ধিরুত্তি-প্রেরকত্বাদিসাম্যাৎ । ধর্মবিস্তার ইত্যত্র ধর্মশব্দঃ পরমধর্মপরঃ, “ধর্মঃ প্রোক্ষিতকৈতবোহত্র পরমঃ” ইত্যত্রৈব প্রতি-পাদিতত্বাৎ † । স চ ভগবদ্যানাদিলক্ষণ এবৈতি পুরস্তাদ্ব্যস্তীভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণাভূষণকৃত-টীকা ।

শ্রীভাগবতং স্তোতি ;—যং পশিত্যাদি,—অপরিতুষ্টেনেতি—পুরাণজ্ঞাতে ব্রহ্মহৃদে চ ভগবৎপারমেশ্বর্য-মাধুর্য্যোঃ সন্নিধিতয়া গুচতয়া চোক্তত্বাৎ তত্র চাপরিতোষঃ, শ্রীভাগবতে তু তয়োস্তদ্বিলক্ষণতয়োক্তেত্তত্ত্ব পরিতোষ ইতি বোধ্যম্ । তদর্থতা—গায়ত্র্যর্থতা । স চ ভগবদ্যানাদিলক্ষণ ইতি—বিশুদ্ধভক্তিমার্গবোধক ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যাকৃত-টীকা ।

অকৃত্রিমভাড়াভূতমিতি—অকৃত্রিমমেন নিশ্চিত-প্রামাণ্যকং ব্যাখ্যান-সদৃশমিতিার্থঃ । ব্রহ্মহৃদস্ত বেদব্যাস-কৃতত্বেনাপৌরুষেয়-শ্রীমন্তাগবতস্ত তদ্ব্যখ্যান-রূপত্বাসম্ভবাৎ সদৃশার্থকভূত-নির্দেশঃ । সর্বশাস্ত্র-সম্বয়ঃ - সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোহর্থঃ । সর্ববেদানাং তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোহর্থঃ পরমেশ্বরঃ “সর্বো বেদো যৎপদমামনস্তি ।” ইতি শ্রুতেঃ ; তস্ত সূত্রলক্ষণাং—সংক্ষেপেণ বোধিকাং, গায়ত্রীং গায়ত্রীপদ-ঘটক-ধীমহীতিপদস্থচিত-তদর্থপ্রকাশনপদ্ধত্বাদিকৃত্য—স্বাভিধেয়মুখ্যার্থ-সংগ্রাহকতয়া সূচয়িত্বা । সাক্ষা-ল্লিখনানর্হত্বাদিতি—স্রীশ্রুতাদিকার-শ্রবণযোগ্যগ্রন্থাদৌ গায়ত্রীস্বরূপ-লিখনস্বাযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ । ইদমুপ-লক্ষণং গায়ত্র্যা অস্ত্যর্থপরতাত্ত্বম নিরাসায়পি তদর্থপ্রকাশন-পদ্ধারম্ভ ইতি । অষ্টাদশ-সহস্রাণি শ্লোকোঃ । তৎ—ভাগবতম্ ।

“তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পশ্য বিদ্যতেহয়নায় ।”

“ইতিশ্রুত্যা, পর-ব্রহ্মণো ভগবতঃ সাক্ষাৎকারশ্চৈব মোক্ষ-হেতুতয়া সমীপিতং, তৎকরণার্থং নিদিধ্যাসন-পদমিতি বাচ্যং, ধ্যানমেব মুখ্যং কারণং, তদেব প্রতিজ্ঞাতং ‘ধীমহি’—ইতি । তৎফলকং ধ্যানকারণ-শ্রবণ-মননয়োরনেন পুরাণেন সম্পত্তিরিতি সূচনেন গ্রন্থাদয়ানেন প্রবর্তনমিতি ভাবঃ । “আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” ইতি শ্রুতেঃ । সাম্যাদিতি, তথা চ গায়ত্রীশব্দো গোপ্যা গায়ত্রীসমানার্থক-পদ্যপরি ইতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীমন্তাগবত আবির্ভাবের হেতু ও জন্মান্যস্ত শ্লোকের গায়ত্রীশব্দ অর্থ ।—ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মহৃদ প্রণয়ন করিয়াও যখন

* “সাক্ষাল্লিখনানর্হত্বাৎ” ইতি পাঠঃ শ্রীমদগোস্বামিভট্টাচার্য্যসম্মতঃ । ক্রমসন্দর্ভেহপ্যয়ং পাঠো দৃষ্টতে । ~

† “ইতি তত্রৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ” ইতি বা পাঠঃ ।

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন না, তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাস্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধিতে ব্রহ্মস্বত্বের অকৃত্রিম ভাষ্যসদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন; যে শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় (তাৎপর্যার্থ) দেখা যায়। তাহার প্রধান কারণ এই—যাহা হইতে সকল বেদের তাৎপর্য—পরমেশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, সেই স্বরূপ গায়ত্রী আশ্রয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃ্ত্তি।

গায়ত্রী অবলম্বনেই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃ্ত্তি—তাহা মন্ত্রপুর্বাণে কথিত হইয়াছে:—“গায়ত্রী অবলম্বনে যাহাতে পরম ধর্ম বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে ব্রাহ্মস্বরের বধ বৃত্তান্ত কীর্তিত হইয়াছে; তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যে, ভাস্কর্য্যের পূর্ণিমা তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত স্ববর্ণময় সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক দান করিবে, সে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবে।” শাস্ত্রে আছে—“এই পুরাণ আঠার হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ।” -

এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দে—গায়ত্রীর স্মৃচক ও তাহা হইতে অভিন্ন ‘ধীমহি’—এই পদের সহিত যে সমগ্র গায়ত্রীর অর্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ;—সমস্ত মন্ত্রের আদি-গায়ত্রীকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশ করা উচিত হয় না।

“যাহা হইতে জন্ম হইয়াছে এবং যিনি সংকল্প মাত্রেই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন”—এই অর্থের—সর্বলোকের আশ্রয় ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকস্বরূপ গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমতা থাকায়, শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর অর্থের প্রকাশকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত মন্ত্র পুরাণের বচনে—“ধর্মবিস্তার” এই যে পদ আছে, সেটি পরম ধর্মের বিস্তার জানিতে হইবে। কারণ—“ধর্ম: প্রোক্ষিতকৈতবোহত্র পরমঃ” এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনেই ধর্মের পরমত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাত্ত্বিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেই ধর্মও যে শ্রীভগবদ্ভ্যানাতি লক্ষণই; তাহা ইহার পরে প্রকাশ পাইবে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।

(১২) বেদবিভাগ, পুরাণ ইতিহাস আবিষ্কার এবং ব্রহ্মস্বত্ব প্রণয়ন করিয়াও ভগবান্ শ্রীবেদ-ব্যাসের মনস্তপ্তি না হইবার কারণ—তিনি সেই সকল শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ লীলাদি সন্নিধি এবং গুঢ়রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্যেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে:—

“ভবতাত্ত্বিতপ্রায়ঃ যশো ভগবতোহমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুয্যোত মন্ত্রে তদর্শনং থিলম্ ॥

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্ষ্যাত্মকীর্তিতাঃ। ন তথা বাহুদেবস্ত মহিমা হতুবর্ণিতঃ ॥”

(ভাঃ, ১, ৫, ৮-৯)

পরে দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত বিষয়গুলি বিস্তাররূপে প্রকাশ করায় শ্রীবেদব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল।

“অকৃত্রিমভাষ্যভূতম্”—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত অকৃত্রিম বলিয়া স্বদৃঢ় প্রামাণ্য; ইহাতে বিষয়গুলি এমন ভাবে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মস্বত্বের ভাষ্য—ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ‘ভূত’ শব্দের সদৃশ এই অর্থ করিয়া উল্লিখিত অর্থ নিষ্পন্ন করিতে হইবে, নচেৎ অপৌলক্যেয় পূর্ব্বতন শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসকৃত অদ্বতন ব্রহ্মস্বত্বের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা অসঙ্গত হয়।

“সাক্ষাৎস্থানান্বয়ঃ”—শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম স্কোকে গায়ত্রী-পঙ্ক্তের সাক্ষাৎ স্বরূপ না লিখিয়া তাহার অর্থ প্রকাশ করিবার সাধারণতঃ আর একটি কারণ এই—শ্রী-শূত্রাদির অবগোষ্ঠ্য গ্রন্থে গায়ত্রীর স্বরূপ লেখাটা যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে এখানে আরও একটি কারণ মনে হয়—গায়ত্রীর স্বরূপ লিখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় না, সেইজন্য সাধারণের গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থে বোধ না থাকায় তাহারা ভ্রান্তি বশতঃ অন্তরূপ অর্থ করিয়া বসিবে সুতরাং তাহাদের ভ্রান্তি নিরাসের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম পঙ্ক্তেই গায়ত্রীর মূখ্য অভিধেয়ার্থ প্রকাশ করিলেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম—“জন্মান্যস্ত” স্কোকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামিপাদ এইরূপে দেখাইয়াছেন :—“জন্মান্যস্ত যতঃ”—এই বাক্যে গায়ত্রীস্থ “সবিতুঃ”—পদের অর্থ করা হইয়াছে ; “যতঃ হতে”—ইতি সবিতা—অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের জন্ম হয়, তিনি সবিতা—ইহা দ্বারা স্থিতি এবং প্রলয়ও উপলব্ধিত হইয়াছে। “পরং”—এই শব্দে গায়ত্রীর “বরেণ্যং” শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠবাচক। “সত্যং” এই শব্দে গায়ত্রীস্থিত “ভর্গঃ” পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ব্রহ্মই সৎসত্ত্ব, তত্ত্বের আর সকল পদার্থই অসৎ। যন্ত্রের “তং” পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার ইত্যত্র কোন অর্থ নাই, থাকিলেও মাত্র—‘সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম’—এইরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হয়। ‘স্বরাট্’—এই পদে গায়ত্রীর ‘দেবস্ত’ পদের অর্থ করা হইয়াছে, “দীব্যতি—স্বতঃ প্রকাশতে—ইতি দেবঃ” যিনি স্বতঃ প্রকাশ—দ্বীহার প্রকাশ অপরের সাহায্যে হয় না, তাহাকেই স্বতঃ প্রকাশ বলা যায়। “স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্”—এ পদের অর্থও ঐরূপ। এখানে প্রকাশ পদের অর্থ—জ্ঞান, কারণ জ্ঞানও স্বতঃ প্রকাশ। শাস্ত্রেও আছে :—“জ্যোতির্বজ্জ্ঞানানি ভবন্তি”—সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তাহার জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া হয় নাই, কিন্তু জীবের জ্ঞান তাহার অধীন, তাহার কোন যত্নেই স্বতঃসিদ্ধতা নাই। “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে”—এই পাঁচটি পদে—গায়ত্রীর “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”—এই অংশের অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বেদ প্রদান করিয়া ব্রহ্মের প্রজ্ঞা সঞ্চার করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকলের বুদ্ধিবৃত্তি বিবিধ বিষয়ে পরিচালিত করিতেছেন ; তদ্বিষয়ে অন্তের কোনই সামর্থ্য বা কর্তৃত্ব নাই। “ধীমহি”—এই শব্দ উভয় স্থলেই একরূপ এবং এক অর্থকেই প্রকাশ করিতেছে।

পক্ষান্তরে—গায়ত্রীস্থিত “তং” এই শব্দটিকে অব্যয় করিয়াও এরূপ অর্থ করা যায়—“তং—তং, ভর্গঃ—ভর্গং (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা “স্বপাং স্বলুক্” ইত্যনেন) পরংব্রহ্ম ধীমহি—ধ্যায়ম” এ স্থানে ভর্গশব্দ—“বিভক্তি—পুষ্কতি, পালয়তি” এই অর্থে গম্যাদির অন্তর্গত ভূঞ ধাতুর উত্তর ‘গ’ প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভর্গশব্দে তাঁহাকে জগতের অধিষ্ঠান এবং পালক বলা হইল। আবার “ভৃঙ্কতি নাশয়তি” এই অর্থে ভ্রূজ ধাতুর উত্তর ঙগাদিক “গ” প্রত্যয় করিয়া তাঁহার প্রলয়কর্তৃত্বও স্থাপন করা যায় ! ঐ ভর্গ শব্দের বিশেষণ—“সবিতুঃ—সবিতারং” অর্থাৎ পরমেশ্বর জগতের উদ্ভবের কারণ, এ স্থলেও দ্বিতীয়ার্থে বগী বিভক্তি জানিতে হইবে। এখন বুঝিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবতীয় “জন্মান্যস্ত যতঃ”—এই বাক্যে, উল্লিখিত অর্থযুক্ত “ভর্গ” এবং ‘সবিতা’ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে। গায়ত্রীস্থিত “তং” পদের অর্থ—“সত্যং পরং” এই দুই পদে করা হইয়াছে। ব্রহ্মই অব্যবহিত সত্য, তত্ত্বের যত কিছু পদার্থ সমস্তই অসৎ। ভূঞ ধাতু-নিম্পন্ন “ভর্গ” শব্দে জগতের অধিষ্ঠান কথিত হওয়ায় ব্রহ্মের, প্রলয়ের অবধিষ্ট এবং কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনরায় অন্ততম বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—“বরেণ্যং”—(বুণোতি—সর্বং ব্যাপোতি ইতি

বরণ্যম্) অর্থাৎ যিনি সর্ববাপক—এই অর্থ “অম্বাদিতরতশ্চ”—এই অংশের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাধান, সেইরূপেই সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। অথবা—বরণ্য শব্দের অর্থ—“ত্রিযতে-প্রার্থ্যতে চতুর্ধর্গান্ সর্কৈরসৌ ইতি বরেচ্ছত্তং, সর্কন্ত দাতারং সর্কৈশ্বরক্ষেত্যাঃ” সকলে ঠাহার নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ধর্গ ফল প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনা অম্বাসারে সেই সকল প্রদানও করেন, কারণ তিনিই সর্কৈশ্বর, তাঁহারই ধ্যান করা সর্বথা সকলের কর্তব্য;—এই প্রকার বরণ্য পদের অর্থ—“পরম্”—এই পদে প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন উল্লিখিত পদ সমূহে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, সমস্ত জগতের আধার, জগদ্ব্যাপী এবং সর্কৈশ্বর—সেই ব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি।

ব্রহ্ম জগৎকর্তা ও জগতের আধার হইয়াও যে নিঃশেষ অর্গাৎ জগতের মায়িক দোষে ছুট নহেন—এই অর্থ গায়ত্রীর “দেবন্ত” এই পদে বলিয়াছেন। এস্থলেও পূর্বের দ্বায় দ্বিতীয়ার্থে বটী হওয়ায় ‘কর্ম’ স্বীকার করিতে হইবে। “দীবাতি দোাততে প্রকাশতে ইতি দেবঃ তন্ম্” অর্থাৎ যিনি নিত্যই স্বপ্রকাশ স্তরায় নিরঞ্জন—কখনই কোনরূপ দোষে লিপ্ত হয়েন না, এবং মায়া বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারও ঠাহার নিকট থাকিতে পারে না, এই অর্থ—“স্বরাট্” এবং “ধাম্মা স্মেন সদা নিরন্ত কৃহকং”—এই দুই বাক্যে বলা হইয়াছে। অথবা—দেবয়তি অসদপি সদ্ভূষণে প্রকাশয়তি ইতি দেবঃ” অর্থাৎ যিনি অসৎ জগৎকেও সৎরূপে প্রকাশ করেন, গায়ত্রীর দেব পদের এই অর্থ—“বজ্র ত্রিসর্গোহম্বা” এই অংশে উল্লেখ হইয়াছে। মাঘার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা ক্রমে—ভূত, ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—এই তিন প্রকার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ সমস্তই মিথ্যা! তবে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতাই জগৎকে সত্যরূপে প্রতীতি করাইয়া দেয় মাত্র, বাস্তবিক তাহার সত্যতা নাই। তাহা হইলে মহাময়—গায়ত্রী এবং ত্রীমুদ্রাগবতের প্রথম স্লোকের তাৎপর্য এই—যিনি সকল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, সর্কৈশ্বর, সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি; তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংকর্ষে পরিচালনা করিয়া ভুক্তি মুক্তি দান করুন। এই প্রকার একই অর্থ উভয়ের প্রকাশ পাইয়াছে।

গ্রন্থকার ত্রীজীব গোষ্ঠামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে ত্রীমুদ্রাগবতের প্রথম স্লোকের সহিত গায়ত্রীর অর্থের এই প্রকার সমন্বয় করিয়াছেন :—

পান্ডুরী ভগবৎপর ব্যাখ্যা—ত্রীমুদ্রাগবতের প্রথম পদ্যস্থ—“জন্মাদ্যন্ত যতঃ” এইবাক্যে গায়ত্রীর প্রণবের অর্থ দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ ঠাহা হইতে ত্রীভগবানের ত্রিগুণময় অবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে ক্রমে জগতের জন্ম, স্থিতি এবং নাশ হইয়া থাকে, প্রণবও সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক;—

“অকারেণোচাতে বিষ্ণুষ্কারস্ত গহেধরঃ। মকারেনোচাতে ব্রহ্মা প্রণবেন জয়ে মতাঃ।”

স্তরায় গায়ত্রীতে ওঁ কারের দ্বারা উক্ত তিন দেবতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কার্য—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কেও স্মৃচনা করা হইয়াছে।

“বজ্র ত্রিসর্গো যবা”—অর্থাৎ ঠাহাতে সত্ত্ব-রজঃ-স্তমোময় ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা—এই বাক্যে “ভূঃ ভুবঃ স্বঃ”—এই তিনটি ব্যাহতির কথা বলা হইয়াছে। “ভূঃ” শব্দে অতলাদি সপ্ততল ও ভূতল, “ভুবঃ” শব্দে অন্তরীক এবং “স্বঃ” শব্দে—স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ ও সত্য-লোক, এই চতুর্দশ ভুবন বৃষ্টিতে হইবে। এই

চতুর্দশ ভুবন লইয়াই উল্লিখিত তিন প্রকার সৃষ্টি, স্তুরাং গায়ত্রীতেও “ভূবুঃস্বঃ”—এই তিন শব্দের দ্বারা অভেদরূপে ত্রিবিধ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে। “স্বরাট্” এই শব্দে—“সবিতুঃ” ও “ভর্গঃ” এই দুই পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে; শ্রীভগবান্ সৃষ্টির ত্রায় অতিশয় দীপ্তিশালী অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশ জ্ঞানেরই ধর্ম। “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে”—অর্থাৎ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সংকল্প মাত্রেই বেদ সঞ্চার করিয়াছেন, তিনিই অল্পজ্ঞ সাধারণ জীবগণের বুদ্ধি-বৃত্তি বিজ্ঞানের পথে সঞ্চালন করিয়া থাকেন;—এই বাক্যে গায়ত্রীস্থিত “যিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” তিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সংপথে সঞ্চালনা করুন, এই অর্থের প্রকাশ পাইয়াছে। সেই অনাদি অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তি বিশিষ্ট তেজোময়মুগ্ধি গায়ত্রী-প্রতিপাদ—শ্রীভগবান্‌ই এখানে পরম-সত্য ভগবান্ ‘শ্রীকৃষ্ণ’।

“জন্মান্তস্ত” শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য প্রকারান্তরে গায়ত্রীর সহিত উক্ত শ্লোকের সমন্বয় করিয়াছেন;—“জন্মান্তস্ত” এই অংশের তাৎপর্য—গায়ত্রীস্থ “সবিতুঃ” পদে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাহা হইতে জগতের সৃতি (উৎপত্তি) হইয়াছে, তিনিই “সবিতা”, এখানে সৃতি উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঐ শব্দে স্থিতি এবং লয়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক পদার্থের জন্মের পরক্ষণেই স্থিতি এবং তৎপরেই নাশ হয়, স্তুরাং জন্ম থাকিলে তদ্বারা অপর দুইটিকেও পাওয়া যাইতেছে। “পরং” এই পদে গায়ত্রীর “বরেণ্য” এই পদের অর্থ হইয়াছে, উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠতা-বাচক। “ধাম্মা শ্বেন সন্না নিরত্তরুহকং”—এই বাক্যে গায়ত্রীর ‘ভর্গ’ পদের অর্থ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার এতই অপরিমিত তেজ যে, তাঁহার নিকটে মায়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। যে স্থানে তেজঃ, সে স্থানে অন্ধকারের সত্তা থাকে না। মায়ার স্বরূপ তমোময়, অনন্তকোটি—সূর্য্যপ্রতিম তেজোময়বিগ্রহ শ্রীভগবানের নিকট তাহার সত্তার সম্ভাবনা কোথায়? পক্ষান্তরে—শ্রীভগবান্ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ আর মায়া অজ্ঞান-স্বরূপ, স্তুরাং জ্ঞানের নিকটে অজ্ঞানের পরাভব ও স্বাভাবিক। “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে”—এই অংশে গায়ত্রীর “যিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”—এই অংশের অর্থ উক্ত হইয়াছে। “ধীমহি” এই পদটি উভয় স্থলেই একরূপ এবং এক অর্থে বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়; ইহা ভিন্ন মুক্তির অপর উপায় নাই।

“তমেব বিদিস্মাতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায” (শ্বেতাং ৩৮)

স্তুরাং যে ভগবৎসাক্ষাৎকার মোক্ষের হেতু তাহাও প্রাবাহিক ধ্যান ব্যতীত সম্পন্ন হয় না—এই নিমিত্তই “ধীমহি” ক্রিয়ার অবতারণা। প্রথমে জীবগণ শ্রীভগবচ্চরিত্রাদি শ্রবণ মনন করিতে থাকে, তৎপরে তাহার ফল—ধ্যান সিদ্ধ হয়; এই ধ্যানই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের ও গায়ত্রীর সম্পত্তি, “ধীমহি” শব্দে উহাই সূচনা করিয়া, এই গ্রন্থের অধ্যয়নে এবং গায়ত্রী রূপে আধিকারিক জীবগণের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম, পরমাশ্রা এবং স্বয়ংভগবান্‌ই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। গায়ত্রীস্থিত ‘ভর্গ’ শব্দের অর্থ—তেজঃ বা চৈতন্ত, স্তুরাং চৈতন্ত বলাতেই তাহা হইতে অভেদ—চেতন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন এই চেতন কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়,—পর ব্রহ্মই চেতন এবং তিনিই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। যোগিগোষ্ঠবাক্য বলিয়াছেন :—

“প্রণব-ব্রাহ্মতত্ত্বাৎ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্তং পরমং ব্রহ্ম আশ্রা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥”

পক্ষান্তরে ‘ভৰ্গ’ শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম-শব্দে নরাকৃতি-পরব্রহ্ম ‘ঐক্য’ই অভিহিত হইয়াছেন।
পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন :—

“কৃষ্ণাখ্যন্ত পরং ব্রহ্ম তুবি জাতং ন সংশয়ঃ।” “তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুঃ”।

সেই জ্যোতিই ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ ঐক্যঃ। তিনিই “সবিতা”—প্রসবিতা অর্থাৎ জগজ্জন্মাদির কারণ এবং “দেব” বিবিধরূপে ক্রীড়ন-শীল, শরীর ব্যতীত ক্রীড়া ইহতে পারে না, স্ততরাং সবিতা ও দেব এই দুই বিশেষণে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ঐক্যের—অনন্ত শক্তির আশ্রয় হেতু সৃষ্টাদি কর্তৃক থাকায় ভগবন্ত। এবং স্বয়ং নিত্য অনন্ত ক্রীড়াপরায়ণ হেতু নিত্যশরীরিষ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” এই অংশে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্তক ঋকায় সর্কাস্তধ্যামী পরমাত্মা লক্ষিত হইয়াছেন—এই রূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং স্বয়ংভগবান্ ঐক্য গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহা দেখান হইল।

“ধর্মশব্দঃ পরমধর্মপরঃ” ইহার তাৎপর্য এই—নিকামতাই ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, যাহাতে কোন-রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাকেই নিকাম বলা যায়; উহাই পরম ধর্ম এবং ইহাকেই শ্রীভগবদ্ব্যাক্ত্যনুরূপ ভাগবতীয় ধর্ম বলা হইয়াছে। আর যাহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে প্রকৃত ধর্ম নহে; সেটি কামি-গণের স্বার্থ সিদ্ধির ছল মাত্র, ধর্মের নামে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-সাধনাই উহার মূল উদ্দেশ্য।

এবং স্কান্দে প্রভাসথণ্ডে চ ;—

“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং” ইত্যাদি।

“সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যে যে স্থানরামরঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্বং লোকে তচ্চ ভাগবতং স্মৃতম্ ॥
লিখিত্ব তচ্চ—” ইত্যাদি।

“অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্তিতম্।”—ইতি পুরাণাস্তরঞ্চ *।

“প্রস্থোহষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ। হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র ব্রহ্মবধস্তথা ॥

গায়ত্র্যা চ সমারস্তস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ ॥” ইতি।

অত্র “হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা” ইতি ব্রহ্মবধ-সাহচর্য্যেণ নারায়ণ-বর্ণনোচ্যতে।
হয়গ্রীব-শব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরেবোচ্যতে †। তেনৈব চ প্রবর্তিতা নারায়ণবর্ণনাখ্যা
ব্রহ্মবিদ্যা। তস্তাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ যঠে,—“যঠে অশ্বশিরো নাম” [ভাঃ ৬, ৯, ৫২,] ইত্যত্র
প্রসিদ্ধং, নারায়ণবর্ণনো ব্রহ্মবিদ্যাস্বঞ্চ ;—

* ‘পুরাণাস্তরঞ্চ’ ইত্যত্র ‘অগ্নিপুরাণে চ’ ইত্যপি পাঠঃ।

† ‘উচ্যতে’ ইত্যত্র ‘লভ্যতে’ ইতি কচিং পাঠঃ।

“ଏତଚ୍ଛୁଦ୍ଧା ତଥୋବାଚ ଦଧ୍ୟାତ୍ତାଧର୍ବଗନ୍ତ୍ୟୋଃ । ଏବର୍ଗ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ସଂକ୍ରୁତୋଽସତ୍ୟାଶ୍ଚିତଃ ॥” —

इति टीकोत्थापितवचनेन चेति । श्रीमद्भागवतस्य भगवत्प्रियव्रतେन भागवता-
ଭୀଷ୍ମେନ ଚ ପରମସାଦ୍ବିକୃତମ୍ । ଯଥା ପାଦୋ ଅନ୍ଧରୀଷଂ ପ୍ରତି ଗୌତମ-ପ୍ରଶ୍ନଃ ;—

“ପୁରାଣଂ ହଂ ଭାଗବତଂ ପଠିତ୍ସେ ପୁରତୋ ହରେଃ । ଚରିତଂ ଦୈତ୍ୟରାଜସ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦସ୍ୟ ଚ ଭୂପତେ !”

तत्रैव बाष्पलीमाहात्म्ये तस्मिन्नुपदेशः ;—

“ରାତ୍ରୋ ତୁ ଜାଗରଃ କାର୍ଯ୍ୟାଃ ଶ୍ରୋତବ୍ୟା ବୈଶ୍ଣବୀ କଥା ॥ ଗୀତା ନାମ-ସହସ୍ରଂ ପୁରାଣଂ ଶୁକ-ଭାଷିତମ୍ ।
ପଠିତବ୍ୟଂ ପ୍ରସଂହେନ ହରେଃ ସନ୍ତୋଷକାରଣମ୍ ॥”

तत्रैवाग्रतଃ ;—

“ଅନ୍ଧରୀଷ ! ଶୁକ-ପ୍ରୋକ୍ତଂ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତଂ ଶୁଣୁ । ପଠିତ୍ସ୍ବ-ମୁଖେନାପି ଯଦୀଚ୍ଛସି ଭବ-କ୍ଷୟମ୍ ॥”

स्कान्दे प्रह्लादसंहितायाଂ द्वारକାମାହାତ୍ମ୍ୟେ ;—

“ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପଠିତେ ହରି-ସମ୍ମିଧୋ । ଜାଗରେ ତତ୍ପଦଂ ଯାତି କୁଳବୃନ୍ଦ-ସମନ୍ବିତଃ” ॥ ୧୦ ॥

श्रीबलदेव-विद्याभूषणकृत-टीका ।

‘ଏହ’ ଇତ୍ୟାଦୌ ହୟଗ୍ରୀବାଦିଶବ୍ଦଯୋଗାନ୍ତଃ ନିରାକୂର୍ନ୍ ବ୍ୟାଚଟେ ;—ଅଞ୍ଜ ହୟଗ୍ରୀବେତ୍ୟାଦିନା । ଏତଂ
ଅନ୍ଧେତି । ଦଧ୍ୟାତ୍—ଦଧୀଚି । ଏବର୍ଗ୍ୟମିତି—ପ୍ରାଣବିଦ୍ୟାମ୍ । ନୟ ପାଦ୍ମାଦୀନି ସାଦ୍ବିକାନି ପଞ୍ଚ ସନ୍ତି, ତୈରଞ୍ଜ
ବିଚାର ଇତି ଚେତ୍ତଦ୍ବାହ ;—ଶ୍ରୀମଦିତି—ଏତସ୍ୟ ପରମସାଦ୍ବିକୃତେ ପାଦ୍ମାଦି-ବଚନାତ୍ତଦାହରତି ପୁରାଣଂ ହମିତ୍ୟା-
ଦିନା । କୁଳବୃନ୍ଦେତି—ତଂକର୍ତ୍ତୃକଂସ୍ରବଣମହିରା ତଂକୁଳସ୍ୟ ଚ ହରି-ପଦନାତ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୦ ॥

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका ।

गायत्रीमित्यादीति—इत्याद्यानन्तरमित୍ୟर्थः । तद्वस्तुस्तत्रोद्धवः—प्रकटनं यन्मात्रं । हेमसिंह-
सम्बन्धितं—हेमसिंहसासनमारुतं, पुराण-राजद्वारिणि । तस्या विद्यायाः प्रसिद्धमिति—तथा च हयग्रीवेण
एवर्गितव्याद्विद्याया अपि हयग्रीवेन प्रसिद्धिरिति भावः । ब्रह्मविद्यायङ्—ब्रह्मविद्यायें प्रसिद्धिः,
सारस्वत-कल्पाभिधेयाभिधातृत्वेनापि सारस्वतकल्पाः सूचितम् । तच्च गायत्र्याग्य-सरस्वतीमुपक्रम्या-
रक्ष्येन ब्रह्ममन्त्रे इति । एतदिति—अग्निध्यायुक्तं प्राङ्मुक्तवचनमित्यर्थः । इति टीकोत्थापितवचनेन
चेति—चकारात् भागवते तस्या विद्यायें ब्रह्मयें च कथन-लाभः । केचिदु ; हयग्रीवः—हयग्रीवा-
वतारः, ब्रह्मविद्या—ब्रह्मतत्त्व इत्याहः । हरेः सन्तोष-कारणमिति—अनेन भगवत्प्रियव्रतमुक्तं, भवन्म-
मिति तत्पदं यातीति च—भागवतानां भगवद्भक्तानामतीष्टतत्त्व-सूचकम् ॥ १० ॥

अनुवाद ।

श्रीमद्भागवतେର ପରିଚୟ । ଯଂସ୍ୟ ପୁରାଣେର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ଦ୍ଧ ପୁରାଣେର ପ୍ରତୀକ୍ଷାସଂଖ୍ୟେତଃ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେର ପରିଚୟ ଦେଓୟା ହୈୟାହେ :—“ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ଗାୟତ୍ରୀ ଅବଲମ୍ବନେ ପରମ ଧର୍ମେର ବିସ୍ତାର
ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୈୟାହେ—” ଇତ୍ୟାଦି ।

ସାରସ୍ବତ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଭଗବତ୍ତୀଳା ହୈୟାହେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲୀଳା ସଦ୍ବକ୍ତି ଯେ ସକଳ ଦେବତା ଓ

মহুয়া হইয়াছিল; সেই বিষয় গুলি যে গ্রন্থের স্থল বিশেষে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। “লিখিষ্য তচ্চ যো দদ্যাত” এবং “অষ্টাদশ সহস্রাণি—” ইত্যাদি মন্ত্র পুরাণের অল্পরূপ শ্লোকের দ্বারাও এখানে বলা হইয়াছে। স্বাক্ষ বা পুরাণান্তরেও আছে :—“বাহাতে হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রাহ্মের বধ-ব্রহ্ম বর্ণিত আছে এবং যাহার আরম্ভেই (প্রথম শ্লোকেই) গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; এমন আঠার হাজার শ্লোকে নিবন্ধ ষাটশত্বেদযুক্ত গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ।”

উক্ত শ্লোকে “হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা”—যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মবধের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাকে “নারায়ণবর্ষ”ই বলা হইয়া থাকে। হয়গ্রীব শব্দে এক্ষলে ‘দধীচি’ মুনি কথিত হইয়াছে, সেই দধীচিমুনির অশ্বমুণ্ড ছিল। তাঁহারই প্রচারিত “নারায়ণবর্ষ” নামক ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে, দধীচিমুনির অশ্বমুণ্ডের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে :—“সেই দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ‘অশ্বশিরো’ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, যাহার বলে উভয়ে জীবমুক্ত হয়। দধীচির অশ্ব-শির ছিল, তদ্বারা ঐ বিদ্যা কথিত হওয়ায়, বিদ্যার নামও অশ্বশির বা হয়গ্রীব হইয়াছিল।” ঐ স্থানের শ্রী-শ্রীধরস্বামিপাদেবের টীকাযুক্ত বচনে নারায়ণ-বর্ষের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে :—“অখর্ববেদবিৎ দধীচিমুনি অশ্বিনী কুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে, প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যারূপ) ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণবর্ষ) উপদেশ করিয়াছিলেন।”

যদি কেহ আশঙ্কা করেন—পদ্ম-পুরাণাদি যে পাঁচটি সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, তদ্বারাই পরমার্থ বিচার হউক?—তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অতিশয় প্রিয়, তরলিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণেরও অত্যন্ত অভিষ্ট, স্তব্ধাং অন্তঃ সাত্ত্বিক পুরাণ অপেক্ষা ইহারই সাত্ত্বিকতার আধিক্য জানিতে হইবে।

পদ্ম-পুরাণে অধরীষ রাজার প্রতি গোতম ঋষির প্রশ্নে উহা প্রকাশ পাইয়াছে :—“বাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এবং প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত আছে, তুমি সেই ভাগবতকে শ্রীহরির অগ্রে পাঠ করিয়া থাক?” উক্ত পুরাণেই ব্যঞ্জলীব্রত-মাহাত্ম্য প্রকরণে অধরীষকে গোতম উপদেশ করিয়াছেন :—“ব্যঞ্জলী মহাষাদশীর রাত্রিতে জাগরণ এবং শ্রীবিষ্ণুর লীলাগুণ শ্রবণ করা কর্তব্য। তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম এবং শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত যত্নপূর্বক পাঠ করা উচিত।” পদ্মপুরাণের স্থানান্তরে বলা হইয়াছে :—“অধরীষ! তোমার যদি সংসারক্ষয় করিবার বাসনা থাকে, তবে নিত্য শ্রীশুক-প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কর এবং স্বয়ং নিজ মুখেও পাঠ কর।” স্বল্পপুরাণের প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে :—“যিনি হরিবাসরের দিন শ্রীহরির নিকটে ভক্তিপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি স্বয়ং তো শ্রীভগবদ্ভ্যাম লাভ করেনই, এমন কি তাঁহার সমস্ত কুল পর্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকে” ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।

(২০) নারায়ণ বর্ষের হয় গ্রীব নাম হইবার শাস্ত্রীয় একটা আখ্যায়িকায় এই রূপ পাওয়া যায় :—কোন সময়ে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, দধীচি মুনির প্রাণবিদ্যায় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অতিশয় নিপুণতা অবগত হইয়া ঐ বিদ্যালোভের ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“ভগবন্! আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন।” অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া দধীচি বলিয়াছিলেন—“আমি এক্ষণে একটা কার্যে ব্যস্ত আছি, আপনারা এখন গমন করুন; পরে আমি বলিব।”

তাহার পর অশ্বিনীকুমার চলিয়া গেলে—ইন্দ্র আসিয়া দধীচিকে বলিয়াছিলেন—“মুনিবর ! অশ্বিনী-কুমার জ্ঞাতিতে বৈষ্ণ, ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা দিবেন না। যদি আমার এই বাণী লভন করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন—আপনার শিরশ্ছেদন হইবে”। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র গমন করিলেন, পরে পুনরায় অশ্বিনীকুমার-দ্বয় দধীচির নিকটে আসিলেন, এবং মূনির মুখে ইন্দ্রের ঐরূপ অসম্ভাবহার অবগত হইয়া বলিলেন :—“মুনিবর ! আপনি এজ্ঞা কোন ভয় করিবেন না, আমরা প্রথমেই আপনার মস্তক ছেদন করিয়া তৎপরিবর্তে একটা অশ্বমুণ্ড যোগবলে ঐ স্থানে লাগাইয়া দিই; ঐ মুখে আমা-দিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র যখন আসিয়া আপনার এই কার্ণের প্রতিকূল-স্বরূপ অশ্বমুণ্ড ছেদন করিবে, তখন আবার আমরা আপনার সেই পূর্ব মস্তক শরীরে লাগাইয়া দিব এবং আপনার এই বিদ্যা দানের উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া চলিয়া যাইব।” তাহার পর দধীচি সত্য-লোপ-ভয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাক্যে সন্মত হইয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যানামক নারায়ণ-বর্ষ অশ্বমুণ্ড উপদেশ করিয়াছিলেন।

দধীচি মূনির সেই অশ্বমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া প্রচারিত হওয়ায়, নারায়ণ বর্ষের “হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা” এই একটি নামও জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ “হয়গ্রীবোণ—দধীচিন। প্রবর্তিতা—প্রচারিতা ব্রহ্ম-বিদ্যা—হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা”—এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাস করিয়া ঐ অর্ণের সঙ্গতি করিতে হইবে।

“পঠস্ব স্বমুখেনাপি”—এই ‘অপি’ শব্দে, স্বয়ং কেহ কখন পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ প্রতিনিধি দ্বারাও পাঠ করাইবে, এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

“শুক-প্রোক্তঃ”—এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষণ দেখিয়া অনেকের মনে সন্দেহ আসিতে পারে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতক অংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—এই অংশটি শ্রীমদ্ভাগবত নহে, কারণ—দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতেই পরীক্ষিতের প্রাতি শ্রীশুক দেবের উক্তি, আর দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ-অধ্যায়ের “জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ” এই স্থানেই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট হইতে শ্রীশুকদেবের গমন বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও আবার কতকগুলি শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি এবং কতকগুলি শ্রীহৃত-শৌনকাদির উক্তিও আছে। হৃত-শৌনক সংবাদ তো শ্রীশুকদেবের পরবর্তী ! তবে শুকপ্রোক্ত কি কোন অংশবিশেষ এবং তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত ?—এই আশঙ্কা নিরাস করিতেই শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেনঃ—“অনাগতাত্যানেনৈবাস্ত শাস্ত্রস্ত প্রবৃত্তেঃ” অর্থাৎ যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই ; সেই ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি, স্ততরাং এখানে বৃত্তিতে হইবে—গায়ত্রীর অর্গদ্যোতক, “জয়ান্যস্ত”—ইত্যাদি শ্লোক হইতে “বিষ্ণুরাতমমুচ্চং ।” ইত্যস্ত শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থই—শ্রীমদ্ভাগবত ! ইহা অনাদিসিদ্ধ এবং এই সম্পূর্ণ অংশই শ্রীবাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ শুক-পরীক্ষিতের এবং হৃত-শৌনকাদির উক্তি প্রত্যুক্তি গুলিও অনাদিকাল হইতে সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। তবে পুরাণ-প্রকাশ কালে শ্রীবেদবাস সর্বাংশে প্রকাশ না করিয়া শ্রীমদ্ভাগ-বতের মাত্র অভিধেয়াংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন, পরে—ভারত প্রকাশের পর ঐ গুলির দ্বারা সম্বন্ধিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। একথা স্বীকার না করিলে অজ্ঞাত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় ;—

“ধাত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ । অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তং প্রকীর্তিতম্ ॥

প্রোহোইষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশ-স্কন্ধসম্বিতঃ । গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তথৈ ভাগবতং বিতুঃ ॥” (মৎস্তপুঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্লোকে গায়ত্রীর অর্থ বর্ণন আছে, যদি প্রথম-স্কন্ধ ত্যাগ করা হয়; তবে উহার অস্তিত্ব থাকে না। বিশেষতঃ ঐ বচনের প্রতিপাদিত ভাগবত, আর—“অধরীষ শুকপ্রোক্তং”—এই বচনস্থ ভাগবত দুই হইয়া পড়ে, “দ্বাদশস্কন্ধসমিতঃ”—এ কথাও নিরর্থক হয় এবং আঠার হাজার স্লোকেরও সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীশুকদেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ তো কোথাও পাওয়া যায় না? বরং দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত ভাগবতই বলিয়াছিলেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনায় বোধ হয়;—

“ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসমিতম্। উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানুনিঃ ॥

তদিনং গ্রাহয়ামাস স্তুতমাস্তবতাস্থরম্। সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদৃতম্।

স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্ ॥

শ্রীবেদব্যাস যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান এবং শ্রীশুকদেবও উহাই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন;—ইহাই ঐ বচনগুলির তাৎপর্য, স্তুতরাং তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে আর উল্লিখিত আশঙ্কার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

“পুরাণং স্বং ভাগবতং—” ইত্যাদি শ্লোক হইতে “শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা—” ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবৎপ্রিয়স্ব এবং ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ প্রমাণিত করিয়া পরম শাস্ত্রিক স্বাপন করা হইয়াছে।

গারুড়ে চ;—

“পূর্ণঃ সৌহর্যমতিশয়ঃ। অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্গয়ঃ ॥

গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎভাগবতোদিতঃ ॥

দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিঃ ॥” ইতি।

ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্ত্রাবিভূতম্ * তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। তস্মাস্তদ্বাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যবর্তীচীনমমৃদন্যোবাং † স্বস্বকপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।

“ভারতার্থবিনির্গয়ঃ—নির্গয়ঃ সর্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

ভারতং সর্ববেদাশ্চ তুল্যমারোপিতাঃ পুরা। দেবৈব্রহ্মাদিভিঃ সর্বৈবঃ ॥ বিভিন্ন সমন্বিতেঃ ॥

বাস্তবৈশ্বাশ্রয়া তত্র ক্তারিচ্যত ভারতম্। মহাভারবজ্রাচ্চ ‡ মহাভারতমুচ্যতে ॥”—

ইত্যাদ্যুক্তসংকলনস্য ভারতস্যার্থ-বিনির্গয়ো যত্র সঃ। শ্রীভগবতোব তাৎপর্যং তস্যাপি। তদন্তঃ মোক্ষধর্মো নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন;—

* “আবির্ভাবিত্ব” ইতি বা পাঠঃ। + “অন্তরন্তেষাং” ইত্যত্র “অন্তরন্তেষাং” ইতি কচিং।

‡ “ভারতস্বাং” ইতি ত্রিগোষামিড্ভাচার্যদ্বতঃ পাঠঃ।

“ইদং শতসহস্রাঙ্কি ভারতাত্মান-বিস্তরাং । আমথা মতিমহেন জ্ঞানোদধিমমুত্তমম্ ॥
নবনীতং যথা দগ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা । আরণ্যং সর্ববৈদেভ্য ওষধীভ্যোহমৃতং যথা ॥
সমুদ্ভূতমিদং ব্রহ্মণ ! কথামৃতমিদং তথা । তপোনিধে ! ইয়োক্তং হি নারায়ণ-কথাশ্রয়ম্ ॥”
[ইতি ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণাভূষণকৃত-টীকা ।

গারুড়বচনৈশ্চ পরমসাম্বিকস্য ব্যঞ্জয়ন্ ব্রহ্মহুত্ৰাণ্যর্থ নির্ণায়কত্বং গুণমাহ ;—অর্থোহয়মিতি । গারুড়-
ব্যাক্যপানি ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মহুত্ৰাণামিত্যাদিনা । তস্মাৎব্রহ্মহুত্ৰাদি, —অত্ৰৈষম্বাচাৰ্য্য-রচিতমামুনিকং
ভাষ্যং তদনুগতং শ্রীভাগবতাবিরুদ্ধমেবাদর্শবাং, তদ্বিরুদ্ধং শঙ্কর-ভট্ট-ভাষ্করা-রচিতং তু হেয়মিত্যর্থঃ ।
ভারতার্থেতি পদং ব্যাকুর্ধ্বং ভারতবাক্যোদৈব ভারতস্বরূপং দর্শয়তি, —নির্ণয়ঃ সর্বেতি । ভারতং
কিংতাংপর্য্যাকমিত্যাহ ;—শ্রীভগবত্যেবেতি, তস্মাৎ ভারতস্তাপীত্যর্থঃ । ভারতস্তাং ভগবন্তাংপর্য্যাকত্বে
নারায়ণীয়-বাক্যমুদাহরতি ;—ইদং শতত্যাди ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

অর্থঃ—অর্থয়তি বোধয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যর্থবোধ্যকঃ । বিবরণোদীদং—তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইতি ।
হুত্বস্বেন—সকল-বেদতাংপর্য্য-বিষয়-পরমার্থ-সংগ্রাহকস্বেন গৃঢ়তয়া স্থিতস্বেন চ যৎ পদাং মনস্তাবিত্বং
গায়ত্রীসমানার্থকং, তদেবেত্যর্থঃ । হুত্বস্বেন—উপক্রমরূপস্বেন, বিত্তীর্ণস্বেন—সদৃষ্টাঙ্ক-যুক্ত্যুপপত্তাসেতি-
হাসাদিনা গায়ত্র্যর্থ-তস্তাংপর্য্যবিস্তারকস্বেন । তস্মিন্—ভাগবতে । তদনুগতং—ভাগবতার্থ-সম্বাদি ন
তু তদ্বিপরীত্যর্থকম্ । বিনির্ণয়ঃ বিশেষণে নির্ণায়কঃ । যদ্বা—‘বিশিষ্য নির্ণয়ে যত্র তদ্ব্যাপকত্বম্’ ইতি
যন্তংপদপূরণার্থো জ্ঞেয়ঃ । অত্যাচার্য্যতেতি সকলবেদার্থানাম্ সহৈতুকং বিবৃত্যাবির্ভাবকত্বাৎ ।
তদেবাহ ;—মহত্বাদিতি—যষ্টিলঙ্ক-শ্লোকোক্তকস্বেন সকল-বেদার্থসংগ্রাহকত্বাৎ । ভারতত্বাৎ—পরতত্ত্বস্বাক-
পরমভাগবত-ভরত-বংশপ্রসঙ্গাৎ । ভারতাত্মান-বিস্তরাং—ভারতাত্মান-বিস্তারমালোচ্য তত্র স্থিতং
জ্ঞানোদধিমামুত্ব তস্মাদিদং কথামৃতং সমুদ্ভূতমিত্যর্থঃ । কথায়্য অমৃতত্বে হেতুঃ—নারায়ণকথাশ্রয়মিতি ।
এতেন যথা নারায়ণস্তাং ভগবদপরনামকস্তাং স্বরূপ-গুণলীলাবর্ণনস্তাং সর্বশাস্ত্র-সারস্বাত্তদাত্মানাশ্রয়-ভারতমুত্তমং,
তথা ভগবদ্গুণ-বর্ণনপ্রধানস্বেন শ্রীভাগবতমুত্তমমিতি দর্শিতং, ভারতাত্মা-বর্ণনসম্বলিতস্তাং নারায়ণীয়াধ্যা-
নাংশস্তাং উক্তসারস্ব-কথনাত্ততোহধিক-ভগবৎস্বরূপগুণাদি-বর্ণনমাত্রাশ্রয়কস্তাং ভাগবতস্তাং ভারতাদ্যধিক্য-
স্থিতিম্ ॥ ২১ ॥

অমুবাদ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মহুত্ৰাদিনা অর্থনির্ণায়কত্বম্ । গারুড়-পুরাণের বচন দ্বারা
শ্রীমদ্ভাগবতের পরম সাম্বিকত্ব স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মহুত্ৰাদির অর্থ-নির্ণায়কত্ব গুণ কীর্তন
করিতেছেন :—“শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ, অতি প্রাঞ্জল অর্থ ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে ; ব্রহ্মহুত্ৰের
এবং মহাভারতের অর্থ ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে । এই গ্রন্থে গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ
পাইয়াছে বলিয়া গায়ত্রীর ভাষা বলা যায়, বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যও শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবিষ্ট আছে । সামবেদ
যেমন বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি ঐ সকল কারণে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মধ্যে প্রধান । সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্

কর্তৃক কথিত বলিয়া এই গ্রন্থকে “ভাগবত” বলা হয়। এই গ্রন্থে ষাটশটি (১২) স্কন্ধ, পঞ্চত্রিংশ অধিক তি শত (৩৩৫) অধ্যায় এবং অষ্টাদশ সহস্র (১৮০০০) শ্লোক বিদ্যমান আছে।”

“ব্রহ্মসূত্রাণাং অর্থঃ”—অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে তিনি তাঁহার বিস্তৃত অর্থ সংক্ষেপ করিয়া সূত্ররূপে প্রকাশ করেন, তাহার পর তাঁহা হইতেই বিস্তাররূপে সাংক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রচারিত হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে আধুনিক অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অমূল্য হইলেই আদর করা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতে অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণীত হওয়ায় ইহাকে ‘ভারতার্থবিনির্গয়ঃ’—এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে ;—“যাহাতে সকল শাস্ত্রের নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকেই ‘ভারত’ বলা হয়। পূর্বকালে শ্রীবেদ-ব্যাসের অমূল্য অমৃতাদি দেবগণ ঋষিগণের সহিত একত্রিত হইয় পরিমাপক বস্ত্রের একদিকে সমস্ত বেদ এবং অপর দিকে ভারতকে রক্ষা করেন, কিন্তু তখন ভারতই ভা হইয়াছিল।” এইরূপে বেদ হইতে ভারতের মহত্ব এবং ভারবত্তা উপলব্ধি হওয়ায় ঐ গ্রন্থ “মহাভারত নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

মহাভারতেরও যে শ্রীভগবানেই তাৎপর্য, তাহা মহাভারতের মোক্ষ-ধর্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে শ্রীবেদব্যাসের প্রতি জনমেজয়ের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে;—“হে তপোনিধি! যেমন দাঁ হইতে নবনীত, মলয় পর্বত হইতে চন্দন, সকল বেদ হইতে আরণ্যক—উপনিষদ এবং ওষধি হইতে অমৃত আবিষ্কৃত হইয়াছে; তেমনি লক্ষ শ্লোকাঙ্ক বিস্তৃত মহাভারত আলোচনা-পূর্বক তম্যদ্যহ জ্ঞানরূপ সমুৎপন্ন করিয়া, নারায়ণ কথাশ্রয় উপাখ্যানরূপ অমৃত আপনাকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ নারায়ণী উপাখ্যান আপনি কীর্তন করিয়াছেন” ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য।

(২১) “অর্থোইয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং”—এ স্থলে ‘অর্থ’ শব্দে “অর্থযতি—বোধযতি”—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ‘বোধক’ এই অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থের জ্ঞাপক। গ্রন্থকার এই পদের অর্থ—“অকৃত্রিমভাষ্যভূতম্”—ইহা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমবিকাশ এইরূপ পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণঈশ্বর্যেণ বৈকালে, কল্পান্তে অন্তর্হিত শ্রীমদ্ভাগবতকে নিখিল জীবের পরম মঙ্গল কামনায় আবির্ভাব করাইতে ইচ্ছুক হইয়া সমাধিষ্ম হইয়াছিলেন তখন সমস্ত বেদের অতি নিগূঢ় তাৎপর্য - পরমার্থের সংক্ষেপ-সংগ্রাহক একটি পদ্য তাঁহার মনে আবির্ভূ হইয়াছিল—তাহাই গায়ত্রীর সমান অর্থযুক্ত, পরে তাহা হইতেই সূত্ররূপে অর্থাৎ উপক্রমাত্মক গ্রন্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাহার পর দৃষ্টান্ত, যুক্তি, অবতারণা, ইতিহাস-ভা গায়ত্রীর তাৎপর্য এবং উপদংহার প্রভৃতির সহিত সুবিস্তৃত অর্থ সম্বলিত পরিদৃষ্টমান—এই শ্রীমদ্ভাগবত জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—এ কথা বলায় গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইপ্রকার বোঝা যায়;—শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনও যাহা; ব্রহ্মসূত্রেরও তাহাই জানিতে হইবে কারণ জগতে যত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে, তাহার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পৃথক্ হয় না। মূল গ্রন্থের তত্ত্বনিচ

ব্যাখ্যা গ্রন্থেই পরিষ্কৃত থাকে। এখন দেখা যাইতেছে; শ্রীমদ্ভাগবতের আদি-মধ্য-অন্ত—এ সকল স্থানেই সগুণ সর্বশক্তিমান্ সর্বশেষ—শ্রীভগবানেরই তত্ত্ব বিকাশ হইয়াছে এবং সম্বন্ধতত্ত্ব ও অভিধেয়তত্ত্বও যে তিনি, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ভক্তিকেও অভিধেয়রূপে বলিয়া প্রেমকে প্রয়োজনরূপে স্থাপন করা হইয়াছে স্তবরাং ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধাদিও যে তাহার অমুরূপ, ইহা বলাই বাহুল্য! এমন অকৃত্রিম ভাষা—শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অজ্ঞাত ভাষার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তবে কলি-জীবের বুদ্ধিবৃত্তির দুর্বলতা নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর দুর্গম অর্থের বোধ না হওয়ায়, ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য বিষয়ে অনেকেই সন্নিহান হইয়া পড়েন, সেই নিমিত্ত কখন কখন ব্রহ্মসূত্রের আধুনিক ভাষ্যগুলির আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু সেটি শ্রীমদ্ভাগবতের অমুরূপে হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রীমাদ্ধ-রামাহুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কৃত ভাষ্য সকলের মধ্যে যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অবিকল্প তাহাই আমার আদরণীয়, অশব ভাগবতার্গ-বিরুদ্ধ ভাষ্যগুলি পরিত্যাজ্য।

আর এক কথা—মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় যদি ব্যাখ্যা গ্রন্থে পরিষ্কৃত থাকে; তবে শ্রীশঙ্কর-ভট্ট-ভাষ্যর প্রভৃতি মহামুদ্রবগণের রচিত ভাষ্যগুলিকে অনাদর করিবার হেতু কি?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যেহেতু মূলগ্রন্থকার এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থকার পৃথক্ পৃথক্ থাকেন, সেই স্থানেই মূলের অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রকাশ হইল কি না—এইরূপে একটা সম্মেহ আদিয়া পড়ে; কিন্তু যেখানে মূল গ্রন্থকর্তা এবং ব্যাখ্যা-গ্রন্থকর্তা এক ব্যক্তিই হয়েন, সে স্থানে তো ঐরূপ সম্মেহের কারণ কিছুই দেখা যায় না! এখানে ব্রহ্মসূত্রের যিনি প্রণেতা, অপৌরুষেয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশকও তিনিই। আবার শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—এ কথাও “অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রোপাঃ”—এই শ্রীবেদব্যাসেরই গ্রন্থ—গরুড় পুরাণের বাক্যে জানা যাইতেছে, স্তবরাং ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা অবধারিত। এই জন্তই গ্রন্থকার, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমের নির্ণয়-কল্পে শাক্ত-ভাষ্যাদি ব মত অমুরূপ না হওয়ায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহাভারতের অধিকাংশ স্থলেই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যবর্ণ-দেব-দানব-মুনি-পুত্র প্রভৃতির চরিত্র বর্ণন, রাজ-দর্শ-দানদর্শ-ব্রত-নিয়ম প্রভৃতি কাম্য কর্মের এবং জ্ঞানযোগ-মোক্ষদর্শাদির কীর্তন দেখা যায়। তাহার মধ্যে কেবল শান্তিপর্বে মোক্ষদর্শের অন্তর্গত নারায়ণীয় প্রকরণেই ভগবান্ শ্রীনারায়ণের স্বরূপ-গুণ-লীলা বর্ণনের আধিক্য রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং গুণ-লীলাদি বর্ণনের আধিক্য আছে। বিশেষতঃ মুখ্যরূপে শ্রীভগবানের গুণলীলাদি কীর্তন করিয়া পূর্ণমনোরথ হওয়াই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ স্তবরাং মহাভারত অপেক্ষাও যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে মহাভারতে সর্বশাস্ত্রের সার—শ্রীভগবানের গুণ বর্ণন, সাধারণতঃ অধিক-রূপে থাকায় অজ্ঞাত শাস্ত্র অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা—“নারায়ণকথাশ্রয়ম্”—এই বিশেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তথা চ তৃতীয়ে ;—

“মুনির্বিকল্পকুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।

যস্মিন্ন্ গাং গ্রাম্য-কথানুবাদৈর্ম্মতিগৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥” [ভা০ ৩, ৫, ১২] ইতি ।

তস্মাৎ * গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ—তথৈব হি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তদ্ব্যাখ্যানে ভগবানেব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ । অত্র “জন্মান্ত” ইত্যস্ত ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে । বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ—বেদার্থস্ত পরিবৃংহণং যস্মাৎ । তচ্ছোক্তম্ ;—“ইতিহাস-পুরাণাত্ম্যম্” ইত্যাদি । পুরাণানাং সাংগরূপঃ—বেদেষু সামবৎ স তেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ । অতএব স্কান্দে ;—

শতশোহথ সহস্রৈশ্চ কিমৃচৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ । ন যন্ত তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ † । গৃহে ন তিষ্ঠতে যন্ত স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র ! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ । তত্র তত্র হরির্ধাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ !
বঃ পঠেৎ শ্রবতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে ! অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥” [ইতি ।

শতবিচ্ছেদসংযুতঃ—পঞ্চত্রিংশদধিকশতব্রহ্মাধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ, স্পষ্টার্থমন্তঃ ।
তদেবং পরমার্থবিবিশ্ভুতিঃ শ্রীভাগবতমেব সাংস্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্ ।

(হেমাঙ্গের তথ্যে—

“শ্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।

কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদ্বিহ । ইতি ভারতমাত্মন্যং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥”

ইতি বাক্যং শ্রীভাগবতীয়ত্বেনোখ্যাপ্য ভারতস্য বেদার্থ-তুল্যত্বেন নির্ণয়ঃ কৃত ইতি তন্মতানুসারেণ ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং ;—ভারতার্থস্ত বিনির্ণয়ঃ—বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ে যত্নেতি । যস্মাদেবং ভগবৎপরস্তস্মাদেব “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্”—ইতি কৃত-লক্ষণ-শ্রীমদ্ভাগবতনামা গ্রন্থঃ শ্রীভগবৎপরায় গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপোহসৌ ।

তদুক্তং—“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্”—ইত্যাদি । তথৈব হি অগ্নিপুরাণে তস্য ব্যাখ্যানে বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ ।

তত্র তদীয়ব্যাখ্যা-দিগদর্শনং যথা ;—

“তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভগ্নস্তজ্জ্যো যতঃ স্মৃতঃ ।”

ইত্যারভ্য পুনরাহ ;—

“তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জ্যাদিকারণম্ । শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ ॥

* “তস্মাৎ” ইতি পাঠঃ কচিন্নাস্তি ।

† “বিনা” ইতি বা পাঠঃ ।

কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিৎ দৈবতাত্মমিহোত্রিণঃ । অগ্ন্যাদিকৃপী বিষুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ॥” ইতি ।

অত্র “জন্মান্তস্ত” ইত্যস্ত ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে । “কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়ম্” ইতু্যপসংহারবাক্যে চ “তচ্ছ্রুতম্” ইত্যাদি-সমানমেবাগ্নিপূরণে তব্য্যখ্যানম্ ।

“নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভগ্নমধীশ্বরম্ । অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েম হি বিমুক্তয়ে ॥” [ইতি ।

অত্রাহং ব্রহ্মেতি—“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ” ইতি ত্র্যয়েন যোগ্যত্বাৎ স্বস্ত তাদৃক্ত-ভাবনা দর্শিতা । ধ্যায়েমেতি—অহং তাবৎ ধ্যায়েয়ং, সর্কে চ বয়ং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ । তদেতন্মতে তু মন্ত্ৰেহপি ভগ্নগদ্যোহয়মদন্ত এব স্মৃতাঃ । “স্বপাং সুলুক্” ইত্যাদিনা ছান্দসসূত্রেণ তু দ্বিতীয়ৈকবচনস্ত ‘অমঃ’ ‘স্ব’ ভাবো জ্ঞেয়ঃ ।

যত্ন দ্বাদশে—“ওঁ নমস্তে” ইত্যাদিগণ্ডেষু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তবঃ, তৎ পরমাত্ম-দৃষ্ট্যৈব ; ন তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ ।

তথৈবাগ্রে শ্রীশৌনক-বাক্যে ;—

“ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং ব্যুহং সূর্য্যায়ানো হরেঃ ।” ইতি ।

ন চাস্ত ভগ্নস্ত সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বম্ । মন্ত্ৰে বরণ্যশব্দেন, অত্র চ গ্রহে পরগন্ধেন পরমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততয়া দর্শিতত্বাৎ । তদেবমগ্নিপূরণেহপ্যুক্তম্—

“ধ্যানেন পুরুষোয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্য-মণ্ডলে । সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিশেষঃ পরমং পদম্ ॥” ইতি ।

ত্রিলোকী-জনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে বিনাশিনি সূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্য্যামিতয়া প্রাভুত্বতোহয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্যঃ—উপাসিতব্যঃ । যত্ন বিষ্ণোস্তস্ত মহাবৈকুণ্ঠ-রূপঃ পরমং পদং, তদেব সত্যং—কালত্রয়াবাভিচারি, সদাশিবঃ—উপদ্রবশূন্যং, যতো ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ । তদেতন্মাত্রায়াং প্রোচ্য পূরণলক্ষণ-প্রকরণে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রী-মিত্যাগপ্যুক্তমগ্নিপূরণে । তস্মাৎ ;—

‘অগ্নেঃ পূরণং গায়ত্রীং সমেত্য * ভগবৎপরাম্ । ভগবন্তং তত্র মহা জগজ্জন্মানাদিকারণম্ ॥

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্ব্বকম্ । শ্রীমদ্ভাগবতং শব্দং পৃথ্যাং জয়তি সর্ব্বতঃ ॥’

তদেবমস্যা শাস্ত্রস্য গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৃত্তির্দর্শিতা । যত্ন সারস্বতকল্পমধিকৃত্যেতি পূর্ব্বমুক্তং, তচ্চ গায়ত্র্যা ভগবৎপ্রতিপাদকবাগ্নিশেষরূপসরস্বতীত্বাৎপযুক্তমেব । যত্ন-মগ্নিপূরণে ;—

“গায়ত্ৰ্যুৎখানি শাস্ত্রাণি ভগ্নি প্রাণান্তত্বে চ । ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ ।

* “সম্বত্য” ইতি পাঠঃ শ্রীগোষামিত্রাচার্য্যঃ ভঃ ।

প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাগ্ৰূপস্বাং সরস্বতী ॥” ইতি ।

অথ ক্রমপ্রাপ্ত্য ব্যাখ্যা ;—

বেদার্থপরিবৃংহিত ইতি—বেদার্থানাং পরিবৃংহণং যস্মাৎ, তচ্ছোক্তমিতিহাস-
পুরাণাভ্যামিতি । পুরাণানাং সামরূপ ইতি—বেদেষু সামবৎ পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ।
পুরাণান্তরাণাং কেষাঞ্চিদাপাততো রজস্তুমসী জুষ্মানৈন্তৎপরত্বাপ্রতীতত্বেহপি বেদানাং
কাণ্ডত্রয়বাক্যৈকবাক্যতয়াং * যথা সাম্না তথা তেষাং শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্যে
শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসানমিতি ভাবঃ ।

তদ্বৃক্তম্ ;—

“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥” ইতি—

প্রতিপাদয়িষ্যতে চ তদিদং পরমাত্মসন্দর্ভে । সাক্ষাৎভগবতোদিত ইতি ;—“কস্মৈ
যেন বিভাবিতোহয়ং” ইত্যুপসংহারবাক্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ । শতবিচ্ছেদসংযুত ইতি—
বিস্তরভিযা ন বিব্রিয়তে । তদেবং শ্রীমদ্ভাগবতং সর্বশাস্ত্রচক্রবর্তিপদমাণ্ডমিতি হিতৈ
‘হেমসিংহসম্বিতং’ ইত্যত্র ‘হেমসিংহাসনারূঢ়ম্’ ইতি টীকাকারৈরেষদ্ব্যখ্যাতং তদেব
যুক্তম্ ।

অতঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যৈবাব্যাসাবশ্যকত্বং † শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্কান্দে নির্ণীতম্ ;—

“শতশোহথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ । ।

*

*

*

তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি
স্থিতম্ ‡) ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

নহু শ্রীভাগবতস্ত ভারতার্থ-নির্ণায়কত্বং কথং প্রতীতমিতি চেত্তত্রাহ ;—তথা তৃতীয়ে ইতি ।
মুনিরिति—মৈত্রেয়ঃ প্রতি বিদুরোক্তিঃ । তে—মৈত্রেয়স্ত গুরুপুত্রস্বাং সখা, ক্লকো—ব্যাসঃ । গ্রাম্যা—
গৃহিণী-কর্তব্যতাং-লক্ষণা ব্যবহারিকী—মুখিক-বিভাল-গৃহ-গোমায়ু-দৃষ্টান্তোপেতা চ কথা । তত্তৎস্বার্থ-

* “কাণ্ডত্রয়বাক্যতয়াং” ইতি পাঠঃ শ্রীমদগোষামিভট্টাচার্যসম্বতঃ ।

† “অত্যাশকত্বং” ইতি শ্রীগোষামিভট্টাচার্য-সম্বতঃ পাঠঃ ।

‡ ()—এতৎকল্পনীমধ্যস্থিতো মূল্যংশস্ত কস্মিংশিৎ হস্তলিখিতপ্রাচীনপুস্তকে বহরমপুরমুক্তিসম্বল্লভে
চ দৃষ্টঃ, ব্যাখ্যাতক শ্রীমদগোষামিভট্টাচার্যঃ, অতোহস্মাভিরত্র মূলে সন্নিবেশিতঃ । নাস্তু কচিৎ কচিৎ
পাশ্চাত্যপুস্তকেষসম্ভাবাদুপেক্ষণীয়ম্, এতদংশোক্তাগ্নিপুৰাণবচনানাং চ—“এবমগ্নিপুৰাণে গায়ত্র্যর্থঃ
শ্রীভগবানেবাভিমতঃ, তৎচনানি তত্ত্বসন্দর্ভে দৃষ্টানি” ইত্যনেনৈতদগৃহকৃষ্টিঃ শ্রীমজ্জীবগোষামিচরণৈঃ
ক্রমসন্দর্ভেহকীকৃতস্বাং স্মৃতরামাদরণীয় এব সঃ ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

কৌতুককথা-শ্রবণায় ভারতসদসি সমাগতানাং নৃণাং শ্রীগীতা-শ্রবণেন হরৌ মতিগৃহীতা শ্রাদ্ধিতি তৎকথাস্থবাদ এব, বস্তুতো ভগবৎপরম্ভে ভারতমিতি শ্রীভাগবতেন নিগীতমিত্যর্থঃ । সামবেদবদন্ত শ্রৈষ্ঠ্যে স্বান্নবাক্যম্—শতশোহথেত্যাদি,—প্রকটার্থম্ । তদেবমিতি—উক্তগুণগণে সিদ্ধে সত্যীত্যর্থঃ ॥২২

শ্রীরাধামোহন-গোন্ধামিতট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

তদেবাহ—তথা চেতি । কৃষ্ণো—বেদব্যাসঃ, মুনিঃ—মনেনে সর্বদর্শী । ভগবদ্গুণানাং,—ভগবদ্গুণান্, বিবন্ধুঃ—নারায়ণোপাখ্যানেন বন্ধু মিচ্ছুঃ সন্ ভারতমাহ । যস্মিন্—ভারতে, গ্রামাস্থখাস্থবান্—গ্রামা-স্থখাস্থান্য তৎপ্রসঙ্গেন হরেঃ কথ্যাস্ মতিগৃহীতা—নীতা, হরিকথাস্থামেব তাৎপৰ্য্য দশিতং, গ্রামাস্থখাস্থ-বাদন্ত—প্রথমতঃ কামিনামপি প্রবৃত্ত্যর্থং, ততশ্চ তত্রৈব গ্রামাস্থখানন্দয়া ভগবত্তত্ত্বমাবেদিতং শ্রেয়সে । এবঞ্চ ভারত-তাৎপৰ্য্যবিষয়স্তা ভগবত এব সামন্ত্যেন বর্ণনময়-ভাগবতস্তা ভারতাদ্বিতমম্ভং দর্শিতম্ । এবং ‘ভগবত ইদম্—ভাগবতম্’ ইতি ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-নামপি তদ্ব্যংকরং দর্শয়তি । যদ্যপি ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মাত্মভ্যামপি পরতত্ত্বং ভাগবতে দর্শিতং, তথাপি ভগবত্তত্ত্বেন জ্ঞানস্তা সংসার-নিবৃত্তয়ে প্রাধান্তাত্ত্বাদাধিক্যেন বর্ণনাং “অধিকেন ব্যপদেশো ভবন্তি” ইতি শ্রায়েন ভাগবতাত্ম্যমস্তা গ্রহণ্যেতি । ভগবত্ত্বেনোপাসনায়াঃ প্রাধান্ত্যং, ভগবদগীতায়াম্ ভগবদ্বাক্যং যথা—

“মধ্যাবেশ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা যতঃ ॥” ইতি ।

তথা,—“তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ ॥” ইতি ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসাবিতি । এবঞ্চ ভগবৎপরৈর্দ্বিজৈরবশ্যং গায়ত্রী সমুপাশ্রোতি । জ্ঞান-শৃঙ্গ-ব্রহ্মবন্ধুনাং পৌরাণিকমন্ত্রেণোপাসনা কার্য্যা ।

ন চ—“নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥”— ইত্যেকাদেশোক্ত-জায়ন্তেযবচনাং,

“ব আশু হৃদয়-গ্রস্থিং নিঞ্জিহীষুঃ পরায়নঃ । বিধিনোপচরেন্দেবং তয়োক্তেন চ কেশবম্ ॥”—

ইত্যেকাদশীয়ভগবদ্বচনাং,

“আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেং স্থধীঃ । নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চাত্তবিধানতঃ ॥”—

ইতি তন্ত্রসারধৃত-বচনাচ্চ তাত্ত্বিকোপাসনৈব কার্য্যেতি বাচ্যং ; তন্ত্রদ্বচনানাং কলৌ প্রাধান্ত্যেন তাত্ত্বিকোপাসনায়াঃ কর্তব্যতাপরত্যাং,

“বৈদিকী তাত্ত্বিকী সঙ্খ্যা যথাক্রমযোগতঃ ॥”—

ইতি তন্ত্রসারধৃত-বচনাদিনা বৈদিক-তাত্ত্বিকভজনসমুচ্চয়জ্ঞাপনাং,

“বৈদিকী তাত্ত্বিকী দীক্ষা মদীয়ত্রতধারণম্ ॥”—

ইত্যেকাদশীয়-ভগবদ্বচনাচ্চ । ন চ—ঈশ্বরযোগোপাসনায়াং “যজ্ঞস্ত বৈদিকভাষ্যং” ইত্যুক্তা—

“নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥”—

ইত্যাদিবচনাং ঈশ্বরযোগোপাসনায়াং বৈদিক-তাত্ত্বিক-সমুচ্চয়ঃ ; ন তু কলাবিত্তি বাচ্যম্ । ঈশ্বরে বৈদিক প্রাধান্ত্যং, কলৌ চ তন্ত্র প্রাধান্ত্যমিতি, সমুচ্চয়স্তা যুগদ্বয় এবতি বিশেষ্যং, অন্তথা নানাশ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বিরোধাপত্তেঃ । দিগ্গদর্শনং—সংক্ষিপ্তার্থক-বচনম্, দিশো দর্শনং যত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ,

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা।

দিগং দর্শয়তীতি বা। তং জ্যোতিঃ—চেতনম্, ইদং ভর্গশব্দার্থঃ। তস্ত ভর্গশব্দার্থে হেতুর্মাহ,—
ভর্গঃ—ভর্গশব্দঃ, যতন্তজঃ তেজোবাচকঃ স্বতঃ। তেজঃ—স্বপরাশকস্বাচৈতন্যম্; চৈতন্য-
তদাশ্রয়োরভেদোচেতন এব তৎপর্যাপ্তে। কিং তচ্ছেতন-মিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তাৎপর্যং নির্দিশতি,—
পরমং ব্রহ্মেতি।

“প্রণব-বাহুতিভাষ্য গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাশ্রং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।”

ইতি যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যবচনমপি তথা বোধয়তি। পাদে চ নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্,—

“কৃষ্ণাখ্যস্ত পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ।” ইতি।

জাতম্ আবিস্কৃতম্। এবঞ্চ ভর্গশব্দেন কৃষ্ণ এব নির্দিষ্টতঃ। তদেব স্মৃটয়তি,—“তজ্জ্যোতি-
র্ভগবান্ বিষ্ণুঃ” ইতি, স্বয়ংভগবন্ত কৃষ্ণে নিরুক্তবাদে ভগবচ্ছব্দ-সহচরিতয়েন বিষ্ণু-শব্দঃ—শ্রীকৃষ্ণপরঃ।
“জগজ্জ্যাদিকারণম্” ইত্যভেদার্থক-ষষ্ঠ্যন্ত-সবিতৃপদ-লভ্যম্; সবিতুঃ—প্রসবিতুরিত্যর্থাৎ। “দেবস্ত”
ইতি বিশেষণেন ক্রীড়ায়ুক্তং লভাতে, ক্রীড়া চ শরীরং বিনা ন—ইতি শরীরস্বং ভগবৎকৃ লক্ষম্; তচ্চ
শরীরং স্বাভাবিকমিতি সাহিত্যৈর্যবস্থাপিতম্। “মিষো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইত্যনেন বুদ্ধি-বৃত্তি-প্রবর্তকস্ব-
লক্ষণপরমাত্মস্বং ব্রহ্মণে দর্শিতম্—ইতি ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদাখ্যানকং বস্ত গায়ত্রী-প্রতিপাদ্যম্। যথা—
“তৎসৃষ্টে। তদেবাস্তুপ্রাবিশং” ইতি শ্রুত্যা জগৎসৃষ্টুরেব জগদন্তর্গতীত্যা বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্তকস্বং “মিষো
যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইত্যনেন জগৎকারণত্বমপি দর্শিতম্। “দেবস্ত সবিতুঃ” ইতি সূর্য্যপরং, ষষ্ঠ্যা
অন্তর্গতস্বরূপসম্বন্ধে ভর্গপদার্থাধারী লভ্যত ইতি। “শিবং কেচিৎ” ইত্যাদিকমপি বিষ্ণুপরমবেত্যাহ—
“অগ্নাদিক্রপী বিষ্ণুর্হি” ইতি। অত্র—গায়ত্রীব্যাখ্যানে। তথা বিষ্ণুপরতয়া। তচ্ছ্রুতমিত্যাদিসমানমিতি—

“কষ্টে বেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণ।

যোগীন্দ্রায় তদান্মনাহ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যাতত্ত্বচ্ছব্দং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।”

[ভাঃ ১২-১৩-১২]

ইতি ছাদশঙ্ক-শেষীয়-তচ্ছ্রুতমিত্যাদি-সমানার্থকমিত্যর্থঃ। অগ্নিপুত্রাণী-তদ্ব্যাখ্যানকং দর্শয়তি—
“নিত্যম্” ইত্যাদি। অত্র পঞ্চটীকা,—“কষ্টে—ব্রহ্মণে, অয়ং—শ্রীভাগবতরূপঃ, পুরা—কল্পাদৌ,
তদ্রূপেণ—ব্রহ্মরূপেণ, তদ্রূপিণা—নারদরূপিণা, যোগীন্দ্রায়—শুকায়, তদান্মনা—শুকরূপেণ, তৎ পরং
সত্যং—শ্রীনারায়ণাখ্যং ধীমহীতি। ধীমহীতি—গায়ত্র্যেব যথোপক্রমমুপসংহরন্ গায়ত্র্যাখ্যাব্রহ্মবিদ্যেয়-
মিতি দর্শয়তীতি।” শুদ্ধং—প্রকৃত্যতীতং, বিমলং—রাগাদিরহিতং, বিশোকং—দুঃখরহিতম্, অমৃতং—
নিত্যম্। অগ্নিপুত্রাণ-বচনে। গায়ত্রীজপে তদর্থ-ধ্যানপূর্ব্বকস্বং মন্ত্রলিঙ্গেনাবগতমিতি দর্শয়ন্ ধ্যানাকার-
মাহ;—ভর্গং ধীমহি—ধ্যায়েমহীতি মন্ত্রে যোজন। তত্র ভর্গশব্দ-প্রতিপাদ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ ধ্যান-
পর্ষ্যবসানং দর্শয়তি; নিত্যং—অবিনাশি, শুদ্ধং—প্রকৃতে: পরং, পরং—নিরতিশয়ং, নিত্যং—সর্ব্বদাসমং,
অধীশ্বরং—সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম ধ্যায়েম। অধীশ্বরং ব্রহ্মেতি—ভর্গশব্দেন, শুদ্ধমিত্যাদি—বরণ্য-শব্দেন বোধ্যত
ইতি বা। আত্মনঃ স্বরূপমাহ - অহং জ্যোতিঃ ইতি, দেহাত্মা-ব্যাবর্তনায়—যজ্ঞ্যোতিঃ চেতনং পরং
ব্রহ্মেতি। অত্র প্রমাণং—“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!” (ছান্দোগ্যো ৬, ৮, ৭) “অহং ব্রহ্মাস্মি” (বৃ. ১, ৪, ১০)
ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইদম্ ব্রহ্মভেদেন স্বাত্ম-চিন্তনং—মুমুক্শুকে অতএব ‘বিমুক্তয়ে’ ইতি বচনে দর্শিতম্।

শ্রীরাধামোহন-গোবিন্দভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

“নাদেবো দেবমর্চ্ছয়েৎ” ইতি জ্ঞায়েন তত্ত্বমশ্রাদি-শ্রুতিতাপ্যাবধারণেন ‘নাদেব’ ইত্যত্র দেবপদং—
স্বাভীষ্টদেব-স্বরূপেণ স্বাশ্রয়বানারহিত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধভক্তানাম্—‘ভগবদাসৌহ্মি’ ইত্যাদিচিন্তনং,
“তত্ত্বমশ্রা-”দিশ্রুতীনাং তথৈব তাৎপর্য্যাকল্পনাদিতি। যোগ্যস্বায়—ধ্যানযোগ্যস্বায়। ‘ধ্যায়েম’ ইত্যত্র
বহুত্ববিবক্ষিতম্। বহুবচনপ্রয়োগোহপি ‘হান্দসঃ’ ইতি দ্যোতয়মাং—অহং ধ্যায়েয়মিতি, ইদঞ্চ বয়ং
ধ্যায়েম ইত্যর্থ-বিবরণম্। নম্ ভগবদপ্য ধীমহীতি-ক্রিয়া-কর্ম্মতয়া ভগমিত্যেব ভবিতুমহীতি? ন
চ—নপুংসক-সাস্তভর্গঃশব্দপ্রয়োগোহয়মিতি বাচ্যম্, অগ্নিপুত্রাণীয়েবচনে ভর্গমধীশ্বরমিতি নির্দেশাসঙ্গতেরিত্যত
আহ,—এতস্মতেস্থিতি, ‘তু’ শব্দেন সাস্তভর্গঃশব্দ-প্রয়োগো মতাস্তরে বোধ্যঃ।

“ও নমস্তে” ইত্যাদি-গদ্যোদ্যতি ;—

“ও নমস্তে ভগবতে আদিত্যাত্মখিলজগতামাস্ত্র-স্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চ চতুর্বিধভূত-নিকায়ানাং
ব্রহ্মাদি-স্তম্বপৰ্য্যস্তানামস্তম্বদ্বয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাত্যাবধীয়মানো ভগবানেক এব ক্ষণলব-
নিমেষাবয়বোপচিত-সম্বৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকমাত্মমমুভবতি”—ইত্যাদি গদ্যোদ্যতিত্বার্থঃ।

অত্র “ও নমো ভগবতে” ইত্যাদি পাঠঃ কচিৎ। তদর্থংহেন—গায়ত্রীপ্রতিপাদিতার্থেণ। তথাহি
ভগবদাত্মখিলাকাকশবৎ-সর্বগতত্ব-লক্ষণব্রহ্মত্ব-কালাত্মশক্তিহাদিন। এষ গচ্ছতু সৃষ্টান্ত প্রতিপাদনাং
গায়ত্রী-প্রতিপাদিতঃ সৃষ্ট্য এবতি বিরোধঃ। ‘সবিতুঃ’ ইত্যত্র সৃষ্ট্যা অভেদার্থ-বিবক্ষণাচ্চ। গদ্যো
‘অপামাদান-বিসর্গাভ্যাম্’ ইত্যাদিন। সৃষ্ট্যস্ত বৃষ্টিদ্বারা লোকপালকত্বমুক্তম্। বিরোধঃ পরিহরতি,—
তৎপরমাত্মদৃষ্ট্যেবেতি। তৎ—সৃষ্ট্যন্তবৎ, পরমাত্মদৃষ্ট্য—অন্তর্ধ্যামি-ভগবদৈক্যবুদ্ধ্যা, সৃষ্ট্যন্ত ভগবদধিষ্ঠান-
বিশেষেহেনাধিষ্ঠাতৃধিষ্ঠানাদেববুদ্ধ্যা চ বৈরাগ্যস্ত তদন্তর্ধ্যামি-ভগবদৈক্যবুদ্ধ্যা তদুপাসনমুক্তং ত্রিভূত-
স্বন্ধে, তথাচ সৃষ্ট্যন্ত ভগবদাবেশাবতারতাভিপ্রায়েণ তথোক্তমিতি ভাবঃ। এতদেব স্পষ্টয়তি,—“বৃহৎ
সৃষ্ট্যাত্মনো হরেঃ” ইতি। বৃহৎ—অবতারং, সৃষ্ট্যাত্মনঃ—সৃষ্ট্য আত্মা—অধিষ্ঠানস্বয়ং স্বরূপো যন্ত সঃ ;—
সৃষ্ট্যাত্মা—তন্ত্র। অত্রথা “ভীষাস্মাদুদেতি সৃষ্ট্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতি-বিরোধঃ স্মাদিতি ভাবঃ। এবঞ্চ
জগৎকারণস্বরূপং সবিতুঃসমূহপচর্য্য সৃষ্ট্যেহপি সবিতৃপদপ্রয়োগ ইতি। অত এব গদ্যোষপি ‘পরমাত্মনা’
ইত্যুক্ত্য ‘পরমাত্মস্বরূপেণ’ ইত্যুক্তম্। পরমাত্মস্বরূপেহেনেতি তদর্থঃ। এবমন্ত্রত্রাপি কচিৎ সৃষ্ট্যন্ত
পরমাত্মস্বরূপমিত্যভিপ্রায়েণেবেতি। অত্র চ শ্রীভাগবতায়ুপুராণাদৌ দর্শিতবাদিতি। তথা চ যথাহস্ত-
ধাংগাদৌ হস্তপদে, বহিঃপূজাদৌ শ্রীবন্দাবনাদৌ ভগবদ্রূপধ্যানং বিধেয়তয়োক্তং তথা গায়ত্রীজপাদৌ
সৃষ্ট্যমণ্ডলে তক্ষ্যানং, অতএব সক্ষায়ামপি গায়ত্রীজপমন্ত্রজপয়োরাপি সৃষ্ট্যমণ্ডলে ভগবদ্যানমুক্তম্,
অত্রথা তু,—

“সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেন্দ্ৰগবস্তাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবতাত্মনো ভাগবতোত্তমঃ।” ইত্যাদি কথিতম্।

যত্র যদা যন্তাবনয়া ভগবতুপাসনমুক্তং তত্র তথৈব কার্য্যম্, অত্রথা—

“শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যন্তে উল্লভ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মন্ত্রকোহপি ন বৈষ্ণবঃ।”

ইত্যাহু্যক্তদোষপ্রসঙ্গাৎ।

তদেবমিতি। সৃষ্ট্যমণ্ডলে যক্ষ্যানং—তৎ, এবং—বিধেয়মুপাসনরূপম্। ধ্যানেন ইতি ‘দ্রষ্টব্যঃ’
ইতি—স্বাভ্যাং পদাভ্যাং ধ্যানাত্মকদর্শনং কাধ্যমিতি বিধেয়তা লভ্যতে। পুরুষঃ—অন্তর্ধ্যামী।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিতট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

প্যানমাহ—সত্যমিতি, সদাশিবং—সংকল্যাণদং শাস্তকং, পদং—স্বরূপং, ইদঞ্চ যথাক্রমং ব্যাখ্যাতম্ ।
 গ্রন্থকারস্ত—পূর্বার্ধ্বে প্রকৃতাভিপ্রায়কমিতি । তস্মৈ তাৎপর্যমুপসংহরতি—ত্রিলোকীজনানামিতি । প্রলয়-
 বিনাশিনি- ইত্যুক্ত্যু । মণ্ডলাত্মকস্ত স্বর্যাস্ত জগৎকারণত্বাদিলক্ষণ-গায়ত্র্যর্থতাবিরহেণ ন স্বর্যোপাসনে
 তাৎপর্যং, কিন্তু তদন্তর্ধ্যামিপুরুষস্তোপাসনমিতি দর্শিতম্ । বচনদ্বিতীয়ান্নমন্ত-তাৎপর্যকমিতি । তদ্ব্যখ্যান-
 মাহ—যদ্বিতি—পুরণেন । তথা চ বিষ্ণোর্ধ্বমহাবৈকুণ্ঠাখ্যং পরমং সর্বোৎকৃষ্টং পদং স্থানং ; তৎ—তদেব ।
 স্বর্যমণ্ডলাত্মকাধিষ্ঠানস্থানিত্যং মনসি বিচার্য ‘ভগবতঃ কিমধিষ্ঠানং নিত্যং ?’ ইতি প্রষ্টুজিজ্ঞাসায়াং
 যদ্বিশেষাভিধানং, তদ্বিশেষশ্চৈব নিত্যে বক্তৃত্বাৎপর্যাস্ত কুপ্ততয়াহবগমাৎ তদেব—ইতোব-কারপুরণমিতি
 ভাবঃ । অত্র মহাবৈকুণ্ঠরূপমিতি যদুক্তং ; তন্মহাবৈকুণ্ঠাদি-পরম্, অত্থা মথুরাদীনং নিত্যধামাং সত্যং
 তদেবেত্যেব-কারাসঙ্গতিঃ স্তাৎ । ন চ—বিষ্ণোর্ধ্বমহা তদেব সত্যমিত্যর্থো তাৎপর্যমিতি বাচ্যং,
 বিষ্ণুপদেনাত্র ভগবৎস্বেন কৃষ্ণস্তাপি গ্রহণ্যৎ । অত্থা গায়ত্র্যর্থদেহেন তস্তাহপ্রাপ্তৌ গায়ত্রীতাৎপর্যার্থ-
 বিবরণরূপশ্রীভগবতপ্রাধান্তেন তৎপরতান্না দিতি, “সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ—কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ” ইতি
 রসামৃতসিন্ধু-কারিকয়া তয়োঁরেক্যাক্তেতি । ব্রহ্মস্বরূপস্ত ব্রহ্মাখ্যভগবন্তিত্যাধিষ্ঠানত্বেন । তদন্তেগায়ত্রী-
 মিতি—স্মা সর্ববেদসারভূতা যা এষা তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্মেত্যাদিনা ব্যাখ্যাসহিতা যা গায়ত্রী তাং
 প্রোচ্যেত্যর্থঃ । অগ্নিপুরণে—“যজ্ঞাধিকৃত্য” ইত্যাদ্যপ্যুক্তম্ ; অর্থাৎ মুনিনা ইত্যর্থঃ । অপিনা—
 পুরাণান্তরাষ্ট্রংকর্ষচ্চকং বিশেষণান্তরমুক্তমিতি । যদ্বা,—প্রোচ্য ব্যাখ্যায়, তত্র ব্যাখ্যানক্রিয়াবিশেষণং,—
 তদন্তেদিতি । তৎ—সর্ববেদ-তাৎপর্য-বিষয়পরং এতত্তজ্জ্যোতিরিতিবাদি-বাক্যাত্মকমিতি । তস্মাৎ—
 নিরুক্তগায়ত্র্যর্থপ্রকর্ষকথনপূর্বকনিরুক্তভাগবতলক্ষণকথন্যৎ । সম্যত—নিরুক্তব্যাখ্যানেন প্রদর্শ্য, তত্র—
 গায়ত্র্যাং, মহা—নির্ণয় । জয়তি—সারার্থবর্ণনময়ত্বেনোৎকর্ষণে বর্ততে । উপসংহরতি—তদন্তেদিতি,—
 ক্রিয়াবিশেষণং, এবং দর্শনেন ভাগবতস্ত সর্বশাস্ত্রাধিক্যং দর্শিতমিতি ভাবঃ । গায়ত্র্যুৎখানীতি,—উৎখানি—
 বৈদিকমন্ত্রাত্মকশাস্ত্রাণি, গায়তি—প্রকাশয়তি, সর্বমন্ত্রাণামাদিভূতাং গায়ত্রীমুপজীব্যৈব মন্ত্রান্তরাণা-
 মাভির্ভাব্যং । অথবা ‘দেবস্ত’ ইতি—গায়ত্রীস্থ-পদেন—বেদমন্ত্রকরণকহবিস্তারগোচেষ্টাস্বরূপদেবত্বাবচ্ছিন্নস্ত
 বোধন্যং যজ্ঞাদিকর্ম্মাত্মকোৎকর্ষপ্রকাশকং, ‘সবিতৃ’পদেন—জগৎকর্ত্তুরিব বেদাদিশাস্ত্রকর্ত্তৃত্বাবচ্ছিন্নস্তাপি
 বোধন্যং শাস্ত্রপ্রকাশকং গায়ত্র্যা ইতি । ভর্গঃ—ভর্গাখ্যং ব্রহ্ম, তথা প্রাণান্—ইন্দ্রিয়াণি, ‘ধিয়ঃ’ ইতি
 গায়ত্রীস্থ-‘দী’-পদেন ইন্দ্রিয়মাত্রগ্রহণ্যৎ । যদ্বা, প্রাণান্—বুদ্ধিবৃত্তীঃ, বস্তুতস্ত ভর্গ এব প্রাণান্তান্,-
 “অস্তোহয়মন্তর আত্মা প্রাণময়” ইতি শ্রুতেঃ, “প্রাণস্ত প্রাণচক্ষুষ্যচক্ৰঃ” ইত্যাদিশ্রুতেষু প্রাণস্ত প্রাণং,
 তদ্যোক্তং তৎপ্রেরকং—“কো হেবাশ্চ কঃ প্রাণ্যং যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্তাৎ” ইত্যাদি
 শ্রুতেঃ । ‘গায়ন্ত জায়তে’ ইতি ব্যুৎপত্তিরপি দ্রষ্টব্য, ‘গায়তি জায়তি চ’ ইতি গায়ত্রীতি পর্য্যবসিতম্ ।
 তৎপরতাপ্রতীত্যেহপি—সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবৎপরতাপ্রত্যয়েহপি, কাণ্ডজয়বাক্যাতায়াং—কর্ষকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-
 দেবতাকাণ্ডাত্মকার্থ-পরতায়ঃ সাক্ষাৎপ্রতীত্যেহপি, যদ্বা সান্ন প্রতিপাদিতে ভগবতি সকলবেদানাং
 পর্য্যবসানং, তথা তেষাং সকলপুরাণানাং পর্য্যবসানং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া স্বপ্রয়োজ্যবোধবিষয়তেতি ।
 “হরিঃ সর্বত্র গীয়ত ইতি সাক্ষাৎপরম্পরয়া বোধ্যত ইতি । তদ্বিতমিতি—নিরুক্তং শ্রীভগবতপ্রাধান্ত-
 মিত্যর্থঃ । জ্ঞেয়ং—কর্ত্তৃবৈশিষ্ট্যেন বৈশিষ্ট্যমপি জ্ঞেয়ম্ । অতঃ শ্রীভগবৎপরতাস্বতন্ত্রত্বাচ্ছ অত্যা-
 বশকংগত্যাবশ্যকাদয়নাদিবিষয়ং তৎপ্রয়োজকতয়া শ্রেষ্ঠত্বার্থেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতার্থ-নির্ণয় ও বেদার্থ-নির্ণয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভারতার্থ-নির্ণায়ক স্বৰূপে তৃতীয় স্কন্ধের বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে কথিত হইয়াছে :—
“মুনিবর! আপনার সখা মুনি (সৰ্বজ্ঞ) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে অভিলাষী হইয়া
মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন, বাহাতে গ্রাম্য-কথা অর্থাৎ গৃহস্থগণের কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট ব্যবহারিক—
মুদিক বিভাল গৃহ প্রভৃতির দৃষ্টান্তযুক্ত কথা কীর্তন দ্বারা, ভারত সভায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত
হরি-কথা-রসে আকৃষ্ট হইয়াছিল।”

হেমাদ্রিকারের, ব্রতখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য উল্লেখ করিয়া মহাভারতকে বেদের সহিত তুলনা
করিয়াছেন :—

“শ্রী শূত্র এবং অধ্যাত্মব্রাহ্মণগণের স্তুতি—শ্রবণেরও অধিকার নাই। তাহারা বৈদিক ধর্ম শ্রবণ করিতে
না পারিয়া কোনটি সাধারণ জীবের কর্তব্য, তাহা বুঝিতে না পারায় বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে; এই নিমিত্ত
পরমরূপালু ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, এই মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন।” “ভারতার্থ-নির্ণয়ঃ” শ্রীমদ্ভাগবতের
এই শব্দে মহাভারতকে বেদার্থের তুলনায় স্বীকার করা হইয়াছে—এই অর্থ হেমাদ্রির মতামুসারেই
করা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। উল্লিখিত প্রমাণে মহাভারত যখন ভগবৎপররূপে
স্থিরীকৃত হইল; তখন সেই মহাভারতে বেদার্থ নির্ণয় হওয়ায়, বেদও ভগবৎপর এবং বেদমাতা
গায়ত্রীও ভগবৎপরা—ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং “ঋত্বিকৃত্য গায়ত্রীঃ” এই লক্ষণাক্রান্ত ভগবৎপর
শ্রীমদ্ভাগবতও—গায়ত্রীর অর্থ বিস্তাররূপে বর্ণন কবায়, ভগবৎপর গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; ইহা ঐ
“ঋত্বিকৃত্য গায়ত্রীম্” ইত্যাদি শ্লোকেই সমর্থিত হইয়াছে, এবং অগ্নিপূরণের বচনেও তাহা বিস্তৃতরূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

“সেই জ্যোতিঃ—চেতনই পরব্রহ্ম, যোহতু—‘ভগ’ শব্দ তেজের বাচক; তেজ স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াও
অপরকে প্রকাশ করে সুতরাং তাহাকে ‘চৈতন্য’ বলা যায়, এবং চৈতন্য ও তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম; এ দুই
পদার্থের অভেদস্থ থাকায়, উহার চেতনই তাৎপর্য।” এস্থলে বুঝিতে হইবে—‘জ্যোতিঃ’ শব্দে, গায়ত্রীর
‘ভগ’—ইহার ব্যাখ্যা হইল।

এই অংশ উল্লেখ করিয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ বিস্তারপূর্বক বলিতেছেন :—“সেই জ্যোতিই জগতের জন্ম-
স্থিতি-নাশের কারণ—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, তাহাকেই কেহ কেহ শিব, শক্তি, হৃদ্য, অগ্নি এবং অগ্নিহোত্রি-গণ
নানা দেবতা নামে উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ বেদাদিতে এক বিষ্ণুকেই—কোন কোন স্থানে অগ্নি
প্রভৃতি দেবতারূপে কীর্তন করা হইয়াছে, কখনও বা তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সুতরাং
এ সমস্তই বিষ্ণুপর—ইহাই জানিতে হইবে।”

“অন্নাদ্যত্” —এই শ্লোকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিতে বিষ্ণুপর ব্যাখ্যাই দেখান হইবে। কেবল ঐ
প্রথম শ্লোকেই নহে; শ্রীমদ্ভাগবতে ষাটশ স্কন্ধের “কশ্মৈ যেন বিভাষিতোহয়ম্”—ইত্যাদি উপসংহার
বাক্যেও ‘স্বচ্ছ’, বিমল্য, বিশোক্য, অমৃত্য, সত্য্য, পরং এবং ‘দীপ্যমি’—ইত্যাদি শব্দের সহিত, অগ্নি-
পূরণের ‘নিত্য্য, শুদ্ধ্য, পরং, ভগ্য, অদীশ্বর্য, জ্যোতিঃ, অহং ব্রহ্ম এবং ধ্যায়েমহি’—এই সকল

বাক্যের সমতা রহিয়াছে। অগ্নিপুরাণে যে “অহং ব্রহ্ম”—এই শব্দটি দেখা যাইতেছে; তাহাতে ইহাই বোধ হয়—“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ”—অর্থাৎ অদেব—অর্চনের অমুপযুক্ত হইয়া, দেব—অতীষ্ট দেবতার অর্চনা করিবে না—এই জ্ঞায় অমুসারে ঐ ‘ব্রহ্মাহম্’ ভাবনাটি ভক্তনের যোগ্যস্বরূপে অর্থাৎ ‘আমি নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভাস’—এইরূপ ভাবনাই সম্ভব হইবে, কারণ—শুদ্ধ ভক্ত-গণের অহংগ্রহোপাসনা (আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনা) আতীষ্ট নহে, তবে মুমুক্শুগণের ঐরূপ ভাবনা—সামুজ্য মুক্তির অমুকুল বটে।

অগ্নিপুরাণের ঐ বাক্যে যে ‘ধ্যামেমহি’ ক্রিয়া আছে, ইহার বহুব-বিবক্ষা না রাখিয়া ‘অহং ধ্যামেমম্’ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি এই অর্থই—‘আমরা সকলে ধ্যান করিতেছি’—এই অর্থ পর্যন্ত পৌছিতে।

মতান্তরে স-কারান্ত—‘ভর্গস্’ শব্দ থাকিলেও অগ্নিপুরাণের মতে অকারান্ত ‘ভর্গ’ শব্দই পাওয়া যাইতেছে, তবে গায়ত্রীতে যে ‘ভর্গঃ’—এই বিসর্গযুক্ত পদ আছে, উহাও দ্বিতীয়ার একবচন—‘অম্’-বিভক্ত্যন্তই বৃত্তিতে হইবে। কারণ “স্পাং স্ লুক্”—এই চান্দস স্বরে ‘অম্’ এর স্থানে ‘স্’—এই বিভক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষাটশ স্কন্ধে “ওঁ নমস্তে ভগবতে আদিত্যায়—” ইত্যাদি পদো যে সূর্য্যাকে স্তব করা হইয়াছে, সেটি—পরমাত্ম-দৃষ্টিতে অর্থাৎ সূর্য্যেরও পরমাত্মা শ্রীভগবান্;—তাহার সহিত সূর্য্যের ঐক্য বুদ্ধিতে এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান—সূর্য্য; ভগবান্ অধিষ্ঠাতা—এই অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে জানিতে হইবে। এখানে স্বতন্ত্রভাবে সূর্য্যাকে স্তব করা হয় নাই স্তবের ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবৎপরতার হানি হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশোনক-বাক্যেই ঐ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে :—“স্বত! আমরা অক্ষানু স্তবরাং তুমি সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা। ভগবান্ শ্রীহরির অবতার কীর্ত্তন কর।”

ঐ ভর্গের সূর্য্যমণ্ডল মাত্রই যে অধিষ্ঠান; তাহাই নহে, গায়ত্রীর ‘বরেণ্য’ শব্দের দ্বারা এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের ‘পর’ শব্দের দ্বারা তাহার পরমৈশ্বর্য্য পর্যন্ত বৃত্তি দেখান হইয়াছে। এইরূপ অর্থ অগ্নিপুরাণেও পাওয়া যায়;—

“সূর্য্যমণ্ডলে এই পুরুষ—শ্রীবিষ্ণুর রূপ চিন্তা করিয়া দেখিবে অর্থাৎ ত্রিলোকীকৃত জীবগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনশ্বর সূর্য্যমণ্ডলেও এই পুরুষ শ্রীবিষ্ণু অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রাদুর্ভূত আছেন, এই ভাবে উপাসনা করিবে। সূর্য্যমণ্ডলাত্মক অধিষ্ঠান—অনিত্য, তবে শ্রীভগবানের কোন অধিষ্ঠান নিত্য?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন;—“শ্রীমহাবিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠনামক যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান,—তাহা সত্য—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিনকালেই ব্যাভিচারশূন্য অর্থাৎ তাহার কোনরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না এবং ঐ ধামে কোনই উপদ্রব নাই, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠকে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।”

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে ‘মহাবৈকুণ্ঠ’ শব্দ আছে; তাহার দ্বারা মহাবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্ভাসের কথাই বলা হইয়াছে, কারণ শ্রীমথুরাদি ধামও তো শাস্ত্রে নিত্যরূপে বিরাজমান! আরও দেখা যাইতেছে ‘বিষ্ণু’ শব্দে ভগবন্তানির্দেশে ‘শ্রীকৃষ্ণ’কেও গ্রহণ করা হইয়াছে স্তবরাং অগ্নিপুরাণের গায়ত্রীর উপাস্ত-নিশ্চয়রূপে ইহা স্বীকার না করিলে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষা—এ কথার সঙ্গতি হয় না। কারণ—“ধ্যানেন পুরুষোহয়ং”—এ পদো গায়ত্রীর অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই প্রেক্ষণে ভাগবতের সহিত গায়ত্রীর অর্থের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকের ‘বিষ্ণু’ শব্দে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ না বুঝাইলে শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর ভাষ্যরূপতা হ্রাসিত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুতে সিদ্ধান্ততঃ তেমন কিছু ভেদ দেখা যায় না। •

“সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণো রূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥”

শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানের নিত্যাদিষ্ঠান ; এই নিমিত্ত ইহাকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে।

গায়ত্রীও শ্রীকৃষ্ণপর—এই নিমিত্ত অগ্নিপুরাণ, গায়ত্রীকে বলিয়া পরে পুরাণ লক্ষণ বলিবার সময়ে “যজ্ঞাধিকৃত্য গায়ত্রীঃ”—ইত্যাদি পদ্য বলিয়াছেন। এই কারণেই অর্গাৎ গায়ত্রীর অর্থের উৎকৃষ্টতা কীর্ত্তন পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ বলাতেই তাহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে—“অগ্নিপুরাণ, ভগবৎপরা গায়ত্রীকে ব্যাখ্যা দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সেই গায়ত্রীতে জগতের জন্মাদির কারণ শ্রীভগবানকে নির্ণয় করিয়া সমস্ত জগতের সার অর্থের প্রকাশ করায় নিরন্তর জয়বৃত্ত হইতেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও সেইরূপ শ্রীভগবানকে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া জগতে সর্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।”

পূর্বে যে শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বতকল্প অধিকার করিয়া প্রবৃতি বলা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত নহে ; কারণ সরস্বতীও গায়ত্রীর ভগবৎপ্রতিপাদক বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্বেদী ; যেহেতু অগ্নিপুরাণেও বলা হইয়াছে :—

“উক্ত- (বেদমন্ত্রাত্মক-) শাস্ত্র, ভগ্নাখ্য ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় এবং সাবিত্রী গান (প্রকাশ) করেন বলিয়া ‘গায়ত্রী’ বলা হয়, বেদাদি শাস্ত্রকর্ত্তা-সবিতার বাক্যস্বরূপ হওয়ায়—সরস্বতী গায়ত্রীর্থ প্রকাশ করেন।”

এইরূপই বিষ্ণুধর্মোত্তরাদি গ্রন্থে গায়ত্রীর ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীভগবানই বিস্তাররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানে “জন্মান্তান্ত্র”—ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া দেখান যাইবে।

এখন গারুড় বচনের অপর কয়েকটি বিশেষণ পদের ক্রমিক ব্যাখ্যা দেগান যাইতেছে :—

“পরিবৃংহিতঃ”—যাহাতে সমস্ত বেদার্থের বিস্তার রহিয়াছে ;—এই অর্থ—“ইতিহাসপূরণাভ্যাং”—ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্গাৎ বেদে যে বিষয়গুলি স্বল্লক্ষ্যের ও পরোল্লক্ষ্যভাবে বলা হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিষয় বিস্তৃত এবং সুস্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

“পুরাণানাং সামরূপঃ”—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ, অর্থাৎ বেদের মধ্যে সামবেদ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। কোন কোন পুরাণের আপাততঃ রজোগুণ এবং তমোগুণের আধিক্য দেখিয়া সাধারণের হৃদয়ে, ঐ সমস্ত পুরাণের সাক্ষাৎ ভাবে স্বয়ংভগবৎপরতা বিষয়ে প্রতীতি না হইলেও যেমন অগ্ন্যস্ত্র বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং দেবতাকাণ্ডেই সাক্ষাৎভাবে তৎপরতা দেখা যায় কিন্তু সামবেদে প্রতিপাদিত ভগবানেই ঐ সকল বেদের তাৎপর্য পথ্যবসিত হয় ; তেমনি অগ্ন্যস্ত্র পুরাণেরও, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবানেই পরম্পরারূপে পথ্যবসান জানিতে হইবে। শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

“বেদ, রামায়ণ, পুরাণ এবং ভারত—এই সকল শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্ত—সর্বত্রই শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন।” এবং পরমাশ্র-সন্দর্ভেও ইহা প্রতিপাদিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা স্বল্পপুরাণে বলা হইয়াছে :—“কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বর্ত্তমান নাই, তাহার অপরাপর শতসহস্র শাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন কি ? কলিতে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত

নাই, তাহাকে কি করিয়া বৈষ্ণব জানা যায়! 'সে ব্রাহ্মণ হইলেও অধম চণ্ডালতুল্য। হে বিপ্র নারদ! কলিতে-যে সকল স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত বিরাজমান আছেন, ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবগণের সহিত সেই স্থানে আবির্ভূত হইবেন। মুনিবর! যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকও পাঠ করে সে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ করিয়া থাকে।'

“সাক্ষাৎভগবতোদিতঃ”—সাক্ষাৎ ভগবান্ যে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের—“কশ্মৈ ধেন বভাবিতোহয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা—” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং এস্থলেও উক্ত ভাগবতীয় বাক্য অল্পসারেই ঐ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

“শতবিচ্ছেদসংযুতঃ”—(১) তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। গুরু পুরাণের উল্লিখিত আড়াই শ্লোকের অপর অংশের অর্থ সুস্পষ্ট জ্ঞান ব্যাখ্যা করা হইল না। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে চক্রবর্ত্তি পদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া “হেমসিংহসম্বিতম্” এই পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ - হেম-সিংহাসনে আরুঢ়—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের এ ব্যাখ্যা উপযুক্তই হইয়াছে। এই নিমিত্তই “শতশোহত্ সর্হস্বেত্”— ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যায় শ্রবণাদির আবশ্যক এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনন্ত গুণরাশি থাকাতে—পরমার্থ জিজ্ঞাসু মানবগণের শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র বিচারের বিষয় ইহা স্থিবিহীন হইল। ২২।

তাৎপর্য।

(২২) “গ্রাম্যস্থখাহুবদৈঃ”—একথা বলিবার তাৎপর্য এই—সংসারে অধিকাংশ লোকেরই গ্রাম্য-চর্চাতেই স্থখাহুভব হয় অর্থাৎ সর্পের গল্প, ভূতের গল্প, মূষিক বিড়ালদির উপজ্ঞাস-বা কোনও রাজা রাণী, দৈত্যদানবদির গল্প ইত্যাদি বিষয়পূর্ণ গ্রন্থাদির আলোচনাতেই অতিশয় আনন্দ হয়, কিন্তু যদি কোন গ্রন্থে কেবল কতকগুলি উপদেশই থাকে, তবে তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না এবং স্থখ বোধও হয় না, এইটি অমূল্যব করিয়াই শ্রীবেদবাস্য ঐক্যপ নানাবিধ গল্পপূর্ণ ইতিহাস—মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন আর গল্পগুলির মধ্যে প্রসঙ্গাধীন এমন ভাবে শ্রীভগবন্ত্ব এবং নানাবিধ সত্বপদেশ—সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, মহাভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রবণাভিলাষে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে সহসা নিকাম ধর্ম ও ভগবন্ত্বের বীজ আরোপিত হইয়া যায়, পরে তদ্বারায় তাহারা জীবনের অপ্ৰত্যাশিত উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। এমন কি;—ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে, ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি এতো অধিক হয় যে, তাহারা অতীন্দ্ৰ ঐ গ্রাম্য কথার প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ চৈষায়ন লোক-সংগ্রহের জন্তই মহাভারতে ঐক্যপ প্রক্রিয়ায় উপদেশ দিয়াছেন, অল্প কোন কারণে নহে, এ গ্রন্থের তাৎপর্য—শ্রীভগবানেই বুঝিতে হইবে।

প্রসঙ্গাধীন ভগবন্ত্ব কীর্তন থাকাতেই মহাভারতের ভগবানে তাৎপর্য স্বীকৃত হইয়াছে, আর মহাভারতের তাৎপর্য—শ্রীভগবন্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের সকল অংশই কীর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ বচন

(১) এই শব্দের ব্যাখ্যা বহরমপুরের মুদ্রিত তত্ত্বগনর্ভে এইরূপ আছে—“বিস্তরভিমা ন বিজ্রিয়তে” অর্থাৎ গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইল না। সুতরাং এ কথায় তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায়—এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না, ঐ বাক্যের যে কি অর্থ তাহা বিচক্ষণ পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

উল্লেখ করাতেই ভারত অপেক্ষাও তাহার উৎকর্ষ সাক্ষিত হইল। বিশেষতঃ “ভগবতঃ—ইদং ভাগবতম্”—এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ ‘ভাগবত’—এই নামেও ভারত অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বেচ্ছ হইতেছে।

‘ভাগবত’ নামের কারণ—শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা-রূপেও তো পরতত্ত্ব দেখান হইয়াছে, তবে এখানে এই গ্রন্থের নাম—‘ভাগবত’ই বা কেন হইল?—এই প্রশ্নের উত্তর—ভাগবতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং পরমাত্মা-তত্ত্ব অল্প স্থানে বলা হইয়াছে কিন্তু ভগবত্তত্ত্বই অধিক স্থানে বলা হইয়াছে সুতরাং—“আধিক্যেণ ব্যাপদেশো ভবন্তি” অর্থাৎ যে বিষয় অধিকরূপে বলা হয় তাহাকে লইয়াই নাম করা হয়—এই হ্রায় অল্পসারে ভগবত্তত্ত্বের আধিক্য থাকায় গ্রন্থের ‘ভাগবত’—এই নাম হইয়াছে।

“গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ”—শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ—এ কথা বলায়; শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য, উভয়েরই নির্বিশেষে ভগবৎপরতা; নচেৎ শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য কিরূপে হয়?

বৈষ্ণব দ্বিজাতিরও গায়ত্রী উপাস্য।—এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত,—শ্রীমদ্ভাগবত যেমন বৈষ্ণবগণের উপাস্ত তেমনি গায়ত্রী ও বৈষ্ণব দ্বিজাতিগণের উপাস্ত। গায়ত্রীর উপাসনায় কখনই বৈষ্ণবতার হানি হয় না, যাহারা গায়ত্রীকে শক্তি-মন্ত্র মনে করিয়া বৈষ্ণবের উপেক্ষণীয় সিদ্ধান্ত করেন; তাহারা গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচাৰ্য্য পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর—“তস্মাদ্ গায়ত্রী-ভাষ্য রূপোহসৌ”—এই বাক্যের অমর্যাদাকারী।

এ কথার উপরেও একটি আশঙ্কা হইতেছে এইঃ—একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয় উপাখ্যানে আছে;—“নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু” কলিতে বিবিধ তন্ত্রবিধি অল্পসারে কিরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয়—শ্রবণ কর। শ্রীভগবান্ ও বলিয়াছেন;—

“য আশু হৃদয়গ্রস্থিঃ নির্জিহীষুঃ পরাশ্রয়ঃ । বিধিনোপচরেদেবঃ তস্মোক্তেন চ কেশবম্ ॥”

মায়াবদ্ধন মোচনাভিলাষী ব্যক্তির তস্মোক্ত বিধান অল্পসারে ভগবানকে উপাসনা করা কর্তব্য। তন্ত্রসারেও ঐরূপ একটি বচন ধরা হইয়াছে :—

“আগমোক্তবিধানেন করৌ দেবান্ যজ্ঞেং স্বধীঃ । নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি করৌ চাত্তবিধানতঃ ॥”

কলিকালে সুবুদ্ধিজন তস্মোক্ত বিধানে দেবতার অর্চনা করিবে, কারণ কলিতে অপর কোন বিধিতে দেবগণ প্রসন্ন হয়েন না। সুতরাং তাত্ত্বিক উপাসনাই কলিতে কর্তব্য, গায়ত্রী বৈদিক মন্ত্র, তাহার উপাসনার প্রয়োজন কি?—ইহার সমাধান এই—কলিতে তাত্ত্বিক উপাসনার অল্পকূলে যে বচনগুলি দেখান হইল, উহা কলিতে তাত্ত্বিক উপাসনার প্রাধান্যকল্পে বলা হইয়াছে, কিন্তু কলিতে বৈদিক উপাসনার নিষেধকল্পে নহে, কারণ “বৈদিকী তাত্ত্বিকী সঙ্ঘা যথাত্ত্বক্রমযোগতঃ” এই তন্ত্রসারের উক্ত বচনে বৈদিক ও তাত্ত্বিক ক্রিয়ার উপদেশ পাওয়া যায় এবং “বৈদিকী তাত্ত্বিকী নীক্ষা মলীয়ত্ৰতদারণম্” (ভা• ১১।১১।৩।) এই একাদশ স্কন্ধের বচনেও বৈদিক ও তাত্ত্বিক দীক্ষার বিধি পাওয়া যাইতেছে।

তবে—একাদশ স্কন্ধের ষাণ্ময় যুগের উপাসনা প্রসঙ্গে “যজ্ঞস্তি বেদতস্মাত্ত্যাং” এবং তাহার পর কলিযুগের উপাসনা বিষয়ে—“নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু”—এই দুই স্থানে ষাণ্ময়ে বৈদিক ও তাত্ত্বিক আর কলিতে কেবল তাত্ত্বিক উপাসনা থাকিলেও উহার সংমিশ্রণ ভাবই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ ষাণ্ময়ে বৈদিক-তাত্ত্বিক—উভয় উপাসনাই বিহিত, কিন্তু বৈদিকের প্রাধান্য, আর কলিতে ঐ

উভয় উপাসনাই বিহিত, তবে তাত্ত্বিকের প্রাধান্য,—এ সিদ্ধান্ত না করিলে ঐতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এবং সনাতনের সহিত বিরোধ হয়।

“শতবিচ্ছেদসংযুতঃ”—এই বাক্যের তাৎপর্য—শ্রীমদ্ভাগবত তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদও প্রথমে গ্রন্থ-প্রশংসাত্মক শ্লোকে বলিয়াছেন :—
 “দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যন্ত বিলসচ্ছাখাঃ”—অর্থাৎ যে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাত্রিংশ (৩২) তিন (৩) এবং তিনশত (তিনশত পয়ত্রিশ) শাখা (অধ্যায়) বিद्यমান আছে। এ স্থলে—“দ্বাভ্যামধিকাঃ ত্রিংশং—দ্বাত্রিংশং, শতঞ্চ শতঞ্চ শতঞ্চ—শতানি; দ্বাত্রিংশচ্চ ত্রয়শ্চ শতানি চ,—তেষাং সমাহারঃ—দ্বাত্রিংশত্রিশতম্” এইরূপ প্রথমতঃ ‘দ্বাত্রিংশং’ শব্দের মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ‘শত’ শব্দের একশেষ দ্বন্দ্ব, তাহার পর—
 ‘দ্বাত্রিংশং’ ‘ত্রি’ এবং ‘শত’—এই তিন শব্দের সহিত বহুপ্রকৃতিক সমাহার-দ্বন্দ্বসমাস করিয়া ‘দ্বাত্রিংশত্রিশতম্’ এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বত্রিশ আর তিনের যোগে পয়ত্রিশ আর একশেষ দ্বন্দ্বসমাসনিম্ন ‘শত’ এর তিনবার আবৃত্তি দ্বারা তিনশত সূত্রায় সাকল্যে তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায়।

কেহ কেহ ঐ পদের দ্বাত্রিংশং পৃথক্ আর ‘ত্রি’ এর সহিত ‘শত’ এর সম্বন্ধ রাখিয়া তিনশত বত্রিশ অধ্যায় স্বীকার করেন। তাঁহাদের ধারণা—‘ত্রিশত’ এই পদে যে ‘শত’ শব্দ আছে, তাহাকে এক শেষ দ্বন্দ্বসমাসে তিনবার আবৃত্তি করিয়া তিনশত স্বীকার করিবারই বা কারণ কি? শত শব্দের চার পাঁচ বা ততোধিকবার আবৃত্তির আপত্তিও তো হইতে পারে? বলা বাহুল্য, এই মতের পোষণকারী ব্যক্তিগণ, শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি অধ্যায় পরিত্যাগ করেন, সে তিন অধ্যায়ও দশম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ এবং ১৪শ অধ্যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐরূপ ব্যাখ্যায় ব্যাকরণ-দোষ আসিয়া পড়ে, কারণ “ত্রয়াণাং শতানাং সমাহারঃ” এই সমাহার দ্বিগুসমাসের বাক্যে ‘ত্রিশতং’ পদ সিদ্ধ হয় না। সুপ্তশতী, ষিপদী, ত্রিপদী, চতুস্পদী প্রভৃতি পদের জায় ‘ত্রিশতী’ পদ হইয়া থাকে। আবার শ্রীদশম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ এবং ১৪শ অধ্যায় বাদ দিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন প্রাচীন মহাহুভব ব্যাখ্যাকর্তৃগণের সহিত মত-বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্বোপদেবের নিজকৃত মুক্তাফল-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের নিবন্ধ গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুভক্তের অদ্ভুত রস বর্ণন করিতে “তদন্ত মে নাথ স ভূরি ভাগঃ” ইত্যাদি শ্রীদশম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চৌত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার ‘কৈবল্যদীপিকা’ নামী টীকাও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আবার সেই বোপদেবেরই হরিলীলা নামক শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়াহুক্রমণিকা গ্রন্থে শ্রীদশমের ১২, ১৩ এবং ১৪শ অধ্যায়ের বিষয় সূচনা করিয়া ঐ তিন অধ্যায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন :—“বদন্ত বৎসবকয়োন্তথাঘাস্তরঘাতিনঃ। বৎসচৌরো ব্রহ্মমোহো ব্রহ্মণা স্তবনঃ হরেঃ।” শ্রীদশমের ১১শ অধ্যায়ে বৎস ও বকাস্তর বধ, ১২শ অধ্যায়ে অঘাস্তরবধ, ১৩শ অধ্যায়ে ব্রহ্মমোহন এবং ১৪শ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্ততি কথিত হইয়াছে এবং শ্রীপাদ যদুহৃদয় সরস্বতী মহাশয়ও নিজকৃত টীকাতে উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

যাঁহাদের শত শব্দের কেবল তিন বার আবৃত্তি করায় আপত্তি; তাঁহাদের তাদৃশ ধারণার মূল কিছুই পাওয়া যায় না, যেহেতু ঐরূপ আপত্তিতে;—একজন শত শব্দের চারবার আবৃত্তি করিয়া চারশত বলিলে আর একজন—পাঁচশত বলিবে; পুনরায় হয়তো অপরে ছয়শত বলিবে সূত্রায় তখন ঐরূপে একটা পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ার বাক্যের অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, অতএব এক্ষেত্রে

‘কপিঞ্জলালভন’ জ্ঞায়, * স্বীকারে শত শব্দের সমাহার স্বত্ব করিয়া তাহার তিনবার আবৃত্তিতে তিনশত অর্থ করাই সঙ্গত ।

বত্রিশ অধ্যায়বাদিগণের অস্বীকার বধ অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু প্রাচীন পুস্তকে দ্বাদশ স্বন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে (শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ানুক্রমণিকা যে অধ্যায়ে আছে) “অস্বীকারবোধো দ্বাজ্ঞা” এই বাক্যে অস্বীকার বধ স্বীকার করা হইয়াছে এবং পরমহংসপ্রিয়াদি প্রাচীন প্রাচীন টীকাতেও তদ্বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে আবার পূজাপাদ শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীদশম স্বন্ধের প্রথমে “কৃত্য নবতিরথায়ামাঃ” “এবং নবতিরথায়ামাঃ” ইত্যাদি বাক্যে উক্ত তিন অধ্যায়ের স্বীকার করিয়াছেন, নচেৎ নবতি (২০) অধ্যায় না হইয়া শ্রীদশমের সম্ভাষীতি (৮৭) অধ্যায় হইয়া পড়ে; কেবল ২০ অধ্যায় উল্লেখমাত্রই করিয়াছেন ইহাই নহে; শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত তিন অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, অতএব “শতবিচ্ছেদসংযুতঃ” এই পদের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী “পঞ্চত্রিংশদধিকশতজ্ঞাধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ” এই যে অর্থ করিয়াছেন; ইহা সুসঙ্গত এবং তিনশত বত্রিশ অধ্যায়বাদিগণের মত বহুবাক্য বিরুদ্ধ হওয়ায় সূত্র পরাহত ।

অতএব সংস্থাপি নানাশাস্ত্রেষেতদেবোক্তম্ ;—

“কলৌ নষ্টদৃশ্যমেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥” [ভাঃ ১, ৩, ৪৫.] ইতি ।

অর্কতারণ্যপক্ষে তদ্বিনা নাশ্চেষাং সম্যগ্ভ্রষ্টপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপত্তে । যস্যৈব শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভাষ্যভূতং শ্রীহর্যশীর্ষপঞ্চরাজে শাস্ত্রপ্রস্তাবে গণিতং তন্ত্রভাগবতাভিধং তন্ত্রম্ । যস্য সাংক্ষাৎ শ্রীহনুমন্তাভ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু-তদ্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থাঃ, তথা মুক্তাফল-হরিলীলা-ভক্তিরত্নাবল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্ত্বমতপ্রসিদ্ধমহানুভাবকৃতা বিরাজন্তে । যদেব চ হেমাঙ্গিগ্রন্থস্য দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয়তন্ত্রলক্ষণমুখ্যত্যা প্রশস্তম্ । হেমাঙ্গিপরিশেষখণ্ডস্য কালনির্ণয়ে চ কলিযুগধর্ম্মনির্ণয়ে,—“কলিং সভা-জয়ন্ত্যর্ঘ্যাঃ—ইত্যাদিকং যদ্বাক্যেহেনোৎথাপ্য যৎপ্রতিপাদিতধর্ম্ম এব কলাবঙ্গীকৃতঃ । অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিস্থখব্যাহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্যাপ্যুপরি বিরাজ-মানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়দচালয়তৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণ-স্বগোপনাদিহেতুক—ভগবদাক্তাপ্রবর্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্র-নবর্ণিতবিশ্বরূপ-

* যে জ্ঞায় দ্বারা বহুবকে ত্রিষসংখ্যায় পর্য্যবসিত করিতে পারা যায়, তাহাকে কপিঞ্জলালভন জ্ঞায়বলে ক্রটিতে আছে—“কপিঞ্জলালভেত” এস্থলে “কপিঞ্জলান” এই বহুবচন দ্বারা কপিঞ্জলের বহুকে না বুঝাইয়া উক্ত জ্ঞায়বলে তিনটি মাত্রই বুঝান হইয়াছে ।

+ “ভয়হাপুরাণমাত্র” ইতি পাঠান্তর বহুজ ।



দর্শনকৃতব্রজেশ্বরীবিষ্ময়—শ্রীব্রজকুমারী-বসনচৌর্যাদিকং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণিতয়া
তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণাভূষণকৃত-টীকা ।

অতএবেতি—বর্ণিতলক্ষণাভূষণাদেব হেতোরিতার্থঃ । পুরাতনানামৃষীগামাধুনিকানাঞ্চ বিস্তৃতমানা-
মুপাদেয়মিদং শ্রীভাগবতমিত্যাহ ;—যশ্চৈবেতি । বিরাজন্তে—সম্প্রতি প্রচরন্তীত্যর্থঃ । ধর্মশাস্ত্রকৃতাতো-
পাদেয়মেতদিত্যাহ—যদেব চ হেমাঙ্গীত্যাदि । তৎপ্রতিপাদিতো ধর্মঃ—কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনলক্ষণঃ । নহু
চেদীদৃশঃ শ্রীভাগবতং, তর্হি শঙ্করাচার্য্যঃ কুতস্তন্ম ব্যাচষ্টেতি চেত্তত্রাহ—অথ যদেব কৈবল্যমিত্যাदि ।
অয়ং ভাবঃ—প্রলয়াধিকারী খলু হরৈর্ভক্তোহহমুপনিষদাদি ব্যাখ্যায় তৎসিদ্ধান্তং বিলাপ্য ভ্রাতৃজ্ঞাং পালিত-
বানেশ্বরি । অথ তদতিপ্রিয়ে শ্রীভাগবতেহপি চালিতে স প্রভূময়ি কুপ্যেদতো ন তচ্চাল্যম্, এবং সতি
মে সারজ্ঞতা (রসজ্ঞতা) যুগ্মসম্পদ ন স্তাদতঃ কথঞ্চিৎ স্পর্শনীয়মিতি তন্মাত্রোক্তং বিশ্বরূপদর্শনাদি
স্বকাব্যে নিববন্ধেতি তেন চাদৃতং তদিতি সর্বমাগ্ধং শ্রীভাগবতমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোপামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তদ্বিনা নাগ্নে ইতি—বিশেষেণ পরমপ্রয়োজন-তৎসাধন-পরমোপাস্তবস্তপ্রকাশক ইতি শেষঃ । যশ্চৈব—
শ্রীভাগবতশ্চৈব, ‘এব’-কারণে তদ্বিরুদ্ধবর্ণনরাহিত্যম্ । ভাষ্যভূতং—অর্থপ্রকাশকং, যন্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থা
ইত্যনেনাশয়ঃ । যথা (হনুমন্তাঘাদয়ঃ) ব্যাখ্যাগ্রন্থা বিরাজন্তে তথা যন্ত নিবন্ধান্ত বিরাজন্তে ইত্যর্থঃ ।
নিবন্ধঃ—তন্তাংপর্থাবর্ণনাত্মক-তদেকদেশসংগ্রহঃ । যদেবেতি প্রশস্তমিত্যাহ্বিত্যম্ । যদ্বাক্যত্বেন—
শ্রীভাগবতবচনত্বেন, যৎপ্রতিপাদ্যধর্মঃ—ভাগবত-প্রতিপাদ্যধর্মঃ, অঙ্গীকৃতঃ—আবশ্যকত্বেন নির্ণীতঃ, যদেব—
ভাগবতমেব, বিরাজমানার্থং—বিরাজমানার্থকং মবেতি । অত্র হেতুঃ—ভক্তিস্বথ-ব্যাহারাদিলিঙ্গেনেতি ।
ব্যাহারঃ—সমুৎকর্ষপ্রকাশকং, তদাত্মকেন লিঙ্গেন হেতুনেত্যর্থঃ । যদপৌরুষেয়ং—যদাত্মকমপৌরুষেয়ম্ ।
অচালয়তা—যথাক্রমার্থপরিতিয়োগেন স্বমতান্তরসারেণ ব্যাখ্যায়তা । নহু কথং যথাক্রমার্থপরত্বৈব শঙ্করা-
চার্য্যেণ ভাগবতং ব্যাখ্যাতমিত্যাহ—বক্ষ্যমাণেতি,—“প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু” ইতি
“মায়াবাদমসচ্ছান্নম্” ইত্যাদিরূপেত্যর্থঃ । তটস্থীভূয়—শ্রীভাগবতবর্ণিতমিত্যনুগ্ৰহা ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।

কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেহই প্রাধান্য । অতএব বহু শাস্ত্র বিস্তৃমান থাকিলেও
পূর্বের কথিত লক্ষণানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতেরই উৎকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রাধান্য—প্রথম স্বক্কে স্থাপিত
হইয়াছে । “কলিতে অধুনা প্রায় লোকই অজ্ঞান; তাহাদের জয়যস্থিত অজ্ঞানতিমির বিনাশের নিমিত্ত
এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সূর্য উদিত হইয়াছেন ।” শ্রীমদ্ভাগবতের সূর্যের সহিত রূপক করায় তদ্ব্যতীত
অস্তান্ত শাস্ত্রের যে সর্বোপায়ে বহু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই—ইহাই প্রতিপাদন করা হইল ।

ভাগবত প্রাচীন ও আধুনিকের আদ্যোক্তের সামগ্রী । পুরাতন ঋষিগণ এবং
আধুনিক লোকপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসকলেরও ভাগবত আদরের সামগ্রী—ইহাই বলা হইতেছে :—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে
বিবিধ শাস্ত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে তত্ত্বভাগবতের নাম করা হইয়াছে; সেই তত্ত্বভাগবত—এই শ্রীমদ্ভাগবতের

ভাগবত — অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ, আবার সাক্ষাৎ শ্রীহুমমন্ডায়, বাসনাভায়, সম্বন্ধোক্তি, বিষ্ণু-কামধেনু, তত্ত্ব-দীপিকা, ভাবার্থ-দীপিকা ও পরমহংস-প্রিয়াদি শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, মুক্তাবলী প্রভৃতি নিবন্ধগুলিও—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মতপ্রচারক মহাত্মভবগণ কর্তৃক রচিত হইয়া এখনও জগতে প্রচলিত রহিয়াছে ।

ভাগবত ধর্ম-শাস্ত্র প্রচারকগণের ও আদর্শবীক্ষ্য । হোমোপ্রকৃত স্মৃতি-দংগ্রাহক গ্রন্থের দান খণ্ডে পুরাণ দানের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণবিষয়ক মন্ত্যপুরাণীয় বচন উল্লেখ করিয়াছেন এবং শেষ খণ্ডের কাল নির্ণয়-প্রকরণে কলিধর্ম নিশ্চয় করিতেও—“কলিং সভাজয়ন্ত্যাধ্যায়ঃ”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্গীতনরূপ ধর্মট মুখ্য-ধর্মরূপে (অত্যাগতকর্তারূপে) স্বীকৃত হইয়াছে ।

শঙ্করাচার্য্যের ভাগবত ব্যাখ্যা না করার কারণ । যদি শ্রীমদ্ভাগবত সর্বজন সমাদৃত ; তবে তাহা শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইল না কেন ? ইহার যুক্তি এই—শঙ্করের (শিবের) অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, ‘যে শ্রীমদ্ভাগবত মোক্ষকেও অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভক্তি স্থপেরই নিরতিশয় উৎকর্ষের প্রকাশক স্মরণ্য তিনি আমার মতের উপরেও বিরাজমান’—ইহা মনুভব করিয়া, পাছে ভগবান্ ক্রুপিত হয়েন—এই ভয়ে অপৌরুষেয় বেদান্ত-ব্যাখ্যানরূপ—শ্রীমদ্ভাগবতকে গালনা করেন নাই, তবে ইহার পর বর্ণিত হইবে যে, শ্রীভগবানের নিজ তত্ত্ব গোপন-বিষয়ক আত্মা—গদভূসারে, আপনার প্রবর্তিত—অদ্বৈত মতাবলম্বনে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবৎস্বরূপ দর্শনজ্ঞাত বিষয় এবং শ্রীভগবৎস্বরূপের বস্ত্র হরণাদি লীলাগুলিকে নিজকৃত গোবিন্দাষ্টক নামক গ্রন্থে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া, নিজ বাক্যের সাক্ষ্যবিধান মানসে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র জানিতে হইবে । ২৩ ।

তাৎপর্য্য ।

(২৩) ব্যাখ্যাগ্রন্থ—যে কোন একখানি গ্রন্থস্থিত বিষয়ের ক্রমিক ভাবে শঙ্কার্থ এবং তাৎপর্য্য-নির্ণয়স্বাক্ষর গ্রন্থ ।

নিবন্ধগ্রন্থ—এক বা বহু গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া তাহাব শঙ্কার্থ ও তাৎপর্য্য নিশ্চয়স্বাক্ষর গ্রন্থ ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যাবতারের কারণ । কাল অনন্ত অসীম এক হইয়াও পরিবর্তনশীল, তাহার অমুগত নিত্য ধর্ম ও নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে । জল নিত্যই মধুর ; পার্থিব—কটু তিক্ত কষায়াদি গুণে যেমন তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্য গুণের পরিবর্তন হয়, আবার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহার নৈসর্গিকতাও আনয়ন করা যায়, তেমনি ধর্মের সম্বন্ধেও জানিতে হইবে । প্রকৃত ধর্ম এক—অব্যভিচারী, কিন্তু কখন কখন মানবের প্রবৃত্তি দোষে তাহারও উপধর্মের সম্মিশ্রণে গুণান্তরাধান হয়, তখন ঐটিই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকে, বিশুদ্ধ-ধর্মের অস্তিত্ব মানব হৃদয় হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায় ।

কল্পনাময় ভগবান্ যখন দেখিলেন—ঋষিযুগ অন্তর্হিত, অর্থাৎ ঋষিগণের অন্তর্হিত সর্বভূত মতা, দয়, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় । লোকে বেদের গূঢ়ার্থ অন্তর্ভব করিতে পারিয়া ইন্দ্রিয়-পারবশ্তে হিংসাবহুল ধর্মকেই বৈদিক মুখ্য ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে লাগিল,

এবং ঐ ধারণাবশেই জী-মন্ত-পশুহিংসাত্মক যজ্ঞাদির অস্থানে তৎপর হইয়া তাত্ত্বিক বীরাচারের প্রচণ্ড চক্ৰানিনাদে জগৎ উন্নত করিয়া তুলিল; তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া “অহিংসা পরমো ধর্মঃ”—এই বেদের নিগূঢ় মর্ম সেই সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করাইলেন; তখন পঞ্চ-মকার উপাসনার স্রোতও ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে অধর্মের স্রোত আবার অন্তরূপে প্রবাহিত। শ্রীবুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পর তাঁহার শিষ্যামুশিগ্ধগণ ক্রমে বেদ ও বৈদিক ধর্মের পরিপন্থী হইতে লাগিল। দেব-দেবীর পূজা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়া তো প্রায় সমূলেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইল! এমন কি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরকেও আর কেহ স্বীকার করে না। তখন আবার করুণা পরতন্ত্র শ্রীভগবান্ নিজক্রিয়তম ভক্ত প্রণয়াদিকারী শ্রীশঙ্করকে বলিলেন—“শঙ্কর! জগতের এ শব্দে শঙ্কর ভিন্ন ‘শং’ করে কে? বৌদ্ধগণের বিপুল প্রতাপে বৈদিক ধর্ম-কর্ম বিলুপ্তপ্রায়, সুতরাং তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্মের এমন প্রলয় করিবে যে, বৌদ্ধগণের হৃদয় হইতে অবৈদিক ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া বৈদিক ভাবের সঞ্চার হয়। দেখিও যেন আমার ত্বনমোহন স বিশেষ রূপ তাহাদের নিকট প্রকাশ না হয়।”

“প্রকাশং কুরু চান্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চ জ্ঞানান্ মধিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন শ্রাস্তং সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।” (পং, পুং, উৎ, ৬২ অং, ৩১, শিবঃপ্রতি শ্রীকৃষ্ণব্যাক্যম্)

শঙ্কর, ভগবানের এই আজ্ঞা পাইয়া জগতে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মানবগণের হৃদয় হইতে অবৈদিক ভাব দূর করিয়া বৈদিক ধর্মের প্রসার করিলেন। নিজ-প্রভু শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে উপনিষদের যথার্থ্য তত্ত্ব—স বিশেষ ভগবত্ত্ব গোপন করিয়া অসং মায়াবাদ স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কতকগুলি কপটযুক্তিতর্ক অবলম্বনে—‘নিরাকার ব্রহ্মই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য, জগৎ অসং—মায়া-বিজ্ঞপ্তিত, জীব ও ব্রহ্ম আতাত্ত্বিক ভেদ নাই, মাত্র উপাধি অংশে ভেদ; মায়াব নাশেই ভেদের নাশ—পরে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ভাব’—এই প্রকার প্রচ্ছন্নভাবে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মতই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

“মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূঢ়্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমৃগ্ধিনা।”

(পং পুং, উৎ, ২৫ অং, ৭)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অপৌরুষেয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তাহাতে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের কোন ব্যাখ্যা না থাকার কারণ এই—ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আপনার প্রভুর অমুমতি অমুমারেই ব্রহ্মহৃৎ উপনিষৎ প্রভৃতির ভাষ্যে ব্যাসের অসম্মত বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া মনে করিলেন—‘শ্রীমদ্ভাগবত আমার প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-দ্বিতীয়মৃগ্ধি সদৃশ,—এই গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া যদি বিদ্বৎ করি, তবে প্রভু আমার প্রতি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন। তাহা হইলে আর আমার জগতে সারজ্ঞতা এবং সুখ সম্পৎ কিছুই থাকিবে না সুতরাং অদ্বৈতবাদের অজ্ঞাত আকাশে শ্রীমদ্ভাগবতকে আর উড়াইব না, তবে এতো কাল বেদ-বেদান্তের মূখ্যার্থ আবরণ করিয়া তাহাতে কেবল মায়াবাদের কুস্মাটিকাই দেখাইলাম, এখন একবার সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে (এইটি ভাগবতের বর্ণিত বিষয়—এরূপ কিছু না বলিয়া) মাত্র স্পর্শ করিয়া নিজের বাক্যের সফলতা বিধান করি’ এই অভিপ্রায়েই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজকৃত কাব্য—শ্রীগোবিন্দাষ্টকে সেই মায়াবাদের কুস্মার মধ্য হইতেই—পুত্রমুখে শ্রীত্রৈলোক্যরীর বিশ্বরূপ দর্শনাদি বালালীলা, শ্রীগোবর্দ্ধনধারণাদি পৌগণ্ডলীলা এবং শ্রীজজ্জুমারীগণের বজ্র হরণাদি কৈশোর লীলা দেখাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপতত্ত্ব গোপন করিতে শ্রীহাদেবকে উপদেশ করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য এই—সে সময় বৌদ্ধেরা বৈদিক কথাদি তো মানিতই না, একজন ঈশ্বর আছেন—ইহাও স্বীকার করিত না সুতরাং ঐ সকল শূন্যবাদিগণের নিকটে প্রথমেই শ্রীমূর্তিসহ ভগবানকে লইয়া গেলে, তাহারা অবিশ্বাস-প্রবণ বিজ্ঞপ ইঙ্গিতের স্বাক্ষরবাক্যে, তাঁহাকে কোন এক অজানাকাশে উড়াইয়া দিবে। প্রত্যুত তাহাদের এই শ্রীভগবদবজ্রাজনিত এতোই অপরাধ সঞ্চিত হইবে যে, আর পরে চিত্ত সংশোধনেরই কোন উপায় থাকিবে না; এই জন্তেই নিরন্তর নিখিল জীবের করুণায় তৎপর—শ্রীভগবান্ একরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

ঈশ্বরকে জ্ঞানিতে হইলে প্রথমতঃ বেদ মানিতে হইবে, তাহার পর বেদাবলম্বনে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে। যাহারা মূলেই বেদ মানে না, তাহাদিগের নিকটে ইচ্ছা একটি ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপন করা অপেক্ষা বেদবাক্যে আস্থা জন্মাইয়া ‘মূলে একটি ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন; কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন আকার নাই’—এই কথাটি বুঝাইয়া দেওয়াই সহজ। কেবল ‘নাস্তি’ শব্দটিই যাহাদের চিরাভ্যন্ত, তাহাদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে হইলে, কতক অস্তি—কতক নাস্তির মত কথাটাই ভাল লাগে ও ধারণার বিষয় হয়, এই জন্তই শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের আত্মাহুরূপ, নাস্তিক বৌদ্ধগণের হৃদয় ক্ষেত্রে বেদ কল্পতরুর কর্ণ-যোগ-জ্ঞানময় প্রস্থান-চয় সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বর আছেন, তাঁহার কোন আকার নাই—এই প্রকার অস্তি-নাস্তি ভাবটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে জীবগণের ভক্তিগ্রহণে উপযোগিতা বুঝিয়া শ্রীভগবান্ বায়ুদেবে জ্ঞান ও ভক্তি-শক্তি সঞ্চয় করিয়া তদ্বারা শ্রীমদ্ভাচার্য্যরূপ প্রকট করাইয়াছিলেন, মন্মথার্চ্য্য জ্ঞানময় পুংশ হইতে ভক্তি ফল মাত্র উৎপাদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন; ক্রমে তাহার অনুশীলনে জীব যখন কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিল, তখন আবার শ্রীভগবানেরই দ্বিতীয় মূর্তি—শ্রীসকর্ষণ, ভক্তি-শক্ত্যাবেশ অবতার—শ্রীরামভূজাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি ফলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কতকটা বৃদ্ধি করিয়া তিরোহিত হইলেন। তাহার পর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—‘এখন কলির জীব অনেক উন্নত, অনেক দিনের প্রচারিত ভক্তির প্রভাবে অপরাধকুল প্রায় নিমূল হইয়াছে, ভক্তিকে চরম সীমায় উন্নীত করিবার এই উপযুক্ত সময়’—তখন আবার তিনি স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনাম-কুলিণ পাতে বিষ্ণুগিরি-কুলকে বিদলন করিলেন আর সাধন ভক্তিকেই পরিপাক প্রক্রিয়ায় সাংখ্য—প্রেমময় করিয়া হৃদয় আবাদনীয় করিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রীগোবিন্দাষ্টকে যে শ্রীকৃষ্ণেব লীলা উল্লেখ করিয়া স্তুতি কবিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহার একটি মাত্র শ্লোক এখানে দেখান যাইতেছে :—

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমাকাশং পরমাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গনরিক্পলোলমনায়াম্ পরমায়াম্ ।

মায়াকল্পিতানাকারমনাকারং ভূবনাকারং ক্ষমানাথমনাথং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্” ১১।

এইরূপে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পদ্মপুরাণীয় সহস্রনাম ভাষ্যেও ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং অর্ধৈতবাদ-গুরু মহাভূতবর্ণগণেরও সমাদৃত হওয়ায়, শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ববাদিসম্মত এবং সর্বত্র মহামানীয়; তাহারে অণুমাাত্রও সন্দেহ নাই।

যদেব কিল দৃষ্টা শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবাস্তুরাণাং তচ্ছিষ্যাস্তুরপুণ্যারণ্যাদিরীতিক-
ব্যাখ্যা প্রবেশশঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যাস্তুরলিখদভির্বহ্মোপদেশঃ কৃত ইতি চ সাক্ষ্যতা
বর্ণয়ন্তি । তস্মাদযুক্তমুক্তম্ তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে ;—

“তদিনং গ্রাহয়ামাস সূতমাজ্ঞবতাং * বরম্ । সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ভূতম্ ॥”

[ভা° ১, ৩, ৪১]

দ্বাদশে ;—

“সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে । তদ্রসামততৃপ্তস্ত নাগত্র স্তাদ্রতিঃ কচিৎ ॥”

[ভা° ১২, ১৩, ১২]

তথা প্রথমে ;—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥” [ভা° ১, ১, ৩.]

অতএব তত্রৈব ;—

“যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতীর্থতাং তমোহঙ্কম্ ।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসৃষ্টমুপয়ামি গুরুং মুনীনাং ॥” [ভা° ১, ২, ৩.] ইতি

শ্রীভাগবতমতং তু সর্বমতানামধীশরূপমিতি সূচকম্ । সর্বমুনীনাং সভামধ্যমধ্যাস্ত
উপদেষ্টৃভ্যে তেষাং গুরুত্বমপি তস্য তত্র স্বব্যক্তম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

শ্রীমধ্যমুনেষ পরমোপাস্ত্য শ্রীভাগবতমিত্যাহ ;—যদেব কিলেতি, শঙ্করেণ নৈতচ্ছিচালিতং কিন্তুাদৃত-
মেবেতি বিভাষ্যেত্যর্থঃ । কিন্তু তচ্ছিষ্যৈঃ পুণ্যারণ্যাদিভিরেতদগ্ৰহ্য ব্যাখ্যাতং, তেন বৈষ্ণবানাং নিগূঢ়-
চিন্মাত্রপরমিদমিতি ভ্রান্তিঃ স্তাদিতি শঙ্কয়া হেতুনা তদ্ব্যস্তিচ্ছেদায় তত্র তাৎপর্য্যাস্তুর ভগবৎপরতারূপং
ততোহস্তান্তাৎপর্য্যং লিখন্তিস্তস্য ব্যাখ্যানবহ্মোপদিষ্টং বৈষ্ণবান্ প্রতীতি । মধ্বাচার্য্যচরণৈরিত্যি—
অত্যাধরসূচকবহ্বনির্দেশেণ, স্ব-পূর্বাচার্য্যাদ্বাদিতি বোধ্যম্ । বায়দেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্বজ্ঞোহতিবিক্রমী
যো দ্বিধিজয়িনং চতুর্দশবিম্বাং চতুর্দশভিঃ কণৈর্নির্জিত্যসনানি তস্য চতুর্দশ জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষ্যঃ
পদ্মনাভাভিনো বহুবেতি প্রসিদ্ধম্ । তস্মাদিতি—প্রাকগুণকহ্মাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । আলয়মিতি—
মোক্ষমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ । য ইতি—অকং তমঃ—অবিচ্ছাং অতিতীর্থতাং সংসারিণাং করুণয়া যঃ
পুরাণগুহ্যং শ্রীভাগবতমাহেত্যর্থঃ । স্বানুভাবম্—অসাধারণপ্রভাবমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

দৃষ্টেত্যস্ত—বৈষ্ণবমতপ্রবেশে হেতুত্বম্ । তচ্ছিষ্যতাং—শঙ্করাচার্য্যশিষ্যতাং বর্ণয়ন্তীতি । যন্তৈ-
বেত্যাদৌ যৎপদানামুক্তরবাক্যত্বত্বা ন তৎপদাপেক্ষেতি । তস্মাদিতি—এতৈর্কর্তৃহতরপ্রেক্ষাবত্তিরাদৃতত্বেন

* “আত্মবিদ্যাং” ইতিপাঠঃ শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্য-ঋতঃ ॥

নির্নীতসমুৎকর্ষাদিত্যর্থঃ । আত্মবিদ্যাং—ব্রহ্মবিদ্যাম্ । ‘সারং সারং’ ইতি বীজ্য। সকলসারোচ্চারো বোধ্যতে । সারশ্চ—ভগবদ্বাহাওয়াং তত্ত্বজনকঃ । তৎসারং বিনা মুক্তশ্রাপি শুকশ্চ কথমত্র প্রযুক্তিরিতি ভাবঃ । ফলমিতি—সকলবেদাদিশাস্ত্র-তাৎপর্যার্থাবগমলক্ষিতার্থরূপমিত্যর্থঃ । গুরুঃ মুনীনামিতি, গুরুত্বং—জ্ঞানান্তি-গয়ত্বং, ন তূপদেষ্টে ত্বং, মুনীনামিতি সামান্যতো নির্দেশাৎ । এবকোপদেষ্টেইন ইত্যন্ত—পরীক্ষিতং প্রত্যা-পদেষ্টেইনেত্যর্থঃ * ॥ ২৪—২৫ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্বাচার্য্যোক্ত পদম উপাস্য । শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য দেখিলেন—“অদ্বৈতবাদ গুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে বিচালিত করেন নাই, প্রত্যুত আদরই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য ‘পুণ্যারণ্য’ প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা সাধারণ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ‘ভাগবত—নিগূর্ণ নিরাকার চিন্মাত্র—ব্রহ্মপর, এইরূপ একটা ভ্রম আনিতে পারে ; সেই নিমিত্ত (অধস্তন বৈষ্ণবগণের ভ্রান্তি অপনোদন মানসে) ‘শ্রীমদ্ভাগবত—সগুণ সবিশেষ ভগবৎপর’ ইহা সমর্থন করিয়া তিনি, একটি ভাগবতের তাৎপর্য্য লিখিয়াছিলেন এবং তদ্বারা ঐ আকারের একটি সম্প্রদায়ও গঠন করিয়া যান”—প্রাচীন প্রাচীন ভক্তগণ এই কথা বলিয়া থাকেন ।

বহুর জ্ঞানিকুল-চূড়ামণি বিদ্বৎগণ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিরতিশয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, স্তবরাশি প্রথম স্তব্ধের বক্ষ্যমাণ বচনটি যুক্তি-যুক্তই বোধ হইতেছে :—“শ্রীকৃষ্ণ ষৈপায়ন, আত্ম-জ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধান শ্রীশুকদেবকে সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সারাংশ এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।” ছাদশস্কন্ধেও কথিত হইয়াছে :—“শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার, যিনি ইহার রসামৃতে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অমৃত কোথাও রতি হয় না ।” প্রথম স্কন্ধেও তাহাই বলা হইয়াছে :—“অহো কি আনন্দ ! সমস্ত পুরুষার্থ বিতরণে সমর্থ, নিগমরূপ কল্পতরুর ফল—এই শ্রীমদ্ভাগবত শুকের মুখ হইতে এই পৃথিবীতে অগুরুরূপে নিপতিত হইয়াছে । ওহে রসবিশেষ—ভাবনাচতুর রসিকগণ ! (আর কাল বিলম্ব কেন ?) এই দ্রবীভূত অমৃতময় ফল—মোক্ষ পথান্ত নিরন্তর পান করিতে থাক ।”

অতএব প্রথম স্কন্ধেই বলা হইয়াছে :—“যাহারা পথহারা পথিকের মত, নিবিড় অন্ধকারময় এই সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিষয় কণ্টকে ব্যাধিত হইয়া ‘তাহি তাহি’ বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া যিনি—অসাধারণ শক্তিশালী, নিখিল বেদের সার, আত্মতত্ত্ব দর্শনের একমাত্র প্রদীপ—এই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন, আমি সেই মুনীগণের পূজনীয় ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করি ।

শ্রীমদ্ভাগবতের মত—যে সর্বশাস্ত্রের অধিনায়ক ; তাহা উল্লিখিত দ্বোকে সূচিত হইয়াছে এবং মুনীগণের সভামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারাজ পরিস্ফুটক উপদেশ করায় শ্রীশুকদেবেরও সেই সকল মুনীগণ অপেক্ষা জ্ঞানের আতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য ।

(২৪) পূজ্যপাদ গ্রন্থকার—“মধ্বাচার্য্যচরণৈঃ”—এ স্থলে বহুবচন নির্দেশ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সমাদর দেখাইয়াছেন । একে তিনি সবিশেষ ভগবৎস্বস্বকীয় সিদ্ধান্তের প্রথম পথ-প্রদর্শক,

* এতদ্বিনীতদৃষ্ট্য কতিপয় পাঠান্তরমভূত্বতে, তন্মাকলিতগম্যদলম্বিতেষু গ্রন্থেষু ॥

তাহাতে আবার নিজের সম্প্রদায়ও তাঁহার সম্প্রদায়েরই শাখা, সুতরাং তিনি যে ত্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়—‘মধ্বমুনি বায়ুদেবের অবতার ; সেই নিমিত্ত তিনি সর্বজ্ঞ এবং অতিবিক্রমশালী ছিলেন। একজন চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র ভারতকে বিদ্যা-বলে পরাজয় করিয়া নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দশ বিজ্ঞার চতুর্দশটি মঠাসন স্থানে স্থানে স্থাপন করেন। মধ্বাচার্য্য সেই দ্বিধিজয়ীকে চতুর্দশ ক্ষণে চতুর্দশ বিজ্ঞাবিশয়ক তর্কে পরাজিত করিয়া তাহার চতুর্দশ মঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তখন দ্বিধিজয়ী, মধ্বাচার্য্যের বিজ্ঞা-বিশয়ে এই অলৌকিক ক্ষমতা অসম্ভব করিয়া তাঁহার শিষ্ণু গ্রহণ করেন; তদবধি তাঁহার নাম পদ্মনাভ হইয়াছিল।

যতঃ ;—

“তত্রোপজগদুভূবনং পুনান্না মহামুভাবা মুনয়ঃ শশিষ্যাঃ ।
প্রায়েণ তীর্থভিগমাপদৈশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥
অত্রির্বশিষ্ঠশ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমিভৃগুরঙ্গিরাশচ ।
পরশরো গাধিস্থতোহথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধাব্যাহো ॥
মেধাতিথিদেবল আষ্টিযেণো ভরদ্বাজো গোতমঃ পিল্লাদঃ ।
মৈত্রেয় ঔর্ববঃ কবষঃ কুস্তযোনির্ধৈপায়নো ভগবান্নারদশচ ।
অথো চ দেবর্ষিঃ স্রবর্ষিঃ বর্ষা রাজর্ষিবর্ষা অরুণাদয়শচ ।
নানার্ঘ্যপ্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥
সুখোপবিষ্টেহথ তেহু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোহগ্রে নিগৃহীতপাণিঃ ॥” [ভাঃ ১, ১৯, ৮-১২]

ইত্যাদ্যনন্তরম্ ;—

“ততশ্চ বঃ পৃচ্ছামিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।
সর্বাত্মানা ত্রিয়মার্গৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিমুক্তাঃ ॥” (ভাঃ ১, ১৯, ২৪,)

ইতি পৃচ্ছতি রাজ্ঞি ;—

“তত্রাত্মবস্তগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোহনপেক্ষঃ ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভভূকো বৃতশ্চ বালৈরবধৃতবেশঃ ॥” (ভাঃ ১, ১৯, ২৫,)
ততশ্চ,—“প্রত্যাখিতান্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ”—(ভাঃ ১, ১৯, ২৮)

ইত্যাদ্যন্তে ;—

“স সংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষি-সুর্ষির্বৈধ্যৈঃ ।
ব্যরোচতালাং ভগবান্ যথেন্দুগ্রহক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥”—(ভাঃ ১, ১৯, ৩০)

ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা ।

মুনীনাম্ গুরুমিত্যুক্তং, তং কথমিত্যত্রাহ—যত ইতি । যত ইত্যন্ত—ইত্যাশ্রয়মিতি পরেণ সম্বন্ধঃ । ঔর্ক ইতি—বিপ্রবংশং বিনাশয়দভ্যো দৃষ্টেভ্যঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো । ভয়ানকভাদাক্ষ্যোয়োরৌ ভয়ানকো স্থাপিতস্ততো জাতঃ ক্ষত্রিয়াংশান্ শ্বেন তেজসা ভষ্মীচকার ইতি ভারতে কথাস্তি । নিগৃহীতপাণিঃ—যোজিতাঙ্গলিপুটঃ । এবং কর্তব্যস্ত ভাবঃ—ইতি কর্তব্যতা, তস্তাং বিষয়ে সর্কাবহায়াং পুংসঃ কিং কৃত্যং, তত্রাপি ত্রিঘমাপৈশ্চ কিং কৃত্যং, তচ্চ শুদ্ধং হিংসাশূন্যং, তত্রায়ুশত যুয়ম্ । গাং—পৃথিবীম্ । অনপেক্ষঃ—নিম্পৃহঃ । নিমন্ত—শুক্লপুষ্কিকর্তৃঃ স্বধামিনঃ কৃষ্ণস্ত লাভেন তুষ্টঃ । তত্র—সভায়াম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীশুকদেব মুনিগণের পূজনীয় বলিবার হেতু শ্রীমভাগবতেই প্রকাশ পাইয়াছে :—“মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে বিবেক লাভ করিয়া গন্ধাতীরে প্রায়োপবেশন * করিলে, অগং পবিত্রকারী মহাহুভব মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্য সঙ্গে লইয়া গন্ধান্নান ছলে সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন । যে সকল সাধুগণ প্রায়ই তীর্থ পর্যটন ছলে স্বয়ং তীর্থকুল পবিত্র করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের মধ্যে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিস্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিস্থত (বিশ্বামিত্র), রাম (পরশুরাম), উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইন্দ্রবাহ, মেধাতিথি, দেবল, অষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গোতম, পিঙ্গলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ক, কবচ, দ্বৈপায়ন ও ভগবান্ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ আগমন করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রান্ত বহু দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও অক্ষগাদি রাজর্ষিবর্গও তথায় আসিয়াছিলেন ।

মহারাজ পরীক্ষিত, সেই সমস্ত নানা শ্রেণীর ঋষিগণ আগমন করিয়াছেন দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলেন । তাহার পর ঋষিগণ রাজদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া শ্রমাপনোদন করিলে, বিশুদ্ধচেতা রাজর্ষি পরীক্ষিত পুনরায় কৃতাজলিপুটে তাঁহাদের অগ্রে দাঁড়াইয়া প্রণামপূর্বক নিজের অভীষ্ট বিষয় জানাইয়াছিলেন ।” এই কথার পর ভাগবতে পরীক্ষিতের প্রশ্ন এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

“বিপ্রগণ ! আমার বড়ই সৌভাগ্য যে—একত্রে আপনাদিগকে আমি পাইয়াছি ! হুতরাং আপনাদিগের নিকটে সহস্রের পাইব বিশ্বাসে আমার একটি জিজ্ঞাস্ত এই—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি—এ সকলের অহুষ্ঠান করা মানব মাত্রেয়ই কর্তব্য । কেবল ইহাই নহে ; এইরূপ বহু কর্তব্য বিষয় শ্রবণ করা যায় কিন্তু ঐ গুলির মধ্যে সকলের সকল অবস্থাতে, বিশেষতঃ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির সম্বন্ধে নির্দোষ সর্বোত্তম কার্য কি ? তাহা সকলে একবাক্যে নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন ।”

“মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্ণিতে পরমানন্দময়, আশ্রমাদিচিহ্ন-শূন্য, অবধূতবেশধারী, নিম্পৃহ, ব্যাসনন্দন ভগবান্ শ্রীশুকদেব-যদুচ্ছাত্রকে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে চতুর্দিকে বালকগণে পরিবৃত্ত হইয়া পরীক্ষিৎ সভায় উপস্থিত হইলেন ।” তাহার পর “সেই গৃঢ়ভোজা শ্রীশুকদেবকে অবলোকন করিবামাত্র সমস্ত মুনিগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন ।”

* “প্রায়োহনশনমৃত্যুঃ” ইতি যেদিনী । প্রায় শব্দের অর্থ—মৃত্যুর জন্ত ভোজন ত্যাগ করা । পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া গন্ধাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ঐ ক্রিয়াকে ‘প্রায়োপবেশন’ বলা হইয়াছে ।

ইত্যাদি বর্ণন করিয়া সূত পুনরায় বলিয়াছিলেন :—“মহতেরও মহৎ সেই শ্রীশুকদেব সভামধ্যে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং রাজর্ষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারাগণে সুশোভিত শশধরের হ্রায় অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অত্র যতপি তত্র শ্রীব্যাস-নারদৌ তত্শ্যাপি গুরু-পরমগুরু, তথাপি পুনস্তন্মুখ-নিঃসৃতং শ্রীভাগবতং তয়োৰপ্যশ্রুতচরমিব জ্ঞাতমিত্যেবং শ্রীশুকস্তাবপ্যুপাদিশে দেশমিত্যাভিপ্রায়ে ।

* যতুস্তম্ ;—“শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্” ইতি ।

তস্মাদেবমপি শ্রীভাগবতশ্চৈব সৰ্ব্বাধিক্যম্ । মাৎস্তাদীনাং † যৎ পুরাণাধিক্যং শ্রুয়তে, তদ্বাপেক্ষিকমিতি । অহো কিং বহুনা ? শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপমেবেদম্ । যত উক্তং প্রথমস্কন্ধে ;—

“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ । কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ।”

[ভাঃ ১, ৩, ৪৫] ইতি ।

অতএব সৰ্ব্বগুণযুক্তত্বমশ্চৈব দৃষ্টং, “ধর্মঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহত্র” ইত্যাদিনা, “বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুমির্ত্রাং প্রিয়েব চ । বোধয়ন্তীতি হি প্রাছন্ত্রিবৃদ্ধাগবতং পুনঃ”।— ইতি মুক্তগফলে হেমাঙ্গিকারবচনেন চ ‡ ।

তস্মান্মতন্তাং বা কেচিৎ পুরাণান্তরেষু বেদ-সাপেক্ষত্বং, শ্রীভাগবতে তু তথা সম্ভাবনা স্বয়মেব নিরন্তেত্যপি § স্বয়মেব লব্ধং ভবতি । অতএব পরমশ্রুতিরূপত্বং তস্মাৎ । যতৌস্তম্ ;—

“কথং বা পাণ্ডবেয়স্ত রাজর্ষের্মুনিনা সহ । সংবাদঃ সমভূৎ তাত ! যত্রেয়া সাঙ্ঘতী ঋতিঃ ।” ইতি ।

[ভাঃ ১, ৪, ৭] ইতি ।

অথ যৎ খলু সৰ্ব্বং পুরাণজ্ঞাতমাবির্ভাব্যেত্যাদিকং পূর্বমুক্তং, তন্তু প্রথম-স্কন্ধগতশ্রীব্যাস-নারদসংবাদেনৈব প্রামেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা ।

বক্তব্যং যোজয়তাত্ৰ যতপীত্যাদিনা । তস্মাদেবমিতি,—তদ্বক্তৃঃ—শ্রীশুকস্ত সৰ্ব্বগুণক্ৰমোনাপীত্যর্থঃ । আপেক্ষিকমিতি—এতদন্তপুরাণাপেক্ষেত্যর্থঃ । অথ পরমোৎকর্ষমাহ—অহো কিমিতি । অতএবেতি—

* “যতুস্তম্” ইতি বা পাঠঃ । † অত্র “তু” ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ ।

‡ “হেমাঙ্গিকারস্ত বচনেন চ” ইতি গোষ্ঠামিভট্টাচার্য্যভূতঃ পাঠঃ ।

§ “পরান্তেত্যপি” ইতি বা পাঠঃ ।

কৃষ্ণপ্রতিনিধিত্বাৎ কৃষ্ণবৎ সৰ্বগুণযুক্তমিত্যর্থঃ । প্রিয়ৈব—কান্তৈব । ত্রিবৃৎ—বেদাদিত্রয়গুণযুক্তমিত্যর্থঃ । তস্মাদিতি, বেদসাপেক্ষং—বেদবাক্যেন পুরাণপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । অতএবেতি—পরমার্থ-বেদকথ্যাবেদান্তস্ত্রৈব ভাগবতস্ত্রয় পরমশ্রুতিরূপমিত্যর্থঃ । যত্র—সংবাদে । সাস্বতী—বৈষ্ণবীত্যর্থঃ । অথেনি ‘ইদং ভগবতা পূৰ্ব্বং’ ইত্যাদিষাদিশোক্তেত্র স্কনারায়ণসম্বাদরূপমষ্টাদশম্ মধ্যে প্রকটিতং, ব্যাস-নারদসম্বাদরূপং তত্রৈব প্রবেশিতং, তদুভয়ম্ লক্ষণ-সংখ্যে তু মাংস্তাদ্যবৃক্তে ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ । এবমেব ভারতোপক্রমেহপি দৃষ্টম্ । আদাবাখ্যানৈবিনা চতুর্বিংশতিসহস্রং ভারতং, ততঃ সন্থঃ সহিতং পঞ্চাশৎসহস্রং, ততঃ সন্থতোহপ্যধিকমিতোহপ্যধিকমিতি, তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

অশ্রুতচরমিবেতি তদানীমশ্রুতত্বাদিতি ভাবঃ । তাবপ্যুপদিদেশেতি, তাবপি—ব্যাস-নারদাবপি । অপিকারাত্ রাম-ভৃগুদ্বিগো-বশিষ্ঠ-পরশরাদীনাং গ্রহণম্, তেষামপি বেদপুরাণবেত্ত্বাৎ । উপদিদেশ—স্মারয়ামাস-যদ্বা, দেশম্—মধুরব্যাখ্যানকৌশলং উপদিদেশেবেত্যর্থঃ, অশ্রুতচরমিবেতুক্তত্বাৎ । তথা চ তয়োরাপি তথা ব্যাখ্যানকৌশলযোগ্যেহপি শুকদেবঃ প্রতি তথাহুপদেশাদিতি ভাবঃ । আপেক্ষিকমিতি—ভাগবতাঙ্গ-পুরাণাপেক্ষিকমিত্যর্থঃ । ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহিত—আদিনা ভক্ত্যাদিপরিগ্রহঃ, যথোক্তরমুত্তমম্বমেবাং । কলৌ নষ্টদৃশাং—নষ্টজ্ঞানাদীনাং সম্বন্ধে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ এষ পুরাণাকৌতুহল্য উদিত ইত্যম্বয়ঃ । চর্ম-চক্ষুর্থা স্বর্ঘ্যাংশস্তথা জ্ঞানচক্ষুঃ শ্রীভাগবতাংশ ইতি দ্যোতনায় শ্রীভাগবতস্মার্তকতয়া রূপকমিতি ভাবঃ । বেষা ইতি—বেদাঃ প্রভুরিব বোধয়ন্তীত্যম্বয়ঃ । প্রভুপদেন ‘রাজা’ ইত্যুচ্যতে, তথা চ—রাজা যথাজ্ঞাপয়তি তথৈবামাত্যাদয়ঃ কুর্যন্তি, ন তু তদ্বাক্যে ‘ভদ্রমভদ্রং বা’ ইতি বিচারয়ন্তি; তথা বেদবচনেন বিহিতং কর্ম বিধাংসো যথাযথাহিহিতং প্রমাণনিরপেক্ষং, তথৈব কুর্যন্তি । পুরাণং মিত্রমিব প্রমাণযুক্তিসাপেক্ষং বোধয়তি, বিভক্তিবিপরিণামেনাম্বয়ঃ । কাব্যং—কাব্যশাস্ত্রং, প্রিয়ৈব—কান্তৈব সরসতাপাদনদ্বোধয়তি । ভাগবতং—ভাগবতাত্মশাস্ত্রং, ত্রিবৃৎ—প্রভু-মিত্র-কান্তাসদৃক্, বেদ ইব প্রমাণনিরপেক্ষতয়া প্রভুরিব, ইতরপুরাণমিব প্রমাণ-যুক্তিসম্বলিতত্বেন হিতবোধকত্বেন চ মিত্রমিব, কান্তৈব সরসতাপাদনদ্বোধেতি সর্বাঙ্গমিত্যর্থঃ । হেমাদ্রিকারস্ত্র—বোপদেবস্ত্র, হেমাদ্রিকারত্বেন তত্পাদনং যুক্তিশাস্ত্রদর্শিতত্ব-লাভায় । সাস্বতী—ভাগবতী ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীশুকদেব সকলেরই উপদেশ। যদিও প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষিতসভাতে উপস্থিত ব্যাসদেব শ্রীশুকদেবের গুরু এবং দেবর্ষি নারদ—পরম গুরু; তথাপি পুনর্বার (পরীক্ষিত সভায়) শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট যেন ‘পূর্বে কোন দিন ইহা শ্রবণ করি নাই’ বলিয়া বোধ হইয়াছিল—এই ভাবে শ্রীশুকদেব, ব্যাস ও নারদকে উপদেশ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের বিবরণ বিশেষে আবেশ থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য সে সময় স্মরণ ছিল না, শ্রীশুকদেব তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এ স্থানের ইহাই অভিপ্রায় । শ্রীবেদব্যাণও তাহাই বলিয়াছেন :—“শুক-মুখনিঃসৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রবীড়িত অমৃতময় ফল ।”

বলুন শ্রীশুকদেবের, সকলের গুরু প্রতিপন্ন হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত হইতেছে । পুরাণের মধ্যে মন্ত্রাদি পুরাণের যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়; সেটি আপেক্ষিক অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষায় মন্ত্রাদি পুরাণ শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝিতে হইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব। অহো! আর অধিক কি বলিব, এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের ছায়া সর্বসদগুণযুক্ত, যাহা প্রথম স্বন্ধে বলা হইয়াছে :— “শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতীপাদক—ধর্ম, জ্ঞান এবং বিবেকাদির সহিত নিতালীলায় প্রবেষ্ট হইলে, সম্ভ্রতি অজ্ঞানকে (তাদৃশ ধর্মাদিহীন) কলিজীবের সম্বন্ধে এই পুরাণ সূর্য্য (শ্রীমদ্ভাগবত) সমুদিত হইয়াছেন।” এই নিমিত্তই “ধর্মঃ প্রোক্ষিত কৈতবোহত্র” ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীমদ্ভাগবতকেই নিখিল গুণের ধনরূপে অবগত হওয়া যায়, এবং “বেদ, পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্র—ইহারা ক্রমান্বয়ে প্রভূ, মিত্র এবং প্রেমসীমার ছায়া হিতজনক উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত তিনরূপেই নিয়ত সত্বপদেশ দিয়া জীবের কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন।”—এইরূপে হেমাঙ্গিকার শ্রীবোপদেবের মুক্তাফল-টীকাগত বচনেও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বগুণাকরত্ব দেখা যায়।

তবে ‘বেদোক্ত বাস্ক্য হইতেই পুরাণের প্রামাণ্য’—এইরূপে কেহ কেহ অজ্ঞান পুরাণের বেদ-সাপেক্ষত্ব মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই—ইহাও ভাগবতীয় বাক্যেই পাওয়া গিয়াছে অতএব পরমার্থের জ্ঞাপক হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতও বেদান্তের ছায়া পরম সত্যস্বরূপ, এ কথা প্রথম স্বন্ধেই বলা হইয়াছে :—

“তাত সূত! কি প্রকারেই বা পাণ্ডুকুল-নন্দন পরীক্ষিতের শ্রীশুকদেবের সহিত সবাদ হইয়াছিল; যাহাতে এই সাহসী (বৈষ্ণবী) স্ত্রীর (শ্রীমদ্ভাগবতের) আবির্ভাব হইয়াছে?” শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবান ব্যাস সমস্ত পুরাণাদি আবির্ভাব করিয়া পরে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব করেন—এই যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে; তাহা প্রথম স্বন্ধগত শ্রীবাস-নারদের সংবাদ দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইবে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।

(২৬) শ্রীবেদব্যাস বেদের বিভাগ এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত প্রকাশ করিয়াও চিন্তের প্রসন্নতা না পাইয়া যখন ভগ্নোৎসাহে সরস্বতী-তীরে দিনপাত করিতে থাকেন, সেই সময় শ্রীদেবর্ষি নারদ তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়া ঐ গ্রন্থকে বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতে অমুমতি করেন, শ্রীবেদব্যাসও তদনুসারে বিস্তৃতরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান; এই নিমিত্তই গ্রন্থকার—‘ব্যাসদেব শুকদেবের গুরু এবং নারদ শুকদেবের—পরমগুরু’ এই কথা বলিয়াছেন।

নারদ এবং ব্যাসের কোনরূপ জ্ঞানেরই অভাব ছিল না, তাঁহারা কর্ণ যোগ জ্ঞান ভক্তি—এ সকল বিষয়েই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তবে প্রায় অধিকাংশ সময়েই নানাবিধ ধর্ম-চর্চায় থাকিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে তেমন অমুশীলন হইত না। পরীক্ষিতের সভাতে শ্রীশুকদেবের মুখে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ণ স্মৃধুর ব্যাখ্যা-কৌশল শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের সেইটি যেন অশ্রুতপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐরূপ স্মৃধুর ব্যাখ্যা করিতে, নারদ ও ব্যাস সমর্থ হইলেও; তাঁহাদের নূতনত্ব বোধ হইবার কারণ—ইহাই বোধ হয়; তাঁহারা শুকদেবকে বা অপর কাহাকেও কখন সেরূপ ব্যাখ্যার উপদেশ দেন নাই; অথচ তাঁহার মুখে শুনিতেছেন, এই জন্তই আনন্দে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হইয়া ‘এইরূপ ভাগবত ব্যাখ্যা আজ এই নূতন উপদেশ পাইলাম’ এই প্রকার ভাব—উভয়ের মনেই উদিত হইয়াছিল। পূজাপাদ গ্রন্থকারও এই অভিজ্ঞানেই—‘তাবপ্যুপদেশে দেন্তম্’—এই কথা লিখিয়াছেন।

“পুরাণাকৌতুহলোদিতঃ” এরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যের সহিত রূপক করিবার তাৎপর্য্য—রাত্রিকালে

জীবগণের চক্ষু নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, পরে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া সেই চক্ষুর দর্শন শক্তির অন্তরায় অন্ধকারকে যেমন দূর করিয়া থাকেন এবং জগতের সমস্ত বিষয় তাহার সম্মুখে প্রকাশ করেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতও উদিত হইয়া কলিগত অজ্ঞান তিমিরে আবৃত জীবের জ্ঞানচক্ষুর ঐ আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং তাহার সম্মুখে অগ্র যুগের ছন্দ—ভক্তি, ভগবদ্ভজ্ঞান এবং শ্রেয় প্রকাশ করিয়া কলি-জগৎকে ক্লান্ত করিয়াছেন।

“বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ”—ইত্যাদি শ্লোকে প্রভু, মিত্র এবং প্রিয় শব্দে ইহাই জানাইতেছেন ;—‘প্রভু’ (রাজা) নিজ অমাত্যবর্গের প্রতি যে আশী করেন, তাহারা তাহার দোষগুণ বিচার না করিয়া অবনত মস্তকে তাহা প্রতিপালন করে, তেমনি ধার্মিক মানবগণ, কোন প্রমাণ-যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া স্বদৃঢ় বিশ্বাসে বেদের উপদিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মাদির অচ্যুতান করিয়া থাকেন।

জগতে সর্বদাই ‘মিত্র’ নিজের বন্ধুকে হিতোপদেশ দিয়া থাকে, এবং প্রয়োজন বোধে তদনুকূল নানাবিধ প্রমাণ যুক্তিরও অবতারণা করে ; তেমনি পুরাণও জীবগণকে সর্বদাই সত্বপদেশ দান করিতেছেন।

পতিহিতৈষিনী প্রেয়সী, প্রিয়তম পতির হিতকামনায় তাহার নিকট কত কত স্নমধুর সরস ভাষায় আলাপ ও উপদেশ করিয়া থাকে, তেমনি কাব্য শাস্ত্রও শব্দালঙ্কার বাক্যালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বাক্যের সরসতা ও মধুরতা আবিষ্কার পূর্ব্বক উপাদেয়তা সম্পাদন করিয়া জগতে হিত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট কোন্ ভাগবত বলিয়াছিলেন ? ইহার উত্তর এই—শ্রীমদ্ভাগবতীয় ষাটশ স্বক্কের অয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণ গণনার প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাবতকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ;—

“ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপক্কে । হিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাং সম্ভ্রুতম্ ॥”

ব্রহ্মা যে কালে অনন্তশায়ী শ্রীনারায়ণের নাভি কমল হইতে উদ্ভূত হইলেন, তখন ভগবান তাঁহাকে যে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন ; সেই অংশই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণঐষ্যায়ন দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ অম্বুসারে ঐ অংশ হইতেই বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়া প্রচার করেন, শ্রীশুকদেব এই বিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবতই পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; ইহাই পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিপ্রায়। এ বিষয়ের সংক্ষেপ ২১ নং বাক্যে প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহার পরে ৪৮ নং বাক্যেও কিঞ্চিৎ বিস্তার রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য—অনন্তশক্তি বিভূ ভগবানের যেমন প্রয়োজন বোধে লীলা ও ধামাদির সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অর্থাৎ একই লীলা বা ধাম-বিভূতি কোন কোন কল্পে সঙ্কোচ, বা কোন কোন কল্পে বিস্তার হয়, কিন্তু সেজন্ত কোন লীলার কালবিশেষে প্রকাশ বা অপ্রকাশ হওয়ায় অনিত্য দোষ স্পর্শ হয় না, কারণ ভগবানের স্তায় লীলাধামাদিও বিভূ পদার্থ, তাঁহাদের ঐটি (সঙ্কোচ-বিস্তার) স্বাভাবিক নিয়ম। তেমনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতও কখন সংক্ষেপ কখন-বা বিস্তাররূপে আবির্ভূত হইলেন ; ফলতঃ ইহাতে তাঁহার অনিত্য বা ক্রিমিয় দোষ হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য সঙ্কে বহুদেব যেমন দ্বার মাত্র, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্যকল্পেও শ্রীকৃষ্ণঐষ্যায়ন দ্বারস্বরূপ ; এই নিমিত্তই “পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ” এই বাক্যে সূর্য্যোদয়ের সহিত সাদৃশ্য বলায় শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবে স্বাতন্ত্র্য দেখান হইয়াছে।

তদেবং পরমনিঃশ্রেয়স-নিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেব পৌর্ক্যপার্থ্যাবিরোধেন বিচার্যতে ।
তত্রাশ্মিন্ সন্দর্ভষট্কাঙ্কে গ্রহে সূত্রস্থানীয়ং—অবতারিকাবাক্যং, * বিষয়বাক্যং—
শ্রীভাগবতবাক্যম্ । ভাষ্যরূপা তদ্ব্যখ্যা তু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো
নুনং ভগবান্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কবুরিতলিপিনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধর-
স্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে । কচিতেষা-
মেবানুত্রদৃষ্ট-ব্যাখ্যানুসারেণ দ্রবিড়াদিদেশবিখ্যাতপরমভাগবতানাং, তেষামেব
বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ, শ্রীভাগবত এব,

“কচিং কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ—” (ভাঃ ১১, ৫, ৭৮)

ইত্যনেন—প্রমিতমহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভূতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং
শ্রীরামানুজভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চানুখা চ ।
অদ্বৈতব্যাখ্যানস্তু প্রসিদ্ধত্বান্নাতিবিতায়তে ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

তদেবমিতি ;—নহু বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি প্রতিজ্ঞায় পুরাণমেব তৎ স্বীকরোতীতি কিমিদং
কৌতুকমিতি চেন্নৈবং ব্রমিতব্যম্, “এবং বা অরেহস্ত মহতো ভূতস্ত” ইত্যাদিশ্রুতৈব পুরাণস্ত বেদস্বাভিধানাং ।
বেদেষু বেদান্তস্তেব পুরাণেষু শ্রীভাগবতস্ত শ্রৈষ্ঠ্যনির্ণয়াক্ত তদেব প্রমাণমিতি কিমসঙ্গতমুক্তমিতি । অথ
ব্রহ্মহৃদ্রাশ্মরীত্যা সন্দর্ভস্তান্ত প্রবৃত্তিরিত্যাহ ;—তত্রাশ্মিন্মিতি, বিচার্যবাক্যং—বিষয়বাক্যম্ । ভাষ্যরূপা—
তদ্ব্যখ্যেতি । অয়মর্থঃ ;—শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব, তট্টীকাস্থ ভগবদ্বিগ্রহগুণবিভূতিধাম্নাং তৎপার্ষদ-
তনূনাক্ নিত্যস্বাক্ষেঃ, ভগবত্ত্বক্কেঃ সর্বোৎকৃষ্টমোক্ষাহুভ্যোক্তেষ্চ । তথাপি কচিং কচিন্মায়া-
বাদোল্লেক্ষস্তদ্বাদিনো ভগবত্ত্বক্কেঃ প্রবেশয়িতুং বড়িশামিষার্পণজ্ঞায়েনেবেতি বিদিতমিতি । শুদ্ধবৈষ্ণবেতি—
যথা সাংখ্যাদিশাস্ত্রাণামবিরুদ্ধাংশঃ সর্ত্বৈঃ স্বীকৃতস্তদ্বাদিদং বোধ্যম্ । কচিতেষামেবেতি—কচিং স্থানান্তরীয়-
স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ শ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলশ্রীভাগবতস্বারস্যেন চানুখা চ ভাষ্যরূপা তদ্ব্যখ্যা ময়া
লিখ্যতে ; ইতি মৎকপোলকল্পনং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি প্রমাণোপেতাত্ত্রটীকেত্বার্থঃ । নহু পূর্বপক্ষজ্ঞানায়দ্বৈতক
ব্যাখ্যেয়মিতি তত্রাহ—অদ্বৈতেতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীরামমোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায়—পরমনিঃশ্রেয়সতৎসাদননিশ্চয়ায় । শ্রীভাগবতমেবেতি—পুরাণাদিবচনাত্ত্র
শ্রীভাগবতবচনব্যখ্যাসম্বাদার্থমেবোক্তানীতি বোধ্যম্ । বিচার্যতে—বাস্তবতত্ত্বার্থকতয়া জ্ঞাপয়তে, জ্ঞাপনং—
জ্ঞানাহুকূলব্যাপারঃ ; স চ ব্যাপারঃ—শাস্ত্রাস্তরং যুক্তিবাক্যক্ । তজ্জৈতি—বিচারাস্থকেহশ্মিন্
গ্রহে ইত্যর্থঃ । যদ্বা, তত্রৈতস্ত—“সূত্রস্থানীয়ং” ইত্যনেন ‘বিষয়বাক্যং’ ইত্যনেন চানুখঃ । “সূত্রস্থানীয়ং”—মূল-
স্থানীয়ম্ । অবতারণিকাবাক্যং—ভাগবতবচনোথাপকাকাজ্ঞাপকবাক্যম্ । বিষয়বাক্যং—বিচার-

* “অবতারণিকাবাক্যম্” ইতি গোস্বামিভট্টাচার্যকৃতঃ পাঠঃ ।

বাক্যম্। তদ্ব্যাখ্যা—ভাগবতব্যাখ্যা। অবগাহয়িতুং—বোধয়িতুং, তৎসম্প্রদায়ান্তর্গতত্বাদিতি। তদ্বাদেন—
অদ্বৈতবাদিমতবোধয়েন, কর্ণুরিতলিপীনাং—শুদ্ধবৈষ্ণবমত-তাৎপর্যকল্পেণ বিচিত্রবাক্যানাং, পরম-
বৈষ্ণবানাং—জ্ঞানমপেক্ষ্য কৃষ্ণভক্তেরৌৎকর্ষ্যবোধকব্যাখ্যাভূতয়া বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধানাং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানু-
গতেতি—ব্যাখ্যেতি শেষঃ। স্বেদিত—যদি দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। এতেন যত্র শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতানুবাদব্যাখ্যা,
স। নাত্র গ্রাহ্য ইত্যাহ—কচিদিতি, অন্যথা ইত্যনেনাস্ত্রাশ্বয়ঃ। তেষামেব—শ্রীধরস্বামিচরণানামেব,
অন্যত্র—বচনান্তরব্যাখ্যানে, দৃষ্টব্যাখ্যানুসারেণ—দৃষ্টশুদ্ধবৈষ্ণবমতানুসারেণ। তত্র—ত্রিবিড়াকৌ, আদিনা—
কর্ণাট-তৈলকাদিপরিগ্রহঃ। ত্রিবিড়েষু—বহুবচনেণ কার্ণাটাদিপরিগ্রহঃ। শ্রীবৈষ্ণবাভিধানামিত্যস্ত
‘মতা’ ইত্যনেনাশ্বয়ঃ। শ্রীভাষ্যেতি—বেদান্তস্বত্রভাষ্যেত্যর্থঃ। মতপ্রামাণ্যেন—প্রাপ্তকৃত্যুত্যা নির্ণতপ্রামাণ্যক-
মতানুসারেণ মূলবিরুদ্ধত্বসম্বন্ধতঃ স্তাদিত্যত আহ—মূলস্বারম্মতেন। এতেন কচিৎ তত্ত্বমতপরি-
ত্যাগেনাপি ব্যাখ্যেয়মিতি স্থচিতম্। অন্যথা চেতি—‘লিখ্যতে’ পূর্বেণাশ্বয়ঃ, স্বামিচরণমতানুসারিমতে-
নেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ।

এইরূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্লক্ষ্য-শ্রেষ্ঠত। এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইল,
তখন পরমমঙ্গলময় বস্তু এবং তাহার সাধন নির্ণয় কল্পে পূর্বাঙ্গের অবিরোধে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিচার
করা যাইতেছে, অর্থাৎ ‘শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তব-তত্ত্বের প্রকাশক’ ইহা জ্ঞান হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাঙ্গ
প্রভৃতির রীতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাঙ্গাপ—এই ‘সন্দর্ভ’ গ্রন্থের রীতি বলা হইতেছে :—বিচারার্থ
এই ‘ভাগবতসন্দর্ভ’ নামক ছয়টি সন্দর্ভে অবতারণাকৃত্য অর্থাৎ ভাগবতীয় বচনের সূচনা করিয়া দেয় ;
এমন যে আশঙ্কার উত্থাপক প্রথম-নির্দিষ্ট বাক্য ; তাহাকেই স্বত্বস্থানীয় (মূলস্থানীয়) বাক্য জানিতে
হইবে, আর শ্রীমদ্ভাগবতস্থ বাক্যকে বিষয়বাক্য অর্থাৎ বিচারার্থ বাক্যস্বরূপ বুঝিতে হইবে।

নিশ্চয়ই বোধ হয়—সম্প্রতি মধ্যদেশাদিতে পরিবাপ্ত অদ্বৈতবাদিগণকে শ্রীভগবানের মহিমাতে
অবগাহন করাইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভগবানের মহিমা বুঝাইয়া দিবার জন্য, পরম বৈষ্ণব
শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাঙ্গরূপ নিজকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থে অদ্বৈতবাদের সহিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মতের
তাৎপর্যবোধক বাক্য সন্নিবেশ করিয়া উভয়মতে লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন, স্তরাং আমি তাঁহার
ঐ ব্যাখ্যার যে অংশ,—শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অমুগত বোধ করিব, তাহাকেই বিবেচনাপূর্বক এই গ্রন্থে
লিপিবদ্ধ করিব। (ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল—যে সমস্ত স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মতের
অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা হইবে।)

শ্রীধরস্বামিপাদ স্থানান্তরেও যে সকল ব্যাখ্যা—শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের অমুকূলে করিয়াছেন ; তাহাও গ্রহণ
করা যাইবে। আরও ; ত্রিবিড় প্রভৃতি দেশে—বিখ্যাত বিখ্যাত যে সমস্ত পরম ভাগবতগণ বিদ্যমান আছেন,
উক্ত প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যাও অল্প নহে ; এবং চিরকালই যাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।
শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগীজ্ঞের উপাখ্যানেও—“মহারাজ ! কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব থাকিলেও ত্রিবিড়াদি
প্রদেশেই তাঁহাদের সংখ্যা অধিক” ইত্যাদি বচনে তাঁহাদের মহিমা কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, সাক্ষাৎ শ্রী
(লক্ষ্মী) হইতেই ইহাদের সম্প্রদায় প্রবৃত্ত এবং এই নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণব বলিয়াও ইহারা প্রসিদ্ধ, এই
সম্প্রদায়ের নামক বা প্রচারক—ভগবান্ শ্রীরামাচ্ছস্বামী। ইনি ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাঙ্গ প্রণয়ন করেন, সেই

ভাষ্য এবং মাধবভাষ্য প্রভৃতিতে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যে মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অমূল্য হইলে শ্রীধরস্বামি পাদের কোন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইবে। তাহাও মূল—শ্রীমদ্ভাগবতার্থের সারশ্রে অর্থাৎ যেকোন হইলে গ্রন্থের প্রকৃত অমূল্যবাদের অমূল্য হয় এবং রসভাষ্যাদি দোষ না হয়। আবার কোন কোন স্থানে শ্রীধর স্বামিপাদের অমূল্যতা না হইয়াও লিখা হইবে। যদি কেহ বলেন—“পূর্বপক্ষ জ্ঞানের জগৎ অষ্টম মতের ব্যাখ্যা দেখান তো উচিত?” তৎ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—অষ্টম মতের ব্যাখ্যা অতি প্রসিদ্ধ, হুতরাং তাহার বিস্তার করা নিশ্চয়োজন ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।

(২৭) পূর্বে কেবল বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া সম্প্রতি পুনরায় পুরাণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করায় গ্রন্থকারের বাক্য অসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ—পূর্বেই “এবং বা অরে মহতো ভূতস্ত—” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পুরাণেরও বেদস্থ স্থাপিত হইয়াছে আবার বেদের মধ্যে যেমন পুরাণের শ্রেষ্ঠতা, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতাও—শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বলেই নিশ্চয় করা হইয়াছে, হুতরাং পরম মঙ্গলময় বস্তুর প্রতিপাদন বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে বিচার করা কোনরূপেই অসঙ্গত হইতে পারে না।

“ভাষ্যরূপা তথ্যাত্মা তু”—ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—শ্রীধর স্বামিপাদ নিশ্চয়ই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার কারণ এই দেখা যায়—তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা প্রভৃতির টীকাতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, গুণ, বিভূতি, ধাম ও তাঁহার পার্শ্বদগণের দেহের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট মোক্ষের পরেও ভগবদ্ভক্তির অমূল্যতা দেখাইয়াছেন অর্থাৎ মুক্তগণও শ্রীভগবান্নাম-গুণ-লীলার অবগ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তির অমূল্যতা করিয়া থাকেন; ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি স্বামিপাদের ঐ টীকাতে যে মায়াবাদের উল্লেখ রহিয়াছে; সে কেবল—দীর্ঘবর্ণন যেমন বড়িশে আমিষাদি লাগাইয়া মৎস্য ধারণ করে, তেমনি অষ্টমতবাদিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের চিত্ত শ্রীভগবানের সবিশেষ স্বরূপ এবং ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করাইবার নিমিত্তই বুলিতে হইবে।

“মূলসারস্তেন চাত্মখা চ”—এই কথায় বোধ হয়; গ্রন্থকার নিজের সাম্প্রদায়িক মতের গুরুত্ববোধে কখন কখন শুদ্ধ বৈষ্ণব-শ্রীরাধামুজ-মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির মতকেও উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে তাহাদের যে বিষয়টিকে নিজের মতের অমূল্য বোধ করিয়াছেন; তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়েন নাই। সাধারণের গোচরার্থ পরবাক্যে এ বিষয়ের সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইবে।

অত্র চ স্বদর্শিতার্থবিশেষ-প্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য-প্রামাণ্যায়
প্রমাণানি ঐতি-পুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি ; কচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি *
চ তত্ত্ববাদগুরুগামনাধুনিকানাং † প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশ-
বিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্যীভূতবিজয়ধ্বজবাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য-
চরণানাং ভাগবততাৎপর্য-ভারততাৎপর্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদিভ্যঃ সংগৃহীতানি । ‡
তৈশ্চৈবমুক্তং ভারততাৎপর্যে ;—

“শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্ত প্রসাদতঃ । দেশে দেশে তথা গ্রামান্ দৃষ্ট্বা চৈব পৃথগ্ বিধান্ ॥
যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ শাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ । জগাদ ভারতাস্থেযু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষ্ম্য” ইতি ।

তত্র তদুক্ততা ঐতি :—চতুর্বেদশিখায়া ; পুরাণঞ্চ—গারুড়াদীনাম্ সম্প্রতি
সর্বত্রাপ্রচরজপমংশাদিকং ; সংহিতা চ—মহাসংহিতাদিকা ; তন্ত্রঞ্চ—তন্ত্রভাগবতাদিকং
ব্রহ্মতর্কাদিকমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

অত্রোক্তি । ইহ গ্রন্থে যানি ঐতিপুরাণাদিবচনানি যদা দ্রিয়ন্তে, তানি স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব,
ন তু শ্রীভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায়, তত্র স্বতঃপ্রমাণত্বাৎ । তানি চ যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি—মূলগ্রন্থান্
বিলোক্যোপাধিপতনীয়ার্থঃ । কানিচিৎকাক্যানি তু মদদৃষ্টাকরাণ্যম্বদাচার্যশ্রীমধ্বমুনিদৃষ্টাকরাণ্যেব কচিদ্রম্য
দ্রিয়ন্তে ইত্যাহ—কচিদ্রিতি । মধ্যাখ্যানে কচিদর্থবিশেষে প্রামাণ্যায় শ্রীমধ্বাচার্যচরণানাং ভাগবত-
তাৎপর্যাদিত্যে গ্রন্থেভ্যঃ সংগৃহীতানি ঐতিপুরাণাদিবচনানি দ্রিয়ন্ত ইত্যভূষণঃ । অত্রোক্ত গ্রন্থকর্তৃ:
সত্যবাদিহং ধ্বনিতম্ । ‘কৌমারব্রহ্মচর্য্যব্রহ্মটীকো যঃ সত্যতপোনিধিঃ স্বপ্নেহপ্যনৃতং নোচে চ’ ইতি
প্রসিদ্ধম্ । তেহাং কীদৃশামমিত্যাহ,—তদ্ব্যেতি । ‘সর্বং বস্তু সত্যম্’ ইতি বাদন্তত্ববাদতদুপদেষ্টামিত্যর্থঃ ।
অন্যধুনিকানাং—অতিপ্রাগীনানাং, (১) ‘কেনচিৎ শঙ্করেন সহ বিবাদে মধ্বস্ত মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে, শঙ্করস্ত তু
তত্য়াক্ত’ ইত্যতিহাসম্ভি । প্রচারিতেতি—‘তত্য়ানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষং, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিক্তৈব
সাহুজ্যং, লক্ষ্ম্য জীবকোটিং’ ইত্যেবং মতবিশেষঃ । দক্ষিণাদিদেহেতি—তেন গৌড়েহপি মাধবেপ্রাদয়-
তদুপশিষ্টাঃ কতিচিৎসুব্রিহত্যর্থঃ । শাস্ত্রান্তরাণীতি—তেন স্বস্ত দৃষ্টসর্কাবরতা ব্যজ্যতে, দ্বিবিজয়িষ্যৎকৃত্য-
গোক্ষমাতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

• “অদৃষ্টরাণি” ইতি গোষামিতট্টাচার্য্যভূতঃ পাঠঃ ।

† “শ্রীমদ্বরাচার্য্যশিষ্যভ্যঃ লক্ষ্যণি শ্রীভগবৎপঞ্চপাতেন ততো বিজিন্দ্য” ইত্যাদিকপাঠঃ কচিৎ কৃত্তে,
সম্বতঃপাণি শ্রীমল্লোষামিতট্টাচার্য্যপাণা । ‡ “পরিগৃহীতানি” ইতি গোষামিতট্টাচার্য্যভূতঃ পাঠঃ ।

(১) “শঙ্করসমসময়ানাং, শঙ্করেন” ইতি পাঠান্তরমপি দৃষ্টতে ।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

যথাদৃষ্টমিতি—উদাহরণক্রিয়াবিশেষণম্ । স্বয়মদৃষ্টচরাণীত্যন্ত—পরিগৃহীতানীতি * পরেণায়মঃ । স্বয়-
মদৃষ্টচরাণীত্যনেন মতশ্চৈতন্ত গৌরবঃ সূচিতম্ । তদ্বাদগুরুণাং—তদ্বিচারগুরুণাং, ‘শ্রীমচ্ছরারচার্য-
শিষ্যতাং লক্ষ্যাহপি’ ইত্যনেন তন্ত তন্ত জ্ঞাতস্তাপি ত্যাগে তন্ত তন্ত সদোষত্বং সূচিতম্ । মতশ্চৈতন্ত
প্রমাণসিদ্ধত্বং দর্শয়তি—তৈশ্চৈবমুক্তমিতি । তৈঃ—শ্রীমাধ্বাচার্যচরণৈঃ । জ্ঞেয়মিতি ;—

অত্রেদমবধেদম্,—মহাহুভাবশ্রীধরস্বামিপ্রভৃতিমতেষু যদযুক্তিশাস্ত্রনির্ণীতং, তন্তদেব মতং সঙ্গদয়া স্বমত-
মাবিকৃতং, ন স্বেতোবাং কস্তাপি সম্প্রদায়ান্তর্গতোহয়ং গ্রন্থকার ইতি দর্শিতম্ । তত্র নির্কিংশেষত্রয়োপাসক-
মাদ্বাবাদি-শ্রীমচ্ছরারচার্যমতমুপেক্ষিতং, স্বমতভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাৎ । কিন্তু তন্ত হৃদগতং নিগূঢ়ং ভাগবতমতমপি
গোপী-বদ্রহরণবর্ণনাদিষাণা নির্ণায় তচ্ছিষ্যাপরম্পরাহু ভক্তিপ্রধানমতমাত্রিত্য সম্প্রদায়ভেদো জাত ইতি
‘ভাগবতঃ’ ‘স্মার্তঃ’—ইত্যদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়দ্বয়ম্ । তত্র ভাগবতসম্প্রদায়ান্তর্গতঃ—শ্রীধরস্বামী, তন্ত
বৈকুণ্ঠনাথপ্রধানতয়া ভাগবতব্যাখ্যানেনহি তদ্ব্যাখ্যাতভগবজ্রপ-তত্ত্বকিপ্রাধান্তমেবাদৃতং, ন তু সর্বং তদ্ব্যতম্ ।
তথা শ্রীমজ্জামাহুচার্যঃ—বিশিষ্টাঈতবাদী স্বয়ংভগবন্তেন লক্ষ্মীনাথং সংস্থাপ্য তদুপাসকো জগদুপা-
দানতয়া প্রকৃতিমনস্কীকৃত্য পুরমেশ্বররূপ-তদ্বর্ণনজড়াঃশপরিণামেন জগদুৎপত্তিং স্বীকৃতবান্ ; তদ্ব্যতমপি
সর্বং শ্রীভাগবততাত্পর্যবিষয়ঃ । কিন্তু মাদ্বাবাদনিরাস-জীবতত্ত্ব-জগৎসত্যবাদি-তদ্বর্ণিতাঃশমাদায় স্বব্যাখ্যা-
পোষণমত্র গ্রন্থে কৃতম্ । তথা শ্রীমাধ্বাচার্য্যন্ত ঈতবাদিনোহপি ন সর্বং মতং গৃহীতং, তদ্ব্যতৈহপি—
স্বয়ংভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরেব, লক্ষ্ম্যা এব প্রধানশক্তি-তয়া ব্রহ্মলীলা-তৎপরিচরণাং সর্বতো মুখ্যতা ন তদভিপ্রেতা ।
এবং তেন ‘জ্ঞানপ্রাধান্তং, মূক্তিঃ—প্রধানপুরুষার্থঃ’ ইতি চ ভাষ্যে দর্শিতং, পরন্তু তদ্ব্যতসিদ্ধং—‘ভগবতঃ
সমুৎপত্তং, নিত্য প্রকৃতিঃ, তৎপরিণামো জগৎ সত্যং, ব্রহ্মতটস্থান্শা জীবাত্ততো ভিন্নাঃ’—ইত্যাদিকং মতং
গৃহীতম্ । প্রকৃতেত্ৰ স্তম্বরূপতা তেনানস্কীকৃত্য ইতি স্বমতাবিশেষঃ । কিন্তু ঈতবাদৈতবাদিভাকরীয়মতঃ—
‘ব্রহ্মস্বরূপশক্ত্যায়ন। পরিণামো জগৎ, সা চ শক্তিঃ ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ’ ইতি তদেব স্বাহুমতমিতি লভ্যতে ।
পরকৈতন্তং সর্বমতমেব সাধু, --“ব্রহ্মাচার্য্য-বিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে” ইত্যুক্তবাদিতি । তথা চ শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু-
চরণানাং মতং সর্বতো মহৎ, সর্বমত-সারসংগ্রহরূপত্বাৎ । এবং শ্রীমদ্ব্যাহচার্য্যো যথা শ্রীমচ্ছরারচার্য্য-
শিষ্যোহপি ব্রহ্মসম্প্রদায়মাত্রিত্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদিকং কৃৎস্না স্বাতন্ত্র্যেণ সম্প্রদায়প্রবর্তকঃ, তথা স্বয়ংভগবদ-
বতারোহপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তঃ—স্বমতমেব তৎসম্প্রদায়ান্তর্গতত্বং গুরুপ্রয়ণতাবশত্বেতদসমীকৃত্য প্রবর্তিতবান্—
স্বরূপশ্রীমদ্বৈতচার্য্যাদিষাণেতি, তদ্ব্যতয়া চ গোস্বামিভিত্তংপ্রকটীকৃতম্ । তত্র ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যসর-
মকৃৎস্না ভগবতা নারায়ণেন ব্রহ্মণে উপদিষ্টঃ শ্রীমদ্ভাগবতরূপভাষ্যমেব ব্যাখ্যাতুময়মারম্ভঃ । যদপি—

“যো ব্রহ্মণঃ বিদধাতি বেদাংচ প্রহিণোতি তস্মৈ প্রীণাতি” (খোতাখঃ ৬, ১৮) ইত্যাদিশ্রুত্যা
প্রাগদর্শিতশ্রুতিভিঃ সর্গানৌ ঋগাদিপূরণাদ্যাবুকবেদসমুদায়ং ব্রহ্মণে ভগবান্ উপদিশেৎ, তথাপি
তদুপদেশোহস্তব্যমিরূপেণ হৃদি প্রবর্তনরূপ ইতি বেদানাং তাৎপর্য্যং দ্রুতং মহা গুচ্ছতে ব্রহ্মণে
সাক্ষারায়ণেন তদবধারণায় শ্রীভাগবতমেব ক্ষুটমুপদিষ্টমিতি ভাগবতব্যাখ্যানমেবোচিতমিতি ॥ ২৮ ॥

* মূলে “সংগৃহীতানি” ইত্যেবমিতি, তদেব স্বয়ং মজ্জামহে, ন কৃতমিদং মূলানুরূপং, সাহায্যক-
গ্রন্থান্তরাভাবাৎ, স্তত্রাং পাঠান্তরেষু নৈবোপপত্তং মূলেমিতি ।

অনুবাদ ।

সংগৃহীত প্রমাণের আকর স্থান । ঋতি-পুরাণাদি মূল গ্রন্থে যে বচন যে ভাবে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তদনুসারে এই ভাগবত-সন্দর্ভে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা হইল ; তবে সেই প্রমাণগুলি—শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যের প্রামাণ্য অপেক্ষায় নহে, আমার প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-বিশেষকে প্রামাণ্য করিবার অভিপ্রায়েই উহা গ্রহণ করা হইয়াছে । কখনও বা আকর—মূল গ্রন্থ দেখিতে না পাইয়া, বৈষ্ণব-মতবিশেষের বহুল প্রচারক দক্ষিণাদেশ বিখ্যাত বেদবেদার্থবিৎশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববাদগুরু—বিজয়ধ্বজ প্রভৃতির গুরু এবং ব্যাসভীষ্মাদির পরম গুরু, অতিপ্রাচীন শ্রীমদ্ভাগবত-চরণ গ্রন্থ—ভাগবত-তাৎপর্য ও ভারততাৎপর্য গ্রন্থ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইতে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি । শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ গ্রন্থগুলি বহু প্রমাণের আকর ; তাহা তাঁহার এই ভারত তাৎপর্যের প্রতিজ্ঞা বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে :—

“নানা শাস্ত্রের সম্যক আলোচনায় এবং বেদান্তের প্রসাদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ গ্রন্থ দেখিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ ব্যাসদেবের অভিপ্রায় অমুসারে ভারতাদির তাৎপর্য নির্ণয় করিব ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের ভারতাদির তাৎপর্য গ্রন্থে যে সকল ঋতি সংগ্রহ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে—চতুর্বেদ-শিখাদি, পুরাণের মধ্যে—অধুনা সর্বত্র অপ্রচলিত গুরুভাদি পুরাণের অংশগুলি, সংহিতার মধ্যে—মহা-সংহিতাদি এবং তন্ত্রের মধ্যে—তন্ত্রভাগবতাদি ও ব্রহ্মতর্কাদি হইতে প্রমাণ-নিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য ।

(২৮) “ন তু ভাগবতপ্রামাণ্যায়” অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত বেদের ত্রায় স্বতঃ প্রামাণ্য ; তাহার অর্থের প্রমাণ করিতে অস্তান্ত শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয় না, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সিদ্ধান্ত করিব ; তাহাকেই অস্তান্ত শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি বলে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব । ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয় ।

“তত্ত্ববাদগুরুঃ”—এই শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় করিয়াছেন :—“সর্বং বস্তু সত্যং—ইতি বাদন্তত্ত্ববাদন্তুপদেষ্টুণাং ইত্যর্থঃ ।” ‘সকল বস্তুই সত্য’ এই কথা দ্বারা উপদেশ করেন, তাঁহারাই তত্ত্ববাদী । শ্রীমদ্ভাগবতের এই মতের প্রবর্তক । ইনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও নিজে ষৈতন্যবাদ প্রচার করিয়া পৃথক্ একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন ।

গ্রন্থকার কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত ? তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক ; শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি মহামুদ্রিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, আপন আপন মতের অনুসারে যে সকল শাস্ত্র ও যুক্তি তর্কাদি স্থাপন করেন, গ্রন্থকার সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আপনার সাম্প্রদায়িক মত আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহান্ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য—নিগূর্ণ-ব্রহ্মপ্রতিপাদক মায়াবাদী, সত্ত্ব বিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমের সংস্থাপন বিষয়ে তাঁহার মত বিরোধি হওয়ায় গ্রন্থকার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ শঙ্করসম্প্রদায়ী হইলেও তাঁহার মত উপেক্ষা করেন নাই, ইহার কারণ এই—

শ্রীশঙ্করস্বামিপাদ ‘ভাগবত সম্প্রদায়’-ভুক্ত ছিলেন । শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের অন্তর্ধানের পর, তাঁহার কৃত ত্রিগোবিন্দাষ্টক গ্রন্থে যুক্তকণ ব্রহ্মহরগাদি লীলার বর্ণন দেখিয়া পরবর্তী অনেক শিষ্য মনে করিয়াছিলেন—আচার্য্যের ‘ভাগবত’ মতই নিগূঢ় অভিপ্রেত, অতএব সেই হইতেই অবৈতবাদী

শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ভাগবত' এবং 'মার্ক'—এই দুই ভেদ হইয়া পড়ে। আমাদের—শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এই 'ভাগবত' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও, গ্রন্থকার তাঁহার ব্যাখ্যাত বিষয় হইতে শ্রীভগবানের রূপ, ধাম ও ভগবৎপার্বদ লেহের নিত্য এবং ভগবন্তক্তির প্রাধান্য; এইগুলিরই সমাদর করিয়াছেন, সর্বাংশের আদর করেন নাই, অতএব গ্রন্থকারকে শ্রীধরসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না।

শ্রীকামানুজাচার্য্য—বিশিষ্টাশৈববাদী, ইনি শ্রীলক্ষ্মীনাথকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং প্রকৃতিকে জগতের উপাদানরূপে স্বীকার না করিয়া, পরমেশ্বরের স্বরূপগত ধর্মের জাভ্যাংশ পরিণামে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার সমর্থিত বিষয়গুলির মধ্যে; মায়াবাদ নিরাস, জীব-তত্ত্ব, জগৎসত্যতাদি অংশ গ্রহণ করিয়া আপনার মতের পোষণ করিয়াছেন, সুতরাং গ্রন্থকার রামানুজসম্প্রদায়ীও নহেন।

শ্রীমন্নম্বাচার্য্য—শৈববাদী হইলেও গ্রন্থকার তাঁহার সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই। মঞ্চাচার্য্যের মত—'শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং ভগবান্, লক্ষ্মী তাঁহার প্রধান শক্তি; অথচ তাঁহার জীবকোটিভ, ব্রজলীলা এবং ব্রজপরিকর মুখ্য নহে, জ্ঞানেরই প্রাধান্য, মুক্তি প্রধান পুরুষার্ঘ, ব্রাহ্মণ জাতিগত ভক্তেরই মুক্তি, দেবতা—ভক্তগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মারই সাযুজ্য মুক্তি, অস্ত্রের নহে।' গ্রন্থকার মঞ্চাচার্য্যের সকল মত স্বীকার না করিয়া—'শ্রীভগবান্ সগুণ, প্রকৃতি নিত্য, তাহার পরিণাম জগৎ ও তাহার সত্যতা, ব্রহ্মের তটস্থ শক্তি জীব-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইত্যাদি মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবেই গ্রন্থকারকে মাঞ্চসম্প্রদায়ীও বলা যাইতে পারে না। এখন এই গ্রন্থের উপক্রম উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বোধ হয়—'শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়' নামে যে একটি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় আজ প্রায় সার্ব্ব চতুঃশত বৎসর যাবৎ এজগতে প্রভু লাভ করিয়া আসিতেছেন, গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত—আচার্য্যপদবাচ্য।

আজ কিছুদিন হইতে শ্রীচৈতন্যচরণাঙ্গত অনেক বৈষ্ণবেরই ধারণা চলিয়া আসিতেছে—'আমাদের সম্প্রদায়চার্য্য—'শ্রীমন্নম্বাচার্য্য' সুতরাং আমরা 'মাঞ্চসম্প্রদায়ী'। কিন্তু উল্লিখিত মাঞ্চমত এবং নিম্নোক্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অংশটি আলোচনা করিলে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা আর চিত্তে স্থান পাইবে না।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণকালে স্বীয়মত প্রচার করিতে করিতে শ্রীমঞ্চাচার্য্যের গম্বীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যের মধ্যে নিজমত প্রচার উদ্দেশে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

“সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে ;	সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে।
আচার্য্য কহে—‘বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ;	এই হয় কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন।
পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠ গমন ;	সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ।’
প্রভু কহে—‘শাস্ত্রে কহে অবগণ কীর্তন ;	কৃষ্ণসেবা কলের পরম সাধন।’

আচার্য্য কহে—তুমি বেই কহ সেই সত্য হয় ; সর্গশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই অনুষ্ঠয়।
তথাপি মঞ্চাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ভয় ; সেই আচরিল সবে সম্প্রদায় সখ্য।

প্রভু কহে—করী আনী দুই ভক্তিহীন ;

তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ।

সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায় ;

সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ।”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তন মাধবসম্প্রদায়ের আচার্য্যকে “তোমার সম্প্রদায়ে দেখি এই দুই চিহ্ন” এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে আপনাকে মাধবসম্প্রদায়ী বলিয়া অভিমান করেন নাই ; ইহা সহজেই অস্বীকার করা যায় ! মাধবসম্প্রদায়কে নিজের মনে করিলে, কখনই শ্রীমদ্ব্যাক্রহ প্রভু ‘তোমার সম্প্রদায়’ একথা বলিতেন না এবং বাক্চাতুর্য্যে ঐ সম্প্রদায়ের দোষও উল্লিখ করিতেন না ।

এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, ‘শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মাধ্যমসম্প্রদায়ের শিষ্য ; তাহার শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরু বলিয়া অভিমান করিয়াছেন, সুতরাং ‘ঈশ্বাস্রয় রীতি অম্বুসারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে মাধবসম্প্রদায়ভুক্ত কেন বলিব না?’ তদ্বত্তরে বক্তব্য এই—শ্রীমদ্ব্যাক্রহ যেরূপ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াও ব্রহ্মসম্প্রদায় আশ্রয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং পৃথক্ একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তেমনি স্বয়ংভগবদবতার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎগুরু হইয়াও সাম্প্রদায়িক ঈশ্বাস্রয় রীতি সাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীমাধবসম্প্রদায়গত গুরুকে স্বীকার করিয়া শ্রীল অষ্টৈতাচার্য্যাদি প্রভুপাদগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন প্রকৃতি ছয় গোষ্ঠামিপাদগণের দ্বারা নিজমত প্রচার করিয়াছেন এবং মাধবসম্প্রদায় হইতে পৃথকরূপে একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন ।

তবে পূর্ব পূর্ব—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রবর্তকগণ নিজ নিজ মত প্রচার উদ্দেশে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । শ্রীমদ্ব্যাক্রহ স্বয়ং তেমন কিছুই রচনা না করিলেও আপনার পার্শ্বদগণের প্রতি নিজমত প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন । পরে তাহার শক্তিপ্রাপ্ত পার্শ্বদ গোষ্ঠামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যমত প্রচারকল্পে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ব্যাক্রহের থাকিতে ব্রহ্মসূত্রের পৃথক ভাষ্য রচনা নিশ্চয়োজন মনে করিয়া শ্রীমদ্ব্যাক্রহেরই ভাষ্যস্বরূপ ‘বটসম্বন্ধ’ গ্রন্থ রচনা করিলেন ।

গ্রন্থকারের আশ্রয়ণীয় অপর একটি মত আছে, যাহাকে ‘দ্বৈতাত্মত্ব ভাবরূপ’ মত বলা হয় । এই ভাবরূপ মত হইতে ‘জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির পরিণাম, সে শক্তিও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ।’ এই মতটি নিজের মতের অস্বীকাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ।

গ্রন্থকার ঐ সকল মত হইতে উপযোগিতা বোধে উপাদেয় তত্ত্ব-নিচয় সংগ্রহ করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের অধিনৈবত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতকে স্বদৃঢ় করিয়াছেন । আমাদের আচার্য্যপাদগণ উল্লিখিত মতপ্রবর্তকগণের মতকে সর্বাংশে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাহাকে অনাদর করা হয় নাই, কারণ অনাদর সূচক কোনরূপ কথা তাঁহারা কোন স্থানেই বলেন নাই । অন্যদিকাল হইতেই বিবিধ সম্প্রদায় জগতে প্রভু করিয়া আসিতেছে, এবং তত্ত্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও নানা বিধিতে শ্রীভগবানকে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন এবং জগৎকেও তাহাই উপদেশ দিতেছেন । শ্রীভগবানও তাহাতে প্রীত হইয়া ভক্তনামরূপ কল হান করিতেছেন সুতরাং কোন সম্প্রদায়ই দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের শাস্ত্র নহে । তবে এ স্থানে গোঁবর করিয়া এ কথা বলিতে পারি—‘যে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সার্বকালিক পরম উপাস্ত—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, সেই সম্প্রদায় উক্ত সমস্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ !’ এবং সকল মতের

সার সংগ্রহ করিয়া এই বিশুদ্ধ বৈক্যবস্তু প্রস্তুতি হইয়াছে—ইহাও সৰ্ব্ব প্রেষ্ঠতার অন্ততম কারণ বলিতে হইবে ।

পূজাপাদ শ্রীজীব গোষামিপাদ, প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে প্রমাণ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় শ্রীমদ্ভাগবতই যে প্রমেয় নির্ণয় বিষয়ে বিমল প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিয়া উপোদ্ঘাতের পরিসমাপ্তি করিলেন ।

অথ নমস্কৰ্ম্মেব তথাভূতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তাৎপর্যং তদন্তরুদ্দয়নিষ্ঠাপর্য্য-
লোচনয়া সংক্ষেপতস্তাবমির্দারয়তি ;—

“স্বস্থখনিভৃতচেতাস্তদব্যুদস্তাভাবোহ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।

ব্যতশুভ রূপয়া যন্তদ্বদীপং পুরাণং তমখিলরুজিনম্নং ব্যাসসূনুং নভোহস্মি ॥ (ভাঃ ১২, ১২, ৬৮)

টীকা চ শ্রীধরস্বামিবিবচিতা ;—

“শ্রীশৃকং নমস্করোতি । স্বস্থখে নৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যন্ত সঃ । তেনৈব ব্যুদস্তোহ্যস্মিন্
ভাবো ভাবনা যন্ত তথাভূতোহ্যজিতস্ত রুচিরালীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বস্থখগতং ধৈর্য্যং
যন্ত সঃ । তদ্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতশুভ, তং নভোহস্মি” ইত্যেবা ।
এবমেব দ্বিতীয়ে তদ্বাক্যমেব, * “প্রায়েণ যুনয়ো রাজন” ইত্যাদিপিত্তত্রয়মসুসঙ্কেয়ম্ ।
অত্রোখিলরুজিনং তাদৃশভাবস্ত প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ † জ্ঞেয়ম্ । তদেবমিহ সম্বন্ধিতত্ত্বং
ত্রক্ষানন্দাদপি প্রকৃষ্টো ‡ রুচিরলীলাবিশিষ্টঃ শ্রীমানজিত এব । স চ পূর্ণত্বেন
মুখ্যতয়া শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞা এবতি শ্রীবাদরায়ণসমাদৌ ব্যক্তীভবিষ্যতি । তথা
প্রয়োজনাত্মাঃ পুরোবর্ত্তশ্চ তাদৃশতদাসক্তিজনকং তৎপ্রেমগ্রন্থমেব । ততোহভিধেয়মপি
তাদৃশতৎপ্রেমজনকং তল্লীলাশ্রবণাদিলক্ষণং তদ্বজনমেবেত্যায়াতম্ । অত্র ‘ব্যাসসূনুং’
ইতি ত্রক্ষবেবর্ত্তানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণ-বরাজ্জন্মত এব মায়য়া তস্যাস্পৃষ্টত্বং সূচিতম্ ।
১২।১২ । শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা ।

অথ যন্ত ব্রজেতি পদ্যোক্তং সম্বন্ধিকৃতত্ত্বং, তদ্বক্তিলক্ষণমভিধেয়ং, তৎপ্রেমলক্ষণং পূমর্থক নিরুপয়তা
পদ্যেন তাবদগ্রন্থং প্রবর্ত্তয়ন্ গ্রন্থকল্পবতায়তি ;—অথেতি মঙ্গলার্থম্ । যস্মিন্ শাস্ত্রবক্তৃদ্বয়নিষ্ঠা
প্রতীয়তে ; তদেব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবস্তু, ন স্বস্তমিত্যর্থঃ । যেতি,—তদীয়ম্—অজিতনিরুপক পুরাণমিত্যর্থঃ ।

* “তদ্বাক্য এব” ইতি শ্রীমদগোষামিভট্টাচার্য্যবৃত্তঃ পাঠঃ । † অত্র “সৰ্ব্বং” ইত্যধিকপাঠঃ কৃতিং ।

‡ “প্রকৃষ্ট” ইতি পাঠস্ত গোষামিভট্টাচার্য্যসম্মতঃ ।

টাকা চেতি ;—স্বস্থ্যেনেতি—সমসাধারণ জীবানন্দাত্মকৃষ্ণ, গুড়াদিব মধু, ঘদনভিষ্যক্তসংস্থানগুণ-
বিকৃতিলালমানন্দরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মশব্দব্যপদেশঃ বস্ত, তেনেত্যর্থঃ । কচিরিভিরিতি—পারমৈশ্বর্য-
সমবেতমাদুর্ধ্যসংভিন্নস্বামনোজ্ঞাভিরানন্দৈকরূপাভিঃ পানকরসম্ভায়েন স্বরূদজিত-তৎপরিকরাদিত্তিলীলাভি-
রিত্যর্থঃ । অত্রাখিলেতি । প্রতিকূলং—প্রত্যাখ্যায়কম্ । উদাসীনং—ত্যাগকমিত্যর্থঃ । (অক্লম্ব্যং
ক্কাধ্যায়োজ্ঞাপকম্) । শ্রীহৃতঃ শ্রীশোনকং প্রতি নির্দায়তীত্যবতারিকা-বাক্যেন সম্বন্ধঃ । এবমুত্তরত্র
সর্বত্র বোধ্যম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টাকা ।

এতাবতা প্রবন্ধেন শিষ্যপ্রবর্তনায় অভিধেয়প্রকরণং প্রদর্শ্য গ্রন্থমারভতে—অধেতি । তৎকৃত্যঃ—
শ্রীভাগবতবক্তৃঃ শুকশ্চ, হৃদয়নিষ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানাদিচ্ মনসঃ সমাধিঃ,—তৎ-পর্যালোচনয়া—পূর্বা-পর-
তৎচনেচ্ তৎ-পর্যালোচনয়া । স্বস্থ্যেনেতি—অস্ত ব্রাহ্মকৃতয়া স্বাত্মক-স্বপ্রকাশস্বস্থ্যেনৈব ইত্যর্থঃ ।
যথা—সত্ত্ব স্বং স্বস্থং, “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্” ইতি ঋতিসিদ্ধং তেনৈবেত্যর্থঃ ।
অস্ত্রাং ক্রতো জীবপরং ব্রহ্মপদং—“যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো পরঞ্চাপরমেব চ” ইতি ঋতেঃ । যদ্যপি সাত্ত্বতমতে
জীবন্তাপুংস্ব, তথাপি বৃহৎসং পরিভাষ্য চেনতৎ জীবন্ত ব্রহ্মপদেন নির্দেশঃ—আত্ম-পদেনেবেতি ।
অত উক্ত্য—“ইতরেবাশ্রয়কস্ত সোপচারো বিধীয়তে” ইতি মাধবভাষ্যে । যথা, স্বং—অসাধারণং ব্রাহ্মভব-
জনিতং স্বস্থং তেনৈবেত্যর্থঃ । পূর্ণং—তৃপ্তং, তেনৈব—ব্রহ্মস্বতৃপ্তচেতস্বেনৈব স্বস্থ্যেনেত্যর্থঃ । অজিতস্ত—
কৃষ্ণস্ত । দৈর্ঘ্যং—ব্রহ্মাকারে মনসো ধারণম্ । অথবা, দৈর্ঘ্যং—নিকটতৃপ্তং, ইদঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবত-চর্চ্চায়াং
হেতুঃ । এবমেব—শুকশ্রীতাদৃশমনোবৃত্তি-পর্যালোচনমেব, তদ্বাক্য এব—শুকবাক্যোহপি । তাদৃশভাবশ্চেতি—
মুক্তানামপ্যাকর্ষকস্ত ভগবন্তাবশ্চেত্যর্থঃ । সম্বন্ধিতব্যঃ—শ্রীভাগবতপ্রতিপাদ্যতত্ত্বম্ । প্রকৃষ্টকচিরা—
প্রকৃষ্টহৃদয়ময়ী যা জীলা—শ্রীমদ্ভাবনাদিধামকীড়া তদ্বিশিষ্টাঃ । পূর্ণস্থেন—স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানশক্ত্যাদিময়েন,
বাদরায়ণসমাদ্যে—ব্যাসসমাদিলঙ্কার্যবোধকে—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইত্যাদিবাক্যে । তদাসক্তিজ্ঞানকং—
শ্রীকৃষ্ণসংলগ্নচেতস্বপ্রযোজকং, প্রেমস্বস্থং—প্রেমাখ্যভক্ত্যা স্থখাত্তভবঃ । ততঃ—শ্রীকৃষ্ণাখ্যমুখ্যাভিধেয়াসত্ত্বার্থঃ
প্রেমস্বস্থপ্রয়োজনস্বাং, তত্ত্বজনমেব—তত্ত্বজনমপি কৃষ্ণ-তৎপ্রেমস্বস্থাদেবপাতিধেয়স্বাং । শ্রীহৃতঃ শোনকং
প্রীতি—অস্ত “অথ নমস্কর্যেব” ইত্যাদি চুণিকাবাক্যেন “নির্দায়তী” ইত্যানেদায়ঃ । এবমুত্তরত্র
“নির্দায়তী” ইতি পদেন ‘শ্রীহৃতঃ শোনকং প্রতি’ ইত্যাস্তায়ঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ।

প্রামাণ্যত্ব । গ্রন্থকার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শিষ্যবর্গের অধায়নাদিতে প্রবৃত্তি হইবার জন্ত
অভিধেয় বস্তুর প্রকর্তা দেখাইয়া অধুনা গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন :—

অনন্তর গ্রন্থকর্তা প্রকৃত বিষয়ের প্রারম্ভে মূল গ্রন্থের বক্তা শ্রীকৃষ্ণদেবের নমস্কার করিতে বক্তার
(শুকদেবের) পূর্বা-পর বাক্যের পর্যালোচনার তাঁহার হৃদয়ের নিষ্ঠা অক্লম্ব্য করিয়া তদুচ্চায়ায় সর্বশাস্ত্র
শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য সংক্ষেপে নির্দারণ করিতেছেন :—“জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর
স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দে যাহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং এষ্ট নির্দিষ্ট তদ্বিতর বিষয় বাসনাতেও যাহার কোন

আসক্তি ছিল না ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্র কচির লীলা শ্রবণে বাহ্যর তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ-চিন্তের ধৈর্য্য আরুট হইয়াছিল অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মাকার মনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটয়াছিল, এই কারণেই যিনি কল্পণ-পরমণু হইয়া পরমার্থপ্রকাশক লীলাময় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ প্রচার করিয়াছেন, সেই নিখিল পাপরাশিনাশী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি।” (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও—“হুত, নিজ গুরুরূপে শ্রীশুককে প্রণাম করিয়াছেন” এই বলিয়া উল্লিখিত অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন) দ্বিতীয় কৃষ্ণে শুকের বাক্যেও ঐরূপই তাঁহার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে—“হে রাজন্ ! প্রায়ই দেখা যায় ; নিগুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অতীত মুনিগণও শ্রীহরির গুণানুভাবে আনন্দ অম্লভব করিয়া থাকেন।” ইত্যাদি তিনটি পঙক্তিতে তদীয় ভাব অম্লসন্ধান করা কর্তব্য।

সামান্যাকারে সমস্ত প্রয়োজন ও অভিধেয় তত্ত্ব। উক্ত শ্লোকের ‘অখিল বৃজিন’ শব্দে—মুক্তগণেরও চিন্তাকর্ষক—ভগবত্তাবের প্রতিকূল এবং ত্যাজ্যক দুঃখদুঃস্থ বৃত্তিতে হইবে। হুতরাজ ব্রহ্মানন্দ হইতেও অতি উৎকৃষ্ট স্বথময় শ্রীবৃন্দাবনাদিধামগত লীলা-বিশিষ্ট শ্রীমান অজিতই এ স্থানে সম্বন্ধিত। পরিপূর্ণরূপ হওয়ায় যিনি সমস্ত অবতারের মূখ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই এ স্থানের ‘অজিত’ শব্দের বাচ্য ; ইহা শ্রীবেদব্যাসের সমাধি-বিষয়ে পরিষ্কৃত হইবে। শ্রীকৃষ্ণে চিন্তের আসক্তজনক ভগবৎপ্রেম-সুখের অম্লভবই প্রয়োজনাত্ম্য পুরুষার্থ এবং তাদৃশ ভগবৎ প্রেমের জনক শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণাদি-লক্ষণ তদীয় ভজন (সাধন ভক্তিই) যে অভিধেয়, তাহাও পঙক্ত উপলব্ধি হইতেছে। এই শ্লোকে ‘ব্যাসসুহু’ এই শব্দের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের বরে জন্ম হইতেই যে শুকদেবকে মায়াম্পর্শ করিতে পারে নাই ; তাহা স্মৃতি হইয়াছে। শ্রীহুত মহাশয় শৌনক ঋষিকে ঐ কথা—(“সুহুত্বনিভূতচেতাঃ”—ইত্যাদি শ্লোকে) বলিয়াছেন ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।

(২২) গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য—‘সন্দর্ভ’ গ্রন্থের প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিতে তদ্বিবরক গুরু শ্রীশুকদেবকেই প্রথমে নমস্কার করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, স্বকপোলকল্পিত কিছুই বলিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাই প্রমাণ নির্ণয়ের প্রথমেও “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিবাকৃষ্ণম্” এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, আবার এখন প্রমেয় নির্ণয় করিতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে সেই ভাগবতীয় শ্লোক উল্লেখই ভাগবত গুরুকে প্রণাম করিলেন। এই পদ্যদ্বারা হুত মহাশয়, গুরু বুদ্ধিতে শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিয়াছেন।

শ্রীগুরু—বুদ্ধিসাকী, তাঁহার করুণাতেই বুদ্ধির পরতত্ত্ব গ্রহণে ক্ষমতা জন্মে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত প্রয়োজন এবং অভিধেয় তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন ; এ অলৌকিক তত্ত্ব, যিনি তত্ত্বাত্মীয় গুরুর রূপায় হৃদয়ে স্মৃতি পাইবে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীহুতের কবিত প্রণাম বাক্যে যেন তাঁহারই (হুতেরই) অম্লগত হইয়া প্রণাম ছলে শ্রীমদ্ভাগবত-গুরু বোগীন্দ্র শ্রীশুকদেবের দিকট রূপা ডিকা চাহিতেছেন।

শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার অম্ল ভক্তগণ একই উদ্দেশে একটি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বারায় আর পাচ সাতটি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যদিও ঐ পঙক্তি প্রণাম উদ্দেশেই গ্রহণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দ্বারা প্রণাম-ছলে সংক্ষেপে বক্তা-গুরু শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের নিষ্ঠা কোন বস্তুর

অর্থাৎ তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপে কোন বস্তু স্বীকার করিয়াছেন—তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে।

“বহুখনিভূতচেতাঃ” এই বিশেষণের পক্ষান্তরে এ অর্থও অসম্ভব নহে :—আনন্দময় যে জীবের স্বরূপ; যাহা মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত, তদবস্থাতেই শ্রীশুকের মন পূর্ণ ছিল। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্।” এই শ্রুতিতে যে ‘ব্রহ্ম’ পদ আছে; তাহা ‘জীব’পর জ্ঞানিতে হইবে কারণ কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে ‘ব্রহ্ম’ শব্দেও নির্দেশ করিয়াছেন :—
“যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো পরমাপরমেব চ।” (মৈত্র : ৬, ২২) যিনি অতিশয় বৃহৎ—ব্যাপক, তাঁহাকেই ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়—“বৃহদ্ব্যবৃহৎহি তদ্বাক্ষ্য পরমং বিদুঃ” (অথর্ব : ৪) কিন্তু সত্যত মতে জীবকে ‘অণু’ বলা হইয়াছে; সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিতে জীবকে কেন ‘ব্রহ্ম’ বলা হইল? ইহার উত্তরে এই বলা যায়—ব্রহ্মও চেতনরূপ এবং জীবও চেতনরূপ, অতএব ব্রহ্মের বৃহৎবাংশ পরিত্যাগে, কেবল চৈতন্যবাংশ গ্রহণ করিয়া জীবকে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে,—যেমন অনেক স্থলে ‘আত্মা’ শব্দে জীবকে বলা হইয়া থাকে। মাদলভাষ্যে বলিয়াছেন—ঈশ্বর ভিন্ন অন্তস্থানে ‘আত্মা’ শব্দের উপচারণ—মুখ্যবৃত্তি নাই। “ইতরেষাশ্বশব্দস্য উপচারো বিধীয়তে।”

অথবা “বহুখনিভূতচেতাঃ” এ বিশেষণের এই অর্থ :—স্ব—অসাধারণ ব্রহ্মসুভবজনিত স্থখে শ্রীশুকদেবের হৃদয় নিভৃত—পূর্ণ অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা হইতে অতিনিষ্কট বিষয়-গুলি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কারণ বিষয়ে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বেদব্যাঙ্গ শব্দের পাছে পাছে ‘পুত্র পুত্র’ বলিয়া ধাবিত হইয়াও অকৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু যখন ব্যাসদেব বৃঝিলেন—“আমার পুত্রের চিত্ত নির্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠ, বিষয়ে আকৃষ্ট হইবার নহে; ব্রহ্মানন্দ হইতেও অতি উৎকৃষ্ট স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ লীলাদিই ইহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ ‘তোমাকে মায়া স্পর্শ করিতে পারিবে না’—এই শ্রীকৃষ্ণের বরেই ইহার জন্ম তখন পুত্রকেও নিজের সমাধিলব্ধ পুরুষোত্তমের প্রেমে আকর্ষণ করিবেন বলিয়া সবিশেষ ভগবন্ত্বের অমল প্রেমা শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক তিনি স্মরণ করিলেন,—যে শ্লোকে, আত্মারাম-চিন্তাকর্ষী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা বর্ণিত আছে।

একদিন শ্রীব্যাসদেব কাঠুরিয়াগণকে ডাকিয়া বলিলেন—কাঠুরিয়াগণ! তোমরা বনে বনে ‘শুক’ (তোতা পাখী) ধরিয়া বেড়াও, আমি এই চারটি মন্ত্ৰ বলিতেছি, ইহা ঐ সময়ে উচ্চৈশ্বরে বলিও, তাহা হইলে সহজেই শুক ধরা পড়িবে। কাঠুরিয়াগণ ব্যাসের মুখে ঐ শ্লোক কয়েকটি শুনিয়া বনে বনে সেই প্রকার কার্য করিতে লাগিল। আর কি শুক (ব্যাসনন্দন) থাকিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতীয় সর্বাঙ্গকর্তৃক ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরম সুমধুর শ্রীভগবানের রূপগুণলীলায় পৃষ্ঠগুলি শুনিয়া শুকদেবের ব্রহ্মরূপ—সলিলনিমগ্ন মনোমকর ভগবৎপ্রেমসিদ্ধিতে গিয়া পড়িল। তখন নৌড়িয়া গিয়া কাঠুরিয়াগণকে বলিলেন—“ওরে এ সুমধুর আকর্ষণী মন্ত্ৰ তোরা কোথায় শিখিয়াছিস?” শুকদেবের নিকট তাহারা পূর্বের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর, শ্রীশুকদেব নিজ পিতা শ্রীবেদব্যাসের নিকট আগমন করিয়া সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন।

এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিলে, শ্রীশুকদেবের হৃদয় কোন তত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত; তাহা বৃঝিতে আর বাকী থাকে না। শ্রীকৃষ্ণপায়ন সমাধিতে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি এবং প্রেমকে অবগত হইয়া

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও উহাই সৰ্ব্ব অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীশুকদেবকেও ঐভাবেই অধ্যয়ন করাইলে, তিনিও পিতার উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সমীচীনরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদ্ব্যব-বাসিত অন্তঃকরণে শ্রীপরীক্ষিত সভায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন।

গ্রন্থকর্তা এবং বক্তার হৃদয়নিষ্ঠা যদি এক হয়, তবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় তো অন্তপ্রকার হইতে পারে না? এই নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যগ্রন্থকার—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, ব্যাস ও শুকের হৃদয়-নিষ্ঠার অনুরূপ, গ্রন্থের সৰ্ব্ব—শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেম; এই তাৎপর্য সংক্ষেপে সূচনা করিয়া ভাগবতীয় সূত্রের কথিত শ্লোকে শ্রীশুককে শ্রীশুকরূপে নমস্কার করিলেন।

“শ্রীসূতঃ শোনকম্” এই পদের “অথ নমস্কৰ্ণন—” ইত্যাদি চূর্ণিকা বাক্যস্থ—“নির্দারয়তি” এই ক্রিয়ার সহিত অর্থ হইবে অর্থাৎ সূত শোনক দ্বারা প্রতি এইরূপে তাৎপর্য নির্দারণ করিয়াছেন। পর পর বাক্যেও এইরূপ নিয়মই জানিতে হইবে।

তাদৃশমেব তাৎপর্য্যং করিষ্যমাণতদ্গ্ৰন্থপ্রতিপাদ্যতত্ত্ব-নির্ণয়কৃতে তৎপ্রবক্তৃ-
শ্রীবাদরায়ণকৃতে সমাধাবপি সংক্ষেপত এব নির্দারয়তি ;—

“ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রগিহিতেহমলে । অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাঙ্গকম্ । পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতকাভিপত্ততে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোকজে । লোকন্তাজানতো ব্যাসশচক্রে সাহিত্যসংহিতাম্ ॥
যন্তাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে । ভক্তিরূপপত্ততে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বান্মুক্রমা চাত্মজম্ । শুকমধ্যাপয়ামাস নিরুত্তিরিতং মুনিম্ ॥

(ভাঃ ১, ৭, ৪—৮)

তত্র ;— “স বৈ নিরুত্তিরিতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ ।

কশ্চ বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভাসৎ ॥”—(ভাঃ ১, ৭, ৯)

ইতি শ্রীশোনকপ্রশ্নানন্তরঞ্চ ;—

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে । কুর্বন্ত্যহৈতুকাঃ ভক্তিমিথুতত্ত্বগো হরিঃ ॥
হরেণ্ডাশ্চৈব শ্রীশুকপুণ্ডরীকান্ বাদরায়ণিঃ । অধ্যগান্মহাদ্ব্যানং নিত্যং বিকুজনপ্রিয়ঃ ॥”

(ভাঃ ১, ৭, ১০—১১ ।

ভক্তিযোগেন—প্রেম ;—

“অদ্বৈতমজ ! ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কহিচিং ন ন ভক্তিযোগম্” ।—

(ভাঃ ৫, ৬, ১৮)

ইত্যত্র প্রসিদ্ধেঃ । প্রণিহিতে—সমাহিতে, “সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্”

(ভাঃ ১, ৫, ১৩)

ইতি তং প্রতি শ্রীনারদোপদেশাৎ । পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্তা, —

“ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি । বর্ধতে নিরুপাধিশ্চ বাস্তুদেবেহ্মিলাস্মানি ।”—

ইতি পান্মোস্তরখণ্ডবচনাবক্লেভেন, তথা—

“কামকামো যজ্ঞে সোমমকামঃ পুরুষঃ পরম্ ।” “অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ॥

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥”—(ভাঃ ২, ৩, ৯—১০)

ইত্যস্য বাক্যদ্বয়স্য পূর্ববাক্যে “পুরুষঃ—পরমাত্মানং প্রকৃত্যেকোপাধিম্,”

উত্তরবাক্যে “পুরুষঃ—পূর্ণঃ নিরুপাধিঃ” ইতি টীকানুসারেণ চ, পূর্ণঃ পুরুষোহত্র—

স্বয়ংভগবানেবোচ্যতে ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাত্মগকৃত-টীকা ।

গ্রহবক্তৃঃ শুকত যত্র নিষ্ঠাবধারিতা, তত্রৈব গ্রহকর্তৃব্যাসক্ত্যপি নিষ্ঠাবধারিতুমবতারয়তি ;—
তাদৃশমেবেতি । নিবৃত্তিনিরতঃ—ব্রহ্মানন্দাত্মান্ স্পৃহাবিরহিতম্ । কস্তেতি—সংহিতাভ্যাস্ত কিং
ফলমিত্যর্থঃ । অধ্যগাং অধীতবান্ । মুক্তপ্রগ্রহয়েতি—যথাশঃ প্রগ্রহে মুক্তে বলাবধি ধাবত্যেব
পূর্ণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ পূর্ণবাবধি প্রবর্ত্তেতি বক্তৃঃ, তদবধিশ্চ স্বয়ংভগবতোবেতি তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোপামিতট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তদ্বিচারণমেব দর্শয়তি—ভক্তিযোগেনেত্যাদিনি । মনোহয়মলং—বিষয়পরিভাষাঃ, তথা চ প্রত্যাক্রতে
চেতসি ভক্তিযোগেন পূর্ণঃ পুরুষঃ—স্বয়ংভগবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ । তদপাশ্রয়াং—তদ্বিহৃত্যং ।

“স্বাদিনী সন্ধিনী সখিব্যোকা সর্বসংশ্রয়ে । হ্লাদতাপকরী মিশ্রা যয়ি নো গুণবর্জিতে” ইতি বিজ্ঞ-
পুরাণাং । সর্বসংশ্রয়কঃ তত্র “অত্র প্রণাসনে গার্গি ! সূর্য্যচন্দ্রমদৌ বিশ্বতে তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা তদ্বিচ্ছয়া
সর্বগুণিনিবন্ধনং গগণবৎ সর্বসংস্করণকং, মায়া চ তদ্বিচ্ছয়া জীবং মোহয়তীত্যাহ—যয়েতি । মোহনক—
ভগবত্বাবরণরূপং, ত্রিগুণাত্মকং দেহং মমুতে—স্বাভেদেন মমুতে । অনর্থং—স্বধ-দুঃখাদি, তৎকৃতং—তেন
নিমিত্তীকৃতেন লিঙ্গদেহেন কৃতং, অভিপ্ৰাভে—প্রাপ্নোতি । সাবৃত্তসংহিতাং—শ্রীভাগবতং, শোক মোহ-
ভগাপহেতি—মায়া-নিবৃত্তিধারয়েতি শেষঃ । মুনিঃ—ব্রহ্মমননলোহপি । কস্তেতি—হেতোরিতি-শেষঃ ।
আস্মাদ্ভ্যাম্ ইতি,—তথা চ ব্রহ্মবিদ্যারাত্মকমননে পরতবঃ নির্কিংশেব ব্রহ্ম নির্বাধ্য প্রত্যাহারোপায়ানা ব্রহ্মাহ-
তবস্বপ্নেন ময়ঃ কথমেতং সমভ্যসদिति ভাবঃ । নিগ্রহাঃ—দেহাভিমানরূপগ্রহিণ্যতয়েতরনিরপেক্ষাঃ ।
ভক্তিং—কৃষ্ণভক্তিং, অহেতুকীং—মুমুকাদিহেতুরহিতাম্ । ইচ্ছত্বাঃ—ব্রহ্মানন্দাদপ্যাকর্ষকা গুণা রূপমাদুর্ধ্যা-
দয়ো যস্ত সঃ । হরিরিতি—মনোহরতি সর্বস্বাদিতি তদর্থঃ । প্রেরেতি—তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণাত্মভাবকবাদিতি ।
মুক্তিং—ব্রহ্মসাক্ষ্যাকররূপাম্ । অতো হরেণুগেন—ব্রহ্মণবিবরীকৃতেন, আকিণ্ঠা—ব্রহ্মানন্দাহুভবাত্মক-
সমাধিতোহপ্যাকৃষ্টা মতির্ভবত সঃ । ভগবান্—“বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবান্” ইত্যুক্তলক্ষণঃ ।

বিষ্ণুজ্ঞানপ্রিয় ইতি । পরীক্ষিতাসন্ধে হেতুতয়োকৃতম্ । পূর্ণপদশ্চেতি ; মূক্তগ্রহণা—বাধকরহিতয়া
মুখ্যায় বৃত্ত্য। পূর্ণোহত্র স্বয়ংভগবান্ উচ্যতে ইত্যর্থঃ । তত্র পূর্ণঃ—পূর্ণপদবোধ্যঃ, তথা চ নির্কিশেষণ-
পূর্ণপদস্ত সৰ্বস্বত্বপরিপূর্ণপদতয়াহুত্বা বাধেন স্বয়ংভগবানেনাত্ম ন্নোকে উচ্যতে ইত্যর্থঃ । পুরুষ
ইত্যপি—পুরুষণকোহপি । নিরূপাধিঃ—অন্যতাপ্যগ্রাহকপদাদিসমভিব্যাহাররহিতঃ । বচনাবষ্টভেদেন—
বচনাবগতমুখ্যবৃত্ত্য, —অস্ত, ‘টীকাহুসারেণ চ’ ইত্যস্ত চ ‘পুরুষোহত্র স্বয়ংভগবানেনোচ্যত’—ইত্যনেনাশ্বয়ঃ ।
তত্র, পুরুষঃ—পুরুষপদবোধ্যঃ, প্রকৃত্যুপাধিমিতি—পুরুষপদেন বৈরাজ্যতাপি বোধনাত্ম পরশবসমভিব্যাহৃত-
পুরুষপদেনাত্ম প্রকৃত্যুপাধেয়ীশ্বরস্ত গ্রহণমিতি ভাবঃ । কামনাভেদেন অধিকারিভেদেন ভজনীয়ভেদেন
প্রকৃতত্বাৎ পূর্ববাক্যস্থপুরুষপদার্থভেদায় তদন্তরবাক্যস্থপুরুষপদার্থবিবরণং টীকাকারোক্তং দর্শয়তি—
‘পুরুষঃ পূর্ণঃ নিরূপাধিঃ’ ইতি । তত্র পুরুষমিতি—উত্তরবাক্যস্থপুরুষপদবিবরণং, তদ্বাক্যস্থপরশবসমভিব্যাহৃত-
গ্রাহকঃ ; তেন ‘পরম্’ ইত্যন্তার্থঃ—‘পূর্ণম্’ ইতি, উপাধিঃ—প্রকৃতিঃ,—তদ্রহিতম্ । তত্র পুরুষপদার্থতা-
বচ্ছেদকং ন নিরূপাধিকং, কিন্তু পুরুষত্বং—“পুৰি গেষেত পুরুষঃ” ইতি ব্যাপ্ত্য। শরীরবিশেষাবচ্ছিন্ন-
চেতনস্বরূপং, শরীরঞ্চ প্রকৃতি-প্রাকৃতাপ্রাকৃত-ভেদেন ত্রিবিধমিতি । ত্রিবিধ এব পুরুষপদার্থঃ, তত্র চ
পূর্ণার্থক ‘পর’ পদসমভিব্যাহারেণাপ্রাকৃতশরীরঃ স্বয়ংভগবান্ লক্ষ ইতি সূচনায় ‘নিরূপাধিঃ’ ইত্যুক্তম্ ।
ন চ—নিরূপাধিমিতি টীকা নির্কিশেষত্বরূপরেতি বাচ্যং, যজ্ঞেতেত্যদ্রূপপত্তেঃ । নির্কিশেষত্ব “যজি
দেবপূজারাম্” ইত্যুক্তমজ্ঞানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ।

লেন্দব্যাসেন্ন সন্মাপ্তি । পূর্ববাক্যে গ্রন্থের বক্তা—শ্রীশুকদেবের যাহাতে হৃদয়ের
নিষ্ঠা নির্ণয় করা হইয়াছে, এখন গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও তাহাতেই হৃদয়ের নিষ্ঠা—এইটি
প্রতিপাদন করিতে তাঁহার (ব্যাসের) সমাধির বিষয় বলিতেছেন ।

শ্রীবেদব্যাস যে গ্রন্থ প্রকাশ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য
তত্ত্ব কি?—ইহাই নির্ণয় করিবার মানসে যে সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সমাধিতেও
শুকদেবের হৃদয়-নিষ্ঠাচুযায়ীই তাৎপর্য্য নিহিত, তাহাই সংক্ষেপে নির্দারণ করিতেছেন :—

“শ্রীকৃষ্ণপ্রণমে মন নির্মল (বিষয়বাসনাশূন্য) এবং উত্তমরূপে সমাহিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
ঐ মনে পূর্ণপুরুষ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অপাশ্রয়া—বহির্ভূতা (বহিরঙ্গ) মায়াকে
দেখিয়াছিলেন । জীব স্বয়ং ত্রিগুণাতীত চেতনস্বরূপ হইয়াও মায়াকর্তৃক বিমোহিত, সেই নিমিত্ত আপনাকে
ত্রিগুণাত্মক দেহের সহিত অভেদ বলিয়া মনে করে, পরে নিমিত্তস্বরূপ—লিঙ্গ দেহের কৃত অনর্থ—
স্বপ্ন-কুণ্ঠাখি লাভ করিয়া থাকে ; সেই জীবকেও দেখিয়াছিলেন এবং অধোক্ষত্র—প্রাকৃত ইঞ্জিয়জ্ঞানাতীত
শ্রীভগবানের, অনর্থনাশকায়ী ভুক্তিযোগকেও অবলোকন করিয়াছিলেন । ভগবান্ ব্যাসদেব এই সকল
অন্তর্ভব করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঐ সমস্ত বুঝাইবার জন্য সাহিত্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আবিষ্কার করিলেন,
যে ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা জীবের
শোক, মোহ এবং ভয় বিদূরিত হইয়া যায় ।

বেদব্যাস প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা সংক্ষেপে প্রকাশ করেন, তারপর দেবর্ষি নারদের
উপদেশ অনুসারে তাহা বিশেষরূপে অর্বাং বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়া বৈরাগ্যবান্ মননশীল আত্মজ
শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।

শ্রীমদ্ভগবতীয় সূত্রের এই কথার পর শৌনক ঋষি প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—“শুকদেবমুনি—নিরুত্তিমার্গনিষ্ঠ, সর্ববিষয়েই উপেক্ষাবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত অপর বিষয়ে নিস্পৃহ এবং আত্মারাম হইয়াও কি করিয়া এই বিস্তৃত শ্রীমদ্ভগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ?”

শৌনক ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে হৃত মহাশয় বলিয়াছিলেন :—“স্বাহারা দেহাভিমানরূপ গ্রন্থিগুণ হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মারাম মুনিগণও অনন্ত-বিচিত্রলীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মুমুক্ষাদি-হেতুগুণ ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না—সর্বমনোহারী হরির গুণই এমনি—অসাধারণ স্বীয় রূপমাধুর্য্যাদি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ হইতেও আত্মারাম মুনিগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন।” অতএব ভগবান্ বাদরায়ণি শুকদেব যখন পিতৃনিয়োজিত কাষ্ঠাহারীদের মুখে সংক্ষেপে ভাগবতীয় শ্রীহরিগুণাকীর্ণ শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার মন—ব্রহ্মানন্দাচ্ছভবায়ু সমাধি হইতেও আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নিজ-পিতা শ্রীব্যাসদেবের নিকট এই বৃহৎ আখ্যান শ্রীমদ্ভগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অহো! শ্রীমদ্ভগবতের কি অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য! তখন হইতেই হবিভক্তগণ শ্রীশুকদেবের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিলেন।

পূর্ব শ্লোকের ‘ভক্তিযোগ’ শব্দের ‘প্রেমভক্তি’ অর্থ করিতে হইবে, কারণ—“শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজনকারী ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিযোগ (প্রেম) দান করেন না” এই স্থানে ভক্তিযোগ শব্দের ‘প্রেম’ অর্থেরই প্রসিদ্ধি আছে। ‘প্রণিহিত’ শব্দের ‘সমাহিত’ অর্থ হইবে। শ্রীদেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছেন :—“তুমি সমাধিস্থ হইয়া শ্রীভগবন্নীলা অচক্ষুরণ কর, অর্থাৎ সমাধি দ্বারা লীলা অবগত হইয়া বর্ণন কর।” এই শ্লোকের ‘পূর্ণ পুরুষ’ শব্দের ‘মুক্তপ্রগহ’ বৃত্তি-স্বীকারে ‘স্বয়ংভগবান্’ অর্থ করিতে হইবে। “ভগবান্ এবং পুরুষ—এই দুইটি শব্দই নিরূপাদি অর্থাৎ অন্ত তাৎপর্য্যের গ্রাহক কোন পদেরই বাচক নহে, সূত্রাত্মক এই শব্দের অখিলাত্মা ভগবান্ বস্তুদেব-নন্দনেই মুখ্য বৃত্তি।”—এই পদ্যপুরাণের বাক্যে ‘পূর্ণ পুরুষ’ শব্দের মুখ্যবৃত্তি যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে উহার স্বয়ংভগবানেই তাৎপর্য্য, এবং “সাধারণ বিষয়কামী ব্যক্তি সোম দেবতার অর্চনা করিবে। কামনাহীন-জন পরমপুরুষ ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে অথবা—অকামী, সর্বকামী বা মোক্ষকামী ইহারা সকলেই প্রসন্নমনে স্তবীত ভক্তিযোগের দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবান্কে ভজন করিবে।” এই শ্রীমদ্ভগবতের দ্বিতীয় অঙ্কের দুই বাক্যের প্রথম বাক্যে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন :—“পুরুষ বলিতে প্রকৃত্যুপাধিক পরমাত্মা আর দ্বিতীয় বাক্যে :—“পুরুষ শব্দে পূর্ণ নিরূপাদি” এই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাভাসারেও এখানে ‘পূর্ণ পুরুষ’ শব্দে কেবল স্বয়ংভগবান্কেই বলা হইয়াছে। ৩০।

তাৎপর্য্য।

(৩০) “তদপাশ্রয়াৎ” এই বিশেষণে যারাকে ‘বহিরঙ্গা’ শক্তি বুঝিতে হইবে, কাবণ গ্রন্থকার পরবাক্যে—“মায়ায়ান স্বরূপভূতস্বমিত্যপি লভাতে” বলিয়া তাহাব বহিরঙ্গত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শক্তি বিবিধা—অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গাকে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গাকে মায়্যশক্তি বলা হইয়াছে। ঐ অন্তরঙ্গা—জ্ঞানাদিনী, সন্ধিনী এবং সঙ্ঘি নামে আবার ত্রিবিধা। ইনি ভগবানের স্বরূপে নিত্য-বিস্তারমান বলিয়া অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি আর ত্রিগুণময়ী মায়্যশক্তি অপ্ৰাকৃত গুণবস্তিতে শ্রীভগবানের পশ্চাতে

থাকেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না; তাই তাঁহাকে বহিরঙ্গা বলা হইয়া থাকে। এখানে ‘অপাঙ্গা’ শব্দের বাচ্যও বহিরঙ্গা মায়াই।

“হ্লাদিনী সন্ধিনী সযিত্ত্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদিতাপকরী মিশ্রা ভয়ি নো গুণবর্জিতে॥” (বিষ্ণুপুরাণ)

“যথা সম্বোধিতঃ” ইহা দ্বারা যে জীবের ‘মোহ’ বলা হইল, এ মোহ—ভগবত্ত্বের আবরণ। মায়া কর্তৃক জীবের ভগবদ্ভাব আবৃত হইবা মাত্র, সে ত্রিগুণাত্মক দেহের সহিত আপনাকে পৃথকভাবে আর দেখেনা, তখন নিমিত্তস্বরূপ লিঙ্গ দেহের দ্বারা কৃত স্থ-দুঃখাদি লাভ করিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ষৈপায়ন ব্যাস সমাধিতে, অনাদি কাল হইতেই জীবগণের দুঃখদায়িনী দুর্দমনীয়া মায়াকে অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে মায়া নিরাসের উপায় চিন্তা করিবা মাত্র, মায়া নিবৃত্তির অনন্ত সুগম সাধনরূপে ভক্তিব্যোগকে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই ভক্তি হইতে যখন মায়ার নিরাস হয়, তখন জীবের শোক মোহ এবং ভয় প্রভৃতি সমস্তই সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতই ঐ ভক্তিতত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাপক ইচ্ছাও স্থির করিয়া, পূর্বে সমাধিতে যে গ্রন্থকে সংক্ষেপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে বিস্তাররূপে প্রকাশ করিলেন।

‘আত্মারাম’ জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবিচার মানসে মনন করিতে করিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকেন, পরে নিখিল বিষয় হইতে প্রত্যাহত মনের দ্বারা ব্রহ্মাহুভব স্থখে নিমগ্ন হয়েন; এই অবস্থাপর ব্যক্তিই ‘আত্মারাম’, স্তত্রাং ঐরূপ শুকদেবের ভাগবত পাঠে কুচি কি করিয়া হইয়াছিল! এই শৌনক ঋষির প্রশ্ন।

‘নিগ্রহ’ শব্দে চিন্তাভাষ্যক গ্রন্থিশূন্য, চিং—‘জীব’, তাহার ‘জড়’ দেহে ‘অহং’ অভিমানে যে আবদ্ধ হওয়া ইহাকেই ‘গ্রহি’ বলা যায়।

ব্যাসদেব সমাধিতে শ্রীভগবদহুভবে নিমগ্ন ছিলেন, তাই গ্রন্থকার ‘ভক্তিব্যোগ’ শব্দের ‘প্রেম’ অর্থ করিলেন। প্রেমেরই শ্রীকৃষ্ণের অহুভাবকহ, অন্তরে এবং বাহিরে ভগবৎসাক্ষাৎকারই প্রেম, এই প্রেম হইতে স্বতই জীবের শ্রীভগবদ্বিশ্বভিজ্ঞান সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন—“ভক্তি: পরেশাহুভবঃ।” “প্রয়োজনঞ্চ তদহুভবঃ, স চাস্তব্ধিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণঃ, যত এব স্বয়ং কৃৎসনদুঃখ-নিবৃত্তির্ভবতি।” (ভক্তি-সং ১)

গ্রন্থকার শ্রীজীব গোষামিপাদ প্রীতি-সন্দর্ভেও সামান্ততঃ প্রেমের স্বরূপ কীর্জন করিয়াছেন :—“পরতত্ত্বলক্ষণং তজ্জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ, সৈব পরমপুরুষার্থ ইতি। স্বাত্মজ্ঞাননিবৃত্তিঃ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিচ্চ—নিদানে তদজ্ঞানে গতে সতি স্বত এব সম্পদ্যতে। (প্রীতি-সং ১)

জীবের ভগবৎপ্রেম লাভের জন্যই প্রযত্ন করা কর্তব্য, ভগবদহুভবময় প্রেম আনন্দস্বরূপ, তাহার উদয় হওয়া মাত্রই, স্বরূপাকৃষ্টি এবং আত্যন্তিক দুঃখের নিদান অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, তখন কার্যরূপ ঐ দুইটিও (স্বরূপাকৃষ্টি এবং দুঃখও) আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া থাকে, তাই শ্রীমদ্ভাগবতও উপনিষৎ বলিয়াছেন:—“ভিভ্যতে হৃদয়গ্রন্থিহিত্তে সর্বসংশয়াঃ। কীরতে চাত্ত কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে” (ভা. ১, ২, ২১। মুণ্ডক. ৩, ১, ১) “আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতচন” অতএব এই অন্তর্কথিতগবৎসাক্ষাৎকারময় অহুভবাত্মক প্রেমের প্রভাবেই ব্যাসদেব—শ্রীভগবত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

‘মুক্তিঃ দদাতি’ এ স্থলে ‘মুক্তি’ শব্দে ব্রহ্মসাক্ষ্যংকারময় মুক্তিকেই বুঝিতে হইবে, কারণ—ভগবৎসাক্ষ্যংকারময় প্রেমের—তদপেক্ষা অতিদুর্লভত্ব।

‘মুক্তপ্রগ্রহা’ বৃত্তি—শব্দের বাধকরহিত মুখ্যা বৃত্তি। শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি—‘সঙ্ঘোচাঙ্কিকা’ ও ‘মুক্তপ্রগ্রহা’। গ্রহকার এস্থলে ‘মুক্তপ্রগ্রহা’ বৃত্তিই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন অশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম) ছাড়িয়া দিলে, অশ্ব আপনার শক্তি অনুসারে ধাবিত হইতে থাকে, পরে তাহার শক্তির চরম স্থানে অবস্থান করে। সেইরূপ এই স্থানের ‘পূর্ণ’ শব্দটি ঋতু্যাক্ত ‘পূর্ণ’ শব্দের পূর্ণত্বাবধির জ্ঞায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিতি করিতেছে।

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমদ্যতে। পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।”

গ্রহকার—“কামকামঃ” ইত্যাদি পূর্ববাক্যের অর্ধবচন ধরিয়া তাহার শ্রীধরস্বামিপাদের “পুরুষঃ পরমাত্মনাং প্রকৃত্যোপাধিঃ” এই টীকার অংশ উল্লেখ করতঃ পরশদ্বিংশিষ্ট পুরুষ শব্দে প্রকৃত্যুপাধি ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষ শব্দে ‘বৈরাজ’ পুরুষকেও বোধ করায়, এই নিমিত্ত ‘প্রকৃত্যুপাধি’ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

যে সাধকের যেমন কামনা, তেমন তাহাদের অধিকারেরও তারতম্য হইয়া থাকে, আবার ভজনীয় বস্তুর তারতম্যও তদ্রূপই দেখা যায়; এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই গ্রহকার, বিবিধকামী ব্যক্তির ভজনীয় পূর্ববাক্যস্থ ‘পুরুষ’ পদের সহিত পরবাক্যস্থ ‘পুরুষ’ পদের ভেদ দেখাইতে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা উল্লেখ করিয়া ‘পুরুষ’ পদার্থের বিবৃতি কবিলেন :—“পুরুষঃ পূর্ণঃ নিরূপাধিঃ” এই টীকাংশের ‘পুরুষ’ শব্দটি—“অকামঃ সর্বকামো বা” এই উত্তর বাক্যের ‘পুরুষ’ শব্দের বিবৃতি, এবং ঐ পুরুষ শব্দে ‘পর’ শব্দকেও গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই দ্বারা ‘পর’ শব্দের ‘পূর্ণ’ অর্থ এবং ‘পুরুষ’ শব্দের ‘নিরূপাধি’ অর্থ করিয়াছেন। ঐ বাক্যে ‘পুরুষ’ শব্দে মাত্র পুরুষ পদার্থকেই বোধ করাইতেছে, কিন্তু তদ্বারা নিরূপাধি বোধ হয় না। ‘পুঁরি গেষেতে পুরুষ’ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীরবিশিষ্ট চেতনরূপ পদার্থই পুরুষ, শরীরও প্রকৃতি, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ভেদে তিন প্রকার, পুরুষ পদার্থও ঐ তিন প্রকার; তাই এস্থলে পূর্ণার্থক পরশব্দে অপ্রাকৃতশরীর স্বয়ংভগবান্কে পাওয়া গিয়াছে—এই অর্থ স্মৃচনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীস্বামিপাদ ‘নিরূপাধি’ এই কথা বলিলেন। ‘নিরূপাধি’ শব্দে কেহ যেন নির্কিশেষ ব্রহ্ম মনে না করেন—সে অর্থ করিলে ‘যজ্ঞেত এই ক্রিয়ার সঙ্গতি হয় না, কারণ যজ্ঞ ধাতুর দেবপূজা অর্থ, নির্কিশেষ বস্তুতে পূজার সম্ভাবনা নাই।

গ্রহকার—উনত্রিংশ ও ত্রিংশ বাক্যে ভাগবতীয় বচনাদি উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের বক্তা শ্রীকৃষ্ণদেব এবং প্রকাশক শ্রীবেদব্যাসের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রেম এই তিন পদার্থে হৃদয়ের নিষ্ঠা প্রতিপাদন করিলেন এবং ঐ তিনটি পদার্থই ক্রমান্বয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রায়োজন তাহাও নিশ্চয় করিলেন। প্রকারান্তরে—শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপ এই সন্দভ গ্রন্থের সম্বন্ধাদিও যে মূলের অঙ্গরূপ, তাহাও পরিষ্কৃত হইল।

পূর্বমিতি পাঠে “পূর্বমেবাহমিহাসম” ইতি “তৎ পুরুষস্ত পুরুষত্বম্” ইতি শ্রৌতনির্বচন-
বিশেষপূরস্কারেণ চ স এবোচ্যতে। তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্তু-
মেবেত্যেতৎ স্বয়মেব লক্ষ্যম্ ; ‘পূর্ণং * চন্দ্রমপশ্যৎ’ ইত্যুক্তে ‘কাস্তিমন্তুমপশ্যৎ’
ইতি লভ্যতে। অতএব—

“ইমাচ্চঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যদন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥”

(ভাঃ ১, ৭, ২৩)

ইত্যুক্তম্। অতএব, “মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্” ইত্যনেন তস্মিন্ অপ—অপকৃষ্ট আশ্রয়ো,
যশ্চাঃ, নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন তৎস্বরূপভূতত্বমিত্যপিলভ্যতে। বক্ষ্যতে চ ;—
“মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা” ইতি। স্বরূপশক্তিরিয়মত্রেব ব্যক্তীভবিষ্যতি—

“অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ক্ষে” ইত্যনেন “আত্মারামাশ্চ” ইত্যনেন চ।
পূর্বত্র হি ভক্তিরোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিহেনৈব গম্যতে,
পরত্র চ তে গুণা ব্রহ্মানন্দস্থাপ্যপরিচরতয়া,† স্বরূপশক্তেঃ পরমবৃত্তিতামেবাহঁস্তীতি।
মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্ত তদংশত্বেন, ব্রহ্ম চ তদীয়নির্বিশেষাবিভাবত্বেন, ‡ তদন্তর্ভাব-
বিবক্ষয়া § পৃথক্ নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। (১) অতোহত্র পূর্ববদেব সম্বন্ধিতত্ত্বং
নির্দ্বারিতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পাঠান্তরেণাপি স এবার্থ ইতি ব্যাখ্যাতুমাহ—পূর্বমিতি ; ঈশ্বরশ্চৈব পূর্ববর্ত্তিহাং পুরুষত্বমিত্যর্থঃ।
স এবেতি—স্বয়ংভগবানেব। স্বরূপশক্তিমন্তু প্রমাণমাহ—ত্বমিতি। শ্রুতিচাত্ত্বান্তি ;—

“পরাস্ত শক্তিবিবর্ধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি।—

এষেব “হ্লাদিনী সন্ধিনী” ইত্যাদিনা স্বধ্যতে। ইত্যুক্তমিতি—কণ্ঠতঃ পাঠিতমঙ্কুনেত্যর্থঃ।
মায়াতোহন্তেয়ং বোধ্যেত্যাহ—অতএবেত্যাদিনা। মূলবাক্যেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরিয়ং বোধিতাত্ত্বীত্যাহ—
স্বরূপেত্যাদিনা, ‘পটমহিষীব স্বরূপশক্তিঃ, বহিষ্কার-সেবিকেব মায়াশক্তিঃ’ ইত্যুভয়োর্মহদন্তরং বোধ্যম্।
ভগবন্তুর্ভগবদগুণানাঞ্চ স্বরূপশক্তিসারাংশত্বঃ সযুক্তিকমাহ—পূর্বত্র ইত্যাদিনা, ব্রহ্মানন্দভেতি—

* “অতএব পূর্ণং” ইতি বা পাঠঃ। † “উপরিবর্ত্তিতয়া” ইতি চ পাঠান্তরম্।

‡ “আবির্ভাবরূপত্বেন” ইতি শ্রীগোশ্বামিতট্টাচার্য-সম্মতঃ পাঠঃ।

§ “ভদ্রস্তর্ভাবোপাধগুণত্বাৎ পৃথগ্নোক্তে” ইত্যেব পাঠোহত্র শ্রীমদগোশ্বামিতট্টাচার্য-সম্মততয়োগ-
লভ্যতে।

(১) “তদেতদ্বিতীয়া-তৃতীয়াসন্দর্ভয়োঃ স্তম্ভ প্রতিপৎসতে” ইত্যধিকপাঠঃ কচিদদন্ততে।

অনভিব্যক্তসংস্থানাদিবিশেষশ্চেতি বোধ্যম্ । নহু পরমাশ্রুতপদাদৃশত্রস্বরূপশ্চাবির্ভাবঃ কুতো ব্যাসেন ন
দৃষ্টঃ ? ইতি চেত্তত্রাহ—যাযাধিষ্ঠাত্রিতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

“তং পূৰ্ণমেবাহিমহাসম্” ইতিশ্রুতিপ্রতীতিকস্য পূৰ্ণঃ—সৃষ্টিঃ পূৰ্ণঃ, প্রলয়েহম্বেবাসমিত্যর্থঃ। তং—
সৃষ্টিপূৰ্ণকালসম্বৎ, পুরুষস্বঃ পুরুষপদপ্রভৃতিনিমিত্তঃ পুরুষসদক্ষীতাপ্যশ্রুতিপ্রতীতিকার্যঃ। তথা চ সৃষ্টি-
প্রাককালপত্তাবদ্রূপাবচ্ছিন্নঃ স্বয়ম্ভুগবানেব পুরুষপদমুখ্যার্থঃ, তত্রৈব “পুরি শরীরে শেতে” ইতি “পুরা
আসীৎ” ইতি ব্যাপত্তিস্বয়মসিকপুরুষপদপ্রভৃতিস্বাদিতি। স্বপশক্তিমন্তম্ভমিতি—

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাঃশ্ৰেণ্যতঃ । ভগবচ্ছবাস্যানি বিনা হ্যৈশ্বৰ্যাদিভিঃ—

ইত্যুক্তেন্তশ্চ শক্তিমনস্তথাভাবিক্ৰিয়াং প্রত্যক্ষাত্মকতজ্জ্ঞানে ধাভাবিকশক্তাদেবপশুভানাদিত
ভাবঃ। প্রকৃতেঃ পর ইতি—প্রকৃতেঃস্বরূপীহর্বমানোহপি প্রকৃত্যাত্ম্যোহপি চ প্রকৃত্যানাসক্তঃ,
পদ্মপত্রজলমিবেত্যর্থঃ। কথমঙ্গলম্? ইত্যত আহ—“মায়াং ব্যুৎপত্তা” ইতি;—আবরণশক্তিরাকরণে
তটীকৃত্য, চিহ্নকৃত্য। চিয়য়শক্ত্যা, কৈবল্যে—স্বথময়ে, আত্মনি—স্ব-স্বরূপে দেহে স্থিত ইতি।
তথা চ—জীবা মায়াব্রূতাভরণে তিরোহিতজ্ঞানঃ প্রকৃত্যাসক্তাঃ, ন ত্রয়ং তথোক্ত্যর্থঃ। পঠেতি—নির্দীয়
তিষ্ঠতি। পূর্বত্র—“অনর্থোপশমং” ইতি শ্লোকে, অসৌ—অনর্থোপশমস্বরূপভক্তিঃ, স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্টেনৈব—
ভক্তে: স্বরূপভূতচিহ্নকিতাদিরাংশেইব। পরত্র—“আচারামাশ” ইতি শ্লোকে, ব্রহ্মানন্দশ্চ—ব্রহ্মাকার-
মনোবৃত্তিবিষয়স্বচ্ছশ্চ, উপরিচরতয়া—তদধিকস্বচ্ছবিষয়তয়া, পরমবৃত্তিতাং—সারাস্ববৃত্তিতাং—অর্হতীতি।
তথা চৈতানুশ্চলভুক্তাধিষ্ঠিত-মনোবৃত্তিরেব প্রোমাণ্য। ভক্তির্গবন্তঃ বিষয়ীকরোতি। মনোবৃত্তিশ্চ—মনঃ-
পরিণামবিশেষাত্মকং জ্ঞানমাত্মনিষ্ঠধর্মঃ, মনঃ সহকৃতাত্মজ্ঞাত্মাত্মনিষ্ঠ এব বা ধর্মঃ। উক্তঞ্চ রসামৃতসিক্তো—
“আবিভূত্য় মনোবৃত্তৌ ব্রহ্মজ্ঞী তৎস্বরূপতম। কৃষ্ণাদিকক্কাবাদদেহেভুত্বং প্রতিপদ্যতে” ইতি।
তদীয়নির্কিংশেযাবিত্তাবরূপশ্চেন—শরীরানবচ্ছিন্নস্বরূপভূত-জ্ঞানস্বচ্ছাদিমশ্চেন। তদন্তর্ভাবেণ—তদ্রূপশ্চেন,
অপৃথগদৃষ্টত্বাং—অভিন্নত্বাং, বিশেষ্যানির্কিংশেযঃ শরীরাদিবেশেযাবিষয়কমাবির্ভবতীতি নির্কিংশেযপ্রকাশঃ
জ্ঞানস্বচ্ছাত্মকং যজ্রপং স্বরূপং, তদীয়ং—ভগবদীয়ং। তদ্বিনেতি, অপৃথগদৃষ্টত্বাং—পৃথগদর্শনাভাবাং
বিশেষ্যশ্চ শরীরিণং শরীরমপূরিত্বতয়া, ব্রহ্মপদবাক্যাদিতিভাবঃ। যদ্বা—নির্কিংশেযে আবির্ভাবো যস্ত
সঃ তদীয়ো বিশেষ্যশ্চেনেতি। অথবা—নির্কিংশেযো বিশেষ্যাকাররহিতো য আবির্ভাবঃ জ্ঞানং, তদাত্মকো
যস্তদীয়ো বিশেষ্যশ্চেনেতি। সম্বন্ধিত্বং—এতদগ্রহতাংপর্যাবিষয়-প্রতিপত্তিবিষয়ত্বম্ * ॥ ৩১ ॥

અમુવાદ ।

বাসেন্ন ভগবদ্দর্শন—‘তত্ত্বি যোগেন মনসি’ এই শ্লোকে যদি ‘পূর্ব’ পাঠের পরিবর্তে ‘পূর্ক’ পাঠ থাকে, তথাপি ‘পূর্ক’ শব্দে ‘স্বয়ম্ভগবান্’ই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। “পূর্কে—সৃষ্টির পূর্কে (প্রলয়ে) একমাত্র জ্বামিই ছিলাম” “সৃষ্টির পূর্ককালে বিজ্ঞানতাই পুরুষের পুরুষ” ইত্যাদি এই দুই সৃষ্টির নীর্কাতন অনুসারে সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান স্বয়ম্ভগবান্ পুরুষ পদের মূখ্য বাচ্য। শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন—এ কথা বলায়, তিনি যে শ্রীভগবান্কে স্বীয় স্বরূপ-শক্তির

* এতদ্বিশ্বনীদষ্টা। পাঠান্তরমভূদয়তে তত্ত্ব, সুধীভিচ্চিন্ত্যাম্ ।

সহিতই দেখিয়াছেন—ইহা সহজেই অল্পমেয়। ‘পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছে’ এ কথা বলিলে, যেমন কান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদর্শন বুঝায় না, বোলকলায় পরিপূর্ণ কান্তিমান্ চন্দ্রকে দেখিয়াছে, ইহাই বোধ করায়; সেইরূপ এখানেও বেদবাস, স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবান্কে দেখিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে :—“প্রকৃতির ভিতরে ও বাহিরে বর্তমান এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়াও যিনি আবরণ—শক্তিরূপা মায়া নিরাস করিয়া পদ্ম পত্রের জলের স্তায় তাহাতে অনাসক্ত, সেই আন্ত পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর সর্বদা চিহ্নিত্তির সহিত স্বথময় স্বরূপভূত দেহে, দেহ-দেহি বিভাগশূন্য হইয়া বিদ্যমান আছেন।” এই নিমিত্তই “মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং” এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ মায়া শ্রীভগবানের নিকট লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া থাকেন বলিয়া মায়া তাঁহার স্বরূপ-ভূতশক্তি নহে; ইহাও পাওয়া যাইতেছে।

ইহার পর, দ্বিতীয়-সন্ধেও বলা হইবে :—“মায়া ভগবানের অভিমুখে আসিতে লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া পড়ে।” তবে ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া যে বস্তু; তাহা “অনর্থোপশমং—” এবং “আত্মারামাচ্চ—” ইত্যাদি শ্লোকে পরিণীত হইবে। পূর্বে শ্লোকে অর্থাৎ ‘অনর্থোপশমং’ এই শ্লোকে, যাহার প্রভাবে জীব—মায়া পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, সেই ভক্তিকে ভগবানের স্বরূপভূত চিহ্নিত্তির সারাংশরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে এবং পরশ্লোকে (‘আত্মারামাচ্চ’ শ্লোকে) যে গুণকে ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে, সে গুণ তো সাধারণ নয়? ভগবানের সেই স্বরূপ শক্তির সারাংশবৃত্তি হওয়াই উপযুক্ত।

মায়ার অধিষ্ঠাতা পুরুষ—(পরমাত্মা) শ্রীভগবানেরই অংশ, এবং ব্রহ্মও তাঁহারই নির্কির্শেষ আধিভাব, সুতরাং উভয়েই স্বয়ম্ভগবানের অন্তর্ভুক্ত—এইটি প্রকাশ করার অভিপ্রায়েই সূত মহাশয় ব্যাস-সমাধিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দর্শন পৃথকরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব এখানে পূর্বের মতই সঙ্কীর্ণভাবে নির্ধারিত হইল ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩১) পুরুষ শব্দের অর্থ। ‘পুৰি—শরীরে শেতে’ যিনি শরীরে শুইয়া থাকেন অর্থাৎ অন্তর্ধামী তিনিই পুরুষ’। অথবা—‘পুরা আসীৎ’ যিনি সৃষ্টির পূর্বে (প্রলয়কালেও) থাকেন, তিনি ‘পুরুষ’। পুরুষ শব্দের এ দুই অর্থই স্বয়ম্ভগবানে বিদ্যমান্ সুতরাং গ্রন্থকার ‘পুরু’ এই বিশেষণ বিশিষ্ট পুরুষকেও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি বলে স্বয়ম্ভগবান্ রূপেই স্থাপন করিলেন।

“স্বরূপশক্তিমন্তঃ”—ব্যাস শ্রীভগবান্কে স্বরূপশক্তির সহিত দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক ভগবান্ বলিতে নির্কির্শেষ ভাবে বুঝায় না, বিবিধ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট বস্তুই ‘ভগবান্’। “এবঞ্চানন্দমাত্ম বিশেষ্যঃ, সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি, বিশিষ্টো ভগবানিত্যাত্মাত্ম। তথা চৈব বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবিভাবেনোনাথগুতস্বরূপোহসৌ ভগবান্” (ভগঃ সঃ ৩) তাঁহার যত কিছু শক্তি, সমস্তই ভগবচ্ছবাবাচ্য, অগ্নির দাহিকাশক্তির স্তায় ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ নহে :—

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজোব্রহ্মশেবতঃ। ভগবচ্ছব-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈশ্চ পাদিতিঃ ॥”

এইরূপ অসংখ্য প্রমাণে শক্তিবর্গের স্বাভাবিকতা দেখান হইয়াছে। যখন সাধকের শ্রীভগবৎ-

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন ঐ সকল স্বাভাবিক শক্তিবর্গও অমুহূত হইয়া থাকে ; তাই গ্রন্থকার এখানে ‘পূর্ণচন্দ্রমপশ্যৎ’ এই উদাহরণ দিলেন । চন্দ্র দর্শন যেমন কান্তির সহিত হইয়া থাকে, তেমনি ভগবদ্বদর্শনও তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিতই হয় । এখন তাঁহার স্বরূপ শক্তি কি ? তাহাই সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে :-

ঐতি বলেন :-

“পরাস্ত শক্তিব্যবধৈব জ্ঞয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়তে” ।

পরম পুরুষ ভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি—জ্ঞান-বল-ক্রিয়া ভেদে ত্রিবিধা, এই তিনকেই—‘হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিং হৃদ্যাকাণ্ডগমঃশ্রয়ে’ এই বাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে । আধারশক্তি—সন্ধিনী, জ্ঞানশক্তি—সখিং, এবং আনন্দশক্তি—হ্লাদিনী । এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট বলিয়াই ভগবান্—সচ্ছিদানন্দ । তিন শক্তির স্বরূপশক্তি—নির্কিংশেযে পরস্পরের তারতম্য না থাকিলেও ক্রিয়াংশে কিছু তারতম্য আছে । ভগবান্ স্বয়ং সজ্জপ ; অথচ সমস্ত দেশ কাল বস্তুতে সর্বদা বিদ্যমান থাকেন এবং অপরকে সত্তা দান করেন, ইহার হেতুই ‘সন্ধিনী’ । তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও করামলকবৎ ইচ্ছামাত্রেই নিখিল বিষয় জানিতে পারেন এবং ভক্তগণকেও জানাইয়া থাকেন—ইহার হেতু ‘সখিং’ । স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও যাহার দ্বারা নিরতিশয় আনন্দ অমুভব করেন, তিনিই—‘হ্লাদিনী’ । এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিতে গেলেও ‘হ্লাদিনী’রই শ্রেষ্ঠতা পাওয়া যায় । শাস্ত্র-দাস্তাদি পুরুষের বিভাগেও উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য রীতি অবলম্বনে ‘মধুর’ রসেরই তো শ্রেষ্ঠতা—রসিক ভক্তগণ দেখাইয়াছেন ! এখন দেখিতে হইবে—‘মধুর’ রসের শ্রেষ্ঠতা কেন ? অবশ্য এক বাক্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—যে বস্তু আশ্বাদনে আনন্দের—আধিক্য, সেই ‘মধুর’ ! যদি আনন্দ থাকিতে রস ‘মধুর’ হয় এবং তজ্জগতাহারই শ্রেষ্ঠতা সাধিত হয়, তখন স্বয়ং আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে আর তো প্রয়াস পাইবার কোন আবশ্যকতা নাই !

ভগবান্ এই হ্লাদিনী শক্তি হইতেই আনন্দলাভ করেন । জগতে আনন্দের বস্তুটিই অত্যন্ত প্রিয় হয়, অপরকে ফেলিয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ যে সর্বদাই হ্লাদিনী শক্তির সহিত বিরাজমান আছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য ! তবে আশঙ্কা হইতে পারে—তিনিটিই তো স্বরূপশক্তি, হ্লাদিনীর সহিত যদি সর্বদা বিরাজমান থাকেন, তবে কি অপর দুই শক্তিকে পরিত্যাগ করেন ? না—তা নয়, ভগবচ্ছক্তির দুইরূপে অবস্থিতি, ভাবরূপে এবং মূর্তিরূপে । শক্তিবর্গ ভাবরূপে ভগবানে তো আছেনই, আবার মূর্তিরূপেও ভগবদ্ধামে বিরাজমান আছেন । তাই হ্লাদিনীর নিরুক্তিতে স্বানাস্তরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন :—“হ্লাদাশ্ব্যাপি যদা হ্লাদতে হ্লাদয়তি ।”

ভাবরূপ-শক্তিতে তিনি ‘হ্লাদাশ্ব্য’ আর মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদিত হইয়েন এবং ভক্তগণকেও আহ্লাদ দান করেন । এই মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি অপেক্ষাতেই বলা হইল—ভগবান্ ‘সর্বদাই হ্লাদিনীশক্তির সহিত বিরাজমান ।’ বলা বাহুল্য হ্লাদিনী শক্তির দ্বায় সন্ধিনী ও সখিং শক্তিরও ভাবরূপতা এবং মূর্তিরূপতা রহিয়াছে, তাহা স্থলবিশেষে ব্যক্ত হইবে । তবেই বুঝিতে হইবে, সেই হ্লাদিনী-শক্তির সারাংশরূপিণী মূর্তিমতী শ্রীরাধিকার সহিতই স্বয়ম্ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিদ্যমান । “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা, বিভ্রাজন্তে জনৈষা” (৭ক্ পরিশিষ্ট) স্তব্রাং ব্যাসের সমাধিতেও তিনি ঐ প্রেমসীর সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, ব্যাস তাঁহাকেও দেখিয়াছিলেন ; ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে ।

ভক্তির স্বরূপ শক্তিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভক্তি শব্দে এখানে প্রেম—“ভক্ত্যধিষ্ঠিত-
মনোবৃত্তিরেব প্রেমা” এই প্রেমই শ্রীভগবান্কে বিষয় করিতে সমর্থ ইহারই বশীভূত ভগবান্! এই
প্রেমভক্তিই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ ভক্তি যাহাতে অধিষ্ঠান
করেন, তাদৃশ ‘মনোবৃত্তি’কেই প্রেমাখ্য। ভক্তি বলা হইল।

“আবির্ভূত মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্। কৃষ্ণাদিকর্মকাবাদ-হেতুত্বং প্রতিপাদ্যতে।

(ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু)

এখন এ স্থলে মনোবৃত্তি কাহাকে বলা যায়—ইহাই বিচার্য, সাধারণতঃ—সংকল্পবিকল্পাত্মক
মন সংকল্প করিল—‘আমি ভ্রমণ করিতে যাইব’, আবার তার পরক্ষণেই তাহার বৈকল্পিক ভাব
হইল—‘না, আমি এখন ভ্রমণ করিব না!’—এইটিই মনের স্বাভাবিক ধর্ম, এই ধর্মের পরিবর্তনে মনের
আত্মাকারে পরিণতিরূপ জ্ঞানই আশ্রয়িত ধর্ম, ইহাকে এ স্থানে মনোবৃত্তি বলা যায়।

অথ প্রাক্‌প্রতিপাদিতশ্চৈবাভিধেয়শ্চ প্রয়োজনস্য চ স্থাপকং জীবস্য স্বরূপত
এব পরমেষ্ঠ্যরাষ্ট্রৈলক্ষণ্যমপশ্যদিত্যাহ—যয়েতি। যয়া—মায়য়া সম্মোহিতো জীবঃ
স্বয়ং চিদ্রূপত্বেন ত্রিগুণাত্মকাজ্জড়াৎ পরোহপ্যাত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহাদি-
সংঘাতং মনুতে, তন্মননকৃতমনর্থং সংসারব্যাসনঞ্চাভিপদ্যতে। তদেবং জীবস্য
চিদ্রূপত্বেনপি, “যয়া সম্মোহিত” ইতি “মনুত” ইতি চ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং
ব্যনক্তি, প্রকাশৈকরূপস্য তেজসঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ,

“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ” (ভাঃ ৫, ১৫) ইতি শ্রীগীতাভাঃ।
তদেবং ‘উপাধেয়েব জীবত্বং, তন্মাশ্রয়ৈব মোক্ষত্বম্’ ইতি মতান্তরং পরিহতবান্। অত্র
“যয়া সম্মোহিত” ইত্যনেন তস্য। এব তত্র কর্তৃত্বং, ভগবতঃ* স্তত্রোদাসীনত্বং মতম্।
বক্ষ্যতে চ ;—“বিলজ্জমানয়া যন্ত স্বাত্মমীক্ষাপথেহমুয়া। বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি
দুর্ধিয়ঃ” (ভাঃ ২, ৫, ১৩) ইতি।

অত্র ‘বিলজ্জমানয়া’ ইত্যনেনেদমায়াতি ;—তস্য। জীবসম্মোহনং কর্ম শ্রীভগবতে
ন রোচতে ইতি যতপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি—

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদীশাদপেতন্ত” (ভাঃ ১১, ২, ৩৭) ইতি দিশা
জীবানাংনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাদেশঞ্চ করোতি ॥৩২॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

জীবো যেনেশ্বরং ভজেৎ ভক্ত্য চ তস্মিন্ প্রেমাণঃ বিন্দেত্ততো মায়য়া বিমুক্তঃ স্তম্ভমীশ্বরাজীবন্ত
বাস্তবং ভেদমপশ্যদিতি ব্যাচষ্টে ;—অথ প্রাগিত্যাদিনা । জীবন্তেতি, বৈলক্ষণ্যমিতি ;—সেবকস্ব-
সেব্যভ্যাগুষ্ণবিভূষণপনিত্যর্থঃ হেতুঃ ভেদমিত্যর্থঃ । নহু “চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানঃ
যজ্ঞঃ তদ্বতে” ইত্যাদৌ চিন্মাত্রুশ্রবণাৎ, ন তত্র ধর্মভূতং নিত্যং জ্ঞানমস্মি, যেন মোহমননে বর্ণনীয়ে ?
তস্মাৎ,—“সদ্ব্যং সঙ্গায়তে জ্ঞানং” ইত্যাদিবাक्याং সম্বন্ধে যা চৈতন্ত্যং ছায়া, তদেব সত্ত্বাপহিতত
তন্ত জ্ঞানং, যেন মোহ-মননে ব্যাসেন দৃষ্টে স্মাতাম্ ? ইতি চেত্তদ্বাহ,—তদেবমিত্যাদিনা । ছায়াভাবাচ্চ
ন তৎকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ । নহু স্বরূপভূতং জ্ঞানং কথমিতি চেত্তদ্বাহ,—প্রকাশৈকেতি, অহি-
কুণ্ডলাদিকরণে ভাষিতমেতদ্বদ্ব্যম্ । তৃতীয়সন্দর্ভে বিস্তরীয্যাম এতৎ । তদেবমুপাধেরিতি,—
‘অন্তঃকরণং জীবঃ, অন্তঃকরণনাশো জীবন্ত মোক্ষঃ’ ইতি শঙ্কর-মতঃ দৃষিতম্ । তথা সতি পরোহপীত্যাदि
ব্যাকোপাদিতি ভাবঃ । অথেন্তি—তত্র জীবমোহনে কথমিতি । তস্মাৎ,—মায়য়াঃ । বিলঙ্ঘ্যেতি,—
ব্রহ্মবাক্যম্ । অমুয়া—মায়য়া । অসহমানেন্তি, দাস্তা উচিতমেতৎ কথং, যৎ স্বামিবিমুখান্
দুঃখাকরোতীতি । ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়্যা পিধত্বে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম
আবরণোতীতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিভট্টাচার্য্যাকৃত-টীকা ।

অভিধেয়ন্ত—সাধনভক্তেঃ । প্রয়োজনন্ত—প্রেমসেবায়াঃ স্থাপকমিতি, জীব-পরমেশ্বরদ্বোরভেদে তয়ো-
রূপপত্তেরিতি ভাবঃ । চিত্রপং—চেতনং, * পরোহপি—ভিন্নোহপি । মনুতে—আত্মত্বেন জ্ঞানাতি,
তজ্জ্ঞানে ভ্রমরূপে দোষবিশেষতয়া মাঠৈব হেতুরিতি ভাবঃ । অনর্থং—রূপাদিবিষয়গ্রহণং, সংসারব্যাসনং—
পুনঃপুনঃশরীরসম্বন্ধে হেতুঃ ধর্মাদর্শস্বভূতঃখাদিকম্ । স্বরূপভূতজ্ঞানশালিনমিতি—এতেন বিষয়সম্বন্ধরহিতত
পরমেশ্বরদাক্ষ্যংকারস্বভাবো ভবতীতিহুচিৎ । তৎ—তস্মাৎ, আত্মন এব স্বভূতঃখাদিমতাদিতি যাবৎ ।
জীবস্বং—জ্ঞানস্বভূতঃখাদিমতঃ, মোক্ষস্বং—আত্যন্তিকভূতঃখনিবৃত্তিসাধনস্বং ; ন মোক্ষপদবাচ্যম্ । পরিল্লত-
বান্নিতি—নিত্যস্বভাসাক্ষ্যংকারন্ত স্বতঃপ্রয়োজনতয়া মোক্ষত্বং তন্ত নিত্যচেতনাত্মত্বের সত্ত্বাৎ তাদৃশ-
মোক্ষকামে দুঃখনিবৃত্তেরপ্যবশ্যত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তৌ স্বস্তাবশ্যত্বাৎ ন দুঃখনিবৃত্তেঃ স্বতঃপ্রয়োজনস্বং,
উপাধিনাশস্তাপি স্বতে । নেচ্চাবিষয়হমিতি, আত্মনি নিত্যস্বভাসদয়স্তেব মোক্ষস্বম্, উপাধেচানিত্যস্বাৎ
তদসম্ভব ইতি ভাবঃ । ব্রহ্মণঃ রূপস্বরূপত্বক্ । তস্মা এব—প্রকৃতেরেব, কর্তৃস্বং—জীবসম্বোধকস্বম্ । তত্র—
জীবসম্বোধনে । বক্ষ্যতে চেতি—মায়য়া এব মোহকস্বং ন তু ভগবত ইতি শেষঃ । বিলঙ্ঘ্যমানেতি,—যন্ত
ভগবত ঈক্ষাপথে স্বাতুং বিলঙ্ঘ্যমানয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা জীবা বিকথন্তে ইত্যর্থঃ । কিছুতাঃ—
পুত্রার্থো ‘মম’ ইতি, শরীরে ‘অহং’ ইতি দুর্ধিয়ঃ সন্তঃ, বিকথনং—সংসারব্যাসনেনেন্তি । লঙ্ঘ্যচ—ভগবৎসন্নি-
চিচ্ছক্তিমপেক্ষ্য নিরুপষ্টেন, তথা চ ভগবদহুমতিং বিনৈব জীবসম্বোধঃ ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ । ভাবার্থমাহ—
অত্রেন্তি, স্বয়ং জানাতীতি—জীবসম্বোধনে ভগবদনভিক্রিম্ । ভয়ং—বাধ্যবাধকতানিবন্ধনং, দ্বিতীয়াভি-
নিবেশতঃ—দেহাভিমানতঃ, ঈশাদপেতন্ত—ঈশবিমুখন্ত । ইতি দিশা—ইতিদিগদর্শনেনেন্তি । অস্বরূপা-
বেশং—দেহাবেশম্ ॥ ৩২ ॥

* “চিত্রপং চেতনং” ইতি ব্যাখ্যাতঃ পাঠান্তরমহুত্বতে, তন্তু চিন্মাত্র স্বধীভিঃ ।

অনুবাদ ।

পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য । যে ভেদ-ভাব অদ্বীকারে জীব পরমেশ্বরকে ভঙ্গন করে, পরে তদ্বারায় প্রেমলাভ করিয়া মায়া হইতে বিমুক্ত হয়; বেদব্যাঙ্গ সমাধিতে পরমেশ্বর হইতে জীবের সেই বাস্তব ভেদ দেখিয়াছিলেন—ইহাই ব্যাখ্যা করা হইতেছে :— পরমেশ্বর হইতে যে, জীবের স্বরূপতাই বৈলক্ষণ্য; (ভেদ-ভাব) ইহা পূর্বে যে অভিধেয় (সাধন ভক্তি) এবং প্রয়োজন (প্রেমসেবা) স্থাপন করা হইয়াছে; তদ্বারাতেই অচুমিত হইতেছে! কারণ, জীব ও ঈশ্বরে যদি ভেদ না থাকে, তবে ভক্তি এবং প্রেমের প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না! স্তত্রাং বেদব্যাঙ্গ ঐ রূপেই বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছিলেন, ‘যয়া’ এই পদের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ জীব স্বয়ং চিত্রপ (চেতন) এবং ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি হইতে পর (পৃথক) হইলেও, যে মায়া দ্বারা সম্বোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় দেহাদি বলিয়া মনে করে এবং এই জ্ঞানে অনর্থ সংসার দুঃখ ও লাভ করিয়া থাকে ।

জীবের বিজ্ঞপ্ত (জ্ঞান-স্বরূপ) থাকিলেও “যয়া সম্বোহিতঃ” “মমুতে” এই দুইটি পদ তাহার স্বরূপভূত-জ্ঞানশালিত্ব প্রকাশ করিতেছে। তেজ প্রকাশরূপ হইলেও যেমন আপনার ও অন্তের প্রকাশকারিণী শক্তি গ্রহণ করে, তেমনি জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও স্বরূপভূতজ্ঞানশালী। শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতেও পাওয়া যায়,—“অজ্ঞান (অবিদ্যা) দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে, জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়।” স্তত্রাং—“উপাধিরই জীবত্ব; তাহার নাশই মোক্ষ অর্থাৎ অন্তঃকরণে উপস্থিত চৈতন্যই জীব, আর সেই জীবোপাধিরূপ অন্তঃকরণ নাশই জীবের মোক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ”; ইত্যাদি মতান্তর (শাক্ত মত) খণ্ডন করা হইয়াছে ।

এ স্থলে ‘মায়াবর্জক মোহিত’ এই কথা বলায়, জীবের মোহন সম্বন্ধে মায়াবর্জক এবং শ্রীভগবানের তদ্বিবরণে ঐদাসীন্দ্ৰ স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ত্র্যম্বক বাক্যেও পাওয়া যায়;—“যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করে, অবোধ জীবসেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া ‘আমি আমার’ এইরূপ গ্লান করিয়া থাকে।” এখানে ‘বিলম্বমানা’ এই বিশেষণের এই অর্থই বোধ হয় যে—মায়াবর্জক জীব-সম্বোহন কার্য শ্রীভগবানের কটিকর নহে; ইহা যদিও মায়া অবগত আছেন, তথাপি ‘জীব যেমন নিজের আরাধ্য দেব শ্রীভগবানকে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ করে, অমনি তাহার ভয় উপস্থিত হয়’ এই নিয়মের অধীন জীবগণের অনাদি কাল হইতে ভগবদজ্ঞানময় বৈমুখ্য ভাব চলিয়া আসিতেছে, তাহা সঙ্করিতে না পারিয়া মায়া জীবের স্বরূপের অক্ষুণ্ণ এবং অস্বরূপের আবেশ করিতেছে। এই কারণেই মায়া কিছু লক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে আসিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৩২) শ্রীবেদব্যাঙ্গ জীব এবং ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছিলেন, এই বৈলক্ষণ্য (ভেদ) কিরূপ তাহাই সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে, ক্রমে মূলেই ইহার বিস্তার হইবে। জীব—পরমেশ্বরের ‘সেবক,’ পরমেশ্বর—জীবের ‘সেব্য’ জীব—স্বস্থ, “স্বস্বাধামপ্যহং জীবঃ” (শ্রীগীতা) ঈশ্বর—বিকৃত, ইত্যাদি নিত্য ধর্ম্মহেতুক ভেদ উভয়েই বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ এ ভেদ, জীব ও ঈশ্বরে নিত্যই বর্তমান ।

“গ্রন্থকার জীবকে চিত্রপ বলিলেন এবং ভাগবতীয় ব্যাস-সমাধির শ্লোক দ্বারা তাহার মায়া কর্তৃক মোহ এবং দেহাদি বিষয়ে আশ্চর্য মনন স্থাপন করিলেন, কিন্তু চিত্রপ (জ্ঞানময়) পদার্থে মোহ নাই অর্থাৎ যাহার ধর্মভূত নিত্য জ্ঞানই নাই, কারণ জীব জ্ঞানরূপ ; তাহার মোহ ও মননকল্পে সম্ভব হইতে পারে ? প্রতিও জীবকে চিত্রপ বলিয়াছেন :—“চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানঃ যজ্ঞঃ তমুতে” জীব চিন্মাত্র, যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞান যজ্ঞের বিস্তার করিতেছেন, এই স্থানে তাহার ‘চিং’ দাতৃত্বের কথাই পাওয়া যায় সুতরাং “সদ্ব্যং সঙ্গায়তে জ্ঞানং” এই প্রমাণ অল্পসারে—সবে চেতনের যে ছায়া (প্রতিবিম্ব) উহাই সর্বোপহিত জীবের জ্ঞান, যাহা দ্বারা ব্যাস কর্তৃক জীবের মোহন ও মনন দৃষ্ট হইয়াছিল—এই কল্পিত পূর্ব পক্ষের—“তদেবং জীবন্ত চিত্রপদ্ব্যেপি” এই বাক্যে নিরাস করিলেন। জীব যে ধর্মভূত নিত্য জ্ঞানাদি আছে, তিনি জ্ঞানরূপ নহেন ; তাহা—‘সম্মোহিতঃ’ এবং ‘মমুতে’ এই সম্মোহন ও মনন ক্রিয়াই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং জীবের জ্ঞানরূপত্ব না বলিয়া স্বরূপভূত—জ্ঞানশালিত্ব বলাই সুসঙ্গত হইতেছে। তাই গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত দিলেন ‘প্রকাশৈকরূপজ্ঞ’ ইত্যাদি। স্বর্ধ্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশের আশ্রয়, সে আপনাকে এবং অপরকেও প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে, তেমনি এ স্থানেও জীবের প্রকাশ ধর্ম স্বীকার্য। প্রকাশময় বস্তুব অপরকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

জীব যখন বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই তাহার পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার জনিত স্থখসুভব হইয়া থাকে, এইটি “স্বরূপভূত জ্ঞানশালিত্বঃ” ইহা দ্বারা স্মৃচনা করা হইল সুতরাং এ বাক্যে আশ্রায় স্থখ-দুঃখাদিমন্ত থাকায় অর্থাৎ জীবাত্মা স্থখদুঃখাদিসূক্ত এই অর্থ নিশ্চয় হওয়ায়, দ্বিধারা বলেন—‘জ্ঞান, স্থখ এবং দুঃখাদিমন্ত অবস্থাই জীবত্ব আর তাহার (ঐ উপাধির) নাশই মোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনত্ব, কিন্তু মোক্ষপদের বাচ্যত্ব—অভিধেয়ত্ব নাই, তাঁহাদের উক্ত মত পরিহার করা হইল ; এই মত—শব্দর সম্প্রদায়ের বৃত্তিতে হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে—দুঃখ নিবৃত্তির সাধন মোক্ষ হইতে পারে না, নিত্য স্থখের সাক্ষাৎকার—জীব-মাত্রেরই স্বতঃ প্রয়োজনীয়, তাহাই মোক্ষ। চেতনস্বরূপ আত্মাতেই এই মোক্ষের সম্ভাবনা। যে এইরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করে, তাহার দুঃখের নিবৃত্তি তো আপনা আপনি হইবে ! এবং যদি দুঃখ নিবৃত্ত হইল, তবে স্থখপ্রাপ্তিও অবশ্যই হইতে হয়, সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির স্বতঃ প্রয়োজনত্ব কিছুই দেখা যায় না। বিচার করিতে গেলে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে কেবল স্থখের কামনাই পাওয়া যায়। আত্মাতে নিত্য স্থখের অভ্যুদয়ই যখন মোক্ষ, তখন ‘জীবত্ব’ উপাধি নাশেরও তো স্বতঃ ইচ্ছা-বিষয় নাই ? কারণ উপাধি অনিত্য, জীব তাহার সম্ভাবনা কিছুই নাই।

অনাদি ভগবৎসম্বন্ধতা দোষে জীব সংসারে মাযিক স্থখ দুঃখ মোহাদিতে অভিভূত হইয়াছিল, পরে যখন আত্যন্তিক স্থখলাভের বলবতী ইচ্ছা হইল, তখন এই প্রেমস্থখের সাধন—সাধন-ভক্তির অমুষ্ঠানে আপনাতে নিত্য প্রেম-স্থখের অভ্যুদয় হইল !—ইহার প্রতিই জীবের চরম লক্ষ্য, উপাধি নাশের কামনা তো কোন জীবেরই দেখা যায় না !

জীব যেমন নিত্য কৃষ্ণদাস, তেমনি মায়াও তাঁহার দাসী। অথচ জীব অনাদি বহিমুখ, কিন্তু মায়া জীবের এ ভগবৎসম্বন্ধতা আর দেখিতে পারেন না, তাই তাহাকে শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশে, প্রজলিত দীপকে কোন পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিলে, যেমন অন্ধকার আবাব তাহাকে আবৃত করে,

তেমনি ভগবৎসিদ্ধিমুখতায় আবৃত জীবকে ‘পুত্রাদিতে মমতা ও শরীরে আমি এই অবস্থার আবেশে বিপন্ন করিলেন। ইহাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ; অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ।” (চৈঃ চঃ মধ্য, ২০)

‘শ্রীভগবানের বিনা অহুমতিতে জীবকে সংসারে মোহিত করিয়াছি, এই জন্তও মায়ার লজ্জা বটে ; আবার ইহার আরও একটি কারণ এই—‘চিহ্নক্ৰিও প্রভুর শক্তি, আমিও তাঁহার শক্তি, কিন্তু প্রেমসী চিহ্নক্ৰিকে তিনি সর্বদা হৃদয়ে ধরিয়া আছেন, এ দাসীর প্রতি একবার কটাক্ষও করেন না ?’ এইটি মনে হওয়ায় মায়া সপত্নীর সৌভাগ্য দর্শনে লজ্জিত হইয়া চিহ্নক্ৰি-আলিঙ্গিত প্রভুর সম্মুখে গমন করেন না।

শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্তাং দাক্ষিণ্যং লজ্জিতুং ন শক্নোতি । তথা তন্তুয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঙ্কম্পুদিশতি ;—

“দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া । মামেব ধ্যে প্রপঞ্চস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥”

(গীতা ৭, ১৪)

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসম্বিদো ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যেষ্ঠাদাশ্বপর্বগবত্বানি শ্রদ্ধা রতিভক্তিৰমুক্ৰমিম্যতীতি” ।” (ভাঃ ৩, ২৫, ২৫)

লীলয়া শ্রীমদ্ভ্যাসরূপেণ তু বিশিষ্টতয়া তদুপদিষ্টবানিত্যনন্তরমেবায়াস্যতি, - অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতি । তস্মাদ্ভ্যেয়োরপি * তত্ত্বং সমঞ্জসং জ্ঞেয়ম্ । ননু মায়া খলু শক্তিঃ, শক্তিঞ্চ কার্য্যক্ৰমত্বং, তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ, তস্যাঃ কথং লজ্জাদিকং ? উচ্যতে ;—এবং সত্যপি ভগবতি তাসাং শক্তীনাংমধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ শ্রদ্যন্তে, যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্র-মায়য়োঃ সংবাদঃ । তদাস্তাং প্রস্তুতং ; প্রস্তুয়তে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

নদীধরঃ কথং তয়োহনং সহতে ? তত্রাহ—ভগবাংশ্চেতি—তর্হি রূপানুতাক্তিঃ ? তত্রাহ—তথেন্তি, তন্তুয়েনাপীতি—মায়াতো যজ্ঞীবানাং ভয়ং তেনাপি হেতুনেত্যাঃ । ততশ্চ ন তৎকতিরিত্যাঃ । দৈবীতি—প্রপত্তিচেয়ং সংপ্রসঙ্গহেতুর্কৈব তদুপদিষ্টা, যয়া সাম্মুখ্যং স্তাং, “তর্হি প্রপিতেন” ইত্যাদি তদ্বাক্যং, “সতাং প্রসঙ্গাং” ইত্যাদ্যগ্রিমবাক্যাদ । লীলয়েতি—লীলাবতারেণ । বিশিষ্টতয়েতি—আচার্য্য-রূপেণেত্যাঃ । তস্মাদিতি, ধ্যেঃ—মায়া-ভগবতোরপি । তন্তুদিতি—মোহনং সাম্মুখ্য-বাঞ্ছা চেত্যাঃ । ননু মায়ায়া মোহন-লক্ষনকর্তৃমুক্তং, তৎ কথং জড়ানুস্তাঃ সন্তবেৎ ? ইতি শঙ্কতে—ননু মায়েতি ; ধর্ম্মবিশেষঃ—উৎসাহাদিবদিত্যাঃ । সিদ্ধান্তয়েতি—উচ্যত ইতি । অধিষ্ঠাতৃদেব্য ইতি । বিদ্যাদিগরীণাং যথাধি-ষ্ঠাতৃমূর্ত্ত্যন্তব্যং । কেনেতি—তস্তাং, “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে” ইত্যাদিবাক্যমন্তি । ‘তত্রাশ্রিত্যয়ম্বোনঃ সগর্ভান বাক্য তদগর্ভমপনেতুং পরমাশ্রাবিরভুং । তমজানন্ততে জিহ্বাসয়াসাহঃ । তেষাং বীৰ্য্যঃ

পরীক্ষমাণঃ স তুং নিদধৌ । সৰ্বং দহেয়মিত্যগ্নিঃ, সৰ্বমাদদীয়েতি বায়ুশ্চ ব্রহ্মস্তুনিদধু মাদাতুঞ্চ নাশকং । জাতুং প্রবৃত্তায় যোনস্ত স তিরোধত । তদাকাশে যথবা হৈমবতীমুমামাজগাম, কিমেতদিত্তি পপ্রচ্ছ । সা চ 'ব্রহ্মৈতৎ' ইত্যুবাচ' ইতি নিষ্কটম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরাধাগোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য-কৃত-টীকা ।

প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং—প্রপঞ্চসৃষ্টাদৌ নিযুক্তায়াম্, দাক্ষিণ্যং—সাক্ষাদনুগ্রহং, জীবসম্বোধনে স্বাতন্ত্র্যং ন শঙ্কোতীতি । তথা চ করুণয়া ভগবতঃ স্বয়ং জীবসম্বোধনাশনে মায়য়াঃ অন্তর্ভুক্তো * ভবতীতি ন তৎকৃতমিতি ভাবঃ । নতু যদি জীবসম্বোধনে ভগবদনভিপ্রায়স্তদা কথং প্রপঞ্চসৃষ্টাদৌ নিয়োগঃ জীবভোগার্থমেব তন্নিয়োগাদিতি চেদ্র,

“বৃকীজ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামস্বপ্নং প্রভুঃ । মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেহকল্পনায় চ” ॥ (ভা০ ১০, ৮৭, ২)

ইতি দশমোক্তপদ্যেন জনানাঃ ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং ভগবতঃ প্রপঞ্চসৃষ্টিবোধনাং, ন তু জীবানাং সম্বোধনার্থমপি নিয়োগ ইতি ভাবঃ । তদ্ব্যয়েনাপি—মায়্যভয়েনাপি । যদা, জীবানাং মায়াকৃতভয়েনাপি মায়াকৃতদর্শনেনাপি ইতি বাবং । স্বাসামুখ্যং বাঙ্কনিত্যর্থঃ † উপদিষ্টতীতি—করুণয়েত্যাদিঃ । ব্যাসোপদেশং দর্শয়তি,—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতীতি—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যাঙ্গীকার্যঃ । তন্মাত্—ভক্তনোপদেশাং, যয়োরেব—মায়্য-জীবয়োরেব, সমঞ্জসং—সমানং, মায়্যয়া অধিকারস্থাপনে ন জীবস্ত ভয়নিবৃত্ত্যা চেতি ভাবঃ । এবং—মায়্যয়া ধর্ম্মে, ভগবতীত্যাধারে সপ্তমী, তথা চ ভগবন্নিষ্ঠানাং তাসাং শক্তীনিমিত্তার্থঃ । সংবাদ ইতি—মায়্যয়া অধিষ্ঠাতৃদেবতাবে তয়া সহৈশ্রুত মিত্যঃ—কখনরূপসম্বাদাসম্ভব ইতি ভাবঃ ।

“বিকোমায়্যা ভগবতী যদা সম্বোধিতং জগৎ” (ভা০ ১০, ১, ২৫) ইতি “প্রকৃতিস্বক সর্বস্ত জগদ্রহহিতৈষিনী”—

ইত্যাদি বহুতরং প্রমাণং অঙ্গীতি বোধ্যং । অথ জড়ানাং ক্ষিত্যাদিকার্য্যামুপাদানতয়া জড়ায়ঃ প্রকৃতে: সিদ্ধিরিতি তস্তা জড়ত্বেন স্বতোহক্ষমতয়া তৎপ্রবর্তকস্ত চেতনপরমেশ্বরস্ত সিদ্ধিঃ, তদুক্তং—“স-ঐক্যত” (ত্রৈতং ১, ১, ১) “বহুতায়” ছান্দো. ৬, ২, ৩) ইত্যাদি শ্রুতিভিত্তস্তা অধিষ্ঠাতৃদেবী-স্বীকারে তথৈব সৃষ্টাদিসম্ভবে কিমীশ্বরকল্পনয়েতি, “কাষ্যোপাধিরয়ঃ জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ” ইত্যাদিবচনবিরোধশ্চ ইতি চেৎ ? ন ;—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরুপাঃ ।

অজো হ্যেকো জুষ্মানোহম্মশেতে জহাত্যোনাং ভূক্তভোগামজোহম্মঃ ॥” (শ্বেতাশ্ব. ৪, ৫)

ইতি সর্বপ্রমাণবরীযস্তা শ্রুত্যা প্রকৃতিভোক্তরূপান্বনোহম্মশেতেন প্রতিপাদনাং প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যপূরণকারে-নাস্ববোধকতায়ামেব জীল্লিঙ্গপ্রয়োগাং আত্মমাত্রবোধকত্বেন ‘অজঃ’ ইতি পুংলিঙ্গপ্রয়োগঃ । অন্তঃ অজঃ—পরমেশ্বরঃ সর্বব্যাপকতয়া প্রকৃত্যন্তরন্বোহপি ভূক্তভোগাঃ—রুতনিয়মলক্ষণভোগাঃ তাং জহতি—নাস্ববে-নাভিমম্বতে । এতচ্ছোগাভিপ্রায়েণৈব শ্রীমচ্ছরারচাচার্য্যচরণৈরানন্দলহর্য্যাং দুর্গায়াঃ পরমব্রহ্মমহিবীষ্মকৃত্য । অন্বর্ধ্যামিতয়া প্রকৃতেী প্রবেশাভিপ্রায়েণৈব কারণোপাধিরীশ্বর ইত্যুক্তং, স্রুতঃখমোহস্বভাবসম্বন্ধজ্ঞানো-গুণময়প্রকৃত্যভিনিদেবতায়ঃ স্বতন্ত্রতাহুপপত্তা—শুদ্ধস্বাখ্য-চিন্নয়-স্বখময়শরীরবতন্ত্রস্ত লোকবতুলীলা-

* ইদমেতদবহুমেবাদর্শে দৃশ্যতে ।

† এতদ্ব্যাখ্যা দৃষ্ট্য যুগে ‘বাক্তন’ ইত্যস্তাসম্বোধনোহম্মীয়তে কিন্তু পাঠোঃ বহুত্র দৃশ্যতে চ ।

কৈবল্যাত্ম্যেন নিত্যলীলাস্পদস্ত সর্বনিয়ন্তৃত্বা সিদ্ধিঃ, লীলাহুরোধেন নিত্যধাম-তৎপরিকরাণাং সিদ্ধিঃ, তাদৃশধামাদিকং চিচ্ছক্ত্যাখ্যাপরশক্তিবিলাস এব, চিচ্ছক্ত্যাধিষ্টাত্রী দেব্যপি বর্ততে, সা চ রাধায়া সচ্চিদানন্দময়ী অচিন্ত্য। ভগবন্তীলোপযোগিনীতি ভগবন্তুক্তানাং ভজনসিদ্ধানাং নিত্যসিদ্ধানাঞ্চ চিচ্ছক্তিবিলাসরূপাণি শরীরীগীতি দিক্। অত্রায়মদ্বৈতবাদিনাং সাস্ত্রতানাং নিকর্ষঃ;—অন্বয়ঃ জ্ঞানঃ ব্রহ্ম, তদেব প্রকৃত্যুপাদিরীশ্বরঃ পরমাত্মা চ। প্রকৃতিশ্চ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সত্ত্বপ্রধানী, তস্তাঃ সমগ্রসত্ত্বাংশোপাদির্বাহুদেবঃ, সমুদিতরজোগুণোপাদির্জ্ঞানো, তমোগুণোপাদিঃ শিব ইতি মুক্তিভ্রমঃ। তদুক্তম্—“সত্ত্বঃ রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণাত্মৈতু যুক্তঃ পরঃ” (ভাগঃ ১, ২, ১৩) ইত্যাদি। তত্র পরঃ পুরুষঃ—প্রকৃত্যুপাদিরীশ্বরঃ। তত্র চ বাহুদেবস্ত সর্কর্ষণাখ্যাপুরুষঃ প্রথমোহবতারঃ, সর্কর্ষণস্ত প্রদ্বায়ঃ, তস্ত চানিরুদ্ধ ইতি ব্যাহতভ্রমঃ। তদুক্তম্—“একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়া তচ্ছ্রুতম্” ইতি। বাহুদেবস্ত লীলাবিগ্রহো বৈকুণ্ঠনাথো নারায়ণো ভগবানিতি। স চ বাহুদেবঃ সর্কর্ষণাখ্যোনাংশেন প্রকৃতিক্ষোভেণ মহত্ত্বাদিক্রমেণ বিশ্বং সৃষ্টে।

“স এবদং সসর্জ্যাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া। সদসক্রপয়া চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভূঃ ॥” ইতি।

তত্র মহত্ত্বাদিক্রমেণ হিরণ্যগর্ভঃ সৃষ্টসমষ্টাত্মকঃ, ততঃ স্থূলরূপো বৈরাজঃ রজোগুণপ্রধানতয়া ব্রহ্মণঃ স্থূল-সূক্ষ্মরূপাবেত্তৌ, ব্রহ্মণো লীলাবিগ্রহস্তুরাননঃ, শিবস্ত চ লীলাবিগ্রহা একাদশ বিজ্ঞেয়াঃ, বাহুদেবস্ত চ লীলাবিগ্রহাঃ—“স এব প্রথমঃ দেবঃ কৌমারঃ সর্গমাহিতঃ” (ভাঃ ১, ৩, ৬) ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। তেষু চ কেচিৎ সর্কর্ষণস্ত চাংশাঃ, কেচিচ্ছ্রুতং তৎকলাঃ, কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণ এবাবতীর্ণঃ, তদুক্তং—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইতি। (ভাঃ ১, ৩, ২৮)

অত্র স্বামিটীকা—“তত্র মৎপ্রাণীনাং মবতারয়েন সর্বজ্ঞঃ-সর্বশক্তিমব্বেহপি যথোপযোগমেব জ্ঞান-ক্রিয়াশক্ত্যাবিকরণং, কুমারনারদাদিষাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ, কৃষ্ণস্ত ভগবান্নারায়ণ এব, আবিষ্কৃতসর্বশক্তিমব্ধাং” ইতি। প্রকৃতিশ্চ মায়াশক্তিবিষয়বরিকা তদুপাদিহুংগা, লক্ষীস্ত শুদ্ধসব্ধাংশোপাদিরিতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ।

যদি আশঙ্কা হয়—মায়া নির্দয় ভাবে জীবকে সংসার পেয়গীতে নিম্পেষিত করিতেছে; ইহা ভগবান্ কি করিয়া সহ করিতেছেন? তৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে নিযুক্ত। কর্তব্যনিষ্ঠ। মায়ায় প্রতি দাক্ষিণ্য (সাক্ষাৎ অহুগ্রহ) সঙ্কোচ করিতে সক্ষম হন না অর্থাৎ ভগবান্ যদি করুণা করিয়া স্বয়ংই জীবের মোহ নষ্ট করেন, তবে মায়ায় কৃতকার্য্যে হস্তক্ষেপ হওয়ায় তাহার সম্মান নষ্ট হয়, তাই তাহাতে বিরত থাকে।

জীবের প্রতি ভগবানের করুণা। যদি ভগবান্ নিজ-দাস জীবের মোহ নাশ না করেন, তবে তাঁহার কৃপানুভার তো হানি হইল? তাহাই বলিতেছেন:—মায়া হইতে জীবের যে সর্বদা ভয় রহিয়াছে, ভগবান্ তাহা বুঝিয়া কৃপাপূর্বক তাহাকে আপনার সম্মুখীন করিতে নিরন্তর উপদেশ দিয়া থাকেন—“আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া ছল্লজ্জ্যা, কিন্তু যাহারা আমার আশ্রয় লয়, তাহারা ঐ মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।” “সাদৃশ্যের সঙ্গ যথাবিধি করা হইলে আমার লীলা

প্রকাশক, হৃদয় এবং কর্ণের আনন্দদায়িনী কথা উপস্থিত হয়, পরে ঐ কথা শ্রবণাদি হইতে অবিন্যা-
নিবৃত্তির পথরূপ আমাতে ক্রমে শ্রদ্ধা, রক্তি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে ।

ভগবান্ যে লীলাবতার শ্রীমদ্ভাস্বরূপ প্রকট করিয়া আচার্য্যের হ্রায় সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন ।
ইহার পরে “অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ” এই ভাগবতীয় শ্লোকেই এ বিষয় আসিবে, হুতরাং (ভক্তনের
উপদেশ দেওয়ায়) মায়ার জীব-সম্বোধন কক্ষ এবং শ্রীভগবানের—ভয় দূর করিয়া জীবকে আপনার
সম্মুখে আনিবার ইচ্ছা—এ উভয় কার্য্যেরই সামঞ্জস্য রক্ষা হইল ! ইহা বুঝিতে হইবে ।

‘মায়ী শব্দে শক্তিকে বোধ করায়, শক্তি শব্দে কার্য্যক্ষমতা, ঐ কার্য্যক্ষমতাও আবার ধর্ম্মবিশেষ
হুতরাং তাহার লক্ষা-মোহনকর্কৃষাদি ক্রমে সম্ভাবিত হয় ?’ ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, শক্তি
ধর্ম্মবিশেষ হইলেও, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথা শ্রবণ কবা যায় । কেনোপনিষদে মহেশ্র ও মায়ার
সংবাদে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে । এতদ্বিষয় বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের
আলোচনা করা যাউক ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৩৩) আচ্ছা ! যদি জীবসম্বোধন কার্য্যে শ্রীভগবানেব অভিপ্রায়ই না থাকিবে, তবে মায়াকে প্রপঞ্চ
সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত কেন করিলেন ? কারণ জীবের ভোগেব জগতই তো সৃষ্টির সৃষ্টি করিতে মায়ার
নিয়োগ ? ইহার উত্তর এই—ভগবান্ যে মায়াকে প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে নিয়োগ কবিয়াছেন, ইহার
উদ্দেশ্য—জীবগণকে ক্রমে ধর্ম্ম, অর্গ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্গ দান করিবেন, কিন্তু জীবকে সংসারে
ফেলিয়া সম্বোধিত (স্বরূপের অক্ষুণ্ণ ও অস্বরূপের আবেশ) করিবার অভিপ্রায় নহে । শ্রীমদ্ভাগবতই
বলিয়াছেন :—

“বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণান্ জনানামসজ্জং প্রভুঃ । মাত্রার্গঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥”

(ভাঃ ১০, ৮৭, ২)

গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-স্থিত দুইটি ভগবদ্ভাক্য গ্রহণ করিয়া জীবের প্রতি ভগবানের
অপার করুণা দেখাইলেন । শ্রীভগবান্ অমর্য্যাদদয়ানিধি সর্ব্বোপায়-বারিধি, যদিও জীব প্রাচীন কক্ষ-
বশে অনাদিকাল হইতে আপনার পরম উপাস্ত বস্তুকে তুলিয়া মায়ার পদাঘাতে বিবিধ যাতনা ভোগ
করিতেছে, কিন্তু ভগবান্ নিশ্চিন্ত নহেন, সর্ব্বদাই তিনি জীবের ঐ দুঃখ নাশের জগ্ন কখন বা সম্মুখে কখন
বা ঘোণা জীবে জ্ঞান-ভক্তি-শক্তির আবেশ করিয়া বা লীলা-অবতার প্রভৃতি প্রকট করিয়া বিবিধ সঙ্গপদেশ
দিতেছেন এবং জীবের চিন্ত আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন ।

শ্রীভগবান্ অগ্ন্যাত অবতার অপেক্ষা শ্রীবেদব্যাসরূপ লীলাবতার আবির্ভাব করিয়া জীবকে অধিকরূপে
সঙ্গপদেশ দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ এবং মহাভারত ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিই ইহার জলন্ত প্রমাণ !

‘লীলয়া’—এই শব্দে গ্রন্থকার, শ্রীব্যাসদেব—ভগবানের লীলাবতার ; ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন ।

অজানান্ জীবগণকে জানালোক দেখাইয়া ভক্তিপথে লইয়া যাওয়াই এই অবতারের মূখ্য উদ্দেশ্য ।
—বেদ বিভাগ ও শাস্ত্র প্রকাশ দ্বারা উহাই সাধন করিতে শ্রীভগবান্ পরাশর এবং সত্যবতীকে নিমিত্ত
করিয়া ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।—

“ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাং” চক্রে বেদ-ভরোঃ শাখা দৃষ্টা পুংসৌহ্মমেষসঃ ।”

(ভা. ১, ৩, ২১)

ইন্দ্রের সহিত মায়াদিষ্ঠাত্রী দেবীর সংবাদ উপনিষদে এইরূপ পাওয়া যায় ; - “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজ্রিগ্যে তস্ত হ ব্রহ্মণো বিজ্রিগ্যে দেবাঃ—” ইত্যাদি “স তস্মিন্নেবাকাশে স্নিগ্ধ্যাজগাম, বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি” (কেন. ৩, :৪—২৫)

ইহার সংক্ষেপার্থ এই—কোন সময়ে দেবগণ অশ্বরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গর্ভিত হইলে তাহাদের গর্ভাপনোদন ইচ্ছায় পরমাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের বল পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে একগাছি ভূগ্ন নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবগণের মধ্যে—অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিল না, বায়ুও তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হইল, তখন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে প্রগুহ হওয়া মাত্র পরমাত্মা ইন্দ্রকে স্বকীয়রূপ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন ; ইতি মধ্যে হঠাৎ সেই স্থানে স্ত্রীরূপধারিণী হৈমবতী মায়। আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইন্দ্র ঐ বিষয় পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে মায়। বলিলেন—“তিনি ব্রহ্ম ।”

মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অস্বীকার করিলে, মহেশ্বরের সহিত মায়ার কথোপকথন তো সিদ্ধ হয় না ? শাস্ত্র যখন সত্য ; তখন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীমন্তাগবত সেই মুষ্টিমতী মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :—

“বিষ্ণোর্মায়। ভগবতী যযা সম্মোহিতঃ জগৎ”

এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণেও—

“প্রকৃতিশৃঙ্খল সর্বস্তু জগদ্রয়হিতৈষিণী”

সেই কনককান্তি কমলীয় মুষ্টি মহামায়াকে উদ্দেশ্য করিয়াই এ কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অস্তিত্ব-কল্পে বহুতর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখন একথা বলা যাইতে পারে—আমাদের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-জল-অগ্নি-প্রভৃতি কার্যরূপ বস্তু গুলি ও জড়, ইহাদের উপাদান যখন প্রকৃতি ; তখন তাহাও জড়,—ইহাই সিদ্ধ হইল এবং জড়ের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকায় ইহার পরিচালক চৈতন পরমেশ্বরেরও সিদ্ধি অবশ্যই হইয়া পড়িবে। স্রুতিও বলিয়াছেন :—“স ঐক্ষত” (ঐত. ১, ১, ১) “বহু স্যাৎ—” (ছান্দো. ৬, ২, ৩)

যদি এ স্থানে আশঙ্কা হয়—“যখন প্রকৃতির একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই স্বীকার করা হইল, তখন সৃষ্টাদি কার্য্যও তো তাহা হইতেই হওয়া সম্ভবপর, সুতরাং অপর একটি ঐ কার্য্যের সাহায্যরূপে ঈশ্বরের কল্পনা করা কেন ? আর যদি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে “কার্য্যোপাধিরহঃ জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ” জীব—কার্য্যোপাধি এবং ঈশ্বর—কারণোপাধি, এই সমস্ত বাক্যের সহিত বড়ই বিরোধ আনিয়া উপস্থিত হয় ?” ইহার সমাধান এই—সর্ব প্রমাণ বরোদয়ী-স্রুতি বলিয়াছেন :—

অকামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহুদীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরূপাঃ ।

অজো হেকো ঘৃষমাণোহুহুশেতে জহাত্যেনাং ভক্তভোগামকোহিহন্তঃ ।

(খেতাশ. ৪, ৫)

ইহার ফলিতার্থ—পরমেশ্বর সর্বব্যাপকতা ধর্মে প্রকৃতির স্বাধীন হইয়াও ভোগোৎকর্ষাবতী প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ তাহাকে আপনার বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু মায়। নিরন্তর

ঈশ্বর-সম্বন্ধে সর্বদাই উৎসুকা, সেই অভিপ্রায়েই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যপাদ আনন্দ লহরীতে শ্রীদুর্গাকে ‘পরমব্রহ্ম-মহিষী’ বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে কারণোপাধি—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, তবে ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামিক্রমে প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন—এই অভিপ্রায়েই তাঁহাকে কারণোপাধি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অভিপ্রায়ে নহে। সমস্ত রজ এবং তমোগুণ, ইহার ক্রমায়ত্ত্ব স্বপ্ন, দুঃখ ও মোহ-স্বভাব, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিভিমানিনী দেবীর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়াই ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্বরূপের সিদ্ধি হইতেছে। শুদ্ধস্বাতন্ত্র্যক চিন্ময় স্বপ্নময়-শরীর ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, তাঁহার সমস্ত লীলাই বিশুদ্ধভাবে অল্পস্থিত, অথচ লোকের দ্বারা প্রতীয়মান, এই তত্ত্বই তাঁহার সর্বনিয়ন্তৃত্ব তার কোনই দোষস্পর্শ করে না এবং উহা স্বসিদ্ধ। পক্ষান্তরে—ঈশ্বর যখন নিত্য বিবিধ লীলা-পরায়ণ, তখন তাঁহার নিত্য-ধাম এবং নিত্য-পরিকরাদিরও সিদ্ধি স্বতই হইতেছে। নচেৎ নিত্যলীলার বৈচিত্র্য কিক্রমে হইতে পারে? এবং শ্রীভগবানের ঐ ধাম-লীলাও যে পরা শক্তি চিহ্নিক্রির বিলাস—ইহাও স্বীকার্য্য।

এদিকে যেমন মাযার রাজ্যে জীব-ভোগ্য প্রাপক্ষিক সংসার-লীলাক্ষেত্রে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দুর্গাদিনায়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তেমনি স্বয়ংভগবানের অপ্রাকৃত নিজ-ভোগ্য লীলাক্ষেত্রেও সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রহ্মদেবী—অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইংহারা সকলেই সেই স্বরূপশক্তি—চিহ্নিক্রিমের বিলাস-মুষ্টি, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্পাদন কর্তা। ভগবানের দেহ যেমন চিহ্নিক্রির বিলাসরূপ ও নিত্য, তেমনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের দেহও—চিহ্নিক্রির বিলাস এবং নিত্য।

অষ্টৈতবাদি ভক্তগণের মত। প্রস্তুত বিষয় বলিবার প্রথমে, অষ্টৈতবাদী ভক্তগণের মতের সংক্ষেপ কিছু বলা যাইতেছে;—শ্রীশ্রীধরশ্যামি প্রভৃতি অষ্টৈতবাদী ভক্তগণ বলেন :—“এক অক্ষয় জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রহ্মই, প্রকৃত্যুপাধি ঈশ্বর ও পবমায়্যা নামে কথিত হয়েন, প্রকৃত্যুপাধি এক ঈশ্বর—প্রকৃতির সমস্ত গুণের নিয়ামকরূপে—‘বাস্তবদেব’, রাজগুণের নিয়ামকরূপে—‘ব্রহ্ম’ এবং তমোগুণের নিয়ামকরূপে—‘শিব’; এই তিন মুষ্টি ধারণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সেই বাস্তবদেব হইতে ‘সংস্করণ’, তাঁহা হইতে ‘প্রদ্যুম্ন’ এবং তাঁহা হইতে ‘অনিরুদ্ধ’—এই চারটি বাহ। শাস্ত্রেও আছে—“একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়া তচ্চতুষ্টয়ম্।” শ্রীবাস্তবদেবেরই লীলাবিগ্রহ—বৈকুণ্ঠনাথ ‘নারায়ণ।’ সেই বাস্তবদেবই ‘স্বকরণ’ নামক নিজ অংশদ্বারা প্রকৃতিকে স্ক্রিয় করিয়া মহত্ত্বাদি ক্রমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

“স এবদং সসঙ্ক্যাগ্রে ভগবান্মায়-মায়া। সদসঙ্গপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণৌ বিজুঃ ॥”

মহত্ত্বাদির স্বস্বাবস্থার সমষ্টিস্বরূপ—‘হিরণ্যগত’ আর স্থূলরূপ ‘বৈরাজ।’ রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মারই ঐ দুইটি স্বস্ব-স্থূল রূপ। ব্রহ্মার লীলাবিগ্রহ—চতুরানন ‘ব্রহ্ম।’ শিবের লীলাবিগ্রহ—‘একাদশ রূপ’। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে “স এব প্রথমঃ দেবঃ কোমারঃ সর্গমাস্থিতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে যে সকল অবতারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ই শ্রীবাস্তবদেবের লীলাবিগ্রহ। ইহার মধ্যে কোন কোন অবতার বাস্তবদেবের অংশ বা কলা;—কিন্তু স্বয়ং নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।” ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরশ্যামি পাদও বলিয়াছেন—“যে সকল মন্ত্রাদি অবতারের কথা বলা হইল, তাঁহাদের সকলেরই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমন্ত্র থাকিলেও যেখানে যে পরিমাণে জ্ঞান এবং ক্রিয়া-শক্ত্যাদির আবিষ্কার করা কর্তব্য, তাহাই করিয়াছেন। যেমন জ্ঞান-ভক্তিশক্ত্যাদির অধিকারপ্রাপ্ত সনকাদি কুমার এবং নারদ প্রভৃতি যোগাজ্ঞে উপযোগিতা বোধে অংশ-কলার আবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ নারায়ণই, কারণ—ইহাতে

নিখিল শক্তিরই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের আবরিকা মায়াপাধি ছুর্গানায়ী শক্তিই প্রকৃতির বিলাস-মুষ্টি। আর নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী—সুহৃৎসঙ্ঘাংশোপাধি।”

গ্রন্থকারের ঐ বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে মায়াশক্তি এবং চিৎশক্তির অনেক ভেদ পরিলক্ষিত হয়। স্বরূপশক্তি—পটুমহিবীর জ্বায় ভগবানের অতিপ্রেয়সী এবং মায়াশক্তি ভগবদ্ধামের বহির্দ্বার-সেবিকার জ্বায় বাহুর্কর্ষ-চারিণী দাসী; সুতরাং দাসীর উচিত কৰ্ম্ম—স্বামিবিমুঢ় জনকে হুঃখদান করা, তাই মায়া অনাদিবহিস্মুখ ভীষণগণকে সংসারে ফেলিয়া নানা হুঃখ দিয়া থাকেন।

তত্র জীবস্য তাদৃশচিহ্নপদেহপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যং, তদপাশ্রয়ামিতি, যয়া সম্মোহিত ইতি চ দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা।

তত্র জীবস্তিতি;—“মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্” ইতীশ্বরস্ত মায়া নিয়ন্তৃৎ; “যয়া সম্মোহিতো জীবঃ” ইতি জীবস্ত মায়া নিয়মাত্মক। তেন স্বরূপত ঈশাজ্জীবন্ত ভেদপর্যায়ং বৈলক্ষণ্যং দৃষ্টবানিতি প্রস্তুটম্। ‘অপশ্রয়’ ইত্যনেন কালোৎপাদনীয়তঃ। তদেবমীশ্বর-জীব-মায়া কালাপ্যনি চত্বারি তদ্বানি সমাধৌ শ্রীব্যাসেন দৃষ্টানি। তানি নিত্যান্তেব।

“অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাস্মা কালঃ” ইত্যেবং ভাস্বেয়শ্চেতঃ।

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামাম্” (কঠো ৫, ১৩) ইতি কাঠকাং।

“অজামেকাং লোহিতশুক্ররূপাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানীঃ স্বরূপাঃ।

“অজ্ঞো হ্যেকো জুষমাণোহুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহুঃ” (শ্বেতো ৪, ৫) ইতি শ্বেতাশ্ব-তরাণাং মহাচ্চ।

“অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাশ্রয়নে। সর্দৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিহ্মবে ॥

প্রধানং পুরুষরূপি প্রবিজ্ঞাত্যেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সশ্রীণ্ডে সর্গকালে ব্যাঘ্রাব্যৌ ॥

অব্যক্তং কারণং যন্তং প্রধানমুখিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সৃষ্টা নিত্যং সদসদাশ্রয়কম্।

অনাদিভগবান্ কালো নাশ্তোহন্ত দ্বিজ! বিদ্যতে। অব্যচ্ছিন্নাতত্ত্বেষু সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ” ইতি শ্রীবৈষ্ণবাচ্চ

তেষীশ্বরঃ শক্তিমান্ স্বতন্ত্রঃ, জীবাদয়ন্ত তচ্ছরুয়োহস্বতন্ত্রাঃ।

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যাকর্ষসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে” ইতি শ্রীবৈষ্ণবাং।

“স বাবহুর্ক্সা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা কপয়ন্তরেজুবি” (ভা. ১০, ১, ২২) ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ।

তত্র বিবুবিজ্ঞানঃ—ঈশ্বরঃ, অণুবিজ্ঞানঃ—জীবঃ। উভয়ং—নিত্যজ্ঞানগুণকম্। সন্ধানিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং দ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং ভূতবর্জমানাদিব্যবহারকারণং জড়ং জ্রব্যং তু কালঃ। কৰ্ম্মাপ্যনাদি বিনাশি চান্তি; “ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেয়ানাদিহাং” (ব্র. ২, ১ ৩৫) ইতি সূত্রাদিতি বস্তুস্থিতিঃ প্রতিস্থিতিসিদ্ধা বেদিতব্য। ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোবিন্দভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

জীবেশ্বরমোর্দেহসম্বন্ধে বৈলক্ষণ্যঃ দ্বিতীয়স্বন্ধে নবমাধ্যায়ে টীকায়ামাহ ;—“অয়ং ভাবঃ, জীবন্তা-
বিদ্যায়া মিথ্যাদেহ-সম্বন্ধঃ ঈশ্বরস্ত তু যোগমায়য়া চিদ্বনলীলাবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ” ইতি ।
মায়াস্বভাবরূপেন মিথ্যাদেহসম্বন্ধঃ কাব্যাদেহাভিমানঃ, যোগমায়য়া হিচ্ছক্ত্যা তিরস্কৃতমায়য়া চিদ্বন-
লীলাবিগ্রহে আবির্ভাবো ন তু তদভিমানঃ, বিগ্রহস্ত চিৎস্বভাবঃ—শুদ্ধস্বরূপত্বেন নিয়তজ্ঞানাবির্ভাবকত্বমিতি ।
যদ্বা, যোগমায়য়া—যোগাখ্যমায়য়া, স্বেচ্ছয়েতি যাবৎ । তত্ক্ষণং—“স্বেচ্ছাময়স্ত” ইতি, স্বেচ্ছা—স্বীয়েচ্ছা,
তন্ময়স্ত—তদভূতরূপশরীরস্ত ; ন তদষ্টাকৃষ্টশরীরস্তেতি । “আয়মায়্যা তদিত্তা স্মাং গুণমায়্যা জড়াত্মিকা” ইতি
বচনাচ্চ । এবং “অক্ষয়াং হি * চাতুষ্মাশ্বাজিনঃ স্ক্রুতং ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতৌ যথাহক্ষয়াদপদস্ত—
“ইহ কশ্মজিতো লোকঃ ক্ৰীয়তে, তে অমত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ৰীয়তে” ইত্যাদিস্তায়াস্তৃগৃহীত-
শ্রুত্যা বলবত্যা বাধেন কল্পপঞ্চাঙ্গস্যাপরতা, তথা—“যং সাবয়বং তদনিত্যং” “যদৃচ্ছাং তদনিত্যম্”
ইত্যাদি স্তায়াস্তৃগৃহীতয়া বলবত্যা—

“চিৎস্বভাবদ্বিতীয়স্ত নিষ্কলস্তাশরীরিণঃ । উপাসনার্থং লোকানাং ব্রহ্মণো রূপকল্পন ॥”

“আকাশবৎ সর্বগতং সূক্ষ্মং অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা, অরূপম্পর্শং নিষ্ক্রিয়ং নিরঞ্জনম্ ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুত্যা বাধেন, “নিত্যাং মে মথরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথা”

“সাক্ষাদব্রহ্মগোপালপুরী,” “নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমুষ্টিজগৎপতিঃ ।”

“সর্বো নিত্যাঃ শাস্তাশ্চ দেহান্তস্ত মহাশ্বনঃ ॥”

“অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ,”—ইত্যাদিবচনানামগ্রার্থপরতা কল্প্যতে ইতি । অত্রোচ্যতে ;—
যথা প্রপঞ্চোপাদানত্বেন সিদ্ধা প্রকৃতিরনির্কলীনীয়া সাবয়বা নিত্যা প্রত্যক্ষগম্যা সিদ্ধান্তি, তস্তা অনিত্যত্বে
তত্হুপাদানস্তাবশ্যকত্বে পুনরনবস্থা স্মাং, নিরবয়বত্বেন পবিণামাসম্ভব ইতি ; তথা প্রকৃতিপ্রবর্তকতয়া
সিদ্ধস্ত চেতনশ্রাশরীরত্বে ইষ্টম্ভূতপপত্তিরিতি । তচ্ছরীরস্তানিত্যত্বে তৎকাবণশরীরাদীকারে পুনরনবস্থা
স্তাদিতি নিত্যশরীরসিদ্ধিঃ, তথা “লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম্” ইতি স্তায়েন তদ্ব্যামাদিকমশ্রুতং সিধ্যাতীতি
বৈকুণ্ঠধামস্তথাহ দ্বিতীয়স্বন্ধে,—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পদং ন যং পরম্ ॥

ব্যাপেতসংক্লেণবিমোহসাপ্রসং স্বদৃষ্টবদ্বিঃ পুরুষৈরভিষ্টম্ ॥

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সর্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ॥

ন যত্র মায়া কিমূতাপরে হরে রহুত্বা যত্র হ্রাস্ত্রাচ্চিতিঃ” ইতি ॥

তস্মৈ—ব্রহ্মণে । এবং বৃন্দাবনাদিকমপি নিত্যধাম,—রুক্ষসন্দর্ভাদৌ বক্তব্যং । পরমানন্দস্ত
ভগবতো যথা প্রয়োজনমনপেক্ষা সৃষ্টি-লীলাদৌ প্রবৃত্তিতথা নিজপরিবর্তে: সহ ক্রীড়াদৌ প্রবৃত্তিঃ,
তথোক্তং মাধবত্যাযো ;—

“দেবশ্চৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা” ইত্যাদীতি দিক্ । বৈলক্ষণ্যঃ বিরুদ্ধধর্ম্যাধ্যাসেন ভেদঃ ;—
ইদং দর্শনক্রিয়া-কর্ম, “মায়াক্ত তদপাশ্রয়ম্” ইত্যাদি দ্বয়ং—কর্তৃ ॥ ৩৪ ॥

* “হবৈ” ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ ।

পূর্বপ্রকারে জীব চিত্রণ হইলেও “তদপাশ্রয়াম্” ও “যস্য সম্বোধিতঃ” এই দুইটি বচনের দ্বারা পরমেশ্বর হইতে জীবের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ ‘মায়া’ক ‘তদপাশ্রয়াম্’ মায়া ঈশ্বরের অতি-দূরে অবস্থিত, এই কথা বলায় ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন ; সুতরাং মায়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারে না এবং ‘যস্য সম্বোধিতঃ’ জীবঃ, এই কথায় জীব মায়ার অধীন সুতরাং মায়া তাহাকে মোহিত করিয়া থাকে ;—ইহা প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৩৪) মায়া ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে থাকেন, তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারেন না ; এ-কথা বলায়, ঈশ্বর মায়ার নিয়ম নহেন, তিনি মায়ার নিয়ন্তা । জীব মায়া কর্তৃক বিমোহিত—মায়ার নিয়ম্য সুতরাং এইরূপে পরমেশ্বর ও জীব—উভয়ের ‘নিয়ন্তা’ ‘নিয়ম্য’রূপ—স্বরূপগত ভেদ স্পষ্টই রহিয়াছে । বেদব্যাস সমাধিতে এই প্রকার উভয়ের স্বরূপগত বৈলক্ষ্য্য অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাসকেই ভেদরূপে দেখিয়াছিলেন ।

শ্রীবেদব্যাস সমাধি অবস্থায় ঈশ্বর, জীব এবং মায়া দেখিয়াছিলেন, ইহাতো স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে এবং ‘অপশ্রুতং’ এই অতীত কালবোধক ক্রিয়া থাকায় নিত্য বলিয়া শাস্ত্রবিদিত যে ‘কাল’ বিদ্যমান আছেন, তিনি সমাধিতে তাঁহাকেও দেখিয়াছিলেন । সুতরাং ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং কাল—এই চারটি নিত্য পদার্থ ব্যাসের দর্শনীয় বস্তু । ঐ বস্তু চতুষ্টয়ের নিত্য স্বরূপে গতিও পাওয়া যায় :—“অথহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাস্মা কালঃ ।” (ভাস্কর্য্যে শ্রুতি)—এই শ্রুতিতে উক্ত চার বস্তু নিত্য সাধিত হইয়াছে ।

“অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাশ্রয়ে । সর্দৈকরূপরূপায় বিষয়ে সর্ব্বজিহ্বয়ে ॥

প্রধানপুরুষকাপি প্রবিশ্বাশ্রয়েছয়া হরিঃ । কোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যাঘ্রব্যায়ৌ ॥

অব্যক্তং কারণং যন্তং প্রধানমুখিসত্তমৈঃ । প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সৃষ্টা নিত্যং সদসদাশ্রয়ক ॥

অনাদিভগবান্ কালে নাস্তোহস্ত বিজ্ঞ ! বিজ্ঞতে । অবিচ্ছিন্নাস্তত্ত্বেষু সর্গস্থিত্যন্তসংখ্যমাঃ ॥

এই শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বচনগুলির তাৎপর্য্যও—ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং কাল এই চার বস্তু অনাদি এবং নিত্য সাধিত হইল । কেবল ইহাই নহে ;—ঐ বচনের—“অবিচ্ছিন্নাস্তত্ত্বেষু সর্গস্থিত্যন্তসংখ্যমাঃ” এই অংশে কর্ম্মকেও অনাদিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং “ন চ কন্ধ্যাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিহা” (ত্রঃ ২ । ১ । ৩৫) এই ব্রহ্মসূত্রেও সমস্ত ভাস্কর্য্যই কর্ম্মের অনাদি স্বীকার করিয়াছেন ।

অনাদি পঞ্চতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । ঈশ্বর চেতন, জ্ঞানরূপ ; অখণ্ড জ্ঞাতা, বিজ্ঞ ; তথাপি যোগমায়া-বিলসিত চিন্ময় লীলা-বিগ্রহবান্ হইয়াও ঐ দেহে অভিমান শূন্য, কারণ ভগবৎ শরীরের চিত্তস্বয় এবং শুদ্ধ-স্বরূপ থাকায় নিয়ত জ্ঞান-প্রকাশক সুতরাং তাহাতে দেহ-দেহি-বিভাগ নাই বলিয়া অভিমানেরও সম্ভাবনা নাই । “দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যাতে কচিৎ” জীবের সম্বন্ধেই ঐ ভাব, ঈশ্বরে উহার অসম্ভব । এইরূপ তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ-শক্তিমান প্রকৃতি নিয়ন্তা

জীবের ভোগের ভগ্ন ভগ্নং সৃষ্টি করিয়া তাহার মুক্তিরও উপায় নির্দেশ করেন, “একোহপি সন্ বহুধা বিভাতি” তিনি এক হইয়াও স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ চিহ্নগতে এবং মায়িক ভগ্নগতে বহুরূপে প্রতিভাত, তথাপি তিনি অব্যক্ত, অথ চ “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়ায়া প্রিয়ঃ সত্যম্” ভক্তের প্রেমের নিকটে গ্রাহ—বৈধৈর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ ।

ভীষ—নিত্যজ্ঞানগুণ ঈশ্বরের তটস্থশক্তি, অণুবিজ্ঞান ; তাই অল্পজ্ঞ । অবিদ্যা-বিলম্বিত মিথ্যা দেহসম্বন্ধ স্মৃতিরঃ মায়াকৃত স্বরূপাশ্রয়িত্ব ও অস্বরূপের আবেশে দেহাভিমাত্রী, সেইজন্তু বিবিধ অবস্থাপন্ন । ভগবদ্বিমুখতাই উহার এ দুর্ব্বাসার হেতু, আবার শ্রীভগবদুপদিষ্ট ভক্তিতে ঐ দুর্দশা মোচনের অনন্ত উপায় ।

মাস্ত্রা—সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্ট জড় দ্রব্য, নিত্যা, অনাদি, বিবিধ ভগ্নংসৃষ্টিকারিণী, জীব সম্বোধিনী প্রকৃতি ।

বাক্স—অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, যুগপৎ, ক্ষিপ্ত, মান্দ্য প্রভৃতি ব্যবহারাত্মক শব্দের কারণ । ক্ষণ-লব-দণ্ড-মুহূর্ত্ত-প্রহর-দিবা-রাত্রি-পক্ষ-মাস-অয়ন-বৎসরাদির নিমিত্তভূত অনাদি নিত্যা অথচ জড়-দ্রব্য ।

ক-স্ম্য—অদৃষ্টাদি শব্দে যাহাকে ব্যবহার করা হয়, এমন অনাদি অথচ—বিনাশশীল জড়রূপ ।

যহে'ব যদেকং চিহ্নপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তহে'ব তন্মায়া-বিষয়তাপন্নং বিজ্ঞাপরিভূতক্ষেত্ৰযুক্তমিতি জীবেশ্বর-বিভাগোহবগতঃ । ততশ্চ স্বরূপ-সামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেবেত্যাগতম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

যত্ন—“একমেবাদ্বিতীয়ং” (ছান্দোগ্যো ৬, ২, ১) “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃং আং ৩, ২, ২৮) “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” (বৃং আং ৪, ৪, ১২) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো নির্কিংশেষচিন্মাত্রাঈতৎ ব্রহ্ম বাস্তবং, অথ সদসদ্বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়েন বিজ্ঞাবিজ্ঞাবৃত্তিকেনাজ্ঞানেন সদস্কান্তস্মাদ্বিত্যোপহিত-মীশ্বরচৈতন্যমবিত্যোপহিতং জীবচৈতন্যলক্ষণং, স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে জ্ঞানে ন তত্ত্বেশ্বরজীব-ভাবঃ, কিন্তু নির্বিশেষাদ্বিতীয়চিন্মাত্ররূপাবস্থিতির্ব্বেদিত্যাহ মায়ী শব্দঃ ; তত্রাহ—যহে'ব যদেকমিতি, বিস্মৃতাশ্রয়ম্ । ইত্যুক্তমিতি । যুগপদেবাকস্মাদেবাজ্ঞানযোগাদেকশ্চ ভাগশ্চ বিজ্ঞাশ্রয়তাবলিত্যবিজ্ঞাপরি-ভূতিরিত্যি কিমপরাধঃ তেন ব্রহ্মণা, যেন বিবিধবিক্ষেপক্ৰেমাভ্যুভবভাজনতাভূৎ ? পুনরপ্যাকস্মিকাজ্ঞান-সম্বন্ধস্তাশ্রয়তাবলিত্যিতি ন তদুক্তরীত্যাহ তদ্বিভাগো বাচ্যঃ, কিন্তু শ্রীবাস্যদৃষ্টরীতৌব দোহস্মাভিরবগত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তত্র “মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্” ইত্যেনে পরমেশ্বরশ্চ মায়াকৃতমোহরাহিত্যং, “যয়া সম্বোধিতো জীবঃ” ইত্যেনে জীবশ্চ মায়ামোহিতত্বমিত্যুক্তমিতি । মোহিতত্বতদভাবরূপবিরুদ্ধপার্থ্যোরেকশ্মিন্ন-সম্ভবাদীশ্বর-জীবয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ ইতি দর্শয়তি—যদেকং চিহ্নপং ব্রহ্মেতি । মায়াশ্রয়ততি—মায়াশ্রয়ো

হি মায়ামপেক্ষা ব্যাপকতয়া মায়াকৃতমাবরণরূপং তদ্বিষয়ং নাইতি, অতো বিদ্যাময়ং—অপ্রতিরূদ্ধজ্ঞানং, তেন দেহাভিমানরূপাহবিদ্যাকৃতবিষয়ভোগাদি পরাভবঞ্চ নাপ্রোভীতি ভাবঃ। জীবেশ্বর-বিভাগঃ—জীবেশ্বরয়োর্মিথো ভেদঃ। ততশ্চেতি—মায়াশ্রয়াদিমায়ামোহিতাদ্যোর্মিথো বিরোধাজ্জীবেশ্বর-বিভাগাক্তেত্যর্থঃ। স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষ্যণেন,—স্বরূপয়োঃ—স্বাভাবিকয়োঃ মায়ানিয়ন্তৃত্ত্বপ্রযোজকসামর্থ্য-মায়াকৃতাবরণনিবর্তনাক্ষমসামর্থ্যোবৈলক্ষ্যণেন, মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব তং দ্বিতয়ং—ঈশ্বরজীবো-ভয়মিত্যাগতমিত্যর্থঃ। ভগবন্তজনকৃতশক্ত্যা জীবানামপি মায়ানিরাসাৎ—‘স্বরূপ’ ইত্যুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

অমুবাদ ।

যে কালে একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, মায়াশ্রয় বা মায়ানিয়ন্তা (ঈশ্বর) বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই আবার ঐ ব্রহ্ম মাযার বিষয় এবং অবিদ্যা পরাকৃত (জীব) ইহাও বলা হইতেছে, সুতরাং ঐরূপ জীবও ঈশ্বরের বিভাগ নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। উক্তরূপ জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ বিষয়ে একই বস্তুর মায়াশ্রয় এবং মায়ামোহিত স্বীকারহেতু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, স্বরূপগত সামর্থ্যের বৈলক্ষ্যণ্যের দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের বিলক্ষণ-স্বরূপতাই লাভ করা যায় অর্থাৎ উভয়েই স্বরূপতঃ চেতনই বটে; কিন্তু ঈশ্বরের মায়া-নিয়মন সামর্থ্য, জীবের মায়াকৃত স্বরূপাবরণ দূর করিতে অক্ষমতা, এইরূপ উভয়ের শক্তির বিভিন্নতা থাকায় যে বিলক্ষণ স্বরূপ, তাহা সহজেই অসম্ভব ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৩৫) “বহৌব যদেকং” ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই :—“মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং” এই বাক্যে ‘মায়া ঈশ্বরকে মোহিত করিতে পারেন না’ বলা হইল, “যয়া সম্মোহিতো জীবঃ” এ বাক্যে জীবের মায়ামোহিতত্ব দেখান হইল। মোহিত হওয়া এবং তাহার অভাব (মোহিত না হওয়া)—এই দুটিই বিরুদ্ধ ধর্ম, এক বস্তুতে হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বর আর জীবের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে—এই সিদ্ধান্তই উল্লিখিত বাক্যে দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ নিরাস অভিপ্রায়েই ঐ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বিষয়ের পূর্বপক্ষজ্ঞানের জগৎ অতি সংক্ষেপে মায়াবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত দেখান যাইতেছে; শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের মত :—“নির্কিংশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই বাস্তব তত্ত্ব। শ্রুতিগণ বলেন :—“একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই।” সৎ-ও নয় অসৎ-ও নয়; এমন একটি লক্ষণাক্রান্ত অতএব অনির্কশ্যনীয় বিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে, বিদ্যায় উপহিত চৈতন্য—ঈশ্বর, অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্য—জীব। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, আর ঈশ্বর-জীব ভাব থাকে না; তখন নির্কিংশেষ অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি হয়।”

উল্লিখিত মায়াবাদে এককালেই ব্রহ্মে হঠাৎ অজ্ঞানের যোগ হওয়ায় এক ভাগ বিদ্যাশ্রয় হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হইল অপর ভাগ অবিদ্যা পরাকৃত হইয়া জীব হইল। হায়! ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন, যে তাঁহার ঐরূপ বিবিধ বিক্ষেপ-জগৎ ক্লেশ অচ্ছভব করিতে হইল? ব্রহ্মের

আকস্মিক অজ্ঞান সম্বন্ধ কখনই বলা যাইতে পারে না হুতরাং মায়াবাদিগণের উক্তবীতি অমুসায়ে জীব-ঈশ্বরের বিভাগও স্বীকার করা যায় না, তবে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে দৃষ্ট রীতি অমুসায়েই উহা আমরা নিশ্চয় করিব।

ন চোপাধি-তারতম্যময়পরিচ্ছেদ-প্রতিবিশ্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োৰ্বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

যত্ন “ইচ্ছা মায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈশ্বরে” (বৃঃ আঃ ২, ৫, ১৯) ইত্যাদিশ্রুতেন্তত্ত্বাদ্বিতীয়স্ত ব্রহ্মণো মায়ায়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিজ্ঞয়া পবিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ড ‘ঈশ্বৰঃ’, অবিদ্যায়া পবিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্ত ‘জীবঃ’। যথা ঘটে নাবচ্ছিন্নঃ শবাবোণাবচ্ছিন্নশ্চাকাশখণ্ডো মহদল্লতাব্যাপদেশঃ ভজতি। “যথা হ্যয়ং জ্যোতিরান্মা বিবস্বানপো ভিষ্মা বহুধৈকোহমুগচ্ছন্।

“উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজ্জোহম্যস্মা ॥” —

ইত্যাদিষু ব্রহ্মণস্তত্ত্ব প্রতিবিশ্বত্বপাত্তবিভাগঃ স্যাৎ। বিদ্যায়াং প্রতিবিদ্য ঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিদ্য জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিদ্যঃ, যথা চ ঘটে প্রতিবিদ্যো মহদল্লতাব্যাপদেশঃ ভজতে, তদ্বৎ—ইত্যা হ শঙ্করঃ। তদিদং নিরসনায় দর্শয়তি—ন চেতি, অনয়া রীত্যা তয়োৰ্বিভাগো ন চ স্তাদিত্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অদ্বৈতবাদিমতঃ নিরসতি, —নচেতি। উপাধিঃ—লিঙ্গশরীরঃ,—তস্ত তারতম্যং—দম্বাদম্ব্যবিশেষ-কৃতসুখদুঃখাদিভেদচিত্রাং,—তন্ময়ং,—তদপ্যাদেন বিলক্ষণপ্রয়োজকং,—যং পবিচ্ছিন্ন-প্রতিবিশ্বত্বাদি,—তদ্ব্যবস্থয়া—ব্রহ্মণি তৎ-কল্পনয়া। তথোঃ—জীবৈশ্বৰ্য্যোঃ, বিভাগঃ স্যাৎ—ভেদব্যবহাৰঃ স্তাদিত্যর্থঃ। আদিনা—অপরিচ্ছিন্নত্ব-বিশদ্ব্যর্থঃ। অত্রৈব ‘ন চ’ ইত্যাস্থয়ঃ। এতন্মতপোষকঃ দ্বাদশস্কন্ধবচনং যথা;—“ন হি সত্যস্ত নানাভয়বিদ্বান্ যদি মন্ততে। নানাভঃ ছিদ্রয়োঃ স্তজ্যোতিষোৰীতয়োৰিব ॥” (ভাঃ ১২, ৪, ২৯) ইতি। অত্র স্বামি-টীকা,—“নমু সত্যাপ্যাস্থনো জীবব্রহ্মরূপনানাভয়মন্ত্যেব? তত্রাহ; যদ্যেবং নানাভঃ মন্ততে তর্হ্যবিদ্বান্। কথং তহি তয়োৰ্ভেদব্যবহারঃ? উপাধিকৃতঃ, ইত্যা হ—নানাভমিতি, তত্র ছিদ্রয়োঃ ঘটাকাশ-মহাকাশযোরিবতি পবিচ্ছিন্নদাপরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ। জ্যোতিষোঃ জলত্বাকাশত্ব-সুখদুঃখোৰিবতুপাধিকৃতবিকারসম্ভাবে, বাতযোঃ বাহুশরীরত্বয়োঃ বায়োরিবতি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্তঃ।”

শ্রুতিশ্চ—“যথা হ্যয়ং জ্যোতিরান্মা বিবস্বানপো ভিষ্মা বহুধৈকোহমুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজ্জোহম্যস্মা ॥” ইতি। অয়মর্গঃ,—জ্যোতির্ময়ো বিবস্বান্—স্বর্ঘ্যঃ একঃ—গগনে স্থিতঃ সন্নপি অপো ভিষ্মা অমুগচ্ছন্, বহুধা—নানারূপঃ প্রতীয়তে। কথং? উপাধিনা—তত্তজ্জলবৃত্তিহাদিনা, ভেদরূপঃ—ভিন্ন ইব ক্রিয়তে। এবং—এবরূপেণ, ক্ষেত্রেযু—স্থূল-সূক্ষ্মদেহেযু অজ্জোহম্যস্মেতি। এতেনাস্থান ঐক্যং শ্রুতিসিদ্ধং, নানাভমোপাধিকর্মিতি চ। তত্র চ মত-স্বয়ং—যথা ঘটাত্ম্যোপাধিনা মহাকাশবিভাগেনেব ঘটাকাশঃ ক্রিয়তে; এবং দেহেনাস্থানো বিভাগেনেব জীবঃ পৃথগিব

ক্রিয়তে—ইত্যেকং মতম্ । মতাস্তরঞ্চ—সূর্য্যস্ত জলবৃত্তিভ্বরূপবিলক্ষণসম্বন্ধেন প্রতিবিম্বঃ, গগনবৃত্তিষ্মেন বিম্বম্ । ন চ তত্র বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োর্ভেদঃ—পারমার্থিকঃ ; গগনসূর্য্য্যস্তৈব জলবৃত্তিভ্ব-স্বীকারাৎ জলে সূর্য্যাস্তরকল্পনে গৌরবান্মান্যভাবাচ্চ । ন চ—জলে চক্ষুঃসংযোগে কথং প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষঃ, সূর্য্যে চক্ষুঃ-সংযোগাভাবাৎ ? ইতি বাচ্যং, জলস্ত স্বচ্ছতয়া তত্র চক্ষুঃ সংযোগে চক্ষুরুচ্ছলিতং গগনসূর্য্যে লগতি, তেন দোষবশান্মিথ্যাজলবৃত্তিভ্বমবগাহ সূর্য্যপ্রত্যক্ষং জায়ত ইতি সিদ্ধান্তাদিতি । এবমস্তঃকরণরূপোপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বলক্ষণ একঃ সম্বন্ধঃ—তেন জীবত্বং, বিম্বজলক্ষণসম্বন্ধশ্চাপরঃ—তেন পরমাশ্রয়মিতি বিলক্ষণসম্বন্ধদ্বয়ং প্রতিবলাৎ কল্প্যতে । ন চ—তন্মতে ঈশ্বরপরিগৃহীতশরীরেহপি এতাদৃশসম্বন্ধদ্বয়স্তাবশ্যকতয় । ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদীনামপি জীবত্বং স্ত্যং—ইতি বাচ্যং, প্রতিবিম্বজলক্ষণদেহসম্বন্ধং প্রতি ধর্মাধর্মসম্বলিতলিঙ্গশরীরস্ত হেতুতয়া তদভাবাদেব শরীরিণোহপীশ্বরস্ত জীবত্বাভাবাৎ । ব্রহ্মাদীনাম্ স্বলং সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং বিলক্ষণং, ন তু স্বাদৃষ্টপরিগৃহীতং কিন্তু লোকাদৃষ্টসহকারেণ স্বেচ্ছয়া তত্তদগুণময়মাবিস্কৃতং, তত্র চ কেবলং বিম্ববৎ সম্বন্ধ ইতি তে ন সংসারিণ ইতি সংক্ষেপঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ।

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ । অষ্টমতবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন :—“ইন্দ্র (ব্রহ্ম) মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান” এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়া দ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়ায় ‘ঈশ্বর’ এবং ‘জীব’ এই দুই বিভাগ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বিদ্যাবৃত্তি মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ (বৃহৎ) খণ্ড—‘ঈশ্বর’ । অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্প খণ্ড—‘জীব’, যেমন এক মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, একটি ঘণ্টের দ্বারা তাহার কতক অংশ আবৃত হইয়া তাহা ‘ঘটাকাশ’ আখ্যা লাভ করে । আবার ঐ মহাকাশেরই তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ সরাবের (সরার) দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার ‘সরাবাকাশ’ নাম হয় অর্থাৎ এইরূপে উভয়ের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবহার করা হয় । ইহাই ‘পরিচ্ছিন্ন’ বা ‘পরিচ্ছেদবাদ’ । আবার “এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া, উপাধি—আধারের বিভিন্নতায় বহুভেদে প্রতীয়মান হয়, তেমনি ব্রহ্ম—জ্ঞানাদি বিকারশূন্য আত্মাও বিবিধক্ষেত্রে বিবিধরূপে প্রতীত হয়েন” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে সেই অশ্বয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রবণ করা যায় ; স্বতরাং তাহার ঐরূপ বিভাগও অসম্ভাবিত নহে । যেমন সূর্য্যের সজ্জল সরোবরে প্রতিবিম্ব এবং জলযুক্ত ঘণ্টে প্রতিবিম্ব ক্রমাগত বৃহৎ এবং অল্প আকারে দেখা যায়, ব্রহ্ম ও তেমনি বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃহৎরূপে ‘ঈশ্বর’ এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া অল্পাকারে ‘জীব’ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—ইহাই ‘প্রতিবিম্ববাদ’ ।”

উল্লিখিত পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন উদ্দেশে বলিতেছেন :—(জীব ও ঈশ্বরের সামর্থ্যের বৈলক্ষণ্য থাকায়, যেমন তাহাদের ঐরূপ বিভাগ হইতে পারে না) এইরূপ উপাধি—লিঙ্গশরীর, ইহার তারতম্য—ধর্মবিশেষের দ্বারা কৃত স্বাধি ও অধর্ম বিশেষের কৃত দুঃখাদির বৈচিত্র্য ; এই স্বখ দুঃখাদি—বৈচিত্র্যময় অর্থাৎ স্বখ দুঃখাদির অধ্যাস করিয়া একটা বৈলক্ষণ্য সম্পাদক—পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্বরূপ ব্যবস্থা ব্রহ্মে কল্পনা করিয়া জীব ও ঈশ্বরের বিভাগও হইতে পারে না ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য ।

(৩৬) পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষবাদের পোষকতা করলে শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ-স্কন্ধের এই বচন অনেকেই গ্রহণ করেন :—

“নহি সত্যস্ত নানাঙ্ঘমবিদ্বান্ যদি মন্ততে । নানাঙ্ঘং ছিদ্রয়োঃ দ্বিজোতিষোর্বাতয়োবিব ॥” (১২, ৪, ৩০)

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা :—“নহু সত্যস্তাপ্যাস্মিনো জীবব্রহ্মরূপনানাঙ্ঘম্বেব ? তত্রাহ—যদ্যেবং নানাঙ্ঘং মন্ততে তত্ছবিদ্বান্ । কথং তর্হিতয়োর্ভেদব্যবহারঃ ? উপাধিকৃতঃ, ইত্যাহ নানাঙ্ঘমিতি । তত্র ছিদ্রয়োঃ ঘটাকাশ-মহাকাশয়োঃ পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ । জ্যোতিষোঃ জলস্তা-কাশস্থস্বর্গ্যয়োঃ বেতুপাদিকৃতবিকাবসম্ভাবে, বাতযোর্বাহু-শরীরস্থয়োঃ বায়োরিবেতি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্তঃ ।”

“যদি বল—আত্মার জীব-ব্রহ্মরূপ নানাঙ্ঘ আছেই ? তাই বলিতেছি :—যদি কেহ ঐরূপ নানাঙ্ঘ মনে করে, তবে বলিব—সে অনভিজ্ঞ । আচ্ছা, তবে তাহার ভেদ ব্যবহার কেন ? উত্তর—ভেদ ব্যবহার সত্য নহে, উপাধিকৃত । ইহাই সদৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ—এইটি পরিচ্ছেদ এবং অপরিচ্ছেদ অংশে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ মহাকাশের গ্রায় ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, ঘটাকাশের গ্রায় জীব পরিচ্ছিন্ন । আর যেমন জলস্থ এবং আকাশস্থ জ্যোতি—স্বর্গ্যাদি ; এইটি জীবের উপাধিকৃত বিকাব অংশে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ জলস্থ প্রতিবিম্ব জলের কম্পনাদি ধর্ম নাভ করে স্তব্রতাং সবিকার, আকাশস্থ স্বর্গ্যাদিব ঐ ধর্ম না থাকায় নিক্বিকার । এ বিষয়ের অপর দৃষ্টান্ত—যেমন শরীরস্থ বায়ু এবং বাহ্য বায়ু, এটি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ুরই ক্রুরতা সরলতা প্রভৃতি নানা ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় কিন্তু বাহ্য বায়ুর উক্ত ক্রিয়া দেখা যায় না ।” এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন :—“যথা হৃৎ জ্যোতিরাশ্মা বিবস্বানপো ভিজা বহুদৈবান্ভগচ্ছৎ । উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোতয়মাশ্মা”

উল্লিখিত শ্রুতি পুবাণাদির বচনে আত্মার এক্য সাধিত হইল এবং তাঁহার নানাঙ্ঘ—উপাধিক ; ইহাও প্রতিপাদিত হইল । ইহার মধ্যে দুইটি মত, প্রথম—যেমন ঘটাদি-উপাধি দ্বারা মহাকাশের যেন একটি বিভাগ করিয়াই ‘ঘটাকাশ’ করা হয়,—তেমনি দেহের দ্বারা আত্মার যেন বিভাগ করিয়াই জীব পৃথক পদার্থের গ্রায় কল্পিত হয় । দ্বিতীয় মত—স্বর্গ্যের জলবৃত্তিরূপ বিলক্ষণ একটি সম্বন্ধ হেতু ‘প্রতিবিম্ব’ এবং তাহারই আকাশ-বৃত্তিরূপে বিম্ব, কিন্তু বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ পারমার্থিক নহে, কারণ স্বর্গ্যেরই জল বৃত্তি স্বীকার্য, জলে অপর একটি স্বর্গ্যের কল্পনা করা কেবল গোঁরব মাত্র অর্থাৎ বাহ্য মাত্র এবং তদনুকূলে কোন প্রমাণও নাই । তবে এখানে একটি আশঙ্কা এই—যদি জলে স্বর্গ্যস্তর কল্পনা না হয়, তবে—স্বর্গ্যে চক্ষুর সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল জলে চক্ষুর সংযোগেই প্রতিবিম্বের প্রত্যক্ষ কি করিয়া হয়, ইহার সমাধান এই,—জল অতি স্বচ্ছ, ব্রহ্মার চক্ষুর তাহাতে সংযোগ হওয়া মাত্রই চক্ষু উজ্জলিত হইয়া আকাশস্থ স্বর্গ্যে সংলগ্ন হয়, এই নিমিত্ত চক্ষুর দোষে স্বর্গ্যের মিথ্যা জলবৃত্তি বোপ হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মে । এইরূপ অন্তঃকরণাত্মক উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ একটি সম্বন্ধ হয় বলিয়াই তাহার জীবত্ব । এবং বিষয়রূপ অপর একটি সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহার পরমাত্মত্ব—এই বিলক্ষণ দুইটি সম্বন্ধে শ্রুতি বলে কল্পনা করা যায় ।

উল্লিখিত মতে ঈশ্বরের পরিগৃহীত শরীরেও ঐরূপ দুইটি সম্বন্ধের আবশ্যকতা মনে করিয়া তাঁহারা বলেন—‘ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবাদিরও জীবত্ব হইবে’ কিন্তু একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না,

কারণ—ধর্মার্থ-সম্বলিত লিঙ্গ শরীরই প্রতিবিম্বরূপ দেহস্বচ্ছের প্রতি মূল হেতু অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম আচরণে যে একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তদনুসারেই প্রতিবিম্ব—জীব দেহের প্রাপ্তি। কিন্তু ঈশ্বরের দেহের কারণ ঐরূপ অদৃষ্ট হইতে পারে না, জীবের উহার সম্ভাবনা, ঈশ্বরে সর্বথাই জীবত্বের অভাব। গুণাবতার ব্রহ্মাদি দেবতা ঈশ্বরকোটি জীবকোটি নহেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিলক্ষণ, জীবের ত্রায় নিজের অদৃষ্ট পরিগৃহীত নয়, কিন্তু লোকের অদৃষ্ট সহকায়ে নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা ঐরূপ গুণময় দেহ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কেবল বিশ্ববৎ সম্বন্ধ, সুতরাং জীব যেমন সংসারী, তাঁহারা তেমন সংসারী নহেন। এস্থানে সংক্ষেপেই এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল।

তত্র যদুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তচ্ছ'বিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বা-
সম্ভবঃ। নির্ধ'র্থকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোহপি; উপাধিসম্বন্ধা-
ভাবাৎ, বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিपरिच्छिन्नाकाशश्चজ্যোতি-
রংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন স্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা।

কুতো। ন বাচ্য ইতি চেন্দ্রুপপত্তেরেবেত্যাহ,—তত্র যদুপাধেরিতি, পরিচ্ছেদপক্ষং নিরাকরোতি—
অনাবিদ্যকত্বেন, রজ্জ্বভূজস্বদজ্ঞানরচিতত্বাভাবেন বস্তুভূতত্বে সত্যীত্যর্থঃ। অবিষয়স্তেতি—“অগৃহ্যো ন
হি গৃহ্যতে” ইতি (বৃ० আ० ৩, ২, ২৬) শ্রুতে: সর্কাস্পৃশ্যস্ত তস্ত—ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধাম্;—ন চ
টকচ্ছিন্নপাষণথগুবদান্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মণঃবিশেষ ঈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোহচ্ছেদ্যত্বাদথগুবোপগম্যচ্চ,
‘আদিমত্বাপত্তেচেষ্ট্রজীবযোগঃ, যতঃ—‘একস্ত ত্রিধা ত্রিধা বিধানং ছেদঃ’ নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো।
ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চলত্বাপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনায়োগাৎ প্রতিপক্ষমুপাধিসংযুক্ত-
ব্রহ্মপ্রদেশভেদাদহুক্ষণমুপহিতত্বাহুপহিতত্বাপত্তেঃ। ন চ ক্লৃৎস্বং ব্রহ্মৈবোপহিতং স সঃ, অহুপহিতব্রহ্মব্যপ-
দেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ।

অথ প্রতিবিম্বপক্ষং নিরাকরোতি—নির্ধ'র্থকস্তোত্যাদিনা, নির্ধ'র্থকস্তোপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্ত
বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্ত দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ঈশ্বরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ। রূপাদিধর্ম-
বিশিষ্টস্ত পরিচ্ছিন্নস্ত সাব্যবস্ত চ স্বর্ধ্যাদেস্তদ্বিদ্রে জলাদুপাধৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন
শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ। নস্বাকাশস্ত তাদৃশস্তাপি প্রতিবিম্বদর্শনাদব্রহ্মণঃ স ভবিষ্যতীতি চেষ্ট্রত্বাহ - উপাধীতি,
গ্রহনকল্পপ্রভামণ্ডলস্তোত্যাৎ। অন্তথা বায়ু-কাল-দিশামপি স দর্শনীয়ঃ। যত্ন ধ্বনে: প্রতিধ্বনিরিব
ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্তাদিত্যাহ—তন্ন চাক্ষু, অর্থাস্তরত্বাদিতি প্রতিবিম্ববাদোহপ্যতিতুচ্ছঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোখামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

এতস্মতঃপরি ক্রমেণ দোষমাহ ;—তত্রৈতি—পরিচ্ছেদপক্ষে ইত্যর্থঃ । তহি—তদা, অবিশয়ন্ত—নিগূৰ্হেণ প্রমাণাগোচরন্ত পরিচ্ছেদবিষয়স্যাসম্ভবাৎ আকাশন্ত সাদিশ্রব্যাৎ প্রমাণমিহ—চ উপাধিপরিচ্ছেদসম্ভবঃ । তথা ব্রহ্মগোহংশভেদঃপবাস্তবপরিচ্ছেদপরিণামিত্বাপত্তিঃ, পরিচ্ছিন্নাংশস্ত মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্বাপত্তিরদৈতবিরোধশ্চেতি । ব্যাপকশ্চেতি—জলদর্পণাদৌ জলদর্পণাদিগতবস্তুনাঃ প্রতিবিম্বত্বাদর্শনাৎ সর্বব্যাপকত্বেন তত্ত্বদূপাদৌ বিষয়ংস্থিত্য ব্রহ্মণস্তত্র প্রতিবিম্বত্বং তৎপ্রতিবিম্বিত্বং আরোপিততদ্বৃতিত্বং, বাস্তব-তদ্বৃতিপদার্থজ্ঞারোপিত-তদ্বৃতিত্বং বস্তু,মশক্যমেবেতি । ন চ—নিকটশ্রুতি-বলাৎ সম্বন্ধব্যকল্পনে—একসংক্ষেপে বাস্তবোপাদিরিত্বং, অল্পসংক্ষেপবাস্তবোপাদিরিত্বং ব্রহ্মণঃ কল্প্যতে ইত্যত আহ—নিরবয়বশ্চেতি । ন চ—ফটিকাদৌ জ্বালোহিত্যন্ত নিরবয়বন্ত প্রতিবিম্বত্বাদর্শনান্নিরবয়বন্ত ব্রহ্মগোহপি প্রতিবিম্বত্ব-সম্ভবঃ—ইতি বাচ্যং, ফটিকাদৌ সন্নিহিতজ্বালেদেব প্রতিবিম্বিতত্ব-স্বীকারং । এতদস্বয়দেনৈববাহ—উপাধিসম্বন্ধাভাবাদিতি । ব্রহ্মণ ইত্যাদি * ব্রহ্মগোহসম্বন্ধশ্রুতিবলাদিতি । নহু ব্রহ্মগো-হসম্বন্ধং বাস্তবসম্বন্ধশূন্যং অবাস্তবসম্বন্ধং স্বীকর্যতে, তত্র মূলবিজ্ঞাতবিলক্ষণঃ অবাস্তবসম্বন্ধমাদায় বিষয়ং, অদৃষ্টবিশেষাদীনাংবাস্তবসম্বন্ধবিশেষং প্রতিবিম্বনিয়ামকঃ + ইত্যত আহ—দৃশ্যত্বাভাবাচ্চেতি । জলে চক্ষুঃসংযোগে চক্ষুরুচ্ছলিতমাকাশজ্যোতিষ লগ্নং জলরতিহেনাকাশজ্যোতিরংশঃ দর্শয়তি, বস্তুনোহদৃশ্যে চক্ষুযোহসদ্বৃতিত্বেন তদ্বস্তবোপাদিসম্ভবাৎ লিঙ্গদেহগ্ৰাপাদৃশ্যতয়া তদ্বৃতিত্বা ব্রহ্মণশ্চক্ষুসা বোধনযোগাৎ ন হি চক্ষুরন্তবেণ প্রতিবিম্বো মানান্তবমসি । অদৃশ্যন্ত প্রতিবিম্বত্বযোগে দৃষ্টাৎ দর্শয়তি—উপাধিপরিচ্ছিন্নেতি । নহু নিকটশ্রুতিবেব ব্রহ্মপ্রতিবিম্বো মানঃ মাথানিয়ন্তৃত্ব-মাথানিয়মাত্বাদিবিরুদ্ধ-দর্শনবন্ধনেশ্বর-জীবভেদকসাপেক্ষাত্মগৃহীতয়া বলবত্যা—

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমাধা সমানঃ রুক্ষঃ পরিসমুজ্জাতে তথোরন্তঃ পিঙ্গলঃ স্বাদস্তি অনশ্লগ্নগোহভিচাকসীতি”
(মণ্ডকঃ ৩, ১) ইত্যাদি শ্রুত্যা ।

“অজো হোকো জ্বয়মাণোহন্তশেতে জহাহোনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ” (খেতাশ্বঃ ৪, ৫) ইত্যাদি শ্রুত্যা,
“এবং হৈবমপগ্নোবিনিমুক্তঃ স সামভিকল্পয়তে ব্রহ্মলোকং, অত্র তস্মাজ্জীবন্যং পরাংপবং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে” (প্রশ্নঃ ৫, ৫) ইত্যাদিশ্রুত্যা চ বিরোধাৎ “যথা হায়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্” ইত্যাদি-শ্রুতেরবাস্তবপরত্যাং, তথাহি—অজোহয়মাত্মা স্বগতচিৎকণজীবাত্মাঃশব্দদ্বারা ক্ষেত্রেণ বহুরূপঃ প্রতীয়তে, তেষাং জীবানামপি চেতনত্বেনাস্থ্যত্বেন প্রতীতেরাস্থ্যন এব নানারূপবাদঃ—ইতিশ্রুতিসিদ্ধমাত্মৈক্যা সঙ্গচ্ছতে । শ্রুতৌ ‘ব্রহ্মলোকম্’ ইত্যন্ত ব্রহ্মৈব লোকম্—আলোচনীয়মিত্যর্থঃ ।
তথাহি মাধ্ভাষ্যগুতপদ্পুরাণবচনং,—

“চেতনস্ত দ্বিবা প্রোক্তো জীব আশ্রোতি চ প্রভো । জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আশ্রয়কস্ত জনাধিনঃ ॥
ইতরেষাশ্রয়কস্ত সোপচারো বিধীয়তে” ইতি ।

* “ব্রহ্মণ ইত্যাদি” ইত্যন্ত গ্রহণেন পাঠান্তরমহুভূয়তে তত্ত্বসুখীভিক্ষিত্যম্ ।

+ অত্র ‘তত্র’ ইত্যরভ্য—‘নিয়ামকঃ’ ইত্যন্তা পংক্তিচ্ছিত্তনীয়া ।

সোপচারঃ—চেতনত্বলক্ষণসাদৃশ্যেন লাক্ষণিকঃ। “আততত্বাচ্চ মাতৃস্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ” ইত্যুক্তব্যাপকত্বলক্ষণযোগস্ত জীবেষশব্দবাৎ, তেষাং হৃদয়েন শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ। তথা হি শ্রুতিঃ—

“যথাহংগেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুল্লিতা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি” (বৃহ, ২, ১, ২০) ইতি।

“কেশাগ্রশতভাগস্ত শতধাকল্পিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ” ইতি চ,

জলে তৎস্বভাবেন সূর্যাদ্যাকারেণ পরিণতসূর্য্যাংশপ্রভাবিশেষস্ত প্রতিবিম্বরূপমতে নিরুক্ত-
শ্রুতের্থাশ্রুতার্থতাসম্ভবোহপি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।

পূর্বোক্ত দুইটি মতের উপর ক্রমে দোষ আরোপ করিতেছেনঃ—পরিচ্ছেদ পক্ষে উপাধির অবিচ্ছাদক্লিষ্টত্ব স্বীকার না করিয়া যদি বাস্তবতা বলা যায়, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প বোধের ন্যায় অজ্ঞান-কল্পিত না বলিয়া বস্তুভূতত্ব বলা যায়, তাহা হইলে নিগূর্ণ হেতু প্রমাণের অগোচর সেই ব্রহ্মের পরিচ্ছেদবিষয়তা সম্ভব হয় না। এবং ব্রহ্ম নির্ধর্মক, ব্যাপক এবং নিরবয়ব স্বতরাং তাহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। কারণ—যাহার কোন ধর্মবিশেষ নাই তাহার উপাধির সম্ভাবনা কোথায়? যে সর্বব্যাপক, তাহার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কিরূপে হইতে পারে? যাহার অবয়ব নাই, তাহাকে দেখাও যায় না; তবে আবার তাহার প্রতিবিম্ব কি? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন আকাশে যে ত্র্যোতিক—চন্দ্র সূর্যাদি দেখা যায়, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, কারণ—আকাশ নিরাকার! ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য।

(৩৭) পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ববাদকে অস্বীকার করিবার কারণ যে—অনুপপত্তি, তাহাই “তত্র যদ্ব্যপাধেঃ” এই বাক্যে বলা হইয়াছে। উপাধির বাস্তবতা স্বীকারে যে দোষগুলি উপস্থিত হয় ক্রমে তাহাই “তহি অবিয়য়ন্ত” ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—
“অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে” অর্থাৎ ‘অগ্রাঙ্ক বস্তুর কখনই গ্রহণ হইতে পারে না। যেমন ছিন্ন প্রস্তর খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, তেমনি বাস্তব উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মের একখণ্ড ঈশ্বর এবং একখণ্ড জীব হইয়াছে; এ কথা স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড বলিয়াই জানা যায়। বিশেষতঃ এক বস্তুর দুই তিন ভাগ করাই ছেদ, ঐরূপ জীব ও ঈশ্বরকে ব্রহ্মের ছিন্ন অংশ স্বীকার করিলে; তাহারা অনাদি না হইয়া আদিমান হইয়া পড়েন। ইহা স্বীকার না করিয়া, ‘অচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের এক একটি প্রদেশই ঈশ্বর এবং জীব’—এ কথা বলিলেও অসঙ্গত হয়, কারণ—উপাধি বিষয়ে ‘চলতি’ এই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের চলনের অনুপযোগিতা, প্রতিক্ষণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের ভেদ হওয়ায় অনুক্ষণ উপহিতত্ব এবং অনুপহিতত্ব এইরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তবে ‘ব্রহ্মের সর্বাংশই উপহিত হইয়া জীব-ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়’—এ কথাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে অনুপহিত ব্রহ্ম বলিয়া একটা বস্তুই থাকে না। যদি বল ‘ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন, উপাধিই উক্ত জীব-ঈশ্বর ভাবে বর্তমান আছেন?’ ইহাতেও দোষ হয়। যেহেতু—ব্রহ্ম ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করাতে মুক্তি অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বর ভাব থাকিয়াই যায়! আরও দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে অবৈতবাদিগণ মহাকাশকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া

সম্ভব হয়! ব্রহ্ম—অবিষয় স্তত্রাং নিগুণ, তাঁহার পরিচ্ছেদ-বিষয়তার সম্ভাবনা কোথায়? তবে আকাশ সাদি দ্রব্য বলিয়া পরিণামবিশিষ্ট; তাহার ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হয়। যদি ব্রহ্মের অংশভেদে বাস্তব পরিচ্ছেদ স্বীকার হয়, তবে তাঁহার পরিণামিত্বের আপত্তি হয় এবং তাহাতে পরিচ্ছিন্নাংশের (জীব-ঈশ্বরের) মধ্যম পরিমাণতা উপস্থিত হওয়ায় অনিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য। স্তত্রাং ‘অষ্টৈতবাদের’ সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল! এইরূপ কোন ক্রমেই পরিচ্ছেদবাদ স্বীকারে জীবেরের বিভাগ না হওয়ায় উহা অতি তুচ্ছ!

ইহার পর গ্রন্থকার—“নির্ধর্মকস্ত”—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রতিবিধেয় খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্ম—নির্ধর্মক, উপাধিধর্মশূন্যকেই নির্ধর্মক বলা যায়, জ্যোতির একটা প্রধান ধর্ম-রূপ, শব্দ-স্পর্শও তাহাতে অপ্রধানরূপে নিশ্চয়ই আছে। তাহার জলোপাধিবগতঃ প্রতিবিধ স্বীকার্য বটে, কিন্তু উক্ত প্রকারে ব্রহ্মে তাহার তো কোন সত্তা নাই?

“ব্যাপকস্ত”—ব্রহ্ম—সর্বব্যাপক, জল-দর্পণাদি প্রতিবিধের আধারেও তাঁহার সত্তার অভাব নাই অর্থাৎ সর্বব্যাপকতা ধর্ম্যে ঐ সমস্ত জল-দর্পণাদি বস্তুতেও ব্রহ্ম বিধের দ্বারা বর্তমান রহিয়াছেন? তবেই জিজ্ঞাস্য—প্রতিবিধের আধার—জল-দর্পণাদিতে তদগত বস্তুর প্রতিবিধ হয় কি? ব্রহ্ম যে জল-দর্পণাদিতে বিধরূপে প্রতিনিয়তই বর্তমান, তাহাতেই আবাব ব্রহ্মের প্রতিবিধবৎ বিধের প্রতিবিধিত্ব স্বীকার করায় ‘আরোপিতত্ব’ স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবিধের আধারে বিধ থাকিলে, তাহার প্রতিবিধ অসম্ভব। এস্থলে ব্রহ্ম ব্যাপকতাদ্বারা জল দর্পণাদিতেও আছেন, স্তত্রাং তাঁহার তাহাতে যে কোন প্রতিবিধরূপে বর্তমানতা—এটি আরোপসিদ্ধ। তাই বলা হইতেছে, যে বস্তু—বাস্তব, তাহার যে কোন বস্তুতেই বৃত্তি (বর্তন) হউক না কেন, তাহাও বাস্তব! স্তত্রাং তাহার বর্তনের আরোপসিদ্ধ বলা হইতে পারে না।

“নিরবয়স্ত”—“যথা হুয়ং জ্যোতিরাস্মা—” ইত্যাদি শ্রুতি বলে দুইটি সৎক কল্পনা করিয়া, একের (ঈশ্বরের) সম্বন্ধে—ব্রহ্মের বাস্তব উপাধি স্বীকারপূর্বক প্রতিবিধাকারে বৃত্তি, অপরের (জীবের) সম্বন্ধে ব্রহ্মের অবাস্তব উপাধি কল্পনা করিয়া প্রতিবিধাকারে বৃত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন;—এ কথাও বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম—‘নিরাকার,’ নিরাকার বস্তুর বাস্তব-অবাস্তব কোনরূপ সম্বন্ধই তো হইতে পারে না?

যদি বল—‘ফটিকাদি স্বচ্ছ পদার্থে তো জবাপুষ্পের নিরাকার লোহিত্যের (রক্তিমার) প্রতিবিধ দেখা যায়, অতএব নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিবিধ কেন না হইবে?’ না,—এ কথা বলিতে পার না। ঐ প্রতিবিধ সাকার জবাপুষ্পের। জবাকুসুম ফটিকাদি দ্রব্যের নিকটে থাকে বলিয়াই তাহার প্রতিবিধ তাহাতে পড়ে। জবার গুণ—রক্তিম; তাই উহাও প্রতিকলিত হয়। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার হেতু বিস্তার করিলেন—“উপাধি-সম্বন্ধাভাবাৎ।” শ্রুতি ব্রহ্মকে ‘অসঙ্গ’ বলিয়াছেন—“অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” (বৃহদারণ্যক—৪, ৩, ১৫) স্তত্রাং তাঁহার উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে না।

যদি প্রতিপক্ষ আবার আশঙ্কা উত্থাপন করেন:—‘ব্রহ্মের অসঙ্গ অবস্থা স্বীকার করি, কিন্তু সে অসঙ্গ—বাস্তবসম্বন্ধশূন্য। ব্রহ্মের প্রতিবিধ বিষয়ে অবাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করায় আপত্তি কি? অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই—মূল্যবিদ্যাকৃত বিলক্ষণ ব্রহ্মের অবাস্তব সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া বিধ এবং অদৃষ্ট বিশেষের অধীন অবাস্তব সম্বন্ধ বিশেষই প্রতিবিধের নিয়ামক, ইহাই স্বীকার করিব?

এই আশঙ্কা নিরাশ করিতে হেতু দিয়াছেন :—“দৃশ্যস্বাভাবাং” যে বস্তু দৃশ্য নয়, তাহার জল-দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত কিরূপে হইবে? চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষে দেখা যায়—জলে চন্দ্রর সংযোগ হওয়া মাত্র চন্দ্র উচ্ছলিত হইয়া আকাশস্থ জ্যোতিঃ পদার্থে গিয়া লাগে, তাহার পর চন্দ্র জলবৃত্তিরূপে আকাশস্থ জ্যোতিঃ—অংশকে দেখাইয়া থাকে। এখন এ স্থলে ব্রহ্মবস্তুর পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে ‘অদৃশ্য’ বলিতেছি, আবার প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তকল্পে যে জ্যোতিষ্ক দেখান হইল, সে জ্যোতিষ্কও উক্ত প্রকারে চন্দ্রর গ্রাহ্য হইল কিন্তু প্রতিবিম্ব চন্দ্রর গ্রাহ্য হইল না। এদিকে চন্দ্রও অসম্ভবত্বিক অর্থাৎ অসম্ভব গ্রহণ করিবারই তাহার শক্তি! সুতরাং ঐরূপ চন্দ্রর ব্রহ্মদর্শন কিরূপে সম্ভাবিত হয়! লিঙ্গদেহও তো অদৃশ্য! সুতরাং চন্দ্র লিঙ্গদেহে বর্তনশীল উপহিত ব্রহ্মকেই বা কি করিয়া গ্রহণ করিবে? যেক্ষেপেই হউক, চন্দ্র ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব গ্রহণের আর কোন প্রমাণ নাই। আবার প্রতিবিম্ব স্বীকারেও ব্রহ্ম দৃশ্য হইয়া পড়েন। তবেই—রূপাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থেরই দূরবর্তী সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখা যায়; কিন্তু সূর্য্যাদির বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কোন প্রকারেই বলা যায় না।

আকাশও তো অবয়বশূণ্য, তাহার যখন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন নিরাকার ব্রহ্মেরই বা প্রতিবিম্ব কেন দেখা যাইবে না? এই আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিলেন :—“উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিঃ—” আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশে সাকার যে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে—বায়ু, কাল, দিক প্রভৃতি বস্তুরও প্রতিবিম্ব হইতে হয়? অতএব নিরূপাধি নিরাকার সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সপক্ষে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অতীব ভুল।

এ কথা বলিতে পারা যায় না—“যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্—” ইত্যাদি শ্রুতিই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিষয়ে প্রমাণ! কারণ ঈশ্বরের মায়া নিয়ন্তৃত্ব, জীবের মায়া-নিয়ম্যত্ব প্রভৃতি বিকল্পধর্ম্ম-নিবন্ধন উভয়ের ভেদসাধক স্রাব্যের অহুকূলে বলবৎশ্রুতিও রহিয়াছে :—

“যা সূর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষধ জাতে।

তয়োরগ্নঃ পিপ্লবঃ স্বাধত্তি অনন্তরগ্নোহভিচাকনীতি” (মণ্ডুক—৩, ১)

“অজ্ঞো হেকো যুষমাণোহমুশেতে জহাত্যোনাং ভুক্তভোগামজোহম্ভঃ।” (শ্বেতাশ্বং ৪, ৫)

“দৈবমপশ্চেনাবিনিমুক্তং সমামভিকল্পয়তে ব্রহ্মলোকং, অত্র তস্মাক্জীবঘনাং পরাং পরংপুরি শয়ং পুরুষমীক্ষতে।” (প্রাশং ৫, ৫)

প্রথম শ্রুতির তাৎপর্য্য—পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দেহে বিরাজমান কিন্তু জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগী পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না। দ্বিতীয় শ্রুতির আশয়—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম মায়াতীত, জীব মায়াবদ্ধ। তৃতীয় শ্রুতির মত—দেহে অন্তর্ধ্যামীরূপে বর্তমান ব্রহ্ম, জীবঘন হইতেও পর বস্তু। ঐ বলবৎ শ্রুতিগুলির অভিপ্রায় বৃত্তিতে গেলে, জীব-ব্রহ্মের বিলক্ষণ ভেদ পাওয়া যায়, তবেই ঐ শ্রুতিগুলির সহিত প্রতিবিম্ববাদের অহুকূলে স্থাপিত—“যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্—” ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উহার অর্থান্তর করিয়াই বলবতী অধিক পরিমিত শ্রুতির মতের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং, এই ব্রহ্ম—আত্মাই স্বগত চিৎস্বক জীব-নামক অংশ সকলের দ্বারা নানাঙ্কে বহুরূপে প্রতীত হন। সমস্ত জীবই চেতনস্বরূপ, সেই জন্তই তাহাদিগকে আত্মা বলা হয়। আত্মার নানান প্রবাবও জীবের আত্মমূলকই বৃত্তিতে হইবে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত যে জীবাত্মার ঐক্য বোধ হয়; তাহা আত্মতাংশেই।

আত্মধর্ম চেতনতা জীবে আছে বলিয়া জীবও আত্মা, জীবেরই নানাধর্ম কিন্তু ঐ নানাধর্ম আবার, জীবের সহিত পরমাত্মার আত্মত্বাংশে ঐক্য আছে বলিয়া তাঁহারও নানাধর্ম প্রবাদ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাচার্য নিম্নরূপ ভাষ্যে পদ্মপুরাণীয় বচন ধরিয়াছেন :—

“চেতনস্ত দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মোতি চ প্রভো ! জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকন্ত জনাৰ্দ্দিনঃ ।

ইতরেষাংশবস্ত সোপচারো বিধীয়তে ॥”

জীব এবং আত্মা উভয়েই চেতন। জীব শব্দে ‘ব্রহ্মাদি,’ আর আত্মা শব্দে —একমাত্র ‘জনাৰ্দ্দিন।’ হরি বাতীত অন্ত স্থলে আত্ম শব্দ সোপচার—অর্থাৎ চেতনত্বের সাদৃশ্যে লাক্ষণিক। ব্যাপকতা লক্ষণ ধর্ম যাহাতে আছে, তাহাতেই আত্ম শব্দের মুখ্য বৃত্তি, “আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ।”

কিন্তু জীবে ঐ ব্যাপকত্ব ধর্মের সম্ভাবনা নাই, কারণ সমস্ত ক্ষতিতেই জীবকে স্মৃষ্ণ বলা হইয়াছে :—“যথায়েঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচরন্তি, এবমাশ্বানো ব্যাচরন্তি ।” “কেশাশ্রতভাগস্ত শতধা-কল্পিতস্ত চ । ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ।” (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ৮১)

বিশাল অগ্নি হইতে যেমন অনন্ত ক্ষুলিঙ্গ উথিত হইয়া ইত্যন্ততঃ প্রধাবিত হয়, তেমনি পরিপূর্ণরূপ তেজোময় বিগ্রহ ভগবান্ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত জীবাশ্মা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেশাশ্র শতভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণ ভাগ হয়, তেমনি জীব অতি স্মৃষ্ণ পদার্থ। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন :—“স্মৃষ্ণাগমপাং জীবঃ ।” এই সমস্ত প্রমাণে জীবের স্মৃষ্ণতা এবং তাহার ভগবানের অংশতাও স্থাপিত হইল।

এখন সূর্য্যাস্তের প্রভাবিশেষই যদি স্মৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়া জলে নিপতিত হয় এবং তাহাকেই প্রতিবিম্ব বলা যায়, তবে সে মতে ঐ নিরুপ্ত ক্ষতির অর্থান্তর না করিয়া যথাক্রমে অর্থও করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ক্ষতির মায়াবাদীর কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান বলবৎ ক্ষতির সহিত বিরুদ্ধার্থ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। জীব-ঈশ্বরের ভেদভাব সর্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং অনাদি-সিদ্ধ। জীব ভগবানের চিৎকণ, সূর্য্যের কিরণাবলী বা অগ্নির ক্ষুলিঙ্গই ইহার উপমা-স্থল। মূল—সূর্য্য বা অগ্নি হইতেই কিরণ বা ক্ষুলিঙ্গ বাহির হয়, এ অংশে অর্থাৎ চিৎ অংশে জীব ও ভগবানের অভেদত্ব থাকিলেও স্বরূপগত অনেক ভেদ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইহার পরে গ্রন্থকার স্বয়ংই বিস্তার করিয়া বলিবেন, তবে সাধারণতঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ জীবের যে ভেদ বলিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া মথুরাবাসি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন :—

“সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব কিরণকণ-সম ; যদৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।

জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কতু নহে সম ; জলদগ্নিরাশি যৈছে ক্ষুলিঙ্গের কণ ।”

তথাহি ;—“জ্ঞানদিত্তা সন্ধিদান্ধঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ । স্বাবিজ্ঞাসম্ভূতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ।”

(বিষ্ণুস্বামী)

“যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বরের সম ; সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডো তারে যম ।” (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮)

“যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকৃত্রাদিদৈবতৈঃ । সমজ্ঞেনৈব বীক্বেত স পাষণ্ডী ভবেদ্বৈবম্ ।”

(শ্রীহরিভক্তি-বিঃ ১।৭৩)

তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামান্যধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেন ন তন্ত্যাগশ্চ ভবেৎ ।
তৎপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতসম্মতম্ * ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

‘ব্রহ্মবাহম্’ ইতি জ্ঞানমাত্রেন তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্খাদিতি যদভিমতঃ, তং খলুপাদেবীশ্ববত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ ;—তথা বাস্তবেতি, আদিনা প্রতিবিম্বো গ্রাহঃ । ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদীনঃ ‘ব্রাহ্মবাহম্’ ইতি জ্ঞানমাত্রাজ্ঞা ভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ । নমু ব্রহ্মানুসন্ধিসামর্থ্যাদ্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ,— তৎপদার্থেতি । তথা চ স্ব(ত)স্মতক্ষতিরিতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিতট্যচার্য্যকৃত-টীকা ।

বাস্তবপরিচ্ছেদপক্ষে দৃষণান্তরমবাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতীতি + । সামান্যধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেন ইতি— “তত্ত্বমসি” ইতি ঋত্যা তৎপদার্থপরমেশ্বর-স্বম্পদার্থজীবয়োরৈক্যগ্রহমাত্রেনেত্যর্থঃ । তৎত্যাগঃ—বাস্তব-পরিচ্ছেদনাশঃ, পরিচ্ছেদকারণস্ত বাস্তবোপাদিসম্বন্ধস্ত ব্রহ্মমাত্রসাক্ষাৎকারেহপি নাশাসম্ভবাং ব্রহ্মণি উপাদেয়ারোপিতস্ত এব তৎসাক্ষাৎকারেন তত্রাণো ভবেদিতি ভাবঃ । তৎপদার্থপ্রভাব ইতি—ঋতি-ঘটক-তৎপদার্থপরমেশ্বরস্ত প্রভাবঃ ;—স্মিন্ জীবৈক্যসাক্ষাৎকারঃ, তত্র—বাস্তবোপাদিসম্বন্ধনাশদ্বারা পরিচ্ছেদকনাশে, কারণঃ—ঋতিসিদ্ধিমিতি ভাবঃ । অস্মাকমেবেতি ;—ঋতৌ তৎপদেন পরমেশ্বর-তটস্থঃ-লক্ষণয়া তদংশত্বমিত্যভেদবোধঃ । ‘স্থূলসূক্ষ্মদেহসদৃশনাশে জীবানাং মুক্তিহেতুঃ’ ইতি ঋতিসিদ্ধমস্মাকং মতমেব ভবতামপি সম্মতমাপদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ :

উপাধির বাস্তবত্বে দোষ । বাস্তব পরিচ্ছেদ পক্ষে অপর একটি দোষ দেখান হইতেছে :—যদ্যপি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তথাপি সামান্যধিকরণ্য জ্ঞান মাত্রেই অর্থাৎ ‘তত্ত্বমসি’ এই ঋতি অনুসারে ‘তৎপদার্থ’—পরমেশ্বর এবং ‘স্বম্পদার্থ’—জীবের ঐক্য গ্রহণ মাত্রেই বাস্তব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের ত্যাগ (নাশ) হয় না অর্থাৎ পরিচ্ছেদাদির কারণ উপাধি-সম্বন্ধ হইল বাস্তব, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও তাহার নাশের সম্ভাবনা হইতে পারে না, যদি ঐ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব না হইয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইত, তবে তাহার নাশের সম্ভাবনা করা যাইত । কিন্তু যদি ঋতিসিদ্ধ তৎপদার্থ পরমেশ্বরের প্রভাব অর্থাৎ আপনাতে জীবের ঐক্য দর্শনই বাস্তব উপাধি সম্বন্ধ নাশের দ্বারা পরিচ্ছেদাদি নাশে কারণ হয়, তবে আমাদের মতই তোমাদেরও সম্মত হইতে পারে ॥৩৮॥

* “মতঃ সম্মতঃ” ইতি বা পাঠঃ ।

+ “বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি” ইতি মূলপাঠঃ, অত্র বিকৃতস্বাদর্শান্তরাভাবান্ চালিতঃ ।

তাৎপর্য ।

(৩৮) “অশ্বাকমেব”—এই বাক্যের তাৎপর্য—“তত্ত্বমসি” এই শ্রুতিতে যে ‘তৎ’ পদটি আছে, তাহার, পরমেশ্বরের তটস্থ-অংশে লক্ষণা স্বীকার করিয়া অংশধরুস্বাকারে জীবের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ বোধ হয় অর্থাৎ “তৎ—তত্ত্ব,—তটস্থঃ অং অসি” যেমন—“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্যে ‘গঙ্গা’ পদের দ্বারা তীর লক্ষিত হইয়া ‘গঙ্গা’তীরে ঘোষপন্নী আছে, এই অর্থের সঙ্গতি করিতে হয়, এ স্থলেও ‘ঈশ্বরই তুমি’ এ বাক্যের সঙ্গতি হয় না? কারণ—নিগড়বদ্ধ দরিত্র ব্যক্তি কখন ‘রাজা আমি’ এ কথা মনে করিয়া রাজা হইতে পারে না। সুতরাং ঐ ‘তৎ’ পদের অব্যয় স্বীকারে ‘তত্ত্ব’ এই অর্থ করিতে হইবে এবং ঐ তৎপদের দ্বারাই অংশ বোধ করাইবে অর্থাৎ ‘তুমি (জীব) তাঁহার (ব্রহ্মের) তটস্থ অংশ স্বরূপ’ এই অর্থে পর্য্যবসিত হইবে। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই মত—জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের সহিত সখ্য বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার মুক্তি হইল, তাহাও উল্লিখিত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার-প্রভাবেই সংঘটিত হয়,—এই মতই যদি বিপক্ষবাদীর সম্মত, তবে আব তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; কারণ উহা আমাদের মতেরও অমুকূল। পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারের শক্তি স্বীকার করিয়াও আবাব ব্রহ্মকে যে তাঁহার নিঃস্বর্গ ও নির্বিশেষ প্রভৃতি বলিতেছেন; এটি তাঁহাদেবই মতের ক্ষতি হইতেছে, ইহাও অনুমান করিতে হইবে।

উপাধেরাবিদ্যাক্ষেত্রে তু তত্র তৎপরিচ্ছিন্নত্বাদেবপ্যবটমানত্বাবিদ্যাক্ষেত্রেমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময়তদর্শনিনা ন তেবামবাস্তববস্তুদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিধ্যতি, ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতেঃ কর্তৃমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেবাং তত্তৎ সর্বমবিদ্যাবিলসিতমেবেতি * স্বরূপমপ্রাপ্তেন তেন তেন (চ) তত্তদব্যবস্থাপয়িতুমশক্যম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথোপাধেরাবিদ্যাক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্নত্বাদিবাদদ্বয়ঃ নিরাকরোতি—উপাধেরিতি, আবিদ্যাক্ষেত্রে—রজ্জুভুজ্জলাদিবসিধ্যাক্ষে সত্যীত্যর্থঃ। তত্রোপাধিপরিচ্ছিন্নত্বং প্রতিবিদ্বিয়োরপ্যুপপদ্যমানত্বাবিধ্যাক্ষেমেবেতি হেতোঃ, ঘটাকাশাদিষু ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটাস্থপ্রতিবিধাকাশে চ বাস্তবোপাধিময়-তত্ত্বদৃষ্টান্ত-দর্শনিনা তেবাং চিত্তাত্মবৈভিনামেককলীবাদপরিনিষ্ঠাদবাস্তববস্তুদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তো ন সিধ্যতি। উপাধেমিধ্যাক্ষে তেন পরিচ্ছিন্নঃ প্রতিবিদ্বশ্চ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব স্ম্যৎ, অতো মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তত্বেন সত্যঘট-ঘটাস্থনোঃ প্রদর্শনমসমঞ্জসমেব। ঘটঘটাস্থদৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—ঘটমানং, বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিরূপদাষ্টান্তিকপ্রদর্শনং—স্বঘটমানম্। তয়োঃ সঙ্গতিঃ সাদৃশ্যবিলক্ষণা কর্তৃমশক্যৈব, সাদৃশ্যতাবাৎ। ততশ্চেতি,—তত্তৎ সর্বং—পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিদ্বকরনং, অবিদ্যাবিলসিতং—অজ্ঞানবিজুস্তিতমেব, ইতি—এবমুক্তরীত্যা, স্বরূপমপ্রাপ্তেন—

* “অবিদ্যাবিলাস এবতি” ইতি শ্রীমদ্ গোস্বামিতট্টাচার্য্যভূতঃ পাঠঃ।

অসিদ্ধেন, তেন—পরিচ্ছেদবাদেন, তেন—প্রতিবিষবাদেন চ তত্তদ্ব্যবস্থাপয়িতুং—প্রতিপাদয়িতুমশক্যম্ ।
ততশ্চ হস্ত্যন্তায়েন ব্যাসদৃষ্টপ্রকারকন্তুধিভাগো ধ্রুবঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

অঘটমানত্বাৎ—বাস্তবিকত্বাসম্ভবাৎ, উপাধিময়েতি—বাস্তবোপাধিকৃতত্বার্থঃ । তদ্বর্শনয়া—পরি-
চ্ছেদদৃষ্টান্তেন । যদ্যপি তন্মতে ঘটাদেয়াকাশস্য তৎপরিচ্ছেদস্য চাবাস্তবত্বাৎ তদদৃষ্টান্ততাসম্ভবঃ, তথাপি
মিথ্যাকৃতান্যমপি ব্রহ্মাতিরিক্তানাং দ্বিবিধং সম্বৎ,—কেষাক্ষিণ্যাবহারিকং ঘটাদিদেহাদীন্যং, কেষাক্ষিণ্য
প্রাতিভাসিকং যথা রজ্জুসূর্ণাদেয়ৈতি । তথা চাকাশস্য সাবয়বত্বেন বিকারিত্বেন চ ব্যাবহারিকস্য
তৎপরিচ্ছেদস্যোপাধিকৃতস্য ঘটমানত্বং, ব্রহ্মণশ্চ নিরবয়বত্বেন নির্বিকারত্বেন তদুপাধেয়াবিদ্যকত্বেন চ
তৎপরিচ্ছেদকস্য ব্যাবহারিকস্য ঘটমানত্বমিতি প্রাতিভাসিকপরিচ্ছেদ এবাক্ষীকার্য্যঃ ইতি ন ঘটাকাশস্য
দৃষ্টান্ততাসম্ভবঃ, ঘটাকাশপরিচ্ছেদস্য তদ্বাস্তবিকত্বমুক্তং তদ্ব্যবহারিকস্য সম্বমেবেতি ভাবঃ । স্বপ্নস্য
দৃষ্টান্ততা চ তন্মতে সম্ভবঃ । তথাহি ‘দেহাদি-তৎকৃতব্রহ্মপরিচ্ছেদো মিথ্যা স্বপ্নদেহাদিবৎ’ ইত্যেবং
স্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ—ব্যাবহারিক-ব্রহ্মপরিচ্ছেদো ন সিদ্ধান্তীত্যর্থঃ । অত্র হেতুমাহ—
অঘটমান-ঘটমানযোগ্যেতি, + সঙ্গতেরেতি—তুলাতয়া সিদ্ধেরিতার্থঃ, ততশ্চেতি—দেহাদ্যুপাধিকৃত-
ব্রহ্মপরিচ্ছেদস্য প্রাতিভাসিকত্বাচ্চেত্যর্থঃ । অবিদ্যাবিলাস এব—খণ্ডুপাদিবদারোপবিষয় এব ।
স্বরূপমপ্রাপ্তেন—ব্যাবহারিকসম্বন্ধমপ্রাপ্তেন, তেন তেনেতি—তত্তদুপাধিকৃতপরিচ্ছেদবিশিষ্টব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ,
তত্তদ্বিতি—সংসারবৈচিত্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ।

উপাধির অবাস্তব পক্ষে দোষ । উপাধির অবাস্তবতা পক্ষে পরিচ্ছেদ ও
প্রতিবিষ—এই দুইটা বাদ খণ্ডন করিতেছেন :—উপাধির অবিদ্যা-মূলকত্ব হইলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির
জ্ঞায় মিথ্যা হইলে ব্রহ্ম উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং উপাধি দ্বারা প্রতিবিশিত—এই দুই এর বাস্তবিকতার
সম্ভাবনা না হওয়ায়, উহা মিথ্যাই হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘট-পরিচ্ছিন্ন আকাশে এবং ঘট-জলে প্রতিবিশিত
আকাশে বাস্তব উপাধিকৃত পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষ দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের অবাস্তব স্বপ্ন
দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তটী সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ তাঁহারা একজীববাদে পরিণিষ্ট ঐ দৃষ্টান্তও তদন্তুল্যেই
প্রদত্ত হইয়াছে । যে হেতু উপাধির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিষবাদও মিথ্যা
হইতেছে । অতএব মিথ্যা-উপাধির দৃষ্টান্ত কল্পে সত্য ঘট ও ঘটজলকে দেখান উচিত হয় নাই । কেন
বলি—ঘট ও ঘটজলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন—ঘটমান (ঘটনার যোগ্য) বিদ্যা অবিদ্যারূপ দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শন
অঘটমান (অঘটনীয়)—এই দুইএর সাদৃশ্য না থাকায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সহিত সঙ্গতি করা যায় না
এই সমস্ত কারণে মায়াবাদিগণের জীব ও জৈবের পরিচ্ছেদ-প্রতিবিষ কল্পনা—অবিদ্যা-বিলসিত
অর্থাৎ অজ্ঞান বিজ্ঞিত । যে রীতি স্বরূপকেই পাইল না অর্থাৎ যাহার স্বরূপের সহিত কোন সম্বন্ধ
নাই, তাদৃশ পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষবাদ অবলম্বনে জীব জৈবের প্রতিপাদন কখনই হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৩৯) অদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচাৰ্য্যপাদেৰ মতে জীব ও ব্ৰহ্মেৰ কোন ভেদ নাই । যে ভেদ দেখা যায়—তাহা উপাধিপ্রসূত । উহাৰ মূল কাৰণও উপাধি এবং উপাধিই পৰিচ্ছেদ ও প্ৰতিবিম্ববাদের ভিত্তি । ঐ বাদদ্বয় অবলম্বনেই জীব ব্ৰহ্মেৰ ভেদ কল্পনা ; যে সময়ে ঐ উপাধি—জ্ঞান দ্বাৰা নষ্ট হইয়া যায়, তখন আৰ জীব ঐশ্বৰেৰ ভেদ থাকে না, ‘ব্ৰহ্মাদ্বয়ং শিথ্যতে’ অদ্বয় ব্ৰহ্মই অবশিষ্ট থাকেন । এইবিভাগেৰ নিদান—উপাধিৰ বাস্তবত্ব কি অবাস্তবত্ব ? ইহাই নিশ্চয় কৰিতে পূৰ্ব্ববাক্যে উহাৰ বাস্তব পক্ষে দোষ দেখান হইয়াছে, এই বাক্যে অবাস্তব পক্ষে দোষ দেখাইয়া উক্ত পৰিচ্ছেদ ও প্ৰতিবিম্ববাদ খণ্ডন কৰিয়াছেন ।

“বাস্তবোপাধিগম্যতদ্বৰ্ণনয়া”—মায়াবাদিগণ পৰিচ্ছেদাদি বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সেই ঘটাকাশাদি বাস্তব উপাধিকৃত অৰ্থাৎ ঘট ও জল এ দুই উপাধি বাস্তব সত্তা স্তৱাং তাহাদেৰ অবাস্তব স্বপ্ন দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না । এক্ষণে দেখা যাইতেছে ; যদিও অদ্বৈতবাদিগণেৰ মতে ঘটাদিৰ এবং সেই ঘটাদি-পৰিচ্ছিন্ন আকাশাদিৰ অবাস্তবত্ব হওয়ায় তাহাৰ দৃষ্টান্ততাৰ সম্ভাবনা আছে, তথাপি ব্ৰহ্মাতিৰিক্ত বস্তুগুলি মিথ্যাভূত হইলেও তাহাদেৰ দুই প্ৰকাৰ সত্তা দেখা যায় । পাৰ্থিব—ঘট এবং দেহাদিৰ ‘ব্যবহাৰিক সত্তা’ এবং তন্মধ্যে কোন কোন বস্তুৰ ‘প্ৰাতিভাসিক সত্তা’—যেমন রজ্জুতে সৰ্পেৰ সত্তা ! তাহা হইলেই—আকাশেৰ সাব্যয়বত্ব এবং বিকাৰিত্ব ধৰ্ম্ম থাকায় ব্যবহাৰিক সত্তাবান্ স্তৱাং তাহাৰ উপাধিকৃত পৰিচ্ছেদেৰ ‘ঘটমানত্ব’ অৰ্থাৎ ঘটনা হইতেছে । কিন্তু ব্ৰহ্ম নিৰাকার নিৰ্ৰিক্কাৰ হওয়ায় তাহাৰ পৰিচ্ছেদেৰ অঘটমানত্ব অৰ্থাৎ ঐ কাৰণে পৰিচ্ছেদেৰ সম্ভাবনা না থাকায় ব্ৰহ্মেৰ প্ৰাতিভাসিক পৰিচ্ছেদই স্বীকাৰ কৰিতে হইবে স্তৱাং ঘটাকাশেৰ দৃষ্টান্ত হইতে পাবে না । ঘটে যে মহাকাশেৰ পৰিচ্ছেদ ; তাহাৰ বাস্তবিকত্ব বলা হইয়াছে, কাৰণ—তাহাতে ব্যবহাৰিক সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে ।

স্বপ্নেৰ সহিত ব্ৰহ্ম পৰিচ্ছেদেৰ দৃষ্টান্ত দ্বাৰা দিয়া থাকেন, অৰ্থাৎ স্বপ্নে যেমন নানাবিধ দেহাদি দেখা যায় ; অথচ তাহা মিথ্যা, তেমনি দেহাদি দ্বাৰা ব্ৰহ্মেৰ পৰিচ্ছেদও মিথ্যা বিলসিত । তাহাদেৰ মতে উহা সম্ভব হয় বটে ; কিন্তু তাহাতেও দোষ অপৰিহাৰ্য্য । কাৰণ—ঘটমান ও অঘটমানেৰ সঙ্গতি কৰা যায় না বৰ্ণিয়া ঐ সিদ্ধান্তে ব্ৰহ্মেৰ ব্যবহাৰিক পৰিচ্ছেদ সিদ্ধ হয় না । স্বপ্নেৰ সহিত দৃষ্টান্ত দিয়া আবার আকাশেৰ সহিত দৃষ্টান্ত কি সঙ্গত হয় ? অদ্বৈতবাদিগণ ব্ৰহ্মেৰ পৰিচ্ছেদ কল্পে যে আকাশাদিৰ দৃষ্টান্ত দিলেন, বিচারে তাহা ব্যবহাৰিক সত্তা স্বীকাৰ কৰিয়া ঘটমানত্ব স্থাপন কৰা হইল অৰ্থাৎ তাহাৰ (আকাশেৰ) ঘটাদিতে পৰিচ্ছেদ সংঘটিত হয় । কিন্তু দাৰ্ষ্টান্তিক ব্ৰহ্মেৰ ব্যবহাৰিক সত্তা কোন মতেই স্বীকাৰ কৰা যায় না, স্তৱাং রজ্জুতে সৰ্পেৰ সত্তাৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মেৰ প্ৰাতিভাসিক সত্তাই অগত্যা মানিতে হইবে । যদি ইহাই হয়, তবে নিৰ্ৰিক্কাৰ নিৰাকার ব্ৰহ্মেৰ পৰিচ্ছেদবিধায়ক অবিদ্যাকৃত উপাধিৰ ব্যবহাৰিক সত্তাৰ অঘটনমানত্ব হইবে অৰ্থাৎ কোনরূপেই ঐ সত্তা ঘটান যাইবে না । এখন এই ঘটমান ও অঘটমান এই বিকল্পায়মান দুইটিৰ সঙ্গতি কৰিতে হইলে দৃষ্টান্ত (আকাশ) দাৰ্ষ্টান্তিক (ব্ৰহ্ম) তুল্য হইয়া পড়ে । দৃষ্টান্ত ও দাৰ্ষ্টান্তিকেৰ সৰ্বাংশে সাম্য না থাকিলেও আংশিক ভাবে থাকা অবশ্যই প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ তো কোন অংশেই প্ৰাকৃত বস্তুৰ সহিত ব্ৰহ্মেৰ তুল্যভাব স্বীকাৰ করেন না ! তখন তাহাদেৰ ঐ দৃষ্টান্তগুলি কি কৰিয়া দিহ হয় এবং উহাৰ সঙ্গতিই বা কিৰূপে হয় ?

এখন দেখা যাইতেছে দেহাদি উপাধিকৃত ব্রহ্মের পরিচ্ছদ—প্রাতিভাসিক সত্তাবান্, আকাশ কুশুমের
স্তায় আরোপসিদ্ধ। ব্যবহারিক সত্তার সহিত উহার সম্বন্ধ নাই স্বতরাং দেহাদি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
ব্রহ্মের বিবিধ সংসার বৈচিত্র্যী কি করিয়া ঘটাইতে পারা যায় ?

ইতি ব্রহ্মাবিদ্যায়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগ-
স্যাভাস্তাভাবান্স্পন্দত্বাচ্ছূকং তদেব তদযোগাদশূক্য। * জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যা-
কল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তুদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ।
তত্র চ শুক্ল্যাং চিত্তাবিদ্যা, তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ † তস্যামৌশ্বরাত্মায়াং বিদ্যোতি,
তথা বিদ্যাবস্ত্রেহপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা সাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাক্ষণকৃত-টীকা।

নহু পরিচ্ছেদাদিবাদনয়োনান্ধাং তাৎপর্যং, তস্তাভাবোদনায় কল্পিতত্বাং, কিঞ্চেকজীববাদ এব তদন্তি।

“স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা। শরীরমায়ায় করোতি সর্বম্।

দ্বিয়য়পানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতি ॥” (কৈবল্যং ১২)—ইত্যাদি

কৈবল্যোপনিষদি তন্ত্ৰৈবোপপাদিতত্বাং। তদ্বাদশেষম্; “একমেবাধিতীয়ম্” ইত্যাহ্যুক্তশ্রুতিভো-
হিতীয়চিন্নাত্মো হ্যাত্মা। স চাত্মানুবিদ্যায়া গুণময়ীঃ মায়াঃ তদৈষম্যায়াং কাথ্যাসংহতিঞ্চ কল্পয়ন্নস্বদর্থমেকং
যুগ্মদর্শ্যং বহুন কল্পয়তি। তত্রাস্বদর্থঃ—স্বরূপঃ পুরুষঃ। যুগ্মদর্থঃ—মহাদানীনি ভূমাস্তানি জড়ানি,
অতুল্যানি পুরুষান্তরাণি, সর্বেশ্বরাত্মাঃ পুরুষবিশেষঃ—ইতোবাং ত্রিবিধঃ।

“জীবেশাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি” (নৃসিংহঃ ৯) ইতি শ্রুত্যন্তরাক্ষ।
গুণযোগাদেব কর্তৃভূতক্বে তত্রাত্মগুণ্যন্তে, যথা স্বপ্নে কশ্চিৎপ্রাজধানীং রাজ্ঞানং তৎপ্রজ্ঞাশ্চ কল্পয়তি, তন্নিয়মা-
মান্ধানঞ্চ মনুজতে, তদ্বৎ। জ্ঞাতে চ জ্ঞানে, জাগরে চ সতি, ততোহস্তন্ন কিঞ্চিদন্তীতি চিন্মাত্রমেকমায়াবস্তুতি।
তমিমং বাদং নিরাকর্তৃমাহ—ইতি ব্রহ্মেতি, ইতি—এবং পূর্বোক্তরীত্য। পরিচ্ছেদাদিবাদনয়ন্ত প্রত্যাত্মানে
জ্ঞাতে, ব্রহ্ম চ অবিদ্যা চ—ইতি দ্বয়োঃ পর্য্যবসানে সতীত্যর্থঃ। অভাস্তাভাবান্স্পন্দত্বাদিত্যি—“অগৃহ্যো ন হি
গৃহ্যতে” (বৃ. আ. ৩,৯,২৬) ইত্যাদি শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। বিরোধস্তদবস্থ ইতি—বিরোধত্বাদেবাবশ্যক্যব্যবস্থা-
পরিতুমিত্যর্থঃ ‡। তত্র চ শুক্ল্যামিতি—“শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যকস্মাদবিদ্যাসম্বন্ধস্তৎসম্বন্ধান্তস্ত জীবম্। তেন জীবেন
কল্পিতাত্মা মায়ায়া আশ্রয়ো ভূষা তদ্ব্রহ্মৈবেশ্বরঃ। তন্ত্ৰেখরস্ত মায়ায়া পরিতুঃ ব্রহ্মৈব তজ্জীবঃ।” ইত্যাদি
বিপ্রলাপোহয়মবিহৃষামেব, ন তু বিহৃষামিতি ভাবঃ। মায়িকত্বং—প্রভারকত্বমিত্যর্থঃ। “স এব মায়া” ইতি

* “তদযোগাদশূক্যঃ” ইতি বা পাঠঃ।

† “অবিদ্যা তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ” ইত্যত্র “অবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ” ইতি পাঠান্তরম্।

‡ “অশক্যব্যবস্থাপন ইত্যর্থঃ” ইতি বা পাঠঃ।

ঐতিহ্য ব্রহ্মায়ত্ত্বগতিকং-ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোহনতিরিক্তে। * জীব ইত্যেব নিবেদয়ন্তী গতাৰ্থা, + “জীবেশৌ” ইতি ঐতিহ্য মায়াবিমোহিততাকিকাদিপরিব্রজিতজীবেশপৰতয়া গতাৰ্থেতি ন কিঞ্চিদম্পন্নম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা।

দৃষণান্তরমাহ - ব্রহ্মাবিদ্যায়োরিতি। পঞ্চাবসানে—বিচারেণ স্বরূপনির্ণয়ে সতীতি,—‘বিরোধস্তদম্’ এব’ ইত্যগ্রেণাস্তাহয়ঃ। চিন্মাত্রত্বেন স্বপ্রকাশস্থান্যকত্বেন, অবিদ্যায়োগস্ত অবিদ্যায় নিরাসেন তৎকৃতমোহাদেঃ। তদ্ব্যোগাদিতি—অবিদ্যায়োগেন পরিচ্ছিন্নত্বাং প্রতিবিশ্বরূপত্বা ইত্যর্থঃ। অশুদ্ধা—মুদ্রতয়া, রাগদ্বেষাদিমত্বেন জীবা ইতি। তথা চ মোহামোহয়োঃ সঙ্গাসঙ্গয়োঃ বিরোধঃ। বিরোধান্তরমাহ—পুনরিতি,—তথার্থঃ। জীবাবিদ্যাকল্পিতৈতি—তথা চ জীবভাবঃ বিনা ন মায়াশ্রয়ত্ব-মীশ্বরস্ত, তথা ঈশ্বরশ্রুতিমায়াকৃতমোহঃ বিনা ন জীবভাবঃ—ইত্যন্তোক্তাশ্রয় ইতি ভাবঃ। শুদ্ধায়াঃ চিত্তীতি—নিরূপাধৌ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। তত্ত্বামিতি—চিত্তীত্যর্থঃ। তথা চৈকান্ত্যাবিদ্যা-বিদ্যায়োবিরোধঃ স্ফুটঃ—ইতি দর্শয়তি,—বিদ্যাবদ্বৈতপীতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।

উক্ত বাদ সম্বন্ধে পুনরায় আর একটি দোষ আরোপ করিতেছেন :—উল্লিখিতরূপে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় হইলে বিরোধ সেইরূপই থাকে, কারণ—যে স্বপ্রকাশ স্থান্যক ব্রহ্মের অবিদ্যা নিরাস হওয়ায় অবিদ্যাকৃত মোহাদির অত্যন্ত অভাব বলিয়া তাঁহার শুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, আবার সেই ব্রহ্মই অবিদ্যা সম্পর্কে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিশ্বরূপ হইয়া অশুদ্ধ—মুদ্র, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি যুক্ত হওয়ায় ‘জীব’ হইয়া পড়িলেন! এই প্রকার একই বস্তুতে ‘মোহ-অমোহ, এবং অবিদ্যার ‘সঙ্গ-অসঙ্গ, রূপ একটি মহান্ বিরোধ উপস্থিত হইল।

এ বিষয়ে আরও একটি বিরোধ দেখাইতেছেন :—

আবার সেই ব্রহ্মই যখন জীবের অবিজ্ঞা কল্পিত মায়াকে আশ্রয় করেন, তখন ‘ঈশ্বর’ হইয়েন, এবং ঐ মায়ার বিষয় হইয়া ‘জীব’ এই উপাধিপ্রাপ্ত হন—এ অর্থেও বিরোধ ঐ অবস্থাতেই থাকিল! এখন দেখা যাইতেছে; জীব-ভাব ব্যতিরেকে ঈশ্বরের মায়াশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয় না এবং ঈশ্বরাত্মী মায়াকৃত মোহ ব্যতীত জীবভাবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না—এইরূপে ‘অন্তোক্তাশ্রয়’ দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে!

সেই শুদ্ধ চিন্মাত্র নিরূপাধি ব্রহ্মে অবিজ্ঞার সম্বন্ধ-হেতু কল্পিত—উপাধিযুক্ত চিন্মাত্র ঈশ্বরে বিজ্ঞার কল্পনা। এইরূপে ঈশ্বরের বিদ্যাবস্তা অস্বীকার করিয়াও আবার ঈশ্বরকে মায়িক বলা হইল! এবিধ বহুর কল্পনার অসামঞ্জস্য—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমুসন্ধান করিলে পাইবেন ॥ ৪০ ॥

* “নতিরিক্তঃ” ইতি বা পাঠঃ।

+ “নিবেদয়ঙ্গতার্থা” ইতি বা পাঠঃ।

তাৎপর্য।

(৪০) একজীববাদ খণ্ডন। শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানচূষণ মহাশয় এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ‘একজীববাদ’ উল্লেখ করিয়া যে ভাবে উহার খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে :—প্রতিপক্ষ যদি বলেন; পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিষবাদে আমাদের তাৎপর্য নহে, যেহেতু ঐ দুই বাদ অজ্ঞানোক্তের বোধের জন্মই কল্পিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের বাক্যের তাৎপর্যই ‘একজীববাদে’ অর্থাৎ সাধারণকে ‘একজীববাদ’টাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিবিষ ও পরিচ্ছেদবাদের কল্পনা মাত্র করা হইয়াছে। কারণ কৈবল্য শ্রুতিতে (উপনিষদে) ঐ ‘একজীববাদ’ই পাওয়া যাইতেছে—“সেই এক আত্মাই মায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া শরীর পরিগ্রহণ পূর্বক জী-অন্ন-পান প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ্য বিষয়াদি উপভোগ করেন, আবার সেই আত্মাই জাগ্রত হইলে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিলে পরম সুখ পাইয়া থাকেন।”

“স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাশ্রয় কৰোতি সৰ্বম্।

স্বিয়ম্পানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমতি ॥” (কৈবল্যং ১২)

এক জীববাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে যে অদ্বৈত চিন্ময় আত্মাকে গ্রহণ করা যায়; তিনিই নিজের ত্রিগুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার গুণত্রয়ের বৈষম্য সম্বৃত্ত কার্য সংহতির কল্পনা করিয়া ‘অশ্বদ’ অর্থে এক এবং ‘যুগ্মদ’ অর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তার মধ্যে অশ্বদর্থ—আপনার পুরুষাখ্য স্বরূপ, যুগ্মদর্থ—আপনা হইতে অতিরিক্ত মহত্ত্ববাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত জড় বস্তুনিচয়, আপনার তুল্য অজ্ঞাত পুরুষ এবং সর্বেশ্বর নামক বিশেষ পুরুষ—এই ত্রিবিধ কল্পনা করিয়া থাকেন। এক আত্মাই যে মায়ার দ্বারা ঐরূপে প্রকাশ পান, তাহা অপরাপর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—

“জীবেশাভাসেন কৰোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।” (নৃসিংহাস্তরং ২)

আত্মা অসঙ্গ কিন্তু মায়ার তিন গুণের সহিত যোগ হওয়ায় কর্তৃক তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। যেমন স্বপ্নে কোনও দরিদ্রব্যক্তি—রাজা, রাজধানী এবং প্রজা-পুঞ্জ দেখিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া অভিমান করে, পরে স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে আর সে অভিমান থাকে না, তখন স্বরূপ-স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ জীবের যখন আত্মতত্ত্বের স্মৃতি হয়, তখন আর অস্ত্র কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল চিন্মাত্র এক আত্ম-বস্তুর বোধই হইয়া থাকে। জীবাত্মা এক, বিষয়ের বহুত্ব, গুণযোগে সেই সকল বিষয়ে কর্তৃক-ভোক্তৃক অভিমান আপনাতে অধ্যস্ত হওয়ায় বহুরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই একজীববাদের সিদ্ধান্ত;—তাই এই একজীববাদ খণ্ডন অভিলাষে গ্রন্থকার ঐ বাক্যের অবতারণা করিলেন।

পূর্বোক্ত রীতিক্রমে তোমার অবতারণিত পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষবাদ খণ্ডিত হইল, এখন থাকিল মাত্র—ব্রহ্ম ও অবিদ্যা! তথাপি আবার বলিতেছ?—ব্রহ্ম শুদ্ধই বটে; তবে অকস্মাৎ অবিদ্যার সঞ্চয় হওয়ায় ব্রহ্মের ‘জীবত্ব’ হইয়া পড়ে। ঐ জীবকল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া সেই ব্রহ্মই পুনরায় ঈশ্বর আখ্যা লাভ করেন।’ স্বরণ যেন থাকে—ব্রহ্ম সেই ঈশ্বরাজিত মায়া কর্তৃক পরাভূত হইয়া জীব হয়েন! ‘যথা পূর্বং তথা পরম্’ বিরোধ তো তোমার পূর্বের মতই থাকিল? এ যে তোমার সামগ্র্যত্বপূর্ণ কথা! ব্রহ্ম শুদ্ধ—তাঁহাতে আবার অবিদ্যার সঞ্চয়! ঈশ্বরে বিদ্যার কল্পনা, আবার তাঁহারই মায়িক স্বাপন? এ সমস্ত অজ্ঞের প্রলাপ ভিন্ন আর ইহাকে কি বলা যাইতে পারে!

“স এব মায়া”—ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য এই :—জীব ব্রহ্মায়ত্ত্ববৃত্তিক অর্থাৎ জীব এক ব্রহ্ম হইতেই আপনার যাবতীয় ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির বিষয় গ্রাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং জীব—ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবকে ব্যাপিয়া বর্তমান থাকেন । “জীবেশাব্যাসেন”—ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য এই—মায়ামোহিত তार्কিকগণ জীব এবং ব্রহ্মকে যে ভাবে বলেন, তাহাই শ্রুতি প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু ঐ বাক্যে জীবেশ্বরের তত্ত্ব বলা হয় নাই । সুতরাং উল্লিখিত দুইটি শ্রুতির এইরূপ অর্থই সঙ্গত, তাহা হইলে আর কোনই বিরোধ থাকে না ।

কিঞ্চ, যদ্যত্রাভেদ এব তাৎপর্যমভবিষ্যত্তহে’কমেব ব্রহ্মজ্ঞানেন ভিন্নং, জ্ঞানেন তু তস্য ভেদময়ং দুঃখং বিলীয়ত ইত্যপশ্চদিত্যেবাবক্ষ্যৎ । তথা শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়-বিরোধশ্চ জায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

অনুপপত্তান্তরমাহ ;—কিঞ্চতি । অত্র—শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে । ইত্যেবেতি,—‘পূর্ণঃ পুরুষঃ কশ্চিদতি, তদাশ্রিতয়া মায়ায়া জীবো বিমোহিতোহনর্থঃ ভক্ততি, তদনর্থোপশয়নী চ পূর্ণস্ত তস্ত ভক্তিঃ’ ইত্যপশ্চৎ—ইত্যেবং নাবক্ষ্যদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

যদ্যত্রৈতি, অত্র—শ্রীভাগবতে,—“অপশ্চৎ পুরুষঃ পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্” ইতি বচনে । অপশ্চদিত্তি—ব্যাস ইত্যাদিঃ, অবক্ষ্যদিত্তি—স্বত ইত্যাদি, তথোক্তাবেব স্পষ্টার্থঃ শ্রাদিত্তি ভাবঃ । ‘স্বতশ্চাঐষতমত-স্বীকারন্তদুৎকৃ-শুকসম্মতিং বিনা ন’ ইতি বিভাব্য দুষণান্তরমাহ,—তথৈতি—‘অঐষতবাদস্ত স্বতসম্মতত্বে ইত্যর্থঃ । বাস্তবত্বাভাবে অঐষতভঙ্গভিয়া বাস্তবত্বাস্বীকারে, শুকহৃদয়বিরোধশ্চেতি—শুকহৃদয়গ্রন্থে শ্রীভগবল্লীলায়া বাস্তবিকত্বেন কথনাদিত্তি ভাবঃ । তথা চ সৰ্ব্বতোহতিশয়জ্ঞানস্ত শুকশ্চাঐষতবাদস্বীকারেণ তন্নতং ন সমীচীনমিত্তি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ।

পূৰ্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিষয়বাদ বিষয়ে অপর একটি অনুপপত্তি দেখাইতেছেন ;—যদি ঐ অভেদবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের “অপশ্চৎ পুরুষঃ পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্” এই বচনের তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে ‘এক ব্রহ্মই অজ্ঞান দ্বারা ভেদযুক্ত হন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ভেদময় দুঃখ বিলীন হইয়া যায়’ ইহাই শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে দেখিয়াছিলেন—এই কথা স্বত বলিতেন এবং ঐরূপ অর্থও তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইত ? (কিন্তু ‘কোন এক বৈভবপূর্ণ পুরুষ আছেন, তাঁহারই আশ্রিতা মায়ায় বিমোহিত হইয়া জীব অনর্থ ভোগ করে, এবং সেই পূর্ণপুরুষের ভক্তিই অনর্থ বিনাশিনী’—এ কথা বলিতেন না ।)

হৃতের সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ স্বীকার, তাঁহার গুরু—শ্রীশুকদেবের সম্মতি ব্যতিরেকে হইতে পারে না । ইহাই চিন্তা করিয়া অপর একটি দোষ বলিতেছেন ;—‘অদ্বৈতবাদ হৃত-সম্মত’ হইলে অদ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া যায় ; এই ভয়ে শ্রীভগবানের লীলাদির বাস্তবত্বের অস্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে আবার ‘শ্রীশুকদেব’ গ্রন্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ—ঐগ্রন্থে শ্রীভগবন্মীলার বাস্তবিকত্ব দেখান হইয়াছে । অতএব জ্ঞানিকুল চূড়ামণি শ্রীশুকদেবই যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন অদ্বৈতবাদিগণের তন্মতপোষক পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিশ্ববাদও যে সমীচীন নহে ; ইহা বলাই বাহুল্য ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ পরিচ্ছেদ-প্রতিবিশ্বত্বাদি—প্রতিপাদকশাস্ত্রাণ্যপি কথঞ্চিৎসাদৃশ্যেন গোঁঠৈব বৃত্ত্যা প্রবর্তেরন্ । “অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাহম্” (ব্রং সূং ৩, ২, ১৯) “বুদ্ধিহ্রাস-ভাক্কমন্তর্ভাবাত্তত্ত্বয়সামঞ্জস্যাদেবম্” (ব্রংসূং ৩, ২, ২০) ইতি পূর্বোক্তরপক্ষময়ন্ত্যায়াভ্যাম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

তস্মাদিতি ;—তৎসাদৃশ্যেন—পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিশ্বত্বল্যাহেনেত্যাৰ্থঃ । ‘সিংহো’ দেবদত্তঃ’ ইত্যত্র যথা গোঁঠা বৃত্ত্যা সিংহত্বল্যং দেবদত্তত্বোচ্যতে, ন তু সিংহত্বং, তদ্বদিত্যাৰ্থঃ । নহেবং কেন নির্ণীতম্ ? ইতি চেৎ, ‘স্বত্রকৃতা শ্রীব্যাসেনৈব’ ইতি তৎ স্বত্রদ্বয়ং দর্শয়তি । তত্রৈকেন তদ্বাদদ্বয়মসম্ভবান্নিস্ততি,—অম্বুবদিতি ; যদাম্বুনা ভূখণ্ডস্ত পরিচ্ছেদঃ, এবমুপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্ত স স্ত্রাৎ ? ন, অম্বুনা ভূখণ্ডস্তেব উপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্ত গ্রহণাভাবাৎ । “অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে” (বহং, ৩, ২, ২৬) ইতি হি শ্রুতিঃ । অতো ন তথাহং, ব্রহ্মণ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বং ন ইত্যর্থঃ । যদ্বা, অম্বুনি যথা রবেঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছিন্নস্ত গৃহ্যতে, এবমুপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো ব্যাপকস্ত ন গৃহ্যতে ; অতো ন তথাহং—তস্ত প্রতিবিম্বো ন ইত্যর্থঃ । তহি শাস্ত্রদ্বয়ং কথং সম্বন্ধে ? তত্রাহ ;—বুদ্ধীতি দ্বিতীয়েন । তদ্বয়ং ন মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ততে, কিন্তু বুদ্ধিহ্রাসভাক্কঃ গুণাংশমাদায়েব, যথা মহদম্মৌ ভূখণ্ডৌ, যথা চ রবিতং প্রতিবিম্বৌ বুদ্ধিহ্রাসভাক্কৌ, তথা পরেশজীবৌ স্ত্রাতাম্ । কূতঃ ? অন্তর্ভাবাৎ, এতন্নিম্নাংশে শাস্ত্রতাৎপর্যাপূৰ্ত্তেঃ । এবং সত্যাভয়োঃ—দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকয়োঃ, সামঞ্জস্তাৎ—সম্বন্ধেতিত্যাৰ্থঃ । পূর্বল্যাহেন পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্ত খণ্ডনম্, উত্তরল্যাহেন তু গোণবৃত্ত্যা তস্ত ব্যবস্থাপনমিতি । ‘ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বা জীব এব’ ইতি স্বত্রকৃতাং মতম্, ‘ঈশোহপি ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বা’ ইতি মায়িনামীশবিম্বানাং মতমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

“অম্বুবদগ্রহণাৎ” ইতি পূর্বপক্ষবেদান্তস্বত্রম্ । অস্তার্থঃ—পরমাত্ম-ভীবাঙ্গানোরৈক্যং, অগ্রহণাৎ—ভেদস্তাগ্রহণাৎ অভেদস্ত প্রবণাদিতি যাবৎ, “সৰ্ব্ব একীভবন্তি” (প্রশ্নং ৪, ২) ইতি শ্রুতেঃ, “স একত” “বহ স্ত্রাম্” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তথা চৈক্যমেব ব্রহ্ম তত্ত্বরূপাধিভেদেন ভিন্নমিব, তত্ত্বরূপাধিবিগমে পুনরৈক্যঃ—অম্বুবৎ, একস্মাক্সলাভকৃতঃ জলঃ পুনন্তর্ভবে জলে নিহিতমেকীভবতীতি—তদ্বদিতি । অত্র সিদ্ধান্তস্বত্রম্—

“বুদ্ধিহাসভাক্তুমন্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্তাদেবম্” ইতি । জলাজ্জলন্তঃ জলং অবয়ববিভাগেন পূর্জ্জলনাশেন জলান্তরং উৎপন্নং, ন তু তয়োরৈক্যং তদাধারভূতজলস্ত হ্রাসাৎ । পুনস্তত্র নিষ্কিপ্তং তজ্জলং মিলিতমুভাভ্যাং জলান্তরমুৎপন্নং, বুদ্ধিদর্শনাৎ । তদাহ,—“বুদ্ধিহাসভাক্তুম্” ইতি । বুদ্ধিহাসভাক্তঃ যতো ভবতি, অতো মিলিতজলয়োর্ভেদঃ পরমার্থঃ ।

নহু কথং তদা মিলিতজলয়োরেকত্বপ্রতীতিঃ ? ইত্যত আহ—“অন্তর্ভাবাৎ” একস্মিন্ জলেহপরজলস্তান্তর্ভাবাৎ বিলক্ষণসম্বন্ধাহুভয়সামঞ্জস্তাং তয়োর্ভেদস্ত তয়োরৈক্যপ্রতীতেচ্চ, ইতি ষয়োৰূপপত্তিরিত্যর্থঃ । তথা চাভেদপ্রতীতিন্ পারমার্থিকী, পরিমাণভেদেন দ্রব্যভেদস্ত সর্বসিদ্ধহাৎ । এবং জীবাত্ম-পরমাত্মনোরপি ভেদঃ পারমার্থিকঃ, প্রাপ্তকৃতবিরুদ্ধাধায়াৎ । অভেদপ্রতীতিস্ত—অন্তর্ভাবাৎ উপাদিবিগমে বিলক্ষণসম্বন্ধাপায়াৎ । তথা চ শ্রুতিঃ—“যথোদকং শুক্রে শুক্লমাসিত্তং তাদৃগেব ভবতি” (কঠো ৪, ১৫) ইতি ।

স্বান্দে চ—“উদকে ত্বদকং সিত্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ । ন চৈতদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রদৃশতে । এবমেব হি জীবোহপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা । প্রাপ্তোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ” ইতি । তাদাত্ম্য—মিশ্রতাং । নাসৌ ভবতীতি—ন পরমাত্মা ভবতি । স্বাতন্ত্র্যাদীতি,—আদিনা—নির্জীকারাদিপরিশ্রহস্তেন তয়োর্মিলনে পদার্থান্তরতাপত্তিরপীতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।

অতএব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলি—গৌণীবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং প্রতিবিম্ব-বাদের কথঞ্চিৎ (আংশিক) সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ব্রহ্ম-নিকপণে প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ “সিংহো দেবদত্তঃ” এ কথা বলিলে যেমন শব্দের গৌণী বৃত্তি দ্বারা দেবদত্তের সিংহতুল্যত্ব বোধ হয় কিন্তু ত্বাহার সিংহত্ব কখনই বোধগম্য হয় না, তেমনি এ স্থলেও গৌণী বৃত্তি স্বীকারেই পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ব বাদের লাতা অর্থ বুদ্ধিতে হইবে । “অনুবদগ্রহণাত্মু ন তথাষম্”—এই বেদান্তের পূর্বপক্ষ সূত্র এবং “বুদ্ধিহাস-ভাক্তুমন্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্তাদেবম্” এই উত্তর পক্ষ সূত্রের গৌণবৃত্তি দ্বারা উক্ত বাদদ্বয়ের প্রবৃত্তি দেখান হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য

(৪২) উক্ত সূত্রদ্বয়ের বিস্তাভূষণ মহাশয়রূপ ব্যাখ্যা—গ্রন্থকার নিজ-সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণার্থে শ্রীবেদব্যাসরূপ দুইটি সূত্র দেখাইয়াছেন, তাহার পূর্ব—“অনুবদগ্রহণাত্মু ন তথাষম্” সূত্রের অর্থ—“যেমন কোন জলাশয়গত জলের দ্বারা তাহার আয়তীকৃত ভূমি খণ্ডের পরিচ্ছেদ হয়, তেমনি ব্রহ্ম প্রদেশের পরিচ্ছেদ—এ কথা বলিতে পার না,—“অনুবদগ্রহণাৎ” ভূমি যেমন জলের দ্বারা ভূমি খণ্ডের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতেছে, তেমনি ব্রহ্মপ্রদেশের গ্রহণ হইতে পারে না, কারণ শ্রুতি বলেন ;—“অগ্রছো নহি গৃহ্যতে” গ্রহণের অবিষয়কে কখনই গ্রহণ করা যায় না । অতএব “ন তথাষম্”—ব্রহ্মের উপাদি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না । অথবা জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব—পরিচ্ছিন্ন বস্তুর বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এইরূপ উপাদিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—ব্যাপক বস্তুর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । অতএব “ন তথাষম্” ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ।”

দ্বিতীয়—“বুদ্ধিহাসভাক্তুমন্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্তাদেবম্” সূত্রের অর্থ—“যদি বল—“পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ব-

বাদবিধায়ক শাস্ত্রের সঙ্গতি কিরূপে হইবে?’ তাই বলিতেছি—ঐ দুইটি বাদ ব্রহ্মে মুখ্য বৃত্তিতে প্রবর্তিত হয় না কিন্তু “বুদ্ধিহ্রাসভাক্তম্” বুদ্ধি হ্রাস গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই গৌণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন বৃহৎ ও অল্প ভূখণ্ড এবং সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্ব, ইহারা বুদ্ধি-হ্রাসযুক্ত অর্থাৎ বৃহৎ ভূখণ্ড ও সূর্য্যের মহত্ত্ব আর অল্প ভূখণ্ড এবং প্রতিবিম্বের ক্ষুদ্রত্ব, তেমনি পরমেশ্বর ও জীব—গুণাংশের তারতম্যে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা এবং অজ্ঞতাগুণের তারতম্যে বুদ্ধি হ্রাসযুক্ত হইয়া থাকেন। কোথায়? “অন্তর্ভাবাৎ” ঐরূপ তারতম্যাংশেই পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। “এবং” এইরূপ অর্থ হইলে “উভয় সামঞ্জস্য” দৃষ্টান্ত—ভূখণ্ড সূর্য্যাদি এবং দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্ম; ইহার সঙ্গতি হয়। এইরূপে পূর্ব্ব জ্ঞায় (সূত্র) দ্বারা পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন এবং উত্তর জ্ঞায়ে গৌণবৃত্তি দ্বারা ঐ বাদদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া সমন্বয় করা হইল। ব্রহ্মসূত্রের কথিত সিদ্ধান্ত সমালোচনায় বৃত্তিতে হইবে—‘জীব ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব’ ইহা সূত্রকার বেদব্যাসের মত নয়, তবে ‘ঈশ্বরও যে ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব’—এইমত ঈশ্বর-বিমুখ নানাবাদিগণেরই কল্পিত।

উক্ত সূত্রদ্বয়ের শ্রীমদ্‌গোন্ধামিভট্টাচার্য্যাকৃত ব্যাখ্যা—“অম্বুবদগ্রহণাৎ”—এইটি পূর্ব্বপক্ষরূপ বেনাস্ত সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ এই:—“পরমাট্মা এবং জীবাত্মার ঐক্য অর্থাৎ অভেদ ভাবই স্বীকার্য্য, কারণ কোথাও ভেদের গ্রহণ দেখা যায় না অর্থাৎ অভেদ ভাবই শ্রবণ করা যায়। যেহেতু “সর্ব্ব একীভবন্তি” “স একত্ব বহুভাঃ” এই সকল শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্ম এক, আকাশ জলাদি উপাদি ভেদে বহুরূপে প্রকাশ পান, সেই সেই উপাদির নাশ হইলে পুনরায় ঐক্য হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—“অম্বুবৎ” যেমন কোনও স্থান হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরায় সেই স্থানে রাখিয়া দিলে পূর্ব্ব জলের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ উপাদির নাশে জীবাত্মা পরমাট্মার সহিত অভেদ হইয়া পড়ে।”

ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পক্ষরূপ সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন:—“বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তম্, অন্তর্ভাবদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্”, জল হইতে কিঞ্চিৎ জল উঠাইলে ঐ উদ্ধৃত জলের অবয়ব বিভাগ হওয়ায় পূর্ব্ব জলের ধর্ম্ম আর তাহাতে থাকিল না, তখন একটি পৃথক্ জল উৎপন্ন হইল মানিতে হইবে স্তুরাৎ “ন তথাঅম্” তাহার পূর্ব্ব জলের সহিত ঐক্য—অভেদত্ব থাকিল না। কেন বলি?—পূর্ব্বস্থিত আধারভূত জল হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করায়, তাহার হ্রাস হইল আবার ঐ উদ্ধৃত জল তাহাতে নিক্ষেপ করিলে উভয়ে মিলিত হইয়া অপর একটি জলান্তর উৎপন্ন হইল, কারণ জলের বুদ্ধি দেখা যাইতেছে! ইহাই সূত্রকার বলিলেন:—“বুদ্ধিহ্রাসভাক্তম্” স্তুরাৎ যখন বুদ্ধি হ্রাস দেখা যাইতেছে, তখন সম্মিলিত উভয় জলের ভেদ পারমার্থিক। যদি আশঙ্কা হয় ‘তবে কেন উভয় জলের ঐক্য প্রতীতি হয়?’ তাহার নিরাস করিয়া বলিতেছেন:—“অন্তর্ভাবাৎ” এক জলে অপর জলের অন্তর্ভাব হওয়াতেই ঐক্য প্রতীতি হয় অর্থাৎ অভেদ ভাবের বোধ হয় কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিলক্ষণ সঞ্চ থাকায় “উভয়সামঞ্জস্যং” উভয় পদার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দুইএর ভেদ প্রতীতি ও হইতেছে! এইরূপে উভয় পদার্থের আপাতত: “ভেদাভেদ” প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু অভেদ ভাবটি পারমার্থিক নয়, কারণ পরিমাণ-ভেদে ত্রব্য-ভেদ সর্ব্বত্র স্বপ্রসঙ্গিক অর্থাৎ যখন উদ্ধৃত জলাংশ জলাধারে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন তো আধারস্থ জলের বুদ্ধিগামিত্ব স্বাভাবিক! স্তুরাৎ পূর্ব্বপেক্ষায় পরিমাণ বুদ্ধি হওয়ায় ঐ বুদ্ধ্যাংশে তাহার ভেদ প্রতীতি কেন হইবে না! এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিলক্ষণ ধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ায় জীবাত্মা এবং পরমাট্মার ভেদই পারমার্থিক, তবে জীব যখন পরমাট্মার সহিত মিলিত

হয় অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষ্যকার হয় ; তখন মায়াকৃত স্বরূপাশ্রয়িত্ব অশ্রুতাবশেষ প্রভৃতি বিলক্ষণ সন্ধ্যাগুলি নষ্ট হইলে, তাহার পরমাত্মার সহিত অভেদ-প্রতীতি হয় মাত্র কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়। ঋতি বলিয়াছেন :—“শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।” (কঠো ৪, ১৫)

স্বল্প পুরাণেও এই ঋতির অর্থই পরিষ্কৃত হইয়াছে :—

“উদকে তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ । ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥

এবমেব হি জীবোহপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনাম্ । প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ ॥”

জলে জল মিশ্রিত হইলে, মিশ্রিত জল পূর্নস্থিত জলের সহিত অভেদ হইয়া যায় না, যেহেতু তাহার বুদ্ধিরূপে বৃত্তি দেখা যায়। এইরূপে জীবও সাধনবশে পরমাত্ম-তাদাত্ম্য (মিশ্রণস্থ) লাভ করিলে সে পরমাত্মা হইয়া যায় না, কারণ—‘স্বতন্ত্র নির্বাকার প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় জীবের সহিত তাঁহার ভেদ স্বাভাবিক। স্বতরাং উভয়ের (জীব-পরমাত্মার) মিলনেও জীবকে অত্র পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করা যায়।

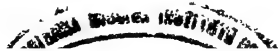
উক্ত দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বেদান্ত সূত্রের বৈষ্ণবভাষ্যগুলি যে ভাবে প্রতিবিধ ও পরিচ্ছেদ বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, ক্রমে তাহা দেখান যাইতেছে ; উক্ত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন :—

“অধ্বদিতি সপ্তম্যস্তাৎ বতিঃ। অধ্বদর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহস্থে ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অধ্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রাস্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যতে, ন পরমার্থতত্ত্বস্থাঃ। ইহ তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “যোহপ্পু তিষ্ঠন্” “য আয়ানি তিষ্ঠন্ ॥ (বৃঃ আঃ ৫।৭।৩, ৪, ২২) ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতঃ সূর্য্যাদেব অধ্বদর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষানন্তরসম্ভবতঃ তত্র স্থিতাভাবাদেব। অতো ন তথাহং—দাষ্টান্তিকস্ত ন দৃষ্টান্ততুল্যম্ভিত্যর্থঃ।”

“এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, যেমন রবি বসন্তঃ জলের মধ্যে বর্তমান না থাকিলেও ভাস্তিবশতঃ লোকে তাহাকে জলস্থিত মনে করে মাত্র, জলাদির দোষ সূর্য্যে না থাকাই সম্ভবপর, কিন্তু পরমাত্মার সন্ধ্যা সেরূপ প্রতীতি হয় না। পক্ষান্তরে “যিনি পৃথিবীতে থাকেন” “যিনি জলের মধ্যে আছেন” যিনি “আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন” ইত্যাদি ঋতিপ্রমাণ নিচয় দ্বারা সত্যসত্যই পরমাত্মাকে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব জলদর্পণাদির সন্ধ্যাকল্পিত দোষ যে সূর্য্যাদিকে স্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই প্রধান কারণ। অতএব দৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যতা সংঘটিত হইল না ?”

উক্ত দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা—

“পৃথিব্যাদিহানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতচ্চ পৃথিব্যাদিহানগ বুদ্ধিস্তাদিদোষভাক্ত্যত্র সূর্য্যাদিদৃষ্টান্তেন নিবর্ত্যতে। কথমিদমবগম্যতে ? উভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে। “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ” “জলাধাৎ দ্বিবাংশমান্” [যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্তঃ ১৪৭] ইতি দোষবৎস্বনেকেষু বস্তুষু বস্তুতোহবস্থিতত্বাকাশং বস্তুতোহনবস্থিতত্বাংশমতশ্চোভয়স্ত দৃষ্টান্তস্ত উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্যন্বিবর্তন মাত্রো প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি। ঘটকরকাদিষু যথা বুদ্ধিস্তাদিত্যু পৃথক্ পৃথক্ সংযুজ্যমানম্যাকাশং



বুদ্ধিহাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে; যথা চ জলাধারেষু বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদগতবুদ্ধিহাসাদিভিন স্পৃশ্যতে; তথাঃ পরমায়া পৃথিব্যাণিষু নানাকারেবচেতনেষু চেতনেষু চ চিত্তগতবুদ্ধিহাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্তমানোহণ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব। এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তুতোহবস্থিতস্তাংগুমতো হেতুভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাণিষুবস্থিতস্তাপি পরমায়াণো দোষপ্রত্যনীকারতয়া দোষহেতুভাবায় সম্বন্ধঃ—ইতি।” (ত্রিভাষ্যম্)

উক্ত ভাষ্যের তাৎপর্যার্থ—

“পূর্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার উদ্দেশে বলা হইতেছে—না, এ প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ পরমায়া পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও পৃথিব্যাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাস-সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণ করা হইতেছে; আকাশ ও স্বর্ষ্যাদি—এই দুই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য করাতে বোধ হইতেছে যে স্বর্ষ্যাদি যেমন জলাদিতে বাস্তবিকপক্ষে না থাকিয়া তদগত দোষে সম্পৃক্ত হয় না, তেমনি পরমায়া পৃথিবী জল প্রভৃতি বস্তুতে থাকিয়াও তত্ত্ব বস্তুগত দোষে লিপ্ত হন না। আবার আকাশ যেমন দোষযুক্ত বহু পদার্থে থাকিয়াও স্বয়ং দোষযুক্ত নহে, তেমনি আয়াও প্রাকৃত চেতনাচেতন বিবিধ পদার্থে বর্তমান থাকিয়াও তদগত বুদ্ধিহ্রাস প্রভৃতি দোষে অসংস্পৃষ্ট। এইরূপে পরমায়ার বিষয়গত দোষ-নিবৃত্তিমাভ্যাংশেই প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত এবং ঐ অংশেই শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিন্তু জীবেরের কাল্পনিক অবিজ্ঞা-বিজ্ঞার সম্বন্ধাংশে উক্ত বাদদ্বয় বলা হয় নাই। অত্যা তদ্বাংশে অনেক প্রকার দোষ উপস্থিত হয়।”

উল্লিখিত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা ত্রিনিবার্দ্ধস্বামী বলেন :—

শব্দভে—স্বর্ষ্যাদয় দূরত্বং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সকাশাং স্থানস্ত গ্রহণাদৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।

ভাবার্থ—“এস্থলে আশঙ্কা হইতেছে—ব্রহ্মের তো প্রতিবিম্বিত স্বর্ষ্যাদির সহিত তুল্যতা নাই? কেন বলি—“অদ্বয়গ্রহণাৎ” স্বর্ষ্য হইতে জল অতিদূরে অবস্থিত, তাহাতে স্বর্ষ্য প্রতিবিম্বিত হইলেও জল-গত দোষে সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু তদ্রূপ চেতনাচেতন নিখিলবস্তু নিচয়—ব্রহ্ম হইতে তো দূরে থাকে না! “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদশেহজ্জন্ তিষ্ঠতি” ইত্যাদি স্মৃতি হইতে ব্রহ্মের সর্ববস্তুতেই অবস্থিতি পাওয়া যাইতেছে। অতএব দৃষ্টান্তের বৈষম্য হওয়ায় পরমপুরুষের প্রতিবিম্বিত স্বর্ষ্যাদির সহিত তুলনা হইতে পারে না।”

পরসূত্রের নিবার্দ্ধভাণ্ড—

“তজ্জাহ—স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাৎ তৎপ্রযুক্তবুদ্ধিহ্রাসভাক্তং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উভয়-সামঞ্জস্যাদেবং বিবক্তিতাংশমাত্রং গৃহ্যতে।”

ভাবার্থ—“আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন; “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি নিয়ম বিনা সর্বস্থানেই বর্তমান আছেন, কিন্তু ঐ সকল স্থানের দোষ—বুদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি তাহাকে প্রভাবিত করে না; এই প্রকার স্বর্ষ্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ফলত স্বর্ষ্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও তাহার কম্পনাদিদোষে নির্লিপ্ত, তেমনি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি বহুপদার্থে থাকিয়াও তদগত দোষে নির্লিপ্ত—এই নিলেপ্যংশেই প্রতিবিম্বাদি কিন্তু সর্বোপাংশে নহে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিক এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে আপনার বিবক্তিত ‘বস্তুগত সাধর্ম্য’ ব্রহ্মে নাই; এই অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত—যেমন আকাশ বুদ্ধি-হ্রাসযুক্ত ঘটাদিতে বস্তুতঃ বর্তমান থাকিয়াও তদগত

বুদ্ধি-হ্রাসাদি দোষে লিপ্ত হয় না; এইরূপ পয়ত্রয়্যও বুদ্ধি হ্রাসাদিযুক্ত বহু পদার্থে অবস্থিত থাকিয়াও তত্ত্বগিষ্ঠ দোষে লিপ্ত হন না—ইহাই পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে।”

উল্লিখিত প্রথম সূত্রের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য—

“তু অবধারণে ষষ্ঠ্যন্তাং সপ্তম্যন্তায়া বতিঃ। অদ্বুদ্বিপ্রকৃষ্টেশোপাদেয়গ্রহণাৎ তথাক্ষম্। পরমাত্মনো বিভূত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাসিদ্ধেরূপমেয়কোটেরূপমানকোটিতুলাত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ব-বিদূবে জলাত্মাপাদৌ পরিচ্ছিন্নস্ত সূর্য্যাদেদোভাসো গৃহ্যতে, নৈবং পরমাত্মনঃ; তজ্ঞাপরিচ্ছেদাৎ। অতো ন তথাক্ষমিতি বা পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। “অলোহিতচ্ছায়ম্” ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্ছেতনং এব সঃ। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং” ইতি শ্রুতেঃ। ইথঞ্চাকাশদৃষ্টাচ্ছোভাপি নিরন্তঃ। তদগত-পরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশৈব তত্ত্বা প্রতীতিরবৈদুহী। ইতরথা দিগাদেবপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্ম শব্দোহপি দৃষ্টান্তঃ, বৈদুহ্যং। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি।”

“তু শব্দটি অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত, ‘অদ্বুদ্ব’ এই ‘বতু’ প্রত্যয়টি ষষ্ঠী বা সপ্তমী অর্গে হইয়াছে। দূরবর্তী সূর্য্যের ও তাহার আভাসের আশ্রয়ভূত জলেব সহিত, পরমাত্মাব ও তাহার উপাদির সমতা না থাকায় জীবকে চিদাভাস বলা যায় না। অবিজ্ঞা পরমাত্মার শক্তিবিশেষ; সূর্য্য হইতে জল যত দূরবর্তী, অবিজ্ঞা তদ্রূপ পরমাত্মার দূরবর্ত্তিনী নহে। স্বতবাং জীব পরমাত্মাব আভাস হইতে পারে না। পরমাত্মা বস্তুত—বিভু, তাঁহা হইতে অতিদূরে যে, কোন পদার্থ আছে তাহার প্রসিক্তি নাই। অতএব উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর সাদৃশ্য ঘটিতেছে না। বিম্ব হইতে দূরবর্তী জলাদি উপাদিতে পবিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাস গ্রহণ করা যায় কিন্তু পরমাত্মার ঐরূপ হইতে পারে না, কারণ—পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার আভাসই হইতে পারে না; স্বতরাং জীব কখনই পরমাত্মাব প্রতিবিম্ব নহে। ঐতিহ্যেও বলিয়াছেন :—“পরমাত্মা অলোহিত এবং অচ্ছায়,” যাহার ছায়া নাই, তাহার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। কিন্তু জীবের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীব পরমাত্মার ছায় চেতন বস্তু। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন—“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং”—এইরূপ আকাশের দৃষ্টান্তও নিরন্ত হইতেছে। আকাশস্থ পরিচ্ছন্ন জ্যোতির অংশগুলিই প্রতিবিম্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা উহাকেই আকাশের প্রতিবিম্বরূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছে। যদি আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকার করা হয়, তবে দিক্ বায়ু প্রভৃতির প্রতিবিম্বও স্বীকার করিতে আপত্তি কি? অরূপ শব্দের প্রতিধ্বনি হয় বলিয়া অরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার্য্য নহে, কারণ—পরমাত্মা ও শব্দের পরস্পর বৈদুহ্য স্প্রসিক্ত। প্রতিবিম্ব সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিধ্বনির উদাহরণ দিতে গেলে, দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া পড়ে! অতএব বিষ্ণুর (পরমাত্মার) প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।”

দ্বিতীয় সূত্রের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য—

“প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ মূখ্যয়া বৃত্তায়া নায়ঃ দৃষ্টান্তঃ প্রযজ্যতে, কিন্তু গোণবৃত্তৌব বুদ্ধিহ্রাসভাজম্। সাধর্মাংশমাক্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ। কৃতঃ? অন্তর্ভাবাৎ। এতন্মিহেবাংশে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যপরিমাপ্তে-রিত্যর্থঃ। এবং সত্যভয়সামঞ্জস্তাৎ। উপমানোপমানয়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—পূর্ব্বসূত্রে প্রতিবিম্বভাবস্ত মূখ্যস্ত নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্মাণ্যাদায় প্রকৃতে তদ্ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেতং বোধ্যম্—সূর্য্যো হি বুদ্ধিভাক্ জলাত্মাপাদিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রঃ, তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকাঃ তদ্ব্যসিভাজৌ জলাত্মাপাদি-ধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রঃ, তদংশকা জীবাস্তগবঃ

প্রকৃতিধর্মযোগিনঃ পরতত্ত্বান্তেতি । তন্মাদিরমুপমা তত্ত্বিত্ত্ব-তদধীনত্ব-তৎসাদৃশ্যেরব ধর্মঃ সিদ্ধা ।
ন তুপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসেধন ধর্মেণেতি । অতএব ‘নিরূপাধিপ্রতিবিম্বো জীবঃ’ ইত্যাহ
পৈকীকৃতি :—

“সোপাধিরমুপাধিষ্ঠ প্রতিবিম্বো দ্বিধেয়তে । জীব ঈশস্তামুপাধিরিত্রচাপো যথা রবেঃ ॥”

এখন প্রতিবিম্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গতি বলা হইতেছে :—প্রতিবিম্ব শাস্ত্রে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বনে ঐ
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই, কিন্তু গৌণবৃত্তি দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে । পূর্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বের
মুখ্য সাদৃশ্য পরিত্যক্ত হইলেও, বুদ্ধি ভ্রাসাদিরূপ কতকগুলি সাধর্ম্য আশ্রয়েই গৌণ সাদৃশ্য স্বীকার করা
হইয়াছে । কারণ এই অংশেই শাস্ত্র-তাৎপর্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে । এইরূপ হইলেই উপমান ও
উপমেয়ের সঙ্গতি সিদ্ধ হয় । স্বর্ঘ্য বৃহস্পতি, জল প্রভৃতি উপাধি ধর্ম্যে উহা সংস্কৃত হয় না ; যেহেতু ঐ
বস্তু স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিবিম্বিত স্বর্ঘ্য সকল ক্ষুদ্রবস্তু, জলাদি উপাধি ধর্ম্যে উহার সংযুক্ত হয়, বিশেষতঃ
উহার পরাধীন । এইরূপ পরমাত্মা বিহু প্রকৃতি-ধর্ম্যে অসম্পৃক্ত এবং স্বতন্ত্র, কিন্তু জীবগণ তাঁহার
অংশ, অণু, প্রকৃতি ধর্ম্যযুক্ত এবং পরতন্ত্র । অতএব তদভিন্নত্ব, তদধীনত্ব ও তৎসাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্ম্যের
দ্বারা এই উপমা সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু উপাধিতে প্রতিফলিত রূপাভাসাত্মক ধর্ম্যে ঐ উপমার সিদ্ধি হয়
না । এই কারণেই পৈকী কৃতিতে জীবকে নিরূপাধি প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে । “প্রতিবিম্ব দুই প্রকার, -
সোপাধি এবং নিরূপাধি । ইন্দ্রিয় যখন স্বর্ঘ্যের নিরূপাধি প্রতিবিম্ব ; তেমন জীব ঈশ্বরের নিরূপাধি
প্রতিবিম্ব ।” এ স্থলে জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ অংশ জানিতে হইবে । পরমাত্মার ‘প্রতিবিম্বাংশক
এবং ‘স্বরূপাংশক’ ভেদে দুই প্রকার অংশ । জীব-সকল পরমাত্মার প্রতিবিম্বাংশক, কারণ উহাতে
পরমাত্মার সাম্যের অল্পতা ; তাই অংশের ‘প্রতিবিম্ব’ বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে । মনস্ত কুর্খাদি অবতার
ভগবানের ‘স্বরূপাংশক’ ইহারিগেতে মূল ভগবৎ স্বরূপের অধিক সাম্য রহিয়াছে ।

“দ্বিরূপাংশকৌ তস্ত পরমস্ত হরেবিভোঃ । প্রতিবিম্বাংশকশ্চ স্বরূপাংশক এব চ ।

প্রতিবিম্বাংশকো জীবাঃ প্রাকৃত্ত্বাঃ পরে নৃত্যঃ । প্রতিবিম্ব স্বল্পসাম্য স্বরূপাণীতরাণি চ ॥”

(বারাহে)

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র, তাহার ভাষ্য এবং শ্রুতি পুরাণাদি সমালোচনায় বোধ হইতেছে যে—
প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদাদি জীবতত্ত্বের তত্ত্বমূলক নয়, তবে গৌণবৃত্তি স্বীকারে—মাত্র সাদৃশ্যের ব্যবস্থা
করা হইয়াছে ।

তত এবাত্তেদশাস্ত্রাণ্যভ্যোশ্চিচ্চপদেহন * জীবসমূহস্ত দুর্ঘটচটনাপটীয়স্তা
স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপয়মাণুগগনস্থানীয়ত্বাভ্যতিরেকেণাব্যতি-
রেকেণ চ বিরোধং পরিকৃত্যাগ্রে † মুহুরপি তদেতৎসাম্যসমাধিলক্সিকান্ত্যোবোজনায়
যোজনীয়ানি ॥ ৪৭ ॥

* “চেতনত্বেন” ইতি শ্রীমদ্ গোখামিত্ত্বটীকার্ঘ্য-শ্রুতঃ পাঠঃ । † “পরিকৃত্তব্যোবোজ্রে” ইতি বা পাঠঃ ।

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

তত ইতি—পরিচ্ছেদাদিশাঙ্কযন্ত তৎসাদৃশ্যার্থকত্বেন নীতহাদেব হেতোঃ “অং বা অহমস্মি ভগবো দেব ! অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসি” ইত্যাদীভেদশাঙ্কাণি তদেতদ্ব্যাসসমাধিসিকান্তযোজনায় মুহুরপ্যাগ্রে যোজনানীয়ানীতি সঙ্কল্পঃ । কেন হেতুনা ? ইত্যাং—উভয়োঃ—ঈশ-জীবয়োশ্চিৎরূপত্বেন হেতুনা । যথা গৌর-শ্রাময়োস্তরুণকুমারয়োৰ্কা বিপ্রয়োবিপ্রত্বেনৈক্যম্ । ততশ্চ জাত্যেবাভেদো, ন তু ব্যক্ত্যোরিত্যর্থঃ । তথা জীবসমূহস্ত দুর্ঘটঘটনাপটীয়াস্তা তদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্ত্ব্যতিরেকেণ, অব্যতিরেকেণ চ হেতুনা বিরোধঃ পরিত্যজ্যেতি । পরেশস্ত খলু স্বরূপাহুবন্ধিনী পরাধ্যা শক্তিরূপত্বেন রবেবন্তি—“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি মন্তব্যবর্ণাৎ, “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইতি স্মরণাচ্চ । সা হি তদিতরাগ্নিখিলাগ্নিময়মতি । যস্মাৎ তদন্ত্রে সর্কেহর্থাঃ স্ব-স্বভাবমত্যাভ্যন্তো বর্তন্তে । প্রকৃতিঃ কালঃ কৰ্ম চ স্বাস্তঃস্থিতমপীশ্বরঃ স্পষ্টঃ ন শক্নোতি, কিন্তু ততো বিভাদেব স্বস্বভাবে তিষ্ঠতি । জীবগণশ্চ তৎসজ্জাতীয়োহপি ন তেন সংপচিতুঃ শক্নোতি কিন্তু তমাত্ময়য়েব বৃত্তিঃ লভতে, মুখ্যপ্রাণমিব শ্রোত্রাদিরিন্দ্রিয়গণ ইতি । তথা চ “বহু তিষ্ঠদধীনা স তজ্জপঃ” ইত্যভেদশাঙ্কাণি ভেদশাঙ্ক্যেণ সার্কমবিরোধোহয়ং শ্রীব্যাসসমাধিলক্ষসিকান্তসব্যাপেক্ষ ইতি । তথা চাত্বেশ-জীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীরাখামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তত এব—গৌণ্যা লক্ষণয়া প্রবর্তিতহাদেব, অভেদশাঙ্কাণি—যোজনানীয়ানীত্যর্থঃ । ‘সাদৃশ্যে লক্ষণা গোণী, ইতি তাং প্রদর্শয়তি,—উভয়োঃ—ঈশ-জীবয়োঃ ‘চেতনত্বেন’ ইত্যন্ত ‘জীবসমূহস্ত তদেকত্বোহপি’ ইত্যনেনাশ্বয়ঃ * । ‘চেতনত্বেন’ ইত্যভেদে তৃতীয়া । তথা চ চেতনত্বরূপৈকধর্মত্বমেব ঈশ্বরজীবয়োরেকত্ব-মিত্যর্থঃ । যদ্যপি তয়োর্নৈকং চেতনং, ঈশ্বরস্ত নিত্যসর্কবিষয়মেকং চৈতন্যং, জীবানাঞ্চানিত্য-মসর্কবিষয়কং নানাবিধং, তথাপি তদুভয়োরেকং চৈতন্যাত্ময়ত্বমঙ্গীকৃত্য সমাধেয়ম্ । স্বভাবত এব কারণং বিনা নিত্যদেব তদ্রশ্মিপরমাণু-গণস্থানীয়ত্বাৎ তন্ত্বেশ্বরস্ত রশ্মিপরমাণুগণতুল্যধর্মত্বাৎ রশ্মিতুল্যতা চ, প্রকাশময়ত্বেন নিরবয়বস্ত ব্রহ্মগন্তেজস্বিতাত্ত্বপপত্তা ন বাস্তবরশ্মিতা তেষাম্ । নহু নিরবয়বত্বে ব্রহ্মণঃ কথং জীবাশ্রয়ত্বম্ ? ইত্যত আহ—স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যেতি । তথা চ—যথৈকস্ত সূর্য্যস্ত তেজোময়স্ত বহির্নিগচ্ছন্তো রশ্মিগণাঃ সূর্য্যমণ্ডলে পুনঃ প্রবিণন্তোহপি ন দৃশ্যন্তে, সূর্য্যমণ্ডলাস্তিরা অভেদেনোপচর্য্যন্তে, তথাহৃদষ্টাদিবশাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশাশ্রিত্যসরন্তো দেহসঙ্কেন সংসারিণঃ কদাচিৎপিদোংপত্ত্যা দেহসঙ্কনির্মুক্তা ব্রহ্মণি পুনঃ প্রবিণন্তো ব্রহ্মতো ভিন্না অপি অভেদেনোপচর্য্যন্ত ইত্যর্থঃ । নহু ব্রহ্মতো যদি জীবা নিঃসরন্ত, তদা কিং ব্রহ্ম পরিত্যজ্যম্ ? ইত্যত আহ—তদ্ব্যতিরেকেণেতি । যদ্যপি তদ্ব্যতিরেকত্বলক্ষ্যমঙ্গীকৃত্য, তথাপি জীবানাং দেহসম্বন্ধদশায়ামপি ব্রহ্মসম্বন্ধস্থিতিত্যা তৎপর্য্যম্ । যথা, তন্ত—ব্রহ্মণঃ, ব্যতিরেকেণ—ব্যতিরিক্তদেহসম্বন্ধকৃতভেদেন, অব্যতিরেকেণ—দেহসম্বন্ধভাবে তদৈক্যপ্রায়েণ, বিরোধঃ পরিত্যজ্য—ভেদাভেদবোধকশ্রুতি-স্মৃতি-শ্রায়াদিবিরোধঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ । তথা চ কচিৎচেতনত্বেনৈক্যাবিবক্ষ্যা, কচিৎ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদ-বিবক্ষয়াহভেদবচনানি ব্যাখ্যেয়ানীতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

* এতদঙ্গ-দৃষ্টা যুগে “ভদেকত্বোহপি” ইতি পাঠস্ত সত্যাহুত্বয়তে, সত্তবেদেব কস্মিন্ধিৎ পুস্তকেঃ ।

অনুবাদ ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ । পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র গোঁগী লক্ষণা স্বীকারে সাদৃশ্যার্থে প্রবর্তিত হওয়ায় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাবের উপদেশক শাস্ত্রগুলিকেও ব্যাস-সমাধিলক্ষ সিদ্ধান্তের সহিত যোজন্য করিবার অভিপ্রায়ে ইহার পরেও বারংবার দেখান যাইবে । এখন সাদৃশ্যে গোঁগী লক্ষণা দেখান হইতেছে :—ঈশ্বর এবং জীবের ‘চেতন’ অংশে একত্ব—অভেদত্ব পাওয়া যায় । ইহার হেতু—দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়সী ভগবানের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি । জীবসমূহ স্বভাবতই রক্ষি ও পরমাণু গণস্থানীয় অর্থাৎ রক্ষিপরমাণু-তুল্যধর্মক স্তূতরাং ‘ব্যতিরেক’ এবং ‘অব্যতিরেক’ এই দ্বৈবিধ্য্যভাবই ব্রহ্মের সহিত জীবের রহিয়াছে, এই ভাবে উক্ত অচিন্ত্য-শক্তিই জীব ব্রহ্মের তাদৃশ ভেদাভেদ ভাবের বিরোধ পরিহার করিয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥

তাৎপর্য ।

(৭৩) জীবব্রহ্মের সাদৃশ্যে লক্ষণা-গোঁগী । জীব এবং ঈশ্বর উভয়েই চিত্তপ—চেতন, এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের চেতনাংশের সাদৃশ্যই উভয়ের ‘একত্ব’ যদিও তাহাদের চৈতন্য এক প্রকার নয়, কারণ ঈশ্বরের চৈতন্য—নিত্য সর্ববিষয়নিষ্ঠ অথচ এক, আর জীবের চৈতন্য—অনিত্য, কিন্তু সর্ববিষয়নিষ্ঠ নয়, এককালে এক বস্তুর তত্ত্বই তদ্বারা গ্রহণ হয়, অথচ নানাবিধ ; তথাপি উভয়ের চৈতন্যধর্ম প্রকারে একত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধান করিতে হইবে । যেমন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত শ্রামবর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারের ব্রাহ্মণ-জাতি-গত ভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত ভেদ থাকে । এখন দেখা যাইতেছে—ব্রহ্ম বৃহৎ, সর্বজ্ঞ, স্বাধীন এবং অব্যাবজ্ঞান । জীব—অহু, অল্পজ্ঞ, পরাধীন ও প্রতীহতজ্ঞান । এইরূপে উভয়ের বহু অংশে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু—“অং বা অহমস্মি ভগবো দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসি” ইত্যাদি অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলির সমন্বয় কল্পে কেবল কথঞ্চিৎ চেতনাংশের সাদৃশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদত্ব গোঁগীরূপে স্বীকার করিয়াছেন । ‘গন্ধাতে গোপপল্লী’ একথা বলিলে যেমন গন্ধাতে গোপপল্লীর অসম্ভাবনা অল্প ‘গন্ধাতীর’ লক্ষিত হয় এখানেও ঐরূপ বহুভেদ সত্ত্বেও চেতনাংশের সাদৃশ্যে লক্ষণা বৃত্তিতে হইবে ।

জীব নিত্যই ব্রহ্মের রক্ষি-পরমাণুগণস্থানীয়, ইহা কোন কারণে উৎপন্ন হয় না, এটি স্বাভাবিক ! তবে আশঙ্কা হইতে পারে—মায়াবাদী বেদান্তীরা ব্রহ্মকে নিরাকার বলেন, তাহার জীবাত্মীয়ত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হয় ? তাই ঐ আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিয়াছেন—“স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা” এই শক্তি পরব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধা, ইনি দুর্ঘট কার্যের ঘটনায় সমর্থ এবং ঐ কার্যের যে তিনি কিরূপে সমাধান করেন ; তাহা জীবের চিন্তার বিষয় নহে, তাই তাহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলা হয় । যেমন সূর্যের উজ্জ্বলতা তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপাত্মসম্বন্ধী পরাধ্যাত্ম শক্তি । শাস্ত্রেও :—“পরাত্ম শক্তিবিরবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ,” “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদি স্থলে এই পরাশক্তির কথাই বলা হইয়াছে ।

জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই চিত্তপদার্থ হইলেও এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই জীব ব্রহ্মের রক্ষি-পরমাণুস্থানীয় ; স্তূতরাং ব্রহ্মভিন্ন তাহার পৃথক সত্তা নাই । যেমন এক তেজোময় সূর্য্য হইতে অনন্তরশ্মি বাহির হয়, আবার যথাকালে তাহাভেই প্রবেশ করে কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে রশ্মিজাল প্রবেশ করিয়া পৃথক অল্পভূত হইয়াও

তাহার অভেদ উপচরিত হইয়া থাকে। তেমনি অদৃষ্ট বশে জীবগণ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া সংসারী হয়, পরে কখন জ্ঞান লাভ করিলে দেহ-সম্বন্ধ হইতে নিমুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু তখন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াও অভেদরূপে উপচরিত হয়।

‘জীবগণ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়, তবে কি ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন?’ এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিয়াছেন—“তদ্ব্যতিরেকেণাব্যতিরেকেণ চ” জীব ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়া তদ্ব্যতিরিক্ত (ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত) ‘দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তজ্জগৎ তাহার সুস্পষ্টই ভেদ লাভ করা যায়। তাহার পর জীবের জ্ঞানোদয়ে যখন দেহ-সম্বন্ধ নাশ হয়, তখন ‘অব্যতিরেকেণ’ ব্রহ্মের সহিত তাহার প্রায় ঐক্য উপলব্ধি হয়, এইরূপে ভেদাভেদ-বোধক শ্রুতি-স্মৃতি-শ্রাযাদির বিরোধ—সেই এক দুর্ঘট ঘটনা-পটায়সী মায়া দ্বারাই পরিহরণীয়। বস্তুতঃ জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক, তবে শাস্ত্রগণ—কোথাও চেতনাংশের ঐক্য বিবক্ষ্যয়, কোথাও বা দ্বন্দ্ব ধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষ্যয় অভেদ-সাধক বচনগুলি বলিয়াছেন।

পাঠকগণ! আমাদের সমুদ্রত শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে প্রবর্তিত বৈকুণ্ঠদর্শনের এই সূক্ষ্মতম “অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদ।” তাই বলিয়া আমাদের আচার্য্যপাদগণের এইমত—‘স্বকপোল-কল্পিত’ ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অষ্টৈতৎকল্প শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবকে ব্রহ্মের অংশ স্বীকার করিয়া এই ভাবেরই দৃষ্টদর্শন করাইয়াছেন:— “চৈতন্যকোষাংশঃ জীবৈশ্বর্য্যোর্থার্থাবিনিবুল্লিক্সয়োর্যোক্ষম্। অতো ভেদাভেদা-গম্যভাষ্যঃশব্দাবগমঃ। কুতশ্চাংশাবগমঃ? “মন্ত্রবর্ণাচ্চ” (১০ সূ. ১, ৩, ৪৪) মন্ত্রবর্ণৈতৎকর্তৃ-মবগময়তি—“তাবানশ্চ মহিমা ততো জ্যায়ান্শ পুরুষঃ। পাদোহশ্চ সর্ষা ভূতানি ত্রিপাদশ্চাত্ততঃ দ্বিবি” ইতি। অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্বাবরজ্জন্মানি নিদিশতি, ‘অহিংসন্ সর্ষভূতাত্ততঃ তীর্থেভাঃ। ইতি প্রয়োগাৎ। অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্মাদপ্যাংশভাগমঃ ॥”

“জীব-ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, যেমন অগ্নি ও অগ্নি-ফুল্লির উৎকর্ষাংশে ভেদ প্রতীত হয় এইরূপ ভেদাভেদ বোধ হওয়ায় অংশের অবগতি হইয়া থাকে। ভেদ ও অভেদ দ্বারা কিরূপে জীবের অংশত্ব বোধ হয়? “মন্ত্রবর্ণাং” পুরুষস্বত্বের “তাবানশ্চ মহিমা ততো জ্যায়ান্শ পুরুষঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ‘ভূত’ শব্দের দ্বারা স্বাবর-জন্মান্বক জীবসমূহ নির্দেশ করা হইয়াছে। “অহিংসন্ সর্ষভূতানি অত্র তীর্থেভাঃ” এস্থলেও ভূত শব্দে উহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ‘অংশ’ ‘পাদ’ ‘ভাগ’ এ সকল শব্দও অর্থান্তর প্রকাশ করে না; হুতরাং মন্ত্রে পাদশব্দের অংশ অর্থ স্বীকারে, জীব ব্রহ্মের অংশ—ইহা সহজেই অসম্ভব। এইরূপ শ্রীভাষ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রভৃতিতেও মন্ত্রের ‘পাদ’ শব্দের ‘অংশ’ ও ‘ভূত’ শব্দের ‘জীব’ অর্থ স্বীকার করিয়া ‘ব্রহ্মের অংশ জীব’ ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। এবং উক্ত সমস্ত ভাষ্যই “অপি চ স্মর্য্যতে” এই ব্রহ্মস্বত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভগবদগীতার “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” এই শ্রীভগবদ্বাক্য উল্লেখ করিয়াও জীবকে ভগবদংশরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি ভগবতা ইহ সনাতনশব্দোক্ত্য জীবন্তোপাধিকঃ নিরন্তম্। তন্মাং তৎসংস্কারপেক্ষী জীবন্তদংশ ইতি।”

উল্লিখিত শ্রীভগবদগীতার শ্রীভগবদ্বাক্যে ‘জীবনামধেয় বস্ত্র আমার অংশ কিন্তু সে সনাতন—নিত্য’ এইরূপ থাকায় জীবের ঔপাধিকত্ব নিষেধ হইয়াছে, যদি তাহাই (ঔপাধিকই) হইত; তবে শ্রীভগবান্ ‘জীবভূতঃ সনাতনঃ’ এইরূপ কথা বলিতেন না, হুতরাং ভগবানের নিকট নিত্যই জীবরূপ সম্বন্ধে জীব পরিচিত হইয়া আসিতেছে। জীব ঈশ্বরের স্বভাবীয় হইলেও তাহার সহিত অভেদ সম্পর্ক করিতে পারে না,

তবে শ্রোত্র প্রভৃতি ইঞ্জিয়বর্গ যেমন মুখ্যপ্রাণ আশ্রয়ে নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয় ; তেমনি জীবও ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আপনার বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং জীব-ঈশ্বরের স্বরূপগত কোন অভেদ নাই—ইহাই ত্রিবেদব্যাঙ্গের সমাধিলব্ধ শিক্ষান্ত জানিতে হইবে ।

তদেবং মায়াশ্রয়ত্ব-মায়ামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে দ্বয়োর্ভেদে * তত্ত্বজননৈশ্চাভি-
ধেয়ত্বমায়াতম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

তদেবমিতি স্ফুটার্থম্ । তত্ত্বজননস্ত—মায়ানিবারকস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তদেবং—নিরুক্তৈতৎপ্রকারেণ, তয়োর্ভেদে ইতি—সিদ্ধে সতীতি শেষঃ । অভিধেয়ত্বমিতি—
শ্রীভাগবতে ইত্যাদিঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ।

পূর্বোক্ত শাস্ত্র এবং শ্রীব্যাস-সমাধি অহুসারে ঈশ্বর মায়ায় আশ্রয়, জীব মায়াধারা মোহিত—এই দুই
বিপরীত ধর্ম হেতু জীব-ঈশ্বরের নিত্য ভেদ থাকাতে পরমেশ্বরের ভজনই মায়ানিবারক ; সুতরাং
শ্রীভাগবতে তাহারই (শ্রীভগবত্বজনেরই) অভিধেয়তা স্থলিক হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

অতঃ শ্রীভগবত এব সর্বহিতোপদেষ্ট্৷৫, সর্বদুঃখহরত্বাৎ, রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ
সর্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ, সর্বাধিকগুণশালিত্বাৎ, পরমপ্রেমযোগত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ
স্থাপিতম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

মায়ামোহ-নিবারকত্বাদ্যন্ত ভজনমভিধেয়ং, স ভগবানেব ভক্ততাং প্রেমযোগ্য ইত্যর্থাদাগতমিত্যাহ ;—
অত ইতি । অতঃ—মায়ামোহনিবারকভজনত্বভগবত এব পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি সন্ধ্যঃ । জীবাত্মা
প্রেমযোগ্যঃ, পরমাত্মা ভগবান্ন্ত পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? ইতাপেক্ষায়াং হেতুচতুষ্টয়মাহ—সর্কেতি ।
রশ্মীনামিত্যাদি—সূর্য্যো যথা রশ্মীনাং স্বরূপং ন, কিন্তু পরমস্বরূপমেব ভবতি এবং জীবানাং ভগবান্—ইতি
স্বরূপৈক্যং নিরুতম্ । অন্তর্ধামিত্রাশ্রয়ং সৌবালত্রাশ্রয়ং জীবাত্মানঃ পরাত্মানঃ শরীরানি ভবন্তি,
স তু তেমাং শরীরী ইতি ভেদঃ প্রক্ষুটো জাতঃ । অতঃ সর্বাধিকেতি ॥ ৪৫ ॥

* “তয়োর্ভেদে” ইতি বা পাঠঃ ।

শ্রীরাখামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

স্বর্ষাবৎ—স্বর্ষ্যশ্চেব, সর্কেষাং—জীবানাং, পরমস্বরূপত্বাদিত—অত্রৈব স্বর্ষ্যদৃষ্টান্তঃ, পরমত্বাৎ
স্বরূপত্বাচ্চেত্যর্থঃ । পরমস্বৰূপ—নিরতিশয়স্বৰূপময়ঃ আত্মনঃ স্বতঃ প্রেমাম্পাদনং ততোহপ্যধিকপ্রেমাম্পাদন-
সচকমিদমিতি বোধ্যম্ । প্রয়োজনমিতি—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপমিত্যর্থঃ । চকারাৎ তৎপ্রেমাপি
তৎপ্রয়োজনম্ । যদ্বা ; ইতি—ভগবতঃ প্রেমযোগ্যত্বাৎ তৎসৃচেনেন প্রাপ্তকঃ প্রেমাত্মাপ্রয়োজনঃ
সৃষ্টঃ সেন স্থাপিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেমযোগ্য । পূর্বে যে শ্রীভগবানের ভজন মায়া-মোহনিবারক
বলিয়া অভিধেয়রূপে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেম-যোগ্য—ইহা অর্থতই স্পষ্ট
বোধগম্য হইতেছে ; এই বিষয়ে বলিতেছেন যে—ভগবানের ভজন মায়া-মোহনিবারক হওয়ায় তিনিই
পরমপ্রেম-যোগ্য ! কেন বলি ভগবান্ সকলের হিতোপদেশী, তিনিই সর্বদুঃখহরণকর্তা । স্বর্ষ্য যেমন
তাহার কিরণাবলীর পরমস্বরূপ, তেমনি ভগবান্ সমস্ত জীবের পরমস্বরূপ, এবং তিনিই সমস্ত জীব হইতে
অধিকগুণশালী । এইরূপে পরমানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রেমের পাত্ররূপে স্থিরীকৃত হওয়ার,
তাহার প্রেমকেই স্মৃদুততার সহিত প্রয়োজনরূপে স্থাপন করা হইল ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৪৫) “পরমস্বরূপত্বাৎ” ইহার তাৎপর্য্য এই স্বর্ষ্য রশ্মিস্বরূপ নহে, কারণ—রশ্মি অপেক্ষা তাহার
অনেকাংশে পার্থক্য, সুতরাং স্বর্ষ্য—রশ্মির পরমস্বরূপ । সেই প্রকার ভগবান্ জীবের পরম-স্বরূপ কিন্তু
স্বরূপ নহেন ; ইহা দ্বারা উভয়ের স্বরূপের ঐক্য নিরস্ত হইল ।

এ স্থানে গ্রন্থকার প্রেমের পূর্বে ‘পরম’ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীভগবানের নিরতিশয় স্বৰূপময়
দেখাইয়াছেন অর্থাৎ আত্মার স্বতই প্রেমাম্পাদন, পরমাত্মার তদপেক্ষাও অধিক প্রেমাম্পাদন সৃচনা
করিয়াছেন ।

এ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন :—

“তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্কেষামেব দেহিনাম্ । তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতৎ চরাচরম্ ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বামাত্মানমখিলাত্মনাম্ । জগদ্ধিতায় সোহপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥”

(ভা০ ১০, ১৪, ৪৪-৪৫)

“মহারাজ ! দেহ জীব হইতেছে, তথাপি যে বাচিবার ইচ্ছা ; ইহার কারণ—প্রত্যেক জীবের নিজ
নিজ আত্মাই প্রিয়তম, দেহ প্রিয়তম নয় ; তবে সেই আত্মপ্রীতির অন্তকূলেই দেহ-পুত্র-কলত্র-গৃহ-বসন-
ভূষণ-প্রভৃতি প্রিয় হয় । কিন্তু পরীক্ষিণ ! শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণকে তুমি নিখিল শুদ্ধ ক্ষেত্রজ আত্মার পরম
স্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জানিবে । এই জগত্ই শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পরম প্রেমাম্পাদ, এমনকি—আত্মারাম
এবং তাহার প্রিয়জনদেরও আত্মাধিক নিরূপাধি পরম প্রেমাম্পাদ । তাই ব্রজবাসিগণ আপন আপন
পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন, এই শ্রোবৎস-হরণ ব্যাপারেই তো অমূভব করিলে ! আজ সেই
শ্রীকৃষ্ণ সর্কাত্ম-পরম-স্বরূপ হইয়াও আপনার পরমকারুণিক এবং পরম কল্যাণগুণের প্রভৃতি গুণের পরিচয়
দিতে দেহীর দ্বায় প্রতীয়মান হইতেছেন ।”

অত্যাশ্চর্য অবতার থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণকে পরমপ্রেমাম্পাদ বলিবার উদ্দেশ্য—শ্রীনারায়ণাদি যত শ্রীমুর্তি আছেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ কলাদিক্রমে অবতার, শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী মূল-স্বরূপ। আনন্দখনি ছােদিনী শক্তির তিনিই পরমাত্মীয় সূতরাং তাঁহাতেই আনন্দাতিশয্যের চমৎকারিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই নিখিলকলা-বিদগ্ধ কোটিকন্দর্প-লাবণ্যময় সাক্ষাৎ মনোহর-মনোহর শ্রীকৃষ্ণ—নিজ প্রিয়ভক্ত-গণের সমুজ্জ্বল-উজ্জ্বল প্রেমবাসিত অন্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোপলার স্থায় পরমপ্রেমাম্পাদ স্বভাবে নিজ অনির্বচনীয় মাদুরী দ্বারায় অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই জন্তই এ স্থানে গ্রন্থকার—“শ্রীভগবত এব...পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতম্” এই বাক্যে স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিই জীবের প্রয়োজন—ইহা স্থাপন করিলেন এবং ‘চ’ কারের উল্লেখ করিয়া ‘প্রেম’কেও প্রয়োজনরূপে নির্দেশ করিলেন।

তত্রাভিধেয়ং তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি, যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীভাগবতাত্ম্যামিমাং সাহিত্যসংহিতাং প্রবর্তিতবানিত্যাহ,—অনর্থোতি । ভক্তির্যোগঃ—প্রবণকীর্তনাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তিঃ ; ন তু প্রেমলক্ষণঃ । অনুষ্ঠানং হুপদেশোপেক্ষং, প্রেম তু তৎপ্রসাদোপেক্ষমিতি তথাপি তস্মৈ তৎপ্রসাদহেতোস্তৎপ্রেমফলগর্ভত্বাৎ সাক্ষা-দেবানর্থোপশমনত্বং, * ন ত্বয় ৭ সাপেক্ষত্বেন, “যৎ কৰ্ম্মভির্ঘৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ” ইত্যাদৌ, (ভাঃ ১১, ২০, ৩২,)—

“সর্বং মন্তুস্তিযোগেন মন্তন্তো লভতেহজ্ঞস। স্বর্গাপবর্গম্” (ভাঃ ১১, ২০, ৩৩) ইত্যাদেঃ জ্ঞানাদেস্ত ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব, “শ্রেয়ঃহতিং ভক্তিম্” (ভাঃ ১০, ১৪, ৪) ইত্যাদেঃ । অথবা ; অনর্থত্ব—সংসারব্যাসনস্য তাবৎ সাক্ষাৎ অব্যবধানেনোপশমনং, সম্বোধাদিষ্মস্য তু † প্রেমাখ্যস্বীয়ফলদ্বারেত্যর্থঃ । অতঃ পূর্ববদেবাত্মাভিধেয়ং দশিতম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

তত্রাভীতি, তাদৃশত্বেন মায়ানিবারকত্বেন । দৃষ্টবানপি শ্রীবাসঃ । অনুষ্ঠানং—কৃত্যসাধ্যম্ । তৎপ্রসাদেতি—ভগবদ্ব্যয়হেত্যর্থঃ । তস্মৈ—প্রবণাদিলক্ষণত্ব । অত্মসাপেক্ষত্বেন—কর্ম্মাদিপরিহারত্বেন । জ্ঞানাদেহিতি—জ্ঞানময় “যস্য ব্রহ্ম” ইত্যুক্তব্রহ্মবিষয়কম্ । সম্বোধাদীত্যাতিপদাদাঙ্কনো অজ্ঞদেহাদি-রূপতামননং গ্রাহ্যম্ । অত ইতি । অত্র—অনর্থোতি বাক্যে ॥ ৪৬ ॥

* “অনর্থোপশমনত্বম্” ইতি শ্রীমদেগোপাখ্যমিভট্টাচার্য্যতঃ পাঠঃ ।

† “ন ত্বয়” ইত্যত্র “স্বত্ব” ইতি পাঠান্তরং শ্রীমদেগোপাখ্যমিভট্টাচার্য্যসম্মতম্ ।

‡ “মোহাদিষ্মস্য তু ” ইতি শ্রীমদেগোপাখ্যমিভট্টাচার্য্যতঃ পাঠঃ ।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

তত্র—সমাদৌ, অভিধেয়ং—ভক্তিয়োগং, তাদৃশেন—পরমপ্রেমাস্পদভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্ব-পুরস্কারেণ ।
যতগুৎপ্রবৃত্ত্যর্থং—ভজনরূপাভিধেয়প্রবৃত্ত্যর্থং প্রবৃত্তিবান্, অতো দৃষ্টবানপীত্যর্থঃ । শ্লোকস্থ
'চক্রে' ইত্যস্ত বিবরণং—প্রবৃত্তিবানিতি । আহেতি—স্মৃত ইতি শেষঃ । অমুষ্ঠানং—সাধনক্রিয়া,
তৎপ্রসাদসাপেক্ষং—সাধনাধীনভগবদমুগ্ধগ্রহসাপেক্ষম্ । নমু সাধনভক্তেন সাক্ষাদনর্থোপশমনম্,
ইতি কথং 'অনর্থোপশমং' ইত্যুক্তম্ ? ইত্যত আহ,—তথাপীতি,—ভজনস্ত ভগবৎপ্রসাদব্যবধানে-
নানর্থোপশমম্ভেদপি । তস্ত—ভজনস্ত, তৎপ্রসাদহেতোঃ—ভগবৎপ্রসাদহেতোঃ, প্রেমফলগর্তত্বাৎ—
প্রেমফলতাপর্ধ্যকত্বাৎ ; তথা চ ব্যাপারেণ ব্যাপারিণো নাত্মথাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ । অনর্থোপশমম্ভং—
মায়োপশমম্ভম্ । স তু—প্রসাদলভ্যাপ্রেমা । অস্ত—ভজনস্ত সাপেক্ষত্বেনেতি । তথাচ ভজনং বিনা
নানর্থশমনং, প্রসাদঃ প্রেমা চ দ্বারমেবেতি ভাবঃ । প্রেমা চ স্বতঃসিদ্ধ এব, সাধ্যতা চ তস্ত প্রাকট্যমাত্রম্—
ইতি নিরপেক্ষকত্বকথনং তস্তেতি । তত্র হেতুমাং—'যৎ কৰ্ম্মভিঃ' ইত্যাদি । তথা চ—'সৰ্ব্বং মন্তুক্তিয়োগেন
মন্তুক্তো লভতেহগ্ৰসা' ইত্যানেন ভক্তেজ্ঞানাদিনিরপেক্ষেণ সৰ্ব্বফলজনকত্বোক্ত্যাহনর্থোপশমনম্ভমিতি ভাবঃ ।
'জ্ঞানাদিকং ভক্তিং বিনা নিরর্থকম্' ইতি নাদরঃ' ইত্যাহ—জ্ঞানাদেশ্বিতি । নমু 'সাক্ষাৎসাধনম্ভং দ্বারান-
পেক্ষম্—ইতি সিদ্ধান্তঃ ইত্যত আহ,—অথবেতি, মোহাদিষ্মস্ত তু—ইত্যস্ত 'উপশমম্' ইত্যমুগ্ধলক্ষণাধিয়াৎ
'তু'কারেণ সাক্ষাদ্যবচ্ছেদঃ, 'মোহাদি' ইতি 'আদি'পদেন দেহাভিমানপরিগ্রহঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ।

সাধন ভক্তির প্রয়োজনীয়তা । শ্রীবেদব্যাস সমাদি অবস্থায় ভক্তিয়োগকে
মায়ানিবারক এবং পরম প্রেমাস্পদ-ভগবৎপ্রাপ্তির হেতুরূপেও দেখিয়াছিলেন । কারণ ; জীবগণের
শ্রীভগবন্তজনরূপ অভিধেয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্ত—এই শ্রীমন্তাগবতাত্ম সাব্রতসংহিতা প্রচার
করিয়াছেন—ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমুত মহাশয় বলিয়াছেন । উক্ত শ্লোকে যে
'ভক্তিয়োগ' শব্দ আছে ঐ ভক্তিগুণে শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিলক্ষণ—সাধন-ভক্তি, 'প্রেমভক্তি' নহে । যেহেতু—
অমুষ্ঠান (সাধন-ক্রিয়া) উপদেশকে অপেক্ষা করে । কারণ—শাস্ত্র বা গুরু উপদেশ ব্যতিরেকে জীবের
সাধনে প্রবৃত্তি হয় না কিন্তু প্রেম-সাধনাধীন ভগবৎ-অমুগ্ধগ্রহাপেক্ষী অর্থাৎ শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদিরূপ সাধন
ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে প্রেম দান করেন । 'তবে ভক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনর্থ-
নিবৰ্ত্তক নাই ?'—এইরূপ সন্দ্বিহান ব্যক্তির সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতেছেন :—ভক্তির ভগবদমুগ্ধ
ব্যবধানে অনর্থ-নিবৰ্ত্তক থাকিলেও ভক্তি যে ভগবৎ-প্রসাদের হেতুরূপ এবং 'ভগবৎ-প্রেমময় ফলেই
উহার তাৎপর্য অর্থাৎ প্রেম উৎপাদন করাই ভক্তির কার্য—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই !
সুতরাং সাক্ষাদ্ ভাবেই ভক্তি মায়ানিবৰ্ত্তক কিন্তু কৰ্ম্মাদিকে অপেক্ষা করিয়া ভক্তি মায়ানিরাস করেন
না । কারণ—শ্রীমদভাগবতে শ্রীভগবান্ উক্তবকে বলিয়াছেন :—"যজ্ঞ কৰ্ম্ম তপস্তা জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ
দান-ধৰ্ম্ম অথবা অজ্ঞান ভীর্ণ-যাত্রা এবং ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, এবং স্বর্গ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠধাম
প্রভৃতি যাহা আছে ; এই সকল বস্তুরে যদি আমার ভক্তের ইচ্ছা থাকে ; তবে লাভ করিতে পারে"

তবেই ভক্তিব্যোগ জ্ঞানকর্ষাপেক্ষী নয়; ইহা নিশ্চিত হইল! কিন্তু জ্ঞানাদি ভক্তিকে অপেক্ষা করে, ইহার হেতু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি জ্ঞান কর্ষাদি বিবিধ সাধনলভ্য ফলের প্রাপক ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক কেবল শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করে, তাহার স্থূল ভূষাবঘাতী ব্যক্তির জ্ঞায় কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ হয়।” সাক্ষাৎ সাধন তো কোন দ্বারকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ কোন সাধন একটি বস্তুর সাহায্যে ফলোৎপাদন করিলে; তাহাকে তো সাক্ষাৎ সাধন বলা যায় না?—এই প্রশ্নকার সমাধান উদ্দেশে পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা করিতেছেন:—ভক্তি যে সংসার দুঃখ নিবৃত্তি করেন; ইহা কোন বস্তুকে ব্যবধানে না রাখিয়া সাক্ষাৎভাবেই করিয়া থাকেন কিন্তু প্রেমাত্মা স্বীয় ফলের দ্বারা জীবের মোহ এবং দেহাভিমান নষ্ট করেন। অতএব “অনর্থোপশমঃ” এই বাক্যে পূর্বের মতই অভিধেয় দেখান হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥*

তাৎপর্য্য।

(৪৬) মূলে “ন ব্রহ্মসাপেক্ষত্বেন” এই পাঠ আছে, কিন্তু শ্রীপাদ গোস্বামিভট্টাচার্য্য ঐ অংশ উল্লেখ করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে “স ব্রহ্ম সাপেক্ষত্বেন” এই পাঠ বোধ হয়। তাহার অল্পমোদিত ব্যাখ্যা এই—ভক্তি সাক্ষাৎরূপে অনর্থনাশ করেন, কারণ—ভক্তি ভগবৎ প্রসাদের হেতু এবং প্রেমফলোৎপাদনেই উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ ভক্তি ভগবৎ-প্রসাদ সঞ্চার করেন, তাহা হইতে প্রেমফল লাভ হইয়া থাকে, প্রেম হইলেই অনাদিকালজ মায়াবৃত্ত দুঃখ হইতে জীব পরিজ্ঞান পায়। কিন্তু সেই ভগবৎপ্রসাদ-লভ্য প্রেম, ভক্তির অপেক্ষা রাখিয়া অনর্থ নিবৃত্তি করেন অর্থাৎ ভজন (ভক্তি) ব্যতীত অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, ভগবৎপ্রসাদ এবং প্রেম দ্বারমাত্র। প্রেম সাধন ভক্তির সাধ্য হইলেও সাধনভক্তিবাসিত নির্মল অন্তঃকরণে প্রেম স্বর্ঘ্যের প্রকট হয়, এই প্রাকট্যাংশেই সাধ্যতা বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক প্রেম—স্বতঃসিদ্ধ,—“নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্য হৃদি সাধ্যতা” (রসায়নতসিদ্ধ পৃ. ২, ২); ইহাই শ্রীকৃষ্ণলাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন:—

“নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়; অবগাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়। (চৈঃ চঃ, মধ্যঃ ২২)

সুতরাং এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা প্রেমকে নিরপেক্ষও বলা হইল। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতীয় “যৎকর্ম্মভিঃ—” ইত্যাদি শ্লোককেই নিরপেক্ষতার হেতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। “সর্ব্বং যন্তক্তি-
যোগেন যন্তক্তো লভতেহব্রহ্মসা” এই বাক্যে জ্ঞানাদির অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্তির সর্ব্ব-ফলজনকত্ব দেখাইয়া মায়ানিবর্তকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জ্ঞান-যোগাদি ভক্তি ব্যতিরেকে নিরর্থক, সুতরাং কেবল জ্ঞানাদিতে আমাদের আদর নাই—এই কথা “জ্ঞানাদেস্ত” এই বাক্যের হেতুরূপ “জ্ঞেয়ঃ সত্যিঃ” এই ভাগবতীয় বচন উল্লেখ করিয়া সূচক করিয়াছেন।

*. গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাত ভাগবতীয় শ্লোক—“অনর্থোপশমঃ সাক্ষাৎভক্তিব্যোগমধোকল্পে।
লোকতজ্ঞানতো ব্যালশক্তে সাত্ত্বতসংহিতাম্ ॥” (ভা. ১, ৭, ৬)

অথ পূর্ববদেব প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টয়িতুং, পূর্বোক্তস্য পূর্ণপুরুষস্য চ শ্রীকৃষ্ণ-
স্বরূপত্বং ব্যঞ্জয়িতুং, গ্রন্থফলনির্দেশণার্থা তত্র তদনুভবান্তরং প্রতিপাদয়ামাহ,—
যস্যামিতি । ভক্তিঃ—প্রেমা, শ্রবণরূপয়া সাধনভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ । উৎপত্তিতে—
আবির্ভবতি । তস্যানুযুক্তিকং গুণমাহ—শোকৈতি, অত্রৈবাং সংস্কারোহপি নশুতীতি
ভাবঃ ।

“শ্রীভিন্ন যাবন্ময়ি বাহুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তবৎ” ইতি (ভাঃ ৫, ৫, ৬)
শ্রীকৃষ্ণভদেববাক্যাৎ । পরমপুরুষে পূর্বোক্তপূর্ণপুরুষে । কিমাকারে ? ইত্যপেক্ষায়া-
মাহ, কৃষ্ণে—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইত্যাদি শাস্ত্রসহস্রাবিতান্তঃকরণানাং পরম্পরয়া
তৎপ্রসিদ্ধিমধ্যপাতিনাঞ্চাসংখ্যালোকানাং তন্ময়শ্রবণমাত্রাৎ * যঃ প্রথমপ্রতীতিবিষয়ঃ
স্যাৎ, তথা তন্ময়ঃ প্রথমাকরমাত্রং মন্ত্রায় কল্প্যমানং যস্যাত্মমুখ্যায় স্যাৎ—
তদাকারে ইত্যর্থঃ । আহুচ্চ নামকৌমুদীকারাঃ ;—

“কৃষ্ণশব্দস্ত তমালশ্যামলদ্বিবি যশোদায়াঃ স্তনদ্বয়ে পরব্রহ্মণি রুটিঃ” ইতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

অর্থোক্তি ;—প্রয়োজনং ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্ । তত্রোক্তি,—তত্র সমাধৌ শ্রীব্যাসস্তান্মহত্বভবমিত্যর্থঃ ।
আবির্ভবতীতি—প্রেমঃ পরাসারংশেদনোপস্তাসম্বাদিত্যর্থঃ । তত্ত্বোক্তি—প্রেমঃ । অত্র—প্রমি
সতি । “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইতি—শ্রীহতানীনাং শ্রীজয়দেবাদীনাকাসংখ্যালোকানামিত্যর্থঃ । ‘তন্ময়ঃ’ ইতি,
‘তন্ময়ঃ’ ইতি চোভয়ত্র কৃষ্ণেতি নাম বোধ্যম্ । রুটিরিত্তি,—প্রকৃতিপ্রত্যয়সম্বন্ধঃ বিবৈব যশোদাস্তে
প্রসিদ্ধিমণ্ডপশব্দস্তেব গৃহবিশেষে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোপামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

শ্রীতিঃ - প্রেমা, শ্রীকৃষ্ণবিশেষণপরমপুরুষপদস্ত পূর্বোক্তপূর্ণপুরুষপদস্য বর্ণনীয়ত্বেন সমাধিলক্ষপূর্ণ-
পুরুষোপক্রমেণ ব্যক্তীকৃতগ্রন্থাভিধেয়ভজনসম্বন্ধিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্ত কথনাং স্বথগম্যমেবেতি । নহু কৃষ্ণপদার্থ
এব কঃ ? ইত্যাকাক্ষায়ামাহ,—কৃষ্ণস্তিতি, যন্ময়মাত্রাৎ—কৃষ্ণেতি নামমাত্রাৎ ইত্যর্থঃ । প্রথমপ্রতীতি-
বিষয়ঃ স্মারিত্তি—ঐৎসর্গিকপ্রতীতিবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ । আভিমুখ্যায়—অভিমুখীকরণায় । তদাকার
ইতি—স আকারঃ—স্বাভাবিকশরীরবিশেষবিশিষ্ট-ব্রহ্মকৃষ্ণপদার্থ ইত্যর্থঃ । যশোদা-স্তনদ্বয়ে—যশোদা-
স্তনপানকর্ত্তরি, রুটিঃ—মুখ্যাবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা, যুষ্টিবঃ শাবতীর্ণমুপক্রম্য “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইত্যুক্তবাদ
বাহুদেবেতি নামান্তরমন্ত্ৰেবেতি ভাবঃ । যশোদাস্তনদ্বয় ইতি—শরীরপরিচয়ঃ, ন তু তদ্ব্যটিতঃ
কৃষ্ণপদ-প্রবৃত্তিনিমিত্তঃ, কিশোরমূৰ্ত্তৌ যশোদা-স্তনপানাভাবাৎ যশোদাবিশেষেণাপরিচয়াক্ত । স্বয়ং ভগবতা

* “যন্ময়মাত্রাৎ” ইতি শ্রীমদগোপামি ভট্টাচার্য্য বৃত্তঃ পাঠঃ ।

কৃষ্ণেন যন্তাঃ স্তনপানং কৃতং, তত্বেনোক্তৌ পরম্পরাশ্রয়াং। ন চ যশোদাখ্যেতেনৈব যশোদানিবেশ
ইদানীন্তনযশোদাতনয়বারণায় নবতমালেতি বিশেষণমিতি বাচ্যম্, কৃষ্ণপদেন যশোদাস্তনপাত্ত্বেনাহুপস্থিতেঃ,
‘পপৌ যন্তাঃ স্তনংহরিঃ’ ইত্যাদৌ কৃষ্ণপর্ধ্যায়হরিপদেন তথোপস্থিতৌ ‘পপৌ যন্তাঃ স্তনম্’ ইত্যানেন
পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, “কৃষিকৃৎ বাচকং শবো ৭শ্চ নিরুতিবাচকঃ। তয়োৱৈক্যাঃ পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ”
ইত্যাদি শাস্ত্রলিঙ্গব্যাংপত্ত্যা বিরোধাপত্তেচৈতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর পূর্বোক্ত “অনর্থোপশমঃ” ইত্যাদি শ্লোকের জায় প্রয়োজন—ভগবৎ প্রেমকেই
স্বপ্নষ্ট বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এবং পূর্বোক্ত “অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং”—এই পূর্ণ পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ ইহাই
প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতের ফল নির্দেশ দ্বারা সমাপিতে শ্রীবেদব্যাসের অন্ত্র একটি
অল্পভব প্রতিপন্ন করিতে শ্রীমত মহাশয় বলিতেছেন :—“যন্তাঃ বৈ শ্রয়মাণায়াং” ইত্যাদি। উক্ত
শ্লোকে ‘ভক্তি’ শব্দে ‘প্রেম’ বৃত্তিতে হইবে, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণরূপ সাধন হইতে ‘ভক্তি’
উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ ‘শ্রয়মাণ’ পদের লক্ষিত শ্রবণাত্মিকা সাধন-ভক্তি, তাহা হইতে সঙ্গাত ‘ভক্তি’
শব্দে ‘প্রেম’ ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? ‘উৎপাদ্যতে’ এই ক্রিয়ার অর্থ—আবির্ভাব, কারণ প্রেম
নিত্যসিদ্ধি, তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারেনা। “শোক-মোহ-ভয়াপহা”—এই বিশেষণে প্রেমের
আত্মবলিক গুণ বলা হইয়াছে। প্রেমের দ্বারা কেবল শোক-মোহ-ভয় নাশই হয় না, ইহাদিগের সংস্কার
(বীজ) পর্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। কারণ—শ্রীকৃষ্ণভদেবের বাক্যেই উহা প্রমাণিত হইতেছে :—“যত দিন
জীবের বাহুদেব আমাতে প্রেম না হয়, তত দিন পুনঃ পুনঃ স্থল দেহ প্রাপ্তির বীজ লিঙ্গশরীর থাকিয়াই
যায়” স্তত্রাং প্রেম লাভ হইলে আর শোক মোহ ভয় সমূহের বীজস্বরূপ লিঙ্গ শরীর থাকে না।
এস্থানের ‘পরমপুরুষ’ শব্দ—পূর্বোক্ত ‘পূর্ণপুরুষের’ই বাচক। এই পরমপুরুষকে প্রকার? এই অপেক্ষায়
বলিতেছেন; ‘কৃষ্ণ’—অর্থাৎ “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্”—ইত্যাদিরূপ সহস্র সহস্র শাস্ত্রাহুণীলনে ভাবিতচিত্তঃ
শ্রীমত প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং পরম্পরারূপে তাঁহাদের প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত মধ্যবর্তী শ্রীজয় দেবাদি-অসংখ্য
মহাত্মভব জনগণের, ‘কৃষ্ণ’ নাম শ্রবণ মাতে যিনি প্রথম প্রতীতির বিষয় হন এবং ঐ ‘কৃষ্ণ’ নামের
প্রথম অক্ষর মাত্র মনোদ্দেশ্যে কল্পিত হইলে সেই অক্ষরটি যাহার অভিযুখীকরণের নিমিত্ত হয় অর্থাৎ
ভক্ত—মস্ত্রে প্রযুক্ত কৃষ্ণ নামের প্রথম অক্ষরটি জপ করিতে থাকিলে—‘কে আমায় আহ্বান করিতেছে’,
এই মনে করিয়া যিনি ভক্তের প্রতি অভিযুখীন হয়েন—এই প্রকার স্বাভাবিক শরীরবিশেষবান্
পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণে—। এ সম্বন্ধে নাম কৌমুদীকারও বলিয়াছেন :—তনালতক সদৃশ শ্রামলকাস্তি
শ্রীযশোদাস্তনপানকর্তা নরাকৃতি পরব্রহ্মেই ‘কৃষ্ণ’ নামের মুখ্যা বৃত্তি প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য।

(৪৭) সংস্কার—বীজ অর্থাৎ যাহা হইতে পুনরায় শোক-মোহ ভয়াদির উৎপত্তি হয়, ভক্তি
শোকাদি নাশ করিয়াই নিবৃত্ত হন না; উহার সংস্কার পর্যন্ত নষ্ট করেন, যাহাতে পুনরায় শোকাদির
উদগম না হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে :—

* যন্তাঃ বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিকৃতপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা। (ভাঃ ১, ৭, ৭)

“ক্লেশমী শুভদা মোক্ষলঘুতাকুং হৃদ্বর্জভা । শাস্ত্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকথিতী চ সা ।

কেশাস্তপাপং তদীজমবিদ্যা চেতি তদ্বিধা । অপ্রারক্ণং ভবেৎ পাপং প্রারক্ণক্কেতি তদ্বিধা ।

ভক্তি জীবের ক্লেশ নষ্ট করেন, শুভ ফলদান করেন, মোক্ষবাসনার ক্ষয় করেন এবং তিনি নিবিড় আনন্দময়-স্বরূপে ভক্তের হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন । উক্ত ক্লেশ—পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যা-ভেদে তিন প্রকার । সে পাপও প্রারক্ণ এবং অপ্রারক্ণ ভেদে দুই প্রকার । যাহার ভোগ হইতেছে সেই পাপ—প্রারক্ণ । যাহার ভোগ আবদ্ধ হয় নাই, অথচ ফলদানে উন্মুগ্ন ; সেই পাপ—অপ্রারক্ণ । পাপাদি তিন প্রকার ভেদ করার তাৎপর্য—অবিদ্যা মূল কারণ, তাহা হইতে অহঙ্কার, বীজ বা সংস্কার ; উহা হইতেই পাপের উৎপত্তি, শ্রীভগবদ্ভক্তি সে সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকেন ।

রুটি :—প্রকৃতি—প্রত্যয়ার্থমনপেক্ষা শব্দবোধজনকঃ শব্দঃ—রুটঃ, রুটশব্দনিষ্টশক্তিঃ—রুটিঃ । “লঙ্কাঙ্ঘিকা সতী রুটিভবেদ্যোগাপহারিণী । কল্পনীয়ী তু লভতে নাস্মানং যোগবোধতঃ ॥” (কুমারভট্টকায়িক)।

প্রকৃতি এবং প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দবোধের কারক এমন যে শব্দশক্তি তাহাকেই রুটি বলা হয় ; অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় ব্যতীত আপনার আকৃতি উৎপন্ন হয় না, অথচ প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থকে আদর না করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি অর্থ প্রকাশ করে । যেমন—‘মণ্ডং পাতি’ এই বাক্যে ‘মণ্ডপা’ প্রকৃতির উত্তর ‘ড’ এই প্রত্যয় করিয়া ‘মণ্ডপ’ আকৃতি উৎপন্ন হইল । ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়জ্ঞাত অর্থ—মণ্ড (মাড়) পানকারী, কিন্তু ঐ অর্থ না বুঝাইয়া ‘মণ্ডপ’ শব্দে গৃহবিশেষকে বুঝাইল ; এই জ্ঞানের কারণ—‘রুটি’ নামী শব্দের শক্তি, ইহাকে ‘মুখ্যা’ শক্তি বলে, এ শক্তি কখনই বাধা প্রাপ্ত হয় না । এ স্থানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ ‘কৃষ্’ ধাতুর উত্তর ‘ণ’ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলেও সে অর্থ প্রকাশ না করিয়া শ্রীযশোদাতনয়েই ‘কৃষ্ণ’ শব্দের মুখ্যা বৃত্তি দেখান হইয়াছে । শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র যে বস্তুর বোধ হয়, বৃত্তিতে হইবে—সেই বস্তুতেই ঐ শব্দের মুখ্যশক্তি । এখন পূর্ব পূর্ব মহাভাগের কথা দূরে থাক, ইদানীন্তন জী-বালক যুবক বৃদ্ধ—আর্য্য সন্তানগণ ! (একবার ‘কৃষ্ণ’ শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখুন) ঐ শব্দে আপনারদের হৃদয়-মন্দিরে সেই তমালশ্রীমলকান্তি ললিতত্রিভঙ্গ দ্বিভুজ শ্রীযশোদানন্দন উদ্ভিত হইবেন ; সূতবাং বিষদম্ভুব বা সাক্ষাদম্ভুবের নিকটে বহল প্রমাণ প্রয়োগ করা—পিষ্টপেষণ মাত্র ।

“এস্থলে ‘যশোদায়াঃ স্তনদ্বয়ঃ’ শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দেবকীনন্দনও দ্বিভুজ তমাল শ্যামলকান্তিতেই প্রায় মথুরা দ্বারকাদিতে থাকেন, সূতবাং তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাবে শ্রীমূর্ত্তির পরিচয় দিতে ‘যশোদাস্তনদ্বয়’ বিশেষণ দেওয়া হইল, কিন্তু ‘কৃষ্ণ’ শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্তে নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তিতে শ্রীযশোদার স্তনপানের অভাব রহিয়াছে ।” (শ্রীগোষামি ভট্টাচার্য্য)

অথ তন্ত্ৰৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমত্বমুভূতবান্ । যতস্তাদৃশং
শুকমপি তদানন্দবৈশিষ্ট্যলভনায় তামধ্যাপয়ামাসেত্যাহ,—স সংহিতামিতি ।
কৃৎস্নাক্রম্য চেতি—প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপেণ কৃৎস্না, পশ্চাত্তু শ্রীনারদোপদেশাদনু-
ক্রমেণ বিবৃত্যেত্যর্থঃ । অতএব শ্রীমদ্ভাগবতং ভারতানন্তরং যদত্র শ্রীয়েত,
যচ্চাত্ত্রাষ্টাদশপুরাণানন্তরং ভারতমিতি, তদ্ব্যয়মপি সমাহিতং স্যাৎ । ব্রহ্মানন্দানু-
ভবনিমগ্নত্বাৎ নিবৃত্তিনিরতং—সর্বতো নিবৃত্তৌ নিরতং, তত্রাব্যভিচারিণমপীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণাভূষণকৃত-টীকা ।

অথেতি ;—ব্রহ্মানন্দাৎ—যন্ত ব্রহ্মত্বাক্তবন্তস্থাদপি । পরমত্বং—উৎকৃষ্টত্বমুভূতবান্ শ্রীব্যাসঃ ।
তাদৃশং—তদানন্দানুভবনিমগ্নমপি । তদানন্দেতি—রূক্ষপ্রোমানন্দপ্রাপণায়েত্যর্থঃ । অত এবৈতি । বদ্যেতি ;
অত্র—শ্রীভাগবতে । অন্তত্ৰ মাংস্তাদৌ ;—

“অষ্টাদশপুরাণানি কৃৎস্না সত্যবতীহৃতঃ । চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্”—

ইত্যেনেনেত্যর্থঃ । তত্রোতি—নিবৃত্তাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যাকৃত-টীকা ।

অনুভূতবানিতি—সূত ইতি শেষঃ । তাদৃশং—ব্রহ্মানন্দানুভবশালিনম্ । অতএবেতি—আদৌ
সংক্ষেপেণ কৃতস্ত ভাগবতস্তানন্তরং বিবৃত্য কৃতত্বাদেব । অত্র—শ্রীভাগবতে, অন্তত্ৰ,—“অষ্টাদশপুরাণানি
কৃৎস্না সত্যবতীহৃতঃ । ভারতখ্যানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্” ইতি বচনে । সমাহিতম্—অবিরুদ্ধং, তথাচ
—ভাগবতং পূর্বং সংক্ষেপেণ কৃতং, ভারতানন্তরং বিস্তরতঃ—ইতি ভাবঃ । কেচিত্তু—অনুক্রম্য অনুক্রমেণ
কৃৎস্নেতি ব্যাখ্যানং—অষ্টাদশপুরাণানি কৃৎস্না ভারতখ্যানং অখিলং—পূর্ণং চক্রে ইতি নিরুক্তবচনর্থঃ, “মন্ত্রে
তদ্বর্ননং খিলম্” ইত্যত্র খিলবচনোপাধিক্যাদিতি ভারতানন্তরমেবাষ্টাদশ পুরাণানীত্যাহঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ।

নির্দিষ্টকাল তত্ত্বান অপেক্ষা প্রেমেন্ন শ্রেষ্ঠত্বা । পরে শ্রীবেদব্যাস সেই
প্রয়োজনাত্মক প্রেমকে নির্দিষ্টকাল ব্রহ্মানন্দানুভব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন এবং ঐ ধারণাবশে
ব্রহ্মানন্দানুভবী শ্রীশুকদেবকেও সেইরূপ রূক্ষপ্রোমানন্দের বিশেষতা আশ্বাসন করাইবার অভিপ্রায়ে
শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—এই বিষয়কেই শ্রীসূত মহাশয় “স সংহিতাং” + এই শ্লোকে
বর্ণন করিয়াছেন । ব্যাসদেব প্রথমে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন পরে (ভারত প্রণয়নের পর)
দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে বিবরণাক্রমে তাহাকেই বিস্তার করিয়াছিলেন ; এই অর্থ করিলেই—
শ্রীভাগবতে বর্ণিত—“ভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছে” এবং মৎস্য পুরাণে বর্ণিত ‘অষ্টাদশ পুরাণের পরে
ভারত হইয়াছে’—এই দুই বাক্যের সমাধান হয় । শ্রীশুকদেব ব্রহ্মানন্দানুভবে নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া

* “ব্রহ্মানন্দাৎ” ইতি পাঠঃ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণসম্মতইব লক্ষ্যতে কিম্বদন্তবলম্বিতেষুগ্রন্থেষু ন স দৃশ্যতে ।

+ স সংহিতাং ভাগবতী কৃৎস্নাক্রম্য চান্দ্রকম্ । শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥

তদিতর সমস্ত বিষয় হইতেই নিবৃত্ত ছিলেন অর্থাৎ সেই নিবৃত্তিমার্গে এমনই পরিনিষ্ঠিত ছিলেন যে, কখনই ব্রহ্মেতর বস্তুতে তাঁহার আসক্তি হইত না ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৪৮) শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের সম্বন্ধ । শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের বচনের সহিত আপাততঃ ভাগবতের কিছু মত বিরোধ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ ব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ নির্দেশক “ভারত-ব্যপদেশেন হ্যাম্মায়াথঃ প্রদর্শিতঃ” এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে ; ভারত প্রণয়ন করিয়াও ব্যাসের মন প্রসন্ন হয় নাই । “কৃতবান্ ভারতং যন্তঃ সর্কার্থপরিবৃংহিতম্” “তথাপি শোচন্ত্যাম্মানং” ইত্যাদি নাবদের বাক্যও উহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ গুণবর্ণন-প্রধান শাস্ত্র প্রকাশ করিতে অমু্যমতি করিলে ব্যাসদেব বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া নিজ-তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—ইহাই “স সংহিতা ভাগবতীং” এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার মৎস্য পুরাণে বলা হইল—“অষ্টাদশ পুরাণানি কৃষ্ণা সত্যবতীহৃতঃ ভারতাত্মানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্ ।” বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের পর ভারত প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী ঐ দুই বিরোধি বাক্যের এইরূপে সমন্বয় করিলেন ;—“প্রথমে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণই প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অতিসংক্ষেপে—মা এ অভিধেয়াংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশ ক্রমে শ্রীভগবানের গুণ লীলাদি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য—শ্রীমদ্ভাগবতের সবিস্তার বর্ণনের পূর্ব্বে এবং সংক্ষেপ ভাগবত সহিত অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশের পরে ব্যাসদেব মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে ইহাও জানিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জ্ঞানের পর ক্রমে যখন কলির প্রাচুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন ব্যাসদেব ভাবিলেন—“আধুনিক লোক দুর্ধ্বে ও অন্নাযু বলিয়া বেদ বিভাগ এবং সরল ভাবে মহাভারতে সর্ব বর্ণাশ্রমের ধর্ম প্রকাশ করিলাম ; তথাপি জীব আপনার মঙ্গল বৃদ্ধিতে না পারিয়া উচ্ছ্বল ও অধাৰ্মিক হইতে লাগিল ! এ জন্তও তিনি চিত্তের অপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, পরে দেবর্ষির উপদেশে ভাগবত প্রকাশ পূর্ব্বক কলি-জীবের মঙ্গল বিধানের উপায় করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তাই শ্রীমত মহাশয় বলিলেন—

“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ । কলৌ নষ্টদৃশ্যমেব পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥”

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের অব্যবহিত পর তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য্য ব্যাসরূপ উদয়াচলকে নিমিত্ত করিয়া অজ্ঞানান্ধ কলিহত জীবগণকে কৃতার্থ করিতে জগদ্বাকাশে সমুদিত হইয়াছেন ; ইহাই সিদ্ধান্ত ।

কেহ কেহ—উক্ত মৎস্যপুরাণীয় বচনের ‘অখিল’ শব্দের উনার্থ স্বীকার করিয়া “অষ্টাদশ পুরাণের পূর্ব্বে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছেন”—এই কথা বলেন অর্থাৎ “সত্যবতীহৃতঃ অষ্টাদশ পুরাণানি কৃষ্ণা ভারতাত্মানং অখিলং—পূর্ণ চক্রে”—সত্যবতীনন্দন অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া পূর্ব্বকৃত ভারতকে পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ—“মন্ত্রে তদ্বর্ননং খিলম্” (ভা০ ১, ৫, ৮) এই শ্রীনারদের বাক্যে ‘খিল’ শব্দকে ‘উন’ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং ‘অখিল’ শব্দে ‘পূর্ণ’ অর্থই স্বীকার্য্য !

তমেতং শ্রীবেদ-ব্যাসস্য সমাধি-জাতানুভবং শ্রীশৌনক-প্রমোত্তরত্বেন বিশ-
দয়ন্ সৰ্ব্বাঙ্গারমানুভবেন সহৈতুকং সংবাদয়তি,—আত্মারামাশ্চেতি । নিত্র্যস্থাঃ—
বিধিনিষেধাতীতাঃ, নিগতাহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা । অহৈতুকীং—ফলানুসন্ধিরহিতাম্ ।
অত্র সৰ্ব্বাঙ্গেপপরিহারার্থমাহ ;—ইত্থন্তুতঃ—আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাবো গুণো
যস্য স ইতি । তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি, হরেণুগেতি ।
শ্রীব্যাসদেবাদ্ * যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্বমাক্ষিপ্তা মতির্বস্য সঃ, পশ্চাদধ্যগাৎ
মহদ্বিস্তীর্ণমপি । ততশ্চ তৎসংকথাসৌহার্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো
বা, তেবাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ ।

অয়ং ভাবঃ ;—ব্রহ্মবৈবর্তানুসারেণ পূর্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্ত
স্বৈতিয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্ । ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্ত
তস্মাস্তদর্শনাত্তম্ভিবারণে সতি, কৃতার্থস্মৃত্য স্বয়মেকান্তমেব গতবান্ । তত্র
শ্রীবেদ-ব্যাসস্ত তং বশীকর্তুং তদনন্তসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা, তদগুণাতিশয়-
প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা, তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা, তদেব
পূর্ণং তমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ ।

তদেবং দর্শিতং—বক্তুঃ শ্রীশুকস্য বেদব্যাসস্য চ সমানহৃদয়ম্ । তস্মাদবক্তু-
হৃদয়ানুরূপমেব সর্বত্র তাৎপর্যং পর্যালোচনীযং, নাশ্বখা । যদ্যন্তদন্থথা
পর্যালোচনং, তত্র তত্র কুপথগামিত্যেবেতি নিষ্কঙ্কিতম্ । ১ । ৭ শ্রীসূতঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

সমাধিদৃষ্টার্থস্ত সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-সম্মতমাহ,—তমিত্যাदिना । নিগতাহঙ্কারেতি, মহতস্বাক্ষাতোহয়-
মহঙ্কারঃ, ন তু স্বরূপানুসন্ধানীতি বোধ্যং, দ্বিতীয়ে সন্দর্ভে এবমেব নির্ণয়মাগত্বাৎ । তদীয়পদ্যবিশেষানিতি
—পুতনাধাত্রীগতিদান-পাণ্ডবসারথ্য-প্রতীহারবাদিপ্রদর্শকান্ কতিচিৎ শ্লোকানিত্যর্থঃ । ব্রহ্মবৈবর্তে শুকো
যোনিজাতঃ, ভারতে যথোনিজাতঃ কথ্যতে, দারগ্রহণং কন্যাসম্ভতিশ্চেতি । তদেতৎ সৰ্ব্বং কল্পভেদেন
সঙ্গমীয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

তং—ব্রহ্মানন্দাপ্যধিকতয়া কৃষ্ণবিষয়কং, এবং—শুকমধ্যাপয়ামাসেতি বচনসুচিতং, সৰ্ব্বাঙ্গারামানু-
ভবেন—তাদৃশানুভবমূলকহরিভঞ্জনেন, সহৈতুকং—কৃষ্ণাংকর্ষরূপতৎকেতুবোধকং বচনং, সংবাদয়তি—
জ্ঞাপয়তি । আক্ষিপ্তা—শিথিলা । নিষ্টঙ্কিতং—জ্ঞাপিতং,—‘তস্মাৎ’ইত্যনেনাস্তাষয়ঃ । শ্রীশ্রুত ইতি—
সম্বাদয়তীতি প্রাক্তনেনাস্তাষয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ।

ব্যাস-সম্মাধিদৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞের সম্মত । শ্রীশুকদেবের অধ্যয়নের বিষয় হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতম সেই শ্রীবেদব্যাসের সমাধিতে অমৃত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বনিচয়কে শ্রীশৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তররূপে বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিবার জ্ঞা শ্রীশূত-মহাশয় ঐটি আত্মারামগণের অমৃতবমূলক শ্রীহরিভজনরূপে “আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ” * ইত্যাদি শ্লোকে হেতুর সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষাত্মক হেতুবোধক বাক্য উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন;—উক্ত শ্লোকের ‘নিগ্রহ’ শব্দের অর্থ—বিধিনিষেধের অতীত অথবা যাহাদের অহঙ্কার রূপ গ্রহি নষ্ট হইয়াছে। ‘অহৈতুকী’ শব্দের অর্থ—ফলাহুসন্ধানরহিত। এ বিষয়ে সমস্ত লোকের আক্ষেপ অর্থাৎ আত্মারামগণ কেন ভক্তির অমুষ্ঠান করিবে? এইরূপ আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিলেন,—আত্মারামগণের চিত্তকে আকর্ষণ করা শ্রীহরির গুণের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। শ্রীশূত ঐ অর্থকেই শ্রীশুকদেবের অমৃতবের দ্বারা জানাইতেছেন:—“হরেণ্ডাণাক্ষিপ্তমতিঃ।” † এই শ্লোকে শ্রীশুক শ্রীব্যাসদেবের মুখে পূর্বে যৎকিঞ্চিৎ ভগবানের গুণ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত শিথিল অর্থাৎ আত্মীভূত হইয়াছিল, পরে এই শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তীর্ণ আখ্যান হইলেও অধ্যয়ন করেন। তাহার পর শ্রীশুকদেবের শ্রীহরি-কথায় অতিশয় প্রীতি হওয়ায় বিমু-ভক্তগণ তাঁহার প্রিয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপ করিতে তিনি অনেক সময় হরিভক্তের সঙ্গ করিতেন, অথবা ‘বিমুজ্জনপ্রিয়’ শব্দে হরিভক্তগণের তিনি প্রিয় ছিলেন—এ অর্থও অসঙ্গত নহে।

এ শ্লোকের তাৎপর্য এই—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভবাস সময় হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; মায়ানিবারণে এক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহারপর শ্রীশুকদেবের নিয়োগ অনুসারে শ্রীব্যাসদেব দ্বারক। হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করেন। শুকদেব গর্ভমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পর “আমি প্রতিভূ (জামিন) থাকিলাম তোমাকে মায়াস্পর্শ করিবে না” এইরূপে মায়া-নিবারণ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া স্বয়ং গর্ত হইতে বহির্গত হওয়াত্ৰ একান্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব বনগমন করিলে শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে বশীভূত করিবার অনন্ত সাধনরূপে এক শ্রীমদ্ভাগবতকেই জানিতে পারিয়া, যাহাতে ভগবানের গুণের আধিক্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন শ্রীভাগবতের কয়েকটি পদ্য কাষ্ঠাহারী ব্যক্তিগণের দ্বারা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেবের ঐ ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণে চিত্ত আত্মীভূত হওয়ায় তিনি পিতার নিকটে আগমন করেন; তখন শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এইরূপে উক্ত শ্লোকে শ্রীভাগবতের মহিমার আতিশয্য বলা হইল। ‡

* “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গহা অপ্যকৃৎসে। কুর্কৃত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথুজুতগুণো হরিঃ ॥

(ভা০ ১, ৭, ৮)

† “হরেণ্ডাণাক্ষিপ্তমতিভগবান্ বাদরাযণিঃ। অধ্যগাম্যহদাখ্যানং নিত্যঃ বিমুজ্জনপ্রিয়ঃ ॥”

(ভা০ ১, ৭, ৯)

‡ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকোৎপত্তি-বিবরণ—শ্রীভাগবতের নবমস্কন্ধের ২১অঃ ১৭ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ের দ্বারা গ্রন্থবক্তা শ্রীশুকদেব এবং গ্রন্থের কর্তা শ্রীবাসদেব—উভয়েই যে সমান হৃদয় ; তাহা দেখান হইল, সুতরাং যিনি গ্রন্থের বক্তা ; তাহার হৃদয়ের অচরুপ সর্বত্র তাৎপর্যের আলোচনা করা কর্তব্য, কখনই ইহার অস্ত্রা হওয়া উচিত নয়। তাহার অস্ত্রা আলোচনা হইলে উহা কুপথ-গামিষেরই পরিচায়ক হয় । [এই বাক্য শ্রীমত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন] ॥ ৪২ ॥

অথ ক্রমেণ বিস্তরতন্তুথৈব তাৎপর্যং নির্ণেতুং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনেষু
ষড়্ভিঃ সন্দর্ভনির্ণেয়মাণেষু প্রথমং যস্য বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধীকং শাস্ত্রং, তদেব—
“ধর্ম্যঃ প্রোক্তবিত্তকৈতবঃ” ইত্যাদিপণ্ডে সামান্ত্যাকারতত্ত্বাবদাহ ;—“বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত্র”
(ভাঃ ১, ১, ২) ইতি ॥

টীকা চ,—“অত্র শ্রীমতি স্কন্দরে ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্ত্র বেদ্যং, ন তু
বৈশেষিকাদিবদ্রব্যগুণাদিরূপম্” ইত্যেবা ॥ ১।১। শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

সংক্ষেপেণোক্তং সম্বন্ধাদিকং বিস্তরেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে অথৈত্যাदि । তথৈবেতি - শ্রীশুকাদি-
হৃদয়ানুসারেণেতার্থঃ । সামান্ত্যত ইতি—অনির্দিষ্টরূপগুণবিকৃতিকথনাত্যর্থঃ । বৈশেষিকাদিবদিত্তি—
কণাদগৌতমোক্তশাস্ত্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

সম্বন্ধঃ—বাচ্যবাচকতালক্ষণঃ, তত্র বাচ্যতাসম্বন্ধি—অভিধেয়ং ; তচ্চ দ্বিবিধঃ—বাস্তবতত্ত্বং বস্ত্রতত্ত্বকং,
বাচকতাসম্বন্ধি শাস্ত্রমিতি বিশেষতঃ সূত্রপ্রোক্তং, সামান্ত্যতো ব্যাসেনোক্তমিত্যাহ—অথৈতি । তথৈব—
নিকটৈতৎপ্রকারেণৈব, নির্ণেতুং—জ্ঞাপয়িতুং, অস্ত্র ‘নির্ণেয়মাণেষু’ ইত্যনেনাশ্রয়ঃ । যস্ত বাচ্যবাচকতা-
সম্বন্ধীতি—যস্মিন্‌বাচ্যতানিরূপিতবাচকতাসম্বন্ধীত্যর্থঃ । আহেতি—শ্রীবেদব্যাস ইতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ।

এখন দেখা যাইতেছে ; সম্বন্ধ দুই প্রকার—বাচ্য এবং বাচকতারূপ । অভিধেয়কে বাচ্যতা-সম্বন্ধি
বলা যায়, আবার ঐ বাচ্যতাসম্বন্ধি—বাস্তবতত্ত্ব এবং তাহার ভজন ; এই দুই প্রকার । শাস্ত্রকেই
বাচকতাসম্বন্ধি বলা হয় । এই বিষয়গুলি শ্রীমত মহাশয়ের মুখে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে আর
শ্রীবাসদেব ঐ তত্ত্ব সামান্ত্যাকারে নির্দেশ করিয়াছেন ; এই কথাই সম্প্রতি বলা হইতেছে :—

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিতট্টাচার্যাকৃত-টীকা।

চিদেকরূপমিতি—চিহ্না জ্ঞানেন একরূপং—স্ব-স্বরূপভূতজ্ঞানবহিতার্থঃ। তদুক্তং—“ওঁগৈঃ স্বরূপভূতৈস্ত
গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ” ইতি। অস্বয়স্বক—অস্বয়পদবাচ্যস্বক, স্বতঃসিদ্ধ তাদৃশত্বাস্তুরাভাবাদিতি—তথা চ
তাদৃশত্বনিষ্ঠভেদাপ্রতিযোগিত্বমেবাস্বয়স্বমিতি ভাবঃ। নহু প্রকৃত্যাদিশক্তীনামপি তত্ত্বতা ক্রয়েত ইতি
কথমস্বয়স্বম্? ইত্যত আহ,—স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাদিতি - স্বাপ্রতিশক্তিরূপত্বাং প্রকৃত্যাদীনামপি তৎস্বরূপত্বাং
প্রকৃতের্বহিরস্বক্বেহপি তত্ত্বানিত্যতয়া ধর্মতয়া চ ব্রহ্মণৈক্যমিতি ভাবঃ। নহু প্রকৃতেঃ কথং ধর্মত্বম্? ইত্যত
আহ,—পরমাত্মং তং বিনেতি, অসিদ্ধত্বাং—অচেতনত্বেন কার্যাক্ষমত্বাদিতি ভাবঃ। তত্ত্বমিতি—
তৎপদপ্রতিপাদ্যং জগৎকর্তৃরূপং বাস্তবং বস্ত্তত্বপদার্থঃ, বাস্তবত্বং নিত্যসত্ত্বম্ আত্মপদবোধ্যমপি
তদেব। তস্ত পরমপ্রেমাম্পদত্বমাহ ঐতিহ্যং,—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” (রূ. আ. ২, ৪, ৫) ইত্যুক্তম্ “আত্মা বা অরে
ঈষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” (রূ. আ. ২, ৪, ৫) ইত্যাদিকা। ন চাত্তোপক্রমে আত্মপদং জীবপরমিতি
বাচ্যং, আত্মপদেনাত্মত্বেন বোধন্যং পরমপ্রেমাম্পদপরমাত্মাংশজীবাত্মনোহপি প্রেমাম্পদত্বেন
বোধন্যং। তদভিপ্রায়েণৈব দশম্যে—“ব্রহ্মন্ পরোন্তবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ” ইতি পরীক্ষিৎ
প্রশ্নোত্তরতয়া শুকদেব আহ,—“সর্কেষামপি ভূতানাং নৃশ স্বাষ্টস্বব বস্ত্তভঃ” ইত্যুক্তম্—“কৃষ্ণমেনমবেহি
ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম্” ইত্যুক্তং, সংসারিণাং পরমাত্মাহুভববিরহেণৈব তথাপ্রিয়তানহুভবাং। তথা
প্রিয়তাবীজক পরমানন্দময়ত্বেনেত্যভিপ্রায়ে দর্শয়তি,—পরমপুরুষার্থল্যোতনায়েতি। পরমস্বত্বং—নিরতিশয়-
স্বাভাবিকস্বত্বত্বং, তস্ত—জ্ঞানস্ত স্বাভাবিকজ্ঞানবতঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মগতজ্ঞান-স্বত্বাঃ ব্রহ্মস্বরূপতয়া
তয়োরৈক্যপ্রবাদঃ। অতএব -ব্রহ্মণো জ্ঞানৈকরূপতয়া কথনাদেব, তস্ত—জ্ঞানস্ত স্বত্বস্ত চ নিত্যত্বম্।
ন চ তজ্জ্ঞানস্বয়োরৈক্যং বাস্তবং ‘জ্ঞানামি’ ইত্যহুব্যবসায়সিদ্ধজ্ঞানস্ত আত্মধর্মস্ত ‘অহং স্বধী’ ইত্যহুভব-
সিদ্ধাত্মধর্মস্বত্বস্ত চ মিথো বৈলক্ষণ্যাবগমাৎ। ন চাত্মধর্মত্বং তয়োরারোপিতং, মানাভাবাৎ। এবঞ্চ
স্বাভাবিকজ্ঞানস্বত্বংস্বরূপত্বং তত্ত্বস্ত সিদ্ধম্। নিরুক্তজ্ঞানে জ্ঞানপদস্ত নিরুক্তস্বত্বং স্বত্বপদস্ত শক্তেঃ
সুপ্রসিদ্ধতয়া—“সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম” ইতি (তৈত্তিরি. ২, ১, ১) “আনন্দং ব্রহ্ম” ইতি (সর্কোপ. ৩)
প্রতাবপি তাদৃশজ্ঞানস্বয়োরজ্ঞানানন্দপদাভ্যাং বোধন্যং তয়োরাত্মধর্মত্বাহুভবাদীশ্বরেহপি তয়োরধর্মত্বমেব—
“যঃ সর্কজঃ” ইত্যাদিপ্রতৌ—

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমৃত্তাত্বায়ন্ত চ। শাষ্টতস্ত চ ধর্মস্ত স্বত্বস্তৈকান্তিকস্ত চ” ইতি ভগবদ্বচনে চ
বোধিতমিতি। ব্রহ্মপদ-জ্ঞানপদানন্দপদানাং সামান্যধিকরণ্যাহুপপত্তা জ্ঞানপদানন্দপদয়োঃ স্বাভাবিক-
জ্ঞানবৎ-স্বাভাবিকানন্দবৎপরত্বাবগমাৎ। তত্ত্বপদয়োঃ ইতি ‘ব্রহ্মণো হি’ ইত্যত্র ব্রহ্মপদং ধর্মপদং, তেন
জ্ঞানস্তেত্বার্থঃ। নীলকণ্ঠতট্টাকার্যং ‘ব্রহ্মপদমত্র বেদপদম্’ ইতি ব্যাখ্যাতম্। কেচিত্তু—“মম যোনির্মহৎক
তস্মিন্ গর্তং দধামাহম্” (গীতা. ১৪, ৩) ইতি বচনে ব্রহ্মপদপ্রবণাং “ব্রহ্মণো হি” ইত্যত্র ব্রহ্মপদং
প্রকৃতিপদং, সর্কজ প্রতৌ জ্ঞীভাগবতে চ ব্রহ্ম-কৃষ্ণপদার্থয়োরৈক্যাবগমাৎ—ইত্যাহঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।

প্রমুখের প্রতিপাদ্য বস্ত্ত। উক্ত পদ্যে যে পরমার্থভূত বস্ত্ত তত্ত্বের কথা বলা
হইয়াছে; সেই তত্ত্ব কি তাহাই বলিতেছেন :—“তত্ত্ববাগিগণ যে তত্ত্বকে অস্বয় জ্ঞান বলিয়া থাকেন।”

ঐ জ্ঞানকে এখানে চিদেকরূপ বৃত্তিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত একরূপ—আপনার স্বরূপভূত জ্ঞানযুক্ত এই অর্থ জানিতে হইবে। সেই বাস্তবতত্ত্ব যেমন স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানবান্ ; তেমন বা অল্প কোন প্রকার অপর তত্ত্ব নাই, তিনিই একমাত্র তাঁহার শক্তিবর্গের পরমাত্ম্য এবং তদ্ব্যতীত শক্তিবর্গের অসিদ্ধি ; এই সকল হেতুতে তাঁহাকে ‘অদ্বয়’ এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। “তত্ত্ব” এই শব্দে বাস্তব পদার্থকে ‘পরম পুরুষার্থ’ বলা হইল এবং তন্নিমিত্ত তিনি যে—নিরতিশয় স্বাভাবিক স্বেচ্ছযুক্ত ইহাও প্রকাশ করা হইল ; হুতরাং ইহা দ্বারা তাঁহার নিত্যতাও দেখান হইয়াছে। [ইহা শ্রীহৃদের উক্তি] ॥৫১॥

তাৎপর্য্য ।

(৫১) সেই বাস্তবতত্ত্ব স্ব-স্বরূপভূত—জ্ঞানশালী কেন ? তাহা শাস্ত্রেই বলিতেছেন,—“গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্ত গুণাসৌ হবিরীশ্বরঃ ।” তিনি আপনার স্বরূপভূত গুণেই গুণবান্ হুতরাং গুণ স্বরূপের অতিরিক্ত নয় বলিয়া দোষ আসিতে পারে না। ‘স্বয়ংসিদ্ধ’—যে বস্তুটি আপনা আপনিই সিদ্ধ হয় ; তাহাকে ‘স্বয়ংসিদ্ধ’ বলা যায়। যেমন ‘স্বয়ং দামান্তপশ্বিনঃ’ তপস্বিলোক নিজের দাস্ত্যসম্পাদনের জন্ত অপর ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করে না, সে আপনিই নিজের আবশ্যকীয় দৈহিক কার্য্যাদি সম্পাদন করে। সেইরূপ পরেশ পদার্থ সর্ব্বপ্রকারেই স্বয়ংসিদ্ধ, তাঁহার সদৃশ তিনিই আছেন, জীব তাদৃশ চৈতন্য হইলেও তাঁহার ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ নয়। প্রকৃতি-কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি জড় বস্তু, অতাদৃশ ও স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারে না হুতরাং তিনি ‘অদ্বয় পদবাচ্য ।’

প্রকৃতি-আদি শক্তিগুলিরও তো তত্ত্বতা শ্রবণ করা যায়, তবে অদ্বয় তত্ত্ব কিরূপে হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“স্ব-শক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ” ; অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাশ্রিতশক্তিরূপত্ব রহিয়াছে এবং প্রকৃতি-আদিরও ব্রহ্মস্বরূপত্ব আছে, কারণ যদিও প্রকৃতি বহিরঙ্গা, সে যখন অনিত্যা, তখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে তো লীন হইয়াই থাকে ! আচ্ছা ! প্রকৃতির পক্ষত্ব কেন বলা হয় ? উত্তর—“পরমাত্ম্যং তং বিনা অসিদ্ধত্বাৎ” প্রকৃতি অচেতন তাহাব কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে বলিয়াই তাহার জগৎ কাৰ্য্যে ক্ষমতা ভয়ে হুতরাং তাহার দর্শন্য। ব্রহ্ম স্ব-শক্ত্যেকসহায় হইয়াও ‘অদ্বয়’ কেন বলি ? যেমন—‘ধর্ম্মধ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুঃ’ ধর্ম্মর কোন স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি নাই, অথচ পাণ্ডুর আশ্রিত। তাদৃশ সহায় কিছু না থাকায় পাণ্ডুও—অধ্বিতীয়। এ স্থলে ধর্ম্মর ন্যায় প্রকৃতি-জড় অনিত্যা ; তাহাকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মে অদ্বয়ত্বের কোন হানি হয় না।

যদি বলেন—বেদান্ত “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, এখানে তো কেবল জ্ঞানই বলা হইল ? তাই বলিতেছেন—“তত্ত্বমিতি,” এখানে ‘তত্ত্ব’ শব্দে—সার বস্তু বলা হইয়াছে। যেমন বলা হয়—“ইদমত্র তত্ত্বম্”—এখানে ইহাই সার। আবার ঐ সার বলিতেও স্বেচ্ছকেই বৃত্তিতে হইবে; কারণ,—যত কিছু উপায় আছে সকলই স্বেচ্ছার্থক। এখানে তত্ত্ব শব্দের স্থখ অর্থেই তাৎপর্য্য। শাস্ত্রেও এই কারণে আত্মপদার্থকেই পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়াছেন। স্ত্রথম পদার্থই প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন। আত্মা পরমস্ত্রথম ; সেই জন্ত পরম-প্রেমাস্পদ, তাঁহার সম্বন্ধ থাকায়, তদিতর জীবও—স্ত্রথম। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।”
 “আত্মা বা ত্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ।”

পরমাত্মা পরমানন্দময় বলিয়াই নিকপাধি পরমপ্রেমানন্দ; এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—“পরম-
 পুরুষার্থজ্ঞাতনয়া।”

সাধারণ জ্ঞান এবং স্বথ অনিত্য হইলেও, যে জ্ঞান-স্বথ পরমাশ্বনিষ্ঠ; তাহার নিত্যত্ব—পরমাশ্বার
 স্বয়ংসিদ্ধত্ব ব্যাখ্যাচারাই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ ‘ব্রহ্ম নিতা’ ইহা শ্রুতি পুরাণপ্রসিদ্ধ, এবং
 ঐ ব্রহ্মও জ্ঞানৈকরূপ, স্বতরাং সেই জ্ঞান স্বথের নিত্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞান এবং স্বথের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ ব্রহ্মও
 জ্ঞান-স্বথ একবস্তু—এ-সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কারণ—‘জানামি’ এই ক্রিয়ার অর্থ—আমি জানি বা
 জানিতেছি, এ কথায় জ্ঞানটি যে জ্ঞাতা হইতে পৃথক্; ইহা বোধ হওয়ায় জ্ঞান আত্ম-ধর্ম নিশ্চয়
 হইতেছে। ‘অহং স্বখী’ এ কথা বলিলে স্বথও আত্মধর্ম ইহা বিলক্ষণরূপে বোধ হইতেছে। কিন্তু
 জ্ঞান এবং স্বথে আত্মধর্মের আরোপসিদ্ধ—এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ তদনুকূলে শাস্ত্রীয়
 কোনই প্রমাণ নাই। তবেই—সেই অদ্বয়ত্ব স্বাভাবিক-জ্ঞান স্বথশালী; এই অর্থই হুসিদ্ধ।
 এইরূপ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি স্থলেও জ্ঞান ও স্বথের আত্মধর্মত্ব, এবং ব্রহ্ম—জ্ঞানযুক্ত
 ও স্বথযুক্ত এই অর্থ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে অদ্বয়জ্ঞানবান্ পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণেই এই
 শাস্ত্রের প্ররুতি; ইহা প্রতিপন্ন হইল।

ননু নীলপীতাদ্যাকারং ক্ষণিকমেব জ্ঞানং দৃষ্টং, তৎ পুনরদ্বয়ং নিত্যং জ্ঞানং
 কথং লক্ষ্যতে, যমিষ্ঠমিদং শাস্ত্রম্ ? ইত্যত্রাহঃ—“সর্ববেদান্তসারং যদব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্ !
 বস্তুদ্বিতীয়ং তমিষ্ঠম্” (ভাঃ ১২, ১৩, ১২) ইতি ॥

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ ২, ১, ১) ইতি যস্য স্বরূপমুক্তম্, “বেনাশ্রুতং
 শ্রুতং ভবতি” (ছান্দোঃ ৬, ১, ৩) ইতি “যদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতং” “সদেব
 সৌম্যোদমগ্রা আসীৎ” (ছান্দোঃ ৬, ২, ১) ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতা, “তদৈকত্বং বহু
 ত্বম্” (ছান্দোঃ ৬, ২, ৩) ইত্যনেন সত্যসঙ্কল্পতা চ যস্য প্রতিপাদিতা, তেন ব্রহ্মণা স্বরূপ-
 শক্তিভ্যাং সর্ববৃহত্ত্বেন সাক্ষম্, অনেন জীবোত্তানা ইতি তদীয়োক্তাবিদস্তানির্দেশেন
 ততো ভিন্নত্বেহপ্যাত্মত্বনির্দেশেন তদাত্মাংশবিশেষত্বেন লক্ষসা বাদরায়ণসমাধিদৃষ্টযুক্তো-
 রত্যভিন্নতারহিতস্য † জীবোত্তানো যদেকত্বঃ, ‡ “তত্ত্বমসি” (ছান্দোঃ ৬, ৮, ৭) ইত্যাদৌ §

* “ইত্যাহ” ইতি গোশ্বামিভট্টাচার্য্যকৃত পাঠঃ। + “অত্যন্তাভিন্নতারহিতত্ব” ইতি বা পাঠঃ।

† অত্র “তত্ত্বাত্মৈকত্বাকৃত্য” ইতি পাঠাধিক্যং শ্রীমদ্গোশ্বামিভট্টাচার্য্যটীক্ষণীদৃষ্টান্তমীযতে।

‡ “ইত্যাদিশ্রুতৌ” ইতি গোশ্বামিভট্টাচার্য্যকৃত পাঠঃ।

জ্ঞাতা * তদংশভূতচিহ্নপত্বেন সমানাকারতা, তদেব লক্ষণং প্রথমতো জ্ঞানে সাধকতমং যস্য ; তথাভূতং যৎ সর্ববেদান্তসারমদ্বিতীয়ং বস্তু, তন্নিষ্ঠং—তদেকবিধখ-
মিদং শ্রীভাগবতমিতিপ্রাক্তনপদ্যন্ত্বেনানুযঙ্গঃ । যথা ণ জন্মপ্রভৃতি কশ্চিদগৃহ-
গৃহাবরূপঃ সূর্য্যং ববিদিয়ুঃ কথঞ্চিদগাবাক্ষপতিতঃ, সূর্য্য্যংশুকণং দর্শয়িত্বা কেনচিহ্নপ-
দিশ্যতে ‘এষ সঃ’ ইতি, এতত্তদংশজ্যোতিঃসমানাকারতয়া তন্মহাজ্যোতির্মণ্ডলমনু-
সন্ধীয়তা-† মিত্যর্থস্তদ্বৎ । জীবন্ত তথা তদংশত্বঞ্চ তচ্ছক্তি-‡ বিশেষসিদ্ধত্বেনৈব পরমাত্ম-
সন্দর্ভে স্থাপয়িষ্যামঃ । তদেতজ্জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টত্বয়ৈবোপনিষদন্তস্য সাংশত্ব-
মপি কচিহ্নপদিশন্তি । নিরংশহোপদেশিকা শ্রুতিস্ত কেবলতন্নিষ্ঠা । অত্র
‘কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্’ ইতি চতুর্থপাদশচ কৈবল্যপদস্য শুদ্ধত্বমাত্রবচনত্বেন, শুদ্ধত্বস্য
চ শুদ্ধভক্তিত্বেন পর্য্যবসানেন শ্রীতিসন্দর্ভে ব্যাখ্যাস্যতে । ১২।১৩ শ্রীসূতঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

আর্থিকং নিত্যত্বং স্থিরং কুর্কন্ শাস্ত্রশ্চ বিশিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধত্বমাহ ;—নহু নীলেতাদিনা । অনেন—
জীবনেতাদি । তদীযোকৌ—পরদেবতাবাক্যে । তদাত্মাংশবিশেষত্বেন—তদ্বিভিন্নাংশত্বেন, ন তু যৎশাস্ত্রবিৎ
শাংশত্বেনেত্যাং । জীবাত্মনো যদেকত্বমিতি,—জীবন্ত চিহ্নপত্বেন জ্ঞাতা যদব্রহ্মসমানাকারত্বং, তদেব
তন্ত ব্রহ্মণ সর্হৈক্যমিতি ব্যক্তিভেদঃ প্রস্তুটঃ । এবমেব যথেনাদিদৃষ্টান্তেনাপি দর্শিতঃ । তদেতদ্বিতি,—
উপনিষদঃ “সোহৈক্যময়ত বহু স্মাম্” ইত্যাদ্যাঃ । নিরংশহোপদেশিকেন,—

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং,” (তৈত্তিঃ ২, ১), “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।” (শেতাঃ ৬, ১২)
ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্ত—কেবলতন্নিষ্ঠা বিশেষ্যমাত্রপরেত্যাং । অনভিব্যক্তসংস্থানগুণকং ব্রহ্ম বদতীতি যাবৎ ॥৫২॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

ইত্যাংহেতি—‘শ্রীসূতঃ’ ইতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । ‘ইত্যত আহ’—ইতি তদর্থঃ । ‘তন্নিষ্ঠম্’ইত্যন্তমশ্রু
কথ্যেনোদ্বিষ্টম্ । সর্ববেদান্তসারং—সর্ববেদান্তেষু মুখ্যত্বেনাভিহিতং, ব্রহ্মণা সহায়নো জীবন্ত
যদেকত্বং—তল্লক্ষণং সাধকতমং যন্ত তৎ—ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং, অদ্বিতীয়ং—ব্রহ্মনিষ্ঠাতাবাপ্রতিযোগি,
তন্নিষ্ঠমিতি—তৎপরমিদং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ । তথা চ—ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেবাশ্রয়ত্বং, ন তু জ্ঞাননিষ্ঠমিতি প্রাগ্-
ব্যাক্যার্থার্থ এব সূত্রোক্তিত্বেন ইতি ভাবঃ । সূত্রোক্তবচনং বিশেষণং ব্যাকরোতি,—সত্যমিত্যাদি ।
যেন—অচিন্ত্যশক্ত্যা, ব্রহ্মণা শ্রুতেন শব্দতঃ সাক্ষাদশ্রুতমপি সর্বং ভগৎ তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা শ্রুতং ভবতীতি

* “জ্ঞাতা” ইতি তু “সমানাকারতা” ইত্যন্তান্তে পঠিতম্, তত্ত্ব বিবর্তিতবধেয়ম্ ।

† “তথা” ইতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যকৃতঃ পাঠঃ । ‡ “অনুসন্ধীয়তে” ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃতঃ পাঠঃ ।

§ “তচ্ছক্তি—” ইত্যত্র “তদচিন্ত্যশক্তি” ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃতঃ পাঠঃ ।

“যেন” ইত্যাদি প্রত্যয়েরঃ। অত্র দৃষ্টান্তপ্রতিবন্ধা,—“সৌম্যৈকেন যুৎপিণেন সর্গং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতম্” (ছান্দো. ৬, ১, ৪) ইত্যাদি দৃষ্টা। অত্র তদৃষ্টান্তেন জগদুপাদানং লভ্যতে, উপাদানধর্মশ্চৈব কার্যো দৃশ্যতে, ন তু কারণধর্মশ্চেতি। ন চ—ব্রহ্মণশ্চেতনস্ত নিরবয়বস্ত নির্বিকারস্ত কথমচেতনজগদাকারেণ পরিণামঃ? ইতি বাচ্যং, তাদৃশস্ত্রাপি একাগো জগদুপাদান-প্রকৃত্যাব্যাপ্ত্যাহভেদস্ত্রাপি তাদৃশপ্রত্য জ্ঞাপনায় শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ। ন চ—তাদৃশশক্তে: পরিণামিত্যাহনিত্যত্বাদেতেনহ্যচ্চ তস্তা ন ব্রহ্মণা সঠৈক্যমিতি বাচ্যং, যথৈকশ্চিন্ শরীরে করচরণাদি-তত্তদবয়বভেদঃ—পারমার্থিকঃ, তথা মিথোবিলক্ষণস্বত্বকরচরণাদ্যবয়বসমুদায়ভেদোহপি; সমুদায়স্ত প্রত্যেকাহনতিরেকাৎ। এবং প্রত্যেকাবয়বে শরীরভেদো বর্ততে, ন তু সমুদায়ে ইতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকামুযোগিতাবচ্ছেদকভেদেনোভেদ-ভেদয়োরেকত্ব সৎবাৎ, তথা চেতনোচেতনহ্যভ্যাং মিথো ব্রহ্ম-তচ্ছক্ত্যোভেদোহপি ধর্ম-বর্ষিতাবাপন্নয়ো-স্তয়োরেক্যমব্যভিচারিসম্বন্ধাদিতি। প্রকৃতেনিত্যত্বমপি,—“পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ নাক আলোকো যোহসৌ হরিরাদিরনাদিরনস্তোহস্তঃ পরমঃ পরাধ্বিশ্বরূপঃ” ইতি মাধ্বভাষ্যদ্ব্যুতপ্রত্য ব্রহ্মণঃ প্রকৃতি-রূপতাবোধনায় “পরাস্তশক্তিবিবিধৈব জগতে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (শ্বেতাস্ব. ৬, ৮) ইতি প্রত্যেক। তত্র স্বাভাবিকত্ব—স্বরূপভূতত্বং। যদ্বা; ব্রহ্মণো জগদুপাদানপ্রকৃতিভিন্নেব, অভেদপ্রত্যয়-চৌপচারিকঃ। তথা চ মাধ্বভাষ্যদ্ব্যুতবচনম্,—

“অবিকারো হি ভগবান্ প্রকৃতিং তু বিকারিণীং। অমুপ্রবিশ্ত গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে” ইতি।

“অথৈষ আত্মা প্রকৃতিমমুপ্রবিশ্তাত্মানং বহুধা চকার তস্মাৎ প্রকৃতিরিতি ব্যাচক্ষতে” ইতি মাধ্বভাষ্যদ্ব্যুতভাষ্যেবপ্রতিশেতি। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রত্যভিবিশন্তি; তদ্বন্ধু বিজিজ্ঞাসথ” (তৈত্তি. ৩, ১, ১) ইতি প্রত্যো যদ্বন্ধুনিয়ন্ত্রণং—তদ্বিশ্বলয়াশ্রয়-প্রকৃতিলয়াভিপ্রায়েণ। “অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি” ইতি প্রত্যেঃ।

“একোহবিভক্তঃ পরমঃ পুরুষো বিষ্ণুর্জ্যোতঃ। প্রকৃতিঃ পুরুষঃ কালজয় এতে বিভাগতঃ।

চতুর্থশ্চ মহান্ প্রোক্তঃ পঞ্চমোহহঙ্কৃতিস্তথা। তদ্বিভাগেন জায়ন্তে আকাশাদ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।

যো বিভাগী বিকারঃ সঃ সোহবিকারী হরিঃ পরঃ। অবিভাগাৎ পরানন্দো নিত্যো নিত্যগুণাশ্রয়ঃ” ॥

ইতি মাধ্বভাষ্যদ্ব্যুতবৃহৎসংহিতাবচনান্। এবঞ্চ—“যেনাপ্রত্যঃ প্রত্যং ভবতি” (ছান্দো. ৬, ১, ৩) ইতি প্রতিজ্ঞাত-প্রতি-তদৃষ্টান্তপ্রতিভ্যাং সাক্ষাদনির্দেশপূর্বব্রহ্মোপাসনায়ামুপাস্তাবচ্ছেদকরূপজিজ্ঞাসায়াং তাদৃশরূপ-প্রদর্শনম্। তথাহি “মায়া বিধং স্বজতে” ইত্যাদিশ্রুতিসহকারেণ নিরুক্তপ্রতিজ্ঞাপ্রত্য জগদুপাদানয়েন ব্রহ্মবোধেনে সাক্ষান্তবোধং “শিবী বিনষ্টঃ” ইত্যাদিবংশবিশেষণীভূতমায়ায়াং জগদুপাদানত্বং বোধ্যতে। তেন জগদুপাদানমায়াশ্রয়েন ব্রহ্মোপাস্তং, সর্গাদারয়েন জ্ঞানহৃৎময়য়েন সর্বনিমিত্তকারণয়েন ব্রহ্মৈব নিত্যমুপাদেয়ং, মায়ায়া অচেতনহেনাহৃৎয়েন তৎকার্যস্ত জগতত্ত্বাভূতহেনানিত্যয়েন চামুপাদেয়ত্বং আয়াতমিতি। “ময়াহৃৎক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্বয়তে সচরাচরম্” ইত্যেনে ব্রহ্মণো নিমিত্ততা, প্রকৃতেক্ষে-পাদানতাবোধনায় “ইচ্ছো মায়াভিঃ পুরুষপ জয়তে” (বৃ. আ. ২, ৫, ১৯) ইতি প্রত্যেক “সর্গঃ স্বধিঃ ব্রহ্ম” (ছান্দো. ৩, ১৪, ১) ইত্যাদিশ্রুতিরপি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতয়েন ব্রহ্মশক্তিময়য়েন চৌপপন্নতে। সন্দেহেতি,—ইদং—জগৎ, অগ্রে সন্দেবাসীৎ—সদ্রূপে লীনমাসীৎ ইত্যর্থঃ। তেন জগৎকারণতাপি লক্ষ্যতে, উপাদান-কারণ এব কার্যলয়শ্রবণাৎ। আদিপদেন—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (তৈত্তি. ৩, ১, ১) ইত্যাদি প্রতিপরিগ্রহঃ। সত্যসকলভেতি—অপ্রতিকল্পজ্ঞানবশেষত্বার্থঃ। যন্তেতি—যৎপদদ্যোতিতঃ

পরায়ুগ তদর্থং বিরোধোতি—তেন ব্রহ্মণেতি । স্বরূপং—জ্ঞানস্বখাদি । শক্তিঃ—জগৎপাদানমায়াদি
তাভ্যাং সর্ববৃত্তমেন—সর্বত উত্তমেন, সাক্ষমিত্যন্ত যদেকত্বমিতি পরেণাশ্রয়ঃ । অনেন জীবেনাত্মনেত্যাদি
তদীয়োক্তৌ—“অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিশ্চ নামরূপে ব্যাকরণানি” (ছান্দো ৬, ৩, ২) ইত্যাদিশ্রুতি-
বচনে, ইদন্তানির্দেশেন—‘অনেন’ ইতি ‘ইদং’পদেনাপরোক্ষনির্দেশেন, ততো ভিন্নত্বইপি—পরোক্ষ-
ব্রহ্মসকাশাস্তিত্বসিদ্ধাবপি, আত্মতানির্দেশেন—‘আত্মনা’ ইত্যাত্মপদেন চেতননির্দেশেন, ইদংাত্মাংশ-
বিশেষেই হেতুঃ । তদাত্মাংশবিশেষেই—ব্রহ্মাংশবিশেষেই—অনুপ্রবিশ্চ “নামরূপে ব্যাকরণানি” ইতি বাক্যঃ
সমভিব্যাক্তাত্মপদেন, কর্তৃত্বতব্রহ্মণ এবাত্মীয়ত্বরূপাংশবোধনাদিতি ভাবঃ । লক্ষণেতি—‘জীবেন’ ইতি
শ্রুতিপদেনেত্যাদিঃ ‘জীবাত্মনঃ’ ইতি পরেণাশ্রয়ঃ । ব্রহ্ম-জীবয়োর্ভেদে প্রাপ্তকৃত্যুক্তিমপি স্মারয়তি—
বাদরায়ণেতি, অত্যাভিন্নত্বেনিতি ধর্ম-পশ্চিভাবতয়া, ভেদোহপ্যতিশঙ্কেন সূচিতঃ । তদেকত্বমিতি—
ব্রহ্মনিষ্ঠৈকত্বস্য জীবাত্মনি বাধিতত্বাৎ । তদ্ব্যতিক্রম্যকব্যাকৃতত্বাৎ—ইত্যাদৌ একপদস্য সমানাকারকতা-পরত্বস্য
সর্বমতসিদ্ধতয়াইত্রাপেক্ষপদস্য সমানাকারপরতামাহ,—তদংশচিহ্নপদেইতি—অভেদে তৃতীয়া ; তদংশ-
চিহ্নপদস্যসমানাকারতের্থঃ । তদংশত্বং—তদ্ব্যতিক্রম্য, তৎপদং—ব্রহ্মপদং, চিহ্নপদং—চেতনত্বম্ ।
তথা চ তদ্ব্যতিক্রমে সতি চেতনত্বং—একপদেন বিবক্ষিতম্ । যদ্বা ; তদংশত্বং—তদ্ব্যতিক্রমেইতিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কাণ্ডত্বম্ । তথা চ ব্রহ্মনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণ্ডত্বেন সতি চেতনত্বমত্র সমানাকারত্বং সাদৃশ্য-
পর্যবাসিতম্ ।

অত্র শ্রুতিঃ সন্বাদয়তি—“তত্ত্বমসি” ইত্যাদিশ্রুতৌ জ্ঞাতেতি,—‘তৎ’ পদমত্র “যেনাশ্রুতং শ্রুতং
ভবতি” ইত্যাদি প্রাপ্তপদর্শিতব্রহ্মসদৃশে লাক্ষণিকং ব্রহ্মভেদস্য ‘তৎ’পদবাচ্যবোধিতত্বাৎ । ‘সোহয়ং
গকারঃ ।’ ‘তদৌষধমিদং’ ইত্যাদৌ ‘তৎ’পদস্য প্রাগবুদ্ধিস্ব-সদৃশপরত্বদর্শনাচ্চ । সাধকত্বমিতি জ্ঞাপক-
মিত্যর্থঃ । সর্ববেদান্তান্তরং—প্রাগ্দর্শিতোপনিষৎপ্রতিপাত্তম্ । সাধকত্বমত্র দর্শয়তি—তথ্যেতি । এষ স
ইতি—এষ সূর্য্যংশততোময় ইত্যর্থঃ । তথা চৈতজ্ঞ জ্ঞানমুপমানবিধয়া ‘সূর্য্য এতাদৃশো মহান্’ ইতি জ্ঞানং
জনয়তি । এবমত্রাপি ‘তৎ’ ব্রহ্মাংশচিহ্নপদং ইতি জ্ঞানমুপমানবিধয়া ব্রহ্মত্বং—‘সদৃশম্’ ইতি জ্ঞানজনক-
মিত্যর্থঃ । তৎসাদৃশ্যত্বং—চিহ্নপদে সতি সর্ববৃত্তমত্বমিতি । যদ্বা,—‘অনুসন্ধ্যীতে’ ইত্যনেন
‘অনুসন্ধ্যীতে’ ইত্যর্থঃ । অনুসন্ধ্যীতে—‘সূর্য্যঃ’—এতৎসদৃশমহাজ্যোতির্মণ্ডলরূপঃ, এতদংশত্বেন সতি
জ্যোতির্ময়ত্বাদিত্যাদিরূপ ইতি । তদ্বদিতি,—জীবন্ত যদ্ব্যতিক্রম্যসদৃশং তদপি ব্রহ্মজ্ঞাপকং, যথা ব্রহ্ম
নিরতিশয়চেতনং তদ্ব্যতিক্রম্যসদৃশাংশত্বেন সতি ‘চেতনত্বাৎ’ ইত্যাদিরূপমুপমানমিত্যর্থঃ । নহ ব্রহ্মণো
নিরবয়বস্য সর্বব্যাপকশৈক্যস্য জীবো কথমংশত্বসম্ভবঃ ? ইত্যত আহ,—‘তদংশত্বত্বং’ইতি । তদচিন্ত্যশক্তি-
বিশেষসিদ্ধত্বেনেতি—অচিন্ত্যশক্তিবিশেষো যোগমায়াদিঃ, তৎসিদ্ধত্বেনেত্যর্থঃ । তথাচ,—‘অচিন্ত্য-
শক্ত্যাহনন্তজীবাত্মনঃ’ ইতি জীবানামপি শক্তিত্বাৎ তদ্ব্যতিক্রম্যব্রহ্মণেইপি পরমাত্মপদবাচ্যত্বাৎ
তদ্বিশেষেণ জীবানামপি পরমাত্মত্বমুপচর্য্যতে ইতি জীবন্ত সর্বশক্তিবিশিষ্টপরমাত্মাংশত্বং, ‘এব’ কারণে—
কেবলব্রহ্মাংশত্বাবচ্ছেদ ইতি । তথা চ—‘সবিশেষেণ হি বিধিনিষেধো বিশেষণমুপসংক্রাম্যতঃ, সতি
বিশেষে বাধে’ ইতি জ্ঞানে বিশেষণীকৃতশক্তীনামেকস্য জীবন্ত,—‘মমৈবাংশো জীব-’ ইতি
ভগবদ্বচনাদৌ তদংশত্বেন বোধনং, যথা সাধারণধনানাং প্রত্যেকং ধনস্য লোকেহংশত্বেন ব্যবহারঃ ;
ন তু চিদ্ব্যনানন্দস্বরূপৈকদেশত্বরূপমংশত্বং তত্র বোধ্যতে, অসম্ভবাদিতি ভাবঃ । এবং
যোগমায়াদিশক্তীনামপি শক্তিবিশিষ্টনিক্রপিতমেব অংশত্বং বোধ্যম্ । তদিতি—জীবানাং জীবাত্মাংশক্তি-

বিশিষ্ট ব্রহ্মনিরূপিতাংশদেবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মণোহপি জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়ৈব—তর্কশিষ্ট্যাবচ্ছেদেনৈব, তত্ত্ব—ব্রহ্মণঃ, অংশিত্বমুপনিষদঃ কচিছুপদিশস্তীত্যর্থঃ। কেবলতয়িষ্ঠেতি—শক্ত্যানবচ্ছিন্নব্রহ্মনিষ্ঠেত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ “ব্রহ্মাত্মকত্বলক্ষণম্” ইত্যত্র ষড়্বোত্তরত্বপ্রত্যয়েন ব্রহ্মস্বাত্মকত্বমিতি লভ্যন্তে; তানি লক্ষণানি বিশেষণানি যন্ত তদিত্যর্থঃ। তত্র ব্রহ্মণঃ—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”(তৈত্তিঃ ২, ১, ১) “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃঃ আঃ ৩, ২, ২৮) ইত্যাদিপ্রত্যয়া স্বাভাবিকজ্ঞানস্বখাদিমন্তরূপঃ বোধ্যম্। আত্মত্বং—“এষ আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতম্” (বৃঃ আঃ ৩, ৭, ৩) ইত্যাদি প্রত্যয়া—

“অহমাত্মা শুড়াকেশ! সর্বভূতাত্ময়ে স্থিতঃ। উত্তমঃ পুরুষত্বজঃ পরমাত্মোত্তাদাকৃতঃ।

বো লোকত্রয়নাবিশু বিভর্ত্যবায় ঈশ্বরঃ”(গীতাঃ ১০, ২০) ইত্যাদিপ্রত্যয়া সর্বনিয়ন্তৃদ্বাদিরূপম্।

একত্বজ্ঞ—মুখ্যতঃ নিরতিশয়ত্বমিতি যাবৎ; “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি প্রত্যয়ে; অদ্বয়ত্বজ্ঞ—অসমত্বঃ, “স্বয়ম্ভাসাম্যাতিশয়ত্ব্যবীশঃ” ইত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ “বস্ত্র বসত্যস্মিন্ সর্বম্” ইতি ব্যুৎপত্তা। সর্বপাদারমিতি সমুদিত্যর্থঃ। যদ্বা,—ব্রহ্মেতি বিশেষণং, আত্মৈকত্বলক্ষণমিতি বিশেষণম্, তদর্থকং; আত্মনঃ—জীবন্ত, যেন একত্বং লক্ষয়তি—প্রাপয়তি যোপাসনদ্বারা—ইতি আত্মৈকত্বলক্ষণং, “সর্ব একীভবন্তি” ইতি “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইতি প্রত্যয়ে, তত্রৈকত্বং—বাত্তবমিতি। ষৈতাদ্বৈতবাদিনস্তেষাং সংসারিতা * ভেদঃ, মুক্তদশমায়াঃ ভেদাভাবঃ—ইতি কালবিশেষাবচ্ছেদেনৈকত্বৈব জীবানাং ভেদস্বীকারাৎ, বস্ততঃ—“নিরঞ্জনঃ পরমঃ সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদি প্রত্যয়ান্তরৈকবাক্যতয়া যুক্ত্যা চ সাম্যরূপমেকত্বং ব্রহ্মণি জীবানাং মুক্তদশমায়াং স্বীকারঃ, সাম্যজ্ঞ—স্বরূপাবস্থানাত্মিকত্বত্বাভাব-নিত্যস্বখসাক্ষ্যকার-রূপম্। এবং ব্রহ্মণি জীব-বৈশিষ্ট্যমপি নাধারাধেয়ভাবরূপসম্বন্ধঃ; কিন্তু গগনে ভূতসম্বন্ধবৎ সম্বন্ধমাত্রাৎ বোধ্যতে, “আকাশবৎ সর্বগতং সূক্ষ্মম্” ইতি প্রত্যয়ে। স চ সম্বন্ধঃ পুঙ্করপলাশে জলসম্বন্ধবৎ একতানাপাদক ইতি। ব্রহ্মণোহসম্বন্ধপ্রতিসম্বন্ধতিঃ—সম্বন্ধজেন সম্যকসম্বন্ধকৈশ্চকতাপাদকস্ত বিলক্ষণস্ত বোধনাত্ নির্বিকারস্ত ব্রহ্মগুণত্বসম্বন্ধাচ্চ। তত্ত্বমস্তাদিবাক্যানি চ “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি ভাবনাময়োপাসনা-ত্যাৎপর্য্যাকাশি, তথোপাসকানাং “কীটপেষস্বত্বং” জ্ঞায়েন নিরুক্তব্রহ্মকৈক্যলাভো ভবতীতি প্রাহঃ। অত্রোক্তি—“সর্ববেদান্তসারম্” ইত্যাদিস্মৃতবচনে ইত্যর্থঃ। কৈবল্যশব্দকৈশ্চকত্বপার্থ্যবসমে জীবন্ত মায়াকৃতোপাধিত্যাগেন স্বরূপাবস্থানরূপশব্দকৈ চ মুখ্যতয়া মুক্তিপরত্বমেব যদ্যপ্যযাতি; তথাপ্যস্মিন্ মুক্তেরপাধিকতয়া প্রেমাধ্যভক্তৈকরূপতয়া তৎপরতমাহ,—কৈবল্যপদস্তেত্যাদি। শুদ্ধভক্তত্বদশায়ামপি মায়ারাহিত্যরূপশব্দকেন সাম্যাত্মকবিশেষণরূপাভিপ্রায়েণ তৎপর্য্যবসানমুক্তং, মুখ্যার্থকৈকপদস্বরূপাৎ মুক্তিপ্রয়োজনকত্বমপি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

ঐশ্বরিক উত্তানেন্দ্র নিব্বাস। এখানে এ আশঙ্কার উদয় হইতে পারে—নীল-গীতাদি আকারে কণিকরূপেই জ্ঞানকে দেখা যায়; সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান অদ্বয় এবং নিত্যরূপে কি কথিয়া লক্ষিত হয় যে, ঐ জ্ঞানই এই শব্দের প্রতিপাদ্য?—এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে শ্রীহৃত মহাশয়

* অত্র ‘সংসারিতা’ ইত্যাত্মান্তে “দশমায়াং” ইতি পাঠে সতি অর্থঃ প্রফুটঃ সত্যং, অস্বাক্ষমাদর্শে বদসত্ত্বাব্যাহার্য নল্লিবেশিতঃ।

বলিয়াছেন,—“যাহা সৰ্ব্ব বেদান্তের সার অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে মূখ্যরূপে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বলক্ষণ জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু এবং ঐ অদ্বিতীয়বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। ঐতিহ্যেও “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং ব্রহ্ম” ইত্যাদি রূপে যাহার স্বরূপ বলা হইয়াছে। “যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্ম শ্রুত হইলে, শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ অশ্রুত হইলেও সমস্ত জগৎ তাৎপর্য্যগুণিত্বদ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে।” “যাহাকে জ্ঞানিলে পরে, সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।” “হে সৌম্য ! যিনিই সৃষ্টির পূর্বে সজ্জপে বর্তমান ছিলেন।” ইত্যাদি শ্রুতি নিচয়ের দ্বারা যাহার এই নিখিল জগতের একমাত্র কারণরূপত! প্রতিপাদিত হইয়াছে। “সেই সমস্ত-ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব।” ইত্যাদি শ্রুতিতেও যাহার সত্যসংকল্পতা ও অপ্রতীক্স জ্ঞানবত্তা সাধিত হইয়াছে। সেই স্বরূপ—জ্ঞান স্বাধাি এবং শক্তি—জগদুপাদান মায়াদি শক্তি দ্বারা সৰ্ব্ব বৃহত্তম অর্থাৎ সকল হইতে উত্তম—ব্রহ্ম, ইহাই স্থাপিত হইয়াছে। এদিকে জীবতত্ত্ব পর্যালোচনায় দেখা যায় ;—“অনেন জীবেনাস্মাত্মপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণানি” * এই শ্রুতি কথিত ‘ইদম্’ শব্দ নির্দেশ করায় জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা অস্বীকৃত হইতেছে অর্থাৎ ‘অনেন’ এই ইদং শব্দটি সাক্ষাদ্ধৃষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করায়, পরোক্ষ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ বোধ করাইতেছে ; তথাপি ঐ শ্রুতিতে ‘আত্মা’ এই আত্ম শব্দের প্রয়োগ থাকায় জীবের ব্রহ্মের অংশত্বও সাধিত হইল। তাহা হইলেই বাদরায়ণ শ্রীভাসদেবের সমাধিদৃষ্ট যুক্তি অস্বীকারে জীব ব্রহ্ম হইতে যে অতিশয় অভেদ রহিত—ইহা পাওয়া গেল। কারণ—দর্শ-দর্শিরূপেই জীবের সহিত ব্রহ্মে যা কিছু অভেদ বস্তুত : তাঁহাদের ভেদ—পূর্বোক্ত ব্যাস সমাধিদৃষ্ট যুক্তি বলেই সাধিত হইয়াছে। ফলত : জীব—ভগবদাস, সেব্য-সেবকত্ব ভাব—জীবের স্বাভাবিক দর্শ। যেতাত্ত্বতর উপনিষদেও “ব্রহ্মদাসাঃ” এই পদে জীবকে ব্রহ্মের দাস বলিয়াই স্বীকার করিতে দেখা যায় ; তবে এরূপ জীবের ব্রহ্মের সহিত “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একত্ব পাওয়া যায় ; সেটি ব্রহ্মের চিদংশ—জীব ; এই অংশভূত চিদ্রূপের সহিত সমানাকারতা পরিয়াই উভয়ের একতা স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ ভাবটিই প্রথমত : জ্ঞান-বিষয়ে যাহার সাধকতম অর্থাৎ জ্ঞাপক হয়, তাদৃশ সর্ববেদান্ত সারভূত যে অদ্বিতীয় বস্তু ; সেই বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এবং উক্ত তত্ত্বই এই শাস্ত্রের মূল বিষয় ; এইরূপে পূর্ণ কথিত “দর্শ প্রোক্ষিত” এই পদের সহিত ইহার সর্বস্ব। “স্বতরাং এ জ্ঞান নীল পীতাদির ত্রায় কণিক জ্ঞান নহে।

যেমন কোন ব্যক্তি আজন্ম গৃহ-গৃহাতে অবরুদ্ধ আছে, অথচ সূর্য্য দেখিতে চায়, তখন গবাক্ষ দ্বারে গৃহ মধ্যে পতিত কিরণ দেখাইয়া ‘এই সেই সূর্য্য ; ইহাই তাঁহার অংশ ভ্রোটিঃ, ইহার সমান আকাররূপে সেই মহাজ্যোতির্শূল অম্লসন্ধান কর’ এই বলিয়া কোন ব্যক্তি তাহাকে উপদেশ করে। এখানেও “তত্ত্বমসি” বাক্যে সেইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তুমি আপনাকে চিদ্রূপ অংশ মনে কর, ব্রহ্ম তোমার ত্রায় চিদ্রূপ হইলেও তিনি অতিবৃহৎ ; এইরূপে দাষ্টান্তিকে বাক্য যোজনা করিতে হইবে। জীব যে এই প্রকারে ব্রহ্মের অংশ ; তাহা যোগমায়াদি অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই খণ্ডিত থাকে—এইরূপে ‘পরমাত্মসন্দর্ভে’ স্থাপন করা হইবে।

জীবাখ্য-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের নিরূপিত অংশই যখন জীব ; তখন জীবাদি-লক্ষণ অংশবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মও তাহার অংশী—এইরূপে কোনও স্থানে উপনিষদগণও উপদেশ করিয়া থাকেন, তবে “সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং” ইত্যাদি যে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন ; এ স্থলে

* এ স্থলে “ব্যাকরণে” পাঠও দেখা যায়।

বুঝিতে হইবে,—কোনও শক্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বিশেষ্যমাত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। স্বত্বস্থানীয় ঐ বাক্যের চতুর্থপাদে যে ‘কৈবল্য’ পদটি আছে; উহা যদিও জীবের মায়াবৃত্ত উপাধির পরিত্যাগে শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষপর বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এই গ্রন্থে মুক্তি অপেক্ষা প্রেমাখ্য ভক্তিরই উৎকর্ষতা এবং উহাই শুদ্ধ ভক্তিরূপে পর্য্যবসিত সূতরাং ‘কৈবল্য’ শব্দকেই নিখিল জীবের প্রয়োজনস্থানীয় শুদ্ধভক্তি প্রেমরূপে প্রীতি সন্দর্ভে ব্যাখ্যা করা যাইবে। [ইহা ত্রিংশতের উক্তি] ॥৫২॥

তত্র যদি ত্বম্পদার্থস্ত জীবাত্মনো জ্ঞানত্বং নিত্যত্বং প্রথমতো বিচারগোচরঃ
স্মৃতদৈব তৎপদার্থস্ত * তাদৃশত্বং স্ববোধং স্যাদিতি তদ্বোধয়িতুং “অন্যার্থচ
পরামর্শঃ” † (ব্রং সূ. ১, ৩, ২০) ইতি ত্যায়েন জীবাত্মনন্তরূপত্বমহঃ ;

“নাহ্মা জ্ঞান ন মরিস্যতি নৈধতেহসৌ ন ক্ষীয়তে সর্বনবিদ্যাব্যভিচারিণাঃ হি ।

সর্বত্র শব্দনপায়ুপলক্ষ্যমাত্রং প্রাপ্তো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সং ॥” (ভাঃ ১১, ৩, ৩৮)

আত্মা—শুদ্ধো জীবঃ, ন জ্ঞান - ন জাতঃ ; জন্মভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতা-
লক্ষণো বিকারোহপি নাস্তি । নৈধতে --ন বর্দ্ধতে ; বুদ্ধ্যভাবাদেব বিপরিণামোহপি
নিরন্তঃ । হি—যস্মাৎ, ব্যভিচারিণাং—আগমাপায়িনাং,—বালযুবাদিদেহানাং দেব-
মনুষ্যাগাকারদেহানাং বা, সর্বনবিৎ—তত্তৎকালদ্রষ্টা ; নহবস্বাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো
ভবতীত্যর্থঃ । নিরবস্থঃ কোহসাবাস্তা ? অত আহ, উপলক্ষ্যমাত্রং—জ্ঞানৈকরূপম্ ।
কথন্তুতম্ ? সর্বত্র—দেহে, শব্দে—সর্বদা অনুবর্তমানমিতি । ননু নীলজ্ঞানং নষ্টং,
পীতজ্ঞানং জাতম্, ইতি প্রত্যতেন জ্ঞানস্থানপায়িত্বম্ ? তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়বলেনেতি,
সদেব জ্ঞানমেকমিন্দ্রিয়বলেন বিবিধং কল্পিতম্ । নীলাদ্যাকারা বৃত্তয় এব জায়ন্তে
নশ্বন্তি চ, ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ । অয়মাগমাপায়ি-তদবধিভেদেন প্রথমমন্তর্কঃ ॥
দ্রষ্ট-দৃশ্যভেদেন দ্বিতীয়োহপি তর্কো জ্ঞেয়ঃ । ব্যভিচারিণ্যবস্থিতস্তাব্যভিচারে
দৃষ্টান্তঃ—প্রাপ্তো যথেন্তি ॥ ৫৩ ॥

* ত্রিম্ গোষামিভট্টাচার্য্যটিপ্পণ্যঃ “তত্ত্ব” ইতি পাঠাদিক্যং—“তৎপদার্থস্ত” ইত্যন্তান্ত এব সম্ভবেৎ ।

† “পরামর্শঃ” ইতি গোষামিভট্টাচার্য্যভূতঃ পাঠঃ । ‡ “অন্তি” ইতি গোষামিভট্টাচার্য্যঃ ।

৭ অত্র তর্কদ্বয়ান্নকে বাক্যে ত্রিম্গোষামিভট্টাচার্য্যটীকাদৃষ্টা পাঠবৈলক্ষণ্যমভূতং, তন্তু
স্বধীভিস্তিম্য ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

জীবাশ্মনি জ্ঞাতে পরমাশ্মা স্বজ্ঞাতঃ শ্রাদিত্যুক্তং, তদর্থং জীবাশ্মানং নিরুপয়িষ্যাম্ভবতায়য়তি ;—
তত্র যদীত্যাदिना, अन्तार्थचेति ब्रह्मसूत्रम् । दहरविद्या छान्दोग्ये पठ्यते ; “यदिदमश्विन् ब्रह्मपुरे दहरं
पुण्डरीकं वेद्यं दहरोहमिन्द्रस्तारकाशतुश्विन् यदस्रतुदशेष्टेयम्” (छान्दो० ८, १, १) इति । अत्रोपासकश्च
शरीरं ब्रह्मपुरं, तत्र ह्यपुण्डरीकस्यो दहरः परमाश्व। धोयः कथाते, तत्रापहतपाप्मस्यदिगुणाष्टकमष्टेष्टेया-
मुपदिशते इति सिद्धास्ति तम् । तद्वक्तव्यमेष—“स एष सम्प्रसादोऽहस्याच्छरीरं समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पदा
श्चैन रूपेणाभिनिम्पदाते. स उन्मथः पुरुषः” इति वाक्यं पठितम् । अत्र सम्प्रसादो—लक्ष-विज्ञानो जीवस्तैन
यं पवं ज्योतिरूपपन्नं स एव प्रकृत्योक्तम् इत्यर्थः । दहरवाक्यान्तराले जीवपरामर्शः किमर्थम् ? इति
चेत्तत्राह, अन्तार्थ इति । तत्र जीवपरामर्शोऽह्यार्थः । यं प्राप्य जीवः स्वस्वरूपेणाभिनिम्पदाते, स
परमाश्मेति,—परमाश्वज्ज्ञानार्थ इत्यर्थः । न ज्ञानेति,—‘जयतेहन्ति वर्द्धते विपरिणमते अपक्षीयते
नश्वति च’ इति भावविकाराः षट् पठिताः ते जीवस्य न सति इति समुदाहारः । नह नीलज्ज्ञानमित्यादिज्ञान-
रूपमाश्ववत् ज्ञातं भवति, प्रकाशवत् स्यात् प्रकाशयिता स्यात् । ततश्च स्वरूपसूचकमिदं ज्ञानं तस्य नित्यं,
तत्त्वैश्वर्यप्रणाली । नीलादिनिष्ठा या विषयता—रुद्रिपदवाच्या, सैव नीलादापगमे नश्वतीति ॥५३॥

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टীका ।

ज्ञानस্ব—चिद्रूपस্ব, चेतनमिति यावत् । नित্যস্বঃ বিনা ব্রহ্মাংশস্বঃ ন নির্বহতীত্য-
ভিপ্রায়েণাহ—নিত্যস্বমিতি । তস্ব—ওক্ষণঃ, তাদৃশস্বঃ—নিরুক্তজীবত্বল্যস্বঃ তদ্বোধয়িতুমিতি । অন্টার্থঃ—
তদন্তার্থঃ, পরামর্শঃ—‘পরামুগ্ধতে’ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা—পরামর্শবিষয়ঃ ; নিরুপণবিষয় ইতি যাবৎ ।
নাশ্মেতি—শরীরবিশিষ্টস্ব জ্ঞানব্যবহারেণাহ—শুদ্ধ ইতি । তদনন্তরাস্তিত্বলক্ষণেতি,—জ্ঞানানামপি
জ্ঞানপূর্ব্বং সত্তা-নামাস্তিত্বাভাবাদাহ—তদনন্তরেতি, বিপরিণামঃ—রূপান্তরাপত্তিঃ হ্রাসশ্চ, জ্ঞানৈকরূপমিতি
স্বাভাবিকজ্ঞানবৎ । এতেন জীবজ্ঞানস্তাপি নিত্যস্বঃ, জীবস্ব মহস্বঃ নাস্তীতি ব্রহ্মতো ভেদঃ ।
জ্ঞানজ্ঞানপায়িত্বমিতি—জ্ঞানস্তাপায়িত্বে নিত্যস্ব জীবস্ব ন জ্ঞানস্বভাবতাসম্ভব ইতি ভাবঃ । বিবিধং
কল্পিতমিতি—ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সম্বন্ধেন জায়মানবিষয়-বিশেষাকারমনো-বৃত্তিবৈশিষ্ট্যেন বিবিধং কল্পিতং,
ন তু বাস্তবম্ । বিশেষেণ জ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়েণ বিশিষ্টজ্ঞানজ্ঞাননাশ ইতি নীলাদ্যাকারা ইতি ।
দেহস্তাগম্যপায়ধর্মঃ ; আশ্মানশ্চ তদ্ব্যবঃ । তদভাবঃ—ইতি বিরুদ্ধধর্মযোরেকত্র সমাবেশাভাবরূপতর্ক-
স্তয়োর্ভেদসাধক ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মস্বঃ—স্ব-পরপ্রকাশকজ্ঞানবস্ত্বঃ, দৃশ্যস্বঃ—অজ্ঞানপ্রকাশ্যস্বম্ । অচেতনস্ব-
মিতি—তয়োবিরোধনিবন্ধনস্তয়োর্ভেদসাধকো দ্বিতীয়তর্কঃ ইতি ক্লোকেনানেন স্মৃতি ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ ।

দেহ হইতে আশ্মান পার্থক্য । জীবাশ্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে পরমাশ্মার জ্ঞানও
স্বভূত হয়—এই নিমিত্ত জীবাশ্মার নিরুপণ অভিলাষে অবতারণা করিতেছেন ;—পরমাশ্মা-নিরুপণ বিষয়ে
যদি উক্ত “তত্ত্বমসি” বাক্যস্থ ‘স্বম্’ পদার্থলক্ষিত জীবাশ্মার প্রথমতঃ চিদ্ৰূপ এবং নিত্যস্ব বিচার-

* “প্রণালী” ইত্যত্র “প্রমাণালী” ইতি বা পাঠঃ ।

গোচরহয় অর্থাৎ 'জীব নিত্য' বলিয়াই ত্র্যক্ষের অংশ' এইরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' পদে লক্ষিত পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব ও নিত্যত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে; ইহাই জানাইবার জগৎ ব্রহ্ম সূত্রের "অত্যাখ্যাতঃ পরামর্শঃ" (ব্রঃ সূঃ ১, ৩, ২০) এই আয়াহুসারে জীবাত্মার স্বরূপ কীর্তন করিতেছেন;—

"আত্মা জন্মগ্রহণ করে না, মৃত হয় না, বৃদ্ধিলাভ করে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কেন না—দেহাদি যেমন ব্যভিচারযুক্ত আত্মা তেমন নহে, সে ঐ সমস্ত পদার্থের সাক্ষিস্বরূপও জ্ঞানবান্। সর্বদাই সকল দেহে বর্তমান প্রাণ যেখন বিভিন্ন পদার্থে বর্তমান থাকিয়াও একরূপ; তেমনি জ্ঞানও বৃত্তিবিশেষে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাহার একরূপত্বের কোন হানি হয় না।

উল্লিখিত ভাগবতীয় শ্লোকে—আত্মা বলিতে শুদ্ধ জীব বুঝিতে হইবে। 'জীব জন্ম গ্রহণ করে না', এ কথা বলাতেই—জন্মের অনন্তর জীবের সত্ত্বানামক অস্তিত্ব-লক্ষণ বিকারও নিবন্ধ হইল। 'বৃদ্ধি নাই বলাতে' জীবের বিপরীত (রূপান্তরের প্রাপ্তি) নামক বিকার নিরস্ত হইল। যে হেতু তিনি ব্যভিচারী (ভ্রাস-বুদ্ধিযুক্ত) বালক-যুবাদি দেহের বা দেবতা-মহুগ্ধ প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট দেহের সেই সেই কালের দ্রষ্টা—সাক্ষী সূতরাং ছয় প্রকার দেহের অবস্থার যে দ্রষ্টা, সে কখনই তত্ত্ব অবস্থা লাভের পাত্র হইতে পারে না। অবস্থাপ্রাপ্ত এ আত্মা কে?—এই আশঙ্কাকর্ষ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন:—উপলব্ধিমাাত্র—স্বাভাবিক জ্ঞানবান্ আত্মাই অবস্থাপ্রাপ্ত। কিরূপ?—জীব সর্বদা সমস্ত দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ ধর্ম যুক্ত নয়। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে?—জীবের জ্ঞান—নিত্য কি অনিত্য। দেখা যাইতেছে—প্রথমে একটি বস্তুর নীলগুণের জ্ঞান হইল, পরে একটি পীতবর্ণ বস্তু দেখিবামাত্র ঐ নীলজ্ঞান নষ্ট হইয়া পীত-জ্ঞান হইল! তবে জ্ঞানে অপরিণাম (অবিনাশিত্ব) কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার নিবাস করিয়া বলিয়াছেন—এক নিত্য জ্ঞানই ইন্দ্রিয় বলে বিবিধরূপে কলিত হয় মাত্র, অর্থাৎ নীল-পীতাদিরূপ বৃত্তিই জন্মে এবং নষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞান কখনই নষ্ট হয় না।

এস্থলে দুইটি তর্ক;—প্রথমটি আগমাপায়িভেদে অর্থাৎ দেহের জন্ম এবং নাশরূপ ধর্ম, আত্মার ঐরূপ ধর্ম নাই—এই বিরুদ্ধ ধর্ম দুইটির একস্থানে সমাবেশ হইতে পারে না; এইরূপ তর্ক—উভয়ের ভেদসাধক। দ্বিতীয়টি—দৃষ্ট-দৃশ্যভেদে অর্থাৎ যে জ্ঞান আপনাকে প্রকাশ করিয়া অপরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ; তাদৃশ জ্ঞানবান্ বস্তু—দ্রষ্টা, যে বস্তু অন্তের জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ; এইরূপ অচেতন বস্তু—দৃশ্য, সূতরাং ঐ দুই পদার্থের পরস্পর বিরোধ হওয়ায় উভয়ের ভেদসাধক; এইরূপ দুইটি তর্ক—এই শ্লোকে সূচনা করা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

দৃষ্টান্তং বিরূপমিন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি ;—

“অণ্ডেযু পেশিযু তরুশ্ববিন্শিতেষু প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।

সম্মে যদিদ্রিয়গণেহহমি চ প্রস্রপ্তে কূটস্থ আশয়ম্মতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥”

(ভা০ ১১, ৩, ৩৯)

অণ্ডেযু—অণ্ডজেষু । পেশিযু—জরায়ুজেষু । তরুশ্ব—উদ্ভিজ্জেষু । অবি-
নিশ্চিতেষু—স্বৈদজেষু উপধাবতি—অনুবর্ততে । এবং দৃষ্টান্তে নির্বিকারত্বং
প্রদর্শ্য দার্শন্যস্তিক্বেপি দর্শয়তি,—কথং ? তদৈবাত্মা সবিকার ইব প্রতীয়তে, যদা
জাগরে ইন্দ্রিয়গণঃ । যদা চ স্বপ্নে তৎসংস্কারবানহঙ্কারঃ । যদা তু প্রস্রপ্তং, তদা
তস্মিন্ প্রস্রপ্তে, ইন্দ্রিয়গণে সম্মে—লোনে, অহমি—অহঙ্কারে চ সম্মে—লীনে, কূটস্থঃ—
নির্বিকার এবাত্মা । কুতঃ ? আশয়ম্মতে—লিঙ্গশরীরমুপাধিং বিনা, বিকারহেতো-
রূপাধেরভাবাৎ ইত্যর্থঃ । নম্বহঙ্কারপর্যন্তস্ত সর্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যতে, ক
তদা কূটস্থ আত্মা ? অত আহ,—তদনুস্মৃতির্নঃ ; তস্য—অখণ্ডাত্মনঃ স্বযুপ্তিসাক্ষিণঃ
স্মৃতিঃ নঃ—অস্মাকং জাগ্রদ্রেকৃৎ জায়তে ; “এতাবস্তং কালং স্বথমহমস্মাপ্সং, ন
কিঞ্চিদবেদিষম্” ইতি । অতোহননুভূতস্য তস্যায়রণাদন্ত্যেব স্বযুপ্তৌ তাদৃগাত্মানুভবঃ,
বিষয়সম্বন্ধভাবাচ্চ ন স্পষ্ট ইতি ভাবঃ । অতঃ স্বপ্রকাশমাত্রবস্তনঃ
সূর্যাদেঃ প্রকাশবত্বপলক্ষ্যমাত্রস্যাপ্যাত্মন উপলব্ধিঃ—স্বাপ্রায়েহন্ত্যেত্যেত্যায়াত্ম
তথা চ শ্রুতিঃ ;—

“যদৈ তন্ন পশুতি পশুন্ বৈ দ্রষ্টব্যান্ন পশুতি, ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিচ্যতে”

(বৃ• আ• ৪, ৩, ২৩) ইতি ।

অয়ং সাক্ষি-সাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়স্তর্কঃ । দুঃখি-প্রেমাস্পাদত্ববিভাগেন চতুর্থোহপি
তর্কোঃবগন্তবঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

দৃষ্টান্তমিতি,—প্রাণস্ত নানাদেহৈকরূপ্যান্নির্বিকারত্বমিত্যর্থঃ । তস্মিন্—আত্মনি । উপাধেঃ—
লিঙ্গশরীরস্ত, অভাবাৎ—বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ । তদাপ্যতিশূন্যায় বাসনায়াঃ সম্বানুজ্ঞেরভাব ইতি জ্ঞেয়ম্ ।
প্রাকৃতাহঙ্কারে লোনেহপি স্বরূপানুভবিনোহহমর্থস্ত সন্ধানেন ‘স্বথমহমস্মাপ্সম্’ ইতি বিমর্শো ভবতীতি প্রতি-
পাদয়িতুমাহ ;—নষ্টিত্যাদি । শূন্যমেবেতি অহংপ্রত্যয়ং বিনাশ্বনোহপ্রতীতেরিতি ভাবঃ । অখণ্ডাত্মন
ইতি—অণুরূপত্ববিভাগানর্হন্ত্যেত্যর্থঃ । নম্ব স্বাপাছস্থিতত্বান্বনোহহঙ্কারেণ যোগাৎ ‘স্বথমহমস্মাপ্সম্’ ইতি
বিমর্শো ভাগরে সিধ্যতি, স্বযুপ্তৌ তু চিন্মাত্রঃ সঃ ? ইতি চেত্তত্রাহ,—অতোহননুভূতত্বেন । অহংভব-স্বরূপায়াঃ

সামান্যধিকরণ্যাদিত্যর্থঃ । তস্মান্তস্তামপি—‘অহুভবিতৈবাত্মা’ ইতি সিদ্ধম্ । ননুপলক্ষিতমিত্যুক্তং, তন্তোপ-
লক্ষ্যং কথং ? তত্রাহ,—অত ইত্যাদি । যদৈ ইতি—তদাত্মচৈতন্যং কর্তৃ স্বপ্তৌ ন পশুতীতি যদুচ্যতে, তৎ
খলু দ্রষ্টব্যবিষয়াভাবাদেব, ন তু দ্রষ্টৃভাবাদিত্যর্থঃ । ক্ষুটমন্ত্ৰং ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যাকৃত-টীকা ।

সবিকার ইবেতি—মনোবৃত্তিসম্বন্ধেন সবিকার ইব প্রতীয়তে, ন তু তৎপ্রতীতিবাস্তবিকীতি ভাবঃ ।
বাস্তববিকারাবাং দর্শয়িতুমাহ,—যদাত্ম প্রস্থপ্তমিতি । নির্বিকার ইতি—তথা চ তদানীং
বিকারহেতোরভাবাং স্বাভাবিকজ্ঞানেনৈব পরমাশ্রান্তভবো বক্তব্য ইতি তজ্জ্ঞানশ্চেব জাগ্রৎস্বপ্নদশায়াং
মনোরূপৈবিশিষ্টোণ বিষয়প্রকাশকং, ন তু তদানীমাশ্রয়ি জ্ঞানং জায়ত ইতি নির্বিকারত্বমাশ্রয় ইতি
ভাবঃ । স্বপ্তিসাঙ্খ্যঃ—স্বপ্তিদশায়াং জীবঃ স্বপ্তমহুভাবয়িতুং ক্লমঃ । শ্রুতৌ পশুমিতি ‘পরমাশ্রয়নম্’
ইত্যাদিঃ । স্বপ্তং—আশ্রয়ঃ স্বপ্তম্ । স্বপ্তান্তরস্ত সামগ্রীবিবরণে তদানীমভাবাং, “আনন্দঃ ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ
মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্” ইতি শ্রুতেঃ । “সত্য সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, প্রাজ্ঞোহস্মান সংপরিষক্তো ন বাহুং
কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্” (বৃং আং ৪, ৩, ২১) ইতি । অত্র স্বপ্তস্তাধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ ।
“প্রাজ্ঞঃ পরমাশ্রয়ী” ইতি রামাহুজভাষ্যম্ । অস্ত পরমাশ্রয়নস্তদানীং জীবস্বপ্তমহুভব-হেতুত্বাং তদানীং
স্বাসহেতুপ্রাপসংস্কারহেতুত্বাং পুনর্জাগরণ-হেতু-শব্দশ্রবণাদিবোধ-হেতুত্বাচ্চ সাক্ষিৎ, জীবস্ত চ তন্নিয়মাধেন
সাক্ষ্যত্বমিতি তয়োবিরোধনিবন্ধনশূন্যঃ পরমাশ্রয়ীজীবাত্মনোর্ভেদসাধকঃ । অত্রৈদমবধেয়ম্,—স্বপ্তৌ
দেহেজিয়াদেলয়োহৈবৈতমতং, বস্তুতন্তেষাং লয়োৎপাদনে গৌরবান্নানাভাবাচ্চ । এবঞ্চ ‘সন্নে’ ইত্যস্ত
ক্রিয়ারহিতে ইত্যর্থঃ, তৎক্রিয়াহেত্বাত্মনো—যোগবিরহাৎ । অহমি—অন্তঃকরণে, মনসীতি যাবৎ ।
প্রস্থপ্তে—পূরী-তন্মাত্রাভ্যাং গচ্ছা নিশ্চলতয়া স্থিতে । “অথ স্বপ্তৌ ভবতি যদা ন কস্তচন বেদ হিতানাম নাভ্যো
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি স্বদয়াং পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবস্থতা পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা
মহারাজো বা মহাত্মাশ্রণো বাতিস্মীমানন্দস্ত গচ্ছা শয়ীতৈবমৈবৈষ এতচ্ছতে” (বৃং আং ২, ১, ১৯) ইতি
বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ । তদানীং মনসাত্ম-সংযোগাভাবায় জ্ঞানস্বাদিরূপমনোবৃত্ত্যুৎপত্তিরিতি তদানীং
ব্রহ্ম-সুখমহুভবঃ, তদ্বিরোধিমায়াকৃতাবরণাভাবাং । এবং স্বপ্তস্ত প্রকাশাত্ম্যং ন প্রকাশত্বং, প্রকাশ-
প্রকাশিনোর্ভেদপ্রতীতেঃ, কিন্তু পৃথিব্যাদেন স্বতঃপ্রকাশঃ কিন্তু তৈজসালোকসম্বন্ধাৎ ক্কাচিৎকঃ । স্বপ্তাদেন্ত
স্বতঃপ্রকাশঃ সার্বদিকঃ—ইত্যেবং স্বাভাবিকপ্রকাশপ্রচুরঃ সূর্য ইতি । তথা চ জীবস্তাপি ন জ্ঞানরূপতা,
জ্ঞানস্ত নিষ্ক্রিয়তয়া “আশ্রয়ানো ব্যাচরন্তি” ইতি শ্রুতিসিদ্ধব্যাচারণাসম্ভবাং কিন্তু স্বাভাবিকজ্ঞানবক্তা যথা
ব্রহ্মণঃ, তত্র ব্রহ্ম-জীবয়োর্নৈকং জ্ঞানং—“যস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি যঃ সর্বজ্ঞঃ” (মুণ্ডং ২, ২, ১)
ইত্যাদি শ্রুত্যা “জীবোহস্পষ্টকিরণজ্ঞঃ” ইত্যাদি শ্রুত্যা চ তয়োর্জানবৈলক্ষণ্যাবগমাৎ । এবং ব্রহ্ম-
জ্ঞানস্তাপ্রতিরুদ্ধত্বং ; জীবস্ত চ মায়াপ্রতিরুদ্ধজ্ঞানত্বং, “তজ্জ্যোতিষাঃ জ্যোতিঃ” (বৃং আং ৪, ৪, ১৬)
ইত্যাদি শ্রুত্যা ব্রহ্মাধীনজ্ঞানত্বক্ষেতি জীবানামপি মিথো বিভিন্নজ্ঞানত্বং সকলজ্ঞানসাধারণমেকং
জ্ঞানত্বমাদায় ব্রহ্ম-জীবয়োঃ সাজাত্যং বর্ণনীয়ম্ । অথ জীবায়নঃ কিং বাহুবিষয়কমনঃ-পরিণামবিশেষ-
বৃত্ত্যাত্মা-কল্পনেনাস্মেত্বাত্মমনঃসংযোগাদিনা জ্ঞানোৎপাদ এব স্বীক্ৰিয়তে । ন চাত্মনো বিকারিষা-
পত্তিরিতি বাচ্যম্ । প্রতিবিধপক্ষস্তাবচ্ছেদকপক্ষস্ত চ দৃষিতত্বাং মনোরূপিতপক্ষেহপি জীবায়নি তৎসম্বন্ধ-
স্বীকার আবশ্যকঃ কথমন্তথা তদুপহিতত্বং জীবজ্ঞানশ্চেতি তৎসম্বন্ধস্তাপি জগতয়া জগদধীনাত্মশ্রয়ত্বপং

নির্বিকারত্বঃ বন্ধুশ্রদ্ধা, কিন্তু জন্ম-মরণ-দ্বন্দ্ব-বুদ্ধিকল্পাস্ত্রাপত্তিকল্পবিকারশূন্যত্বঃ বন্ধুত্বঃ; তচ্ছাস্ত্রমপি
জ্ঞান-স্বাভাব্যপাদেহপি ন কতিঃ। স্বপ্নস্থিতিদশায়াঞ্চ জ্ঞানোৎপাদকসামগ্রীবিরহে নিত্যজ্ঞানান্তরমপি
স্বীকার্যঃ, সংসারিতাদশায়াঃ তৎসম্ভবপি জ্ঞানান্তরোৎপত্তৌ বাধকাভাবাত্তদানীং মায়ায়া অসংকল্পত্বাৎ।
স্বপ্নস্থিতিদশায়াঃ মুক্ততাদশায়াঞ্চ নানাজ্ঞানকল্পনৈঃ গৌরবাৎ। সংসারিতাদশায়াং জ্ঞানস্ত কাদাচিত্তকতয়া
প্রামাণিকত্বাৎ নানাকল্পনঃ ন দৃশ্যম্, ন চ জীবন্ত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারজ্ঞান-স্বপ্রকাশতোভিন্ন ইতি বাচ্যম্।
জীবন্ত তদধীনজ্ঞানত্বেনাপি স্বপ্রকাশতোপপত্তেঃ—“ভক্ত্যাহতমেকয়া গ্রাহঃ” ইতি বচনবলাৎ তথা কল্পনাৎ।
এবং জীবন্ত জ্ঞানজ্ঞানভূষণম্ সংস্কারানশ্রয়মপ্যাত্মনো বাচ্যম্ ইতি, স্বপ্নো ব্রহ্মভবেন কৃত
সংস্কারো জননীয়ঃ? সংস্কারজননে স্বপ্নস্থানস্তরঃ “স্বপ্নমহম্ভাস্ম” ইতি অরণ্যরূপপত্তিঃ, স্মৃতে: সংস্কারজ্ঞানত্বাৎ।
ন চ স্বপ্নো মায়াবৃত্তিভির্ভবত্বস্বাক্ষাভিরাবরকজ্ঞাননিবৃত্ত্যাদ্যসাক্ষাৎকার ইতি বাচ্যম্, মায়াবৃত্তিজনিত-
সংস্কারস্ত বিজ্ঞান্যমেব সম্ভবেন, মনসি তদসম্ভবেন চ আগ্রহশায়াং “স্বপ্নমহম্ভাস্ম” ইতি অরণ্য মনস্তত্ত্ববাৎ।
ন চ—স্বপ্নো মনোবৃত্তিব্যাপ্তি, সংস্কারবোহপি মনস্তেব কল্পনীয়ঃ, মুক্তৌ ব্রহ্মস্থানভবান্ভাব্যরোপেন নিত্য-
জ্ঞানস্রাপাদীকারাদিতি বাচ্যম্, স্বপ্নো তু শুদ্ধজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মরূপবিষয়ীকরণস্ত ক্রতত্বাৎ, অন্তঃকরণরূপাধিত-
চৈতন্ত্বেন তদ্বিষয়ীকরণে বহুবিরপি তত্র জ্ঞানস্বীকারে বৈতভানাপত্তে:। যদি চ স্বপ্নো ন মনসো লয়ঃ,
অভিমানব্যাপারকাক্ষারস্তেব লয় ইতি, তদানীং স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমানবিরহেণেতরবিষয়াগ্রহণং ব্রহ্মাকাবা
বৃত্তিমনসো জায়তে ইত্যুচ্যতে, তদাপি নিবৃত্তজ্ঞানদ্ব্যংপি স্বীকাৰে যথাক্রমে সংসারিত-মুক্ততয়োরূপপত্তে:
ইতি, কিং মনোবৃত্তিবৈশিষ্ট্যকল্পনয়া তয়োরূপাদানশ্রায়কত্বাপত্তিরিত, “মনসো বৃত্তয়ো ন: স্তা: কল্পপাদ-
ব্যাশ্রয়াঃ” (ভা. ১০, ৪৮, ৬৭) ইত্যাদৌ বৃত্তিপদস্য জ্ঞানজ্ঞানপরত্বান্ন মনঃ-পরিণামরূপবৃত্তিকল্পনং, মনস্য
আত্মনি জ্ঞানস্তেব জননাৎ—ইতি ন কল্পনাগৌরবম্ ইতি।

এবং শ্লোকস্বয়ংবোধ্যায়া—সদেব নিত্যমেব জ্ঞানমেকং, একাধেণ—“নিত্যগুজ্ঞানমেকম্” ইত্যস্ত
লাভঃ। অত্র তাৎপৰ্য্যবশাৎএব-কারাদিকঃ পুরিতঃ, বিবিধঃ নানাবিধজ্ঞানরত্বোক্তদ্বন্দ্বং ব্রহ্মজ্ঞানানাং
নির্নৈতাকজ্ঞানস্ত ৫ সম্বিষয়কসমাম্যং ‘জ্ঞানামি’ ইত্যদ্ব্যবাসায়াক তেষু জ্ঞানস্বমেকং সিন্ধুমিতি ভাবঃ।
ব্রহ্মণ্য এবতি—ইন্দ্রিয়ব্রহ্মসাপেক্ষাণ্যেব জ্ঞানানীতার্থঃ। ন নিক্কণ্ডং জ্ঞানং কথমিত্যাদিসংস্কারবান্ধব
ইত্যন্তঃ পূৰ্ব্বপক্ষঃ। যদা—কথমিতি কথং নির্বিকারত্বম্ ৭ তৎ-গোকাদিবিকারদর্শনাদিতার্থঃ। শব্দাৎ
ভাবার্থদ্বারা নিবর্তয়ন্মাহ - তন্মৈবেতি। বিকারহেতোরূপাদেবভাবাদিতি—বিকারপ্রয়োগোপাদেবভাবা
দিতার্থঃ। যথাক্ষতাসম্পত্তেঃ। জাগ্রৎস্বপ্নদশায়াঃ বিকারহেতুসম্বন্ধপ্রতীতিবিকার এব প্রতীয়তে, নতু
সবিকার ইবেতি। তথাচ,—জাগ্রৎস্বপ্নদশায়ামুপাদিবিকার আশ্রয়ি প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ।

অন্য যথাক্রমে তাহাৰ্থে মাধাবাদমত এব সম্বন্ধতে, সমতে তু—‘আত্মা কথং নিৰ্ৱিকারঃ, লিঙ্গশরীরস্ত
 স্বাভাবিকেন লিঙ্গশরীররূপায়াং ? ইত্যত আহ—সন্ন ইত্যাদি, আশয়মতে. কৃষ্ণঃ কালব্যাপী আত্মা
 বৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ । তথাচ লিঙ্গশরীরঃ নান্নুনঃ স্বাভাবিকঃ, অস্পৃশ্যো ব্যতিচারদতি ভাবঃ । নহু তদানীমাশ্চ-
 সত্ত্ব কিং যানম্ ? ইত্যত আহ, তদহম্মত্বনি ইতি । অত্য়াৰ্থে বিবৃত এবেতি, অথ জ্ঞানং
 জীবিত্ত্বকঃ নিত্যং, বিকারভিমানাশ্বনো দৃষ্টা জ্ঞানং মনুতে কিম্ব মনঃপরিণামবৃত্তিবেশেষত
 পরম্পরাসম্বন্ধেন নিত্যজ্ঞানবিশেষণতয়। তদ্বিশিষ্টা ঘটানিভাসকত্বম্ । এবং কৃতীজ্ঞাৰ্হেষতঃপংকার
 পৰম্পরাসম্বন্ধেন নিত্যজ্ঞানবিশেষণতয়। তদ্বিশিষ্টা ঘটানিভাসকত্বম্ । এবং কৃতীজ্ঞাৰ্হেষতঃপংকার
 অপি মনোবিকারবিশেষাঃ স্বরূপসম্বন্ধেনান্ননি বৰ্ত্তন্তে । জ্ঞানমিব স্বথমপ্যাশ্বনো নিত্যধৰ্মঃ ; ব্রহ্মাংশ্বাং,
 “বহুত্ৰনিভূতচেতাঃ” ইত্যাদি বচনাক । তত্ স্বং ব্রহ্মাংশ্বাবদেব প্রকাশতে, অগ্ৰতঃ স্বাশ্বনো মায়া-
 “বহুত্ৰনিভূতচেতাঃ” ইত্যাদি বচনাক । তত্ স্বং ব্রহ্মাংশ্বাবদেব প্রকাশতে, অগ্ৰতঃ স্বাশ্বনো মায়া-

মলিনতয়া ন তং প্রকাশঃ, অতএব তংস্থখাভূভবরূপমুক্তিমপেক্ষ্য ভগবৎসেবাস্থখাধিকাং, সংসারিতা-
দশায়াং মনোবৃত্তিবিশেষসহকারেণ তংস্থখাংশাবিভাবস্বীকারাৎ—ইতি^১চেৎ, ‘জানামি’ ইত্যাদ্যভবেন
জ্ঞানবিশেষণানবগাহনাং নিরুক্তযুক্ত্যেবোপপত্তৌ কিং নিরুক্তনানাবিধকল্পনেতি। জীবায়ুনি নিত্য-
স্থাপাদ্ব্যাকারেহপি জ্ঞানবজ্জগৎস্থাপি স্বীকারাৎ, এবংভগবজ্জরোরস্ত তদিশ্রিয়াদীনাক্ষ নিত্যতয়া
নির্নিকারতয়া—“বীক্ষ্য রস্তুং মনশ্চক্রে” (ভা. ০, ২২, ১) ইত্যাদিযু ভগবতো জ্ঞাজ্ঞানস্থাপি অবগাৎ তত্র
কুত্র তজ্জননীয়াং? তস্ত তন্মনসশ্চ নির্নিকারত্বাদিতি নিরুক্তক্রমেণ জ্ঞাজ্ঞানাদিশ্বীকারেহপি বিকারিত্বাভাব ইতি।

অত্রেদং বোধ্যম্—ব্রহ্মণো জ্ঞান-স্থখ-মহতৈষকত্বানি চহ্যরি স্বরূপভূতগুণাঃ, সংযোগ-বিভাগৌ তটস্থৌ
সর্বমতসিদ্ধৌ, ইচ্ছা-কৃত্যোঃ কাথ্যামুত্থলয়োস্তটস্থমত্বেতবাদিনঃ প্রাছঃ। দ্বৈতবাদিনাং মতে তয়োৱপি
স্বরূপসদৃশঃ, “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি শ্রুতেঃ। তত্র বলং—ইচ্ছা তস্তা অপ্রতিহতত্বেন
বলদ্বোপচারাৎ। ক্রিয়া—কৃত্যঃ, কুধ্যাতুনিষ্পন্নত্বাৎ, “শ্রুতৈঃ স্বরূপভূতৈস্ত গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ” ইতি
মানবভাষ্যতবচনাচ্চ। অত্রেচ গুণা ভগবন্তনিরূপণে বিবরণীয়া ইতি। জীবায়ুনি নিত্যস্থখে মানাভাবঃ,
স্থখশ্চৈব মূক্তৌ চ ব্রহ্মস্থখাভূভবস্ত শ্রুতত্বাৎ “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ড. ৩, ২, ২) ইতি শ্রুতাস্ত তথৈব
তাৎপর্যাবগমাৎ, “সিদ্ধা ব্রহ্মস্থখে মম্বা দৈত্যাস্চ হরিণা হতাঃ” ইতি রসায়নসিদ্ধুতবচনাচ্চ।
“ব্রহ্মখনিভূতচেতাশ্চদ্বৈতদ্বন্দ্বভাবঃ” ইত্যাদৌ যৎ ‘ব্রহ্ম’ ইত্যুক্তং, তত্তস্ত মূক্তস্ত শুকস্ত ব্রহ্মধ্যানাবস্থিতস্ত
ব্রহ্মস্থখে স্বীয়দ্বোপচারাদিতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অনুবাদ।

আত্মা দেহে বর্তমান থাকেন বটে; কিন্তু তাঁহার কোনরূপ ব্যভিচার দেখা যায় না অর্থাৎ
আত্মার কোন প্রকার বিকার হয় না; ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইতেছে:—“প্রাণ যেমন
অণ্ডজ, জরাযুজ, উদ্ভিজ্জ এবং শ্বেদজ—এই চার প্রকার—ভেদযুক্ত শরীরে বর্তমান থাকিয়াও স্বয়ং
অবিকাররূপে জীবের অমুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ আত্মাও নির্নিকারই থাকেন, তবে সবিকারের জ্ঞায়
প্রতীত মাত্র হয়েন। যে কালে সমস্ত ইন্দ্রিয় লীন হয়, এবং অহঙ্কারও লীন হইয়া যায়; সেই সময়
বিকার হেতু উপাধির অভাবে আত্মা নির্নিকার হয় এবং তখন আমাদের সেই অখণ্ড স্বস্থিতি-
সাক্ষী আত্মার স্থিতি হইয়া থাকে।”

উক্ত শ্লোকের ‘অণ্ড’ শব্দে—অণ্ডজ, ‘পেশি’ শব্দে জরাযুজ, ‘তরু’ শব্দে—উদ্ভিজ্জ, এবং
‘অবিবিন্শিত’ শব্দে—শ্বেদজ বলা হইয়াছে। ‘উপধাবন’ শব্দের অর্থ অমুবর্ত্তন অর্থাৎ প্রাণ উক্ত
অণ্ডজাদি চার-প্রকার দেহে একরূপে বর্তমান থাকে বলিয়া নির্নিকার। এইরূপে দৃষ্টান্ত—প্রাণে
নির্নিকারত্ব দেখাইয়া দাষ্টান্তিক—জীবাত্মাতেও নির্নিকারত্ব দেখাইতেছেন, —জাগ্রৎ অবস্থায় যখন
ইন্দ্রিয়গণ জাগরিত থাকে এবং স্বপ্নাবস্থায় যখন স্থূল দেহ স্থপ্ত হইলে সূক্ষ্ম দেহ জাগ্রৎ থাকে, তখন
জাগ্রৎ দেহের সংস্কারযুক্ত অহঙ্কার বর্তমান থাকায় আত্মা সবিকারের জ্ঞায় প্রতীত হন অর্থাৎ
জীবাত্মার মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকে বলিয়া, সে সবিকারের জ্ঞায় প্রতীত হয়; বাস্তবিক তাহার বিকার
হয় না। কিন্তু যখন স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহই প্রস্থপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কার-পর্ধ্যস্ত লীন হয়;
তখন এক আত্মাই নির্নিকার অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সে সময় বিকারের হেতু উপাধিরূপ লিঙ্গশরীর
থাকে না, সুতরাং স্বাভাবিক জ্ঞানের উদয় হওয়ায় পরমাত্মার অরূপত্ব হইয়া থাকে; কিন্তু জাগ্রৎ এবং

স্বপ্নাবস্থায় ঐ জ্ঞানই মনোবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, সেই জন্ত—উহা বিষয়প্রকাশক হইয়া থাকে, আত্মোপলব্ধির কারণ হয় না; তাই উক্ত অবস্থাতেই আত্মার নির্বিকারত্ব বলা হইল। তবে বৃত্তিতে হইবে; একালেও বাসনা অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে বলিয়া জীবের মুক্তি হয় না। এখানে একটি আশঙ্কা এই—যদি অহঙ্কার পর্যন্ত সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইল, তবে শব্দ মাত্রই অবশেষ থাকে; তখন আর কুটস্থ আত্মার প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—প্রাকৃত অহঙ্কার লীন হইলেও জীবের স্বরূপ-সংলক্ষিত অহঙ্কৃত্য থাকে, তখন আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে—“আমি এত কাল স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই” এই প্রকাব সেই স্মৃতিসাক্ষী অশব্দোক্ত (স্মৃতি দশাতে যিনি জীবকে স্বগ্রাহভব করান; সেই ব্রহ্মের) অমুভব হইয়া থাকে। এ কথা বলিতে পার না—জাগরিত হইবা মাত্রই ‘জীবের যখন অহঙ্কার উপস্থিত হইল, তখন তাহার—‘আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’ ইত্যাদি পরামর্শ জন্মিল, স্মৃতিতে আবার সে চিন্ময়! তবে ঐ অমুভূতি কি করিয়া হয়?’ কারণ—যে বস্তুটি কখনই অমুভূত হয় নাই, তাহার অস্মরণ হইতে পারে না, যে অমুভব-কর্তা—সেই স্মরণ কর্তা স্বতরাং স্মৃতিপ্তিকালে যে তাদৃশ আত্মাব্যবহিত অমুভব হইয়া থাকে, এবং অমুভবও জীবই করিয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তবে তদানীঃ বিষয়-সম্বন্ধের অভাব থাকায় ঐ অমুভবটি সুস্পষ্ট হয় না।

অপর আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে—আত্মাকে উপলব্ধিমান বলা হইল, তাহাতে উপলব্ধি দর্শন কি করিয়া থাকে? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—যথাপি স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহার প্রকাশ দর্শনের দ্বারা উপলব্ধিমান আত্মারও স্বীয় আশ্রয়-স্বরূপে যে উপলব্ধি (জ্ঞান) হয়, ইহা স্বতঃই অমুভূত হইতেছে। প্রতিতে আছে :—“তিনি প্রসিদ্ধ দর্শকের দ্বারা বিদ্যমান বিষয়গুলি দেখেন না, যেহেতু ব্রহ্মব্যবস্থা দেখিয়াও দেখেন না। এই ব্রহ্ম পুরুষের কখনই দৃষ্টির লোপ হয় না।” স্মৃতিপ্তিকালে যে আত্মা কিছুই দেখেন না—এটা ব্রহ্মব্যবস্থার অভাবে বলিতে হইবে। এই হইল, সাক্ষী—পরমাত্মা এবং সাক্ষী—জীবাত্মা - এই বিভাগের দ্বারা তৃতীয় তর্ক আর দুঃখী ও প্রেমাম্পদ, এই দুই বিভাগে চতুর্থ তর্ক জানিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মা দুঃখী, পরমাত্মা পরম প্রেমাম্পদ, এই তর্কটি উভয়ের বাস্তব ভেদের সাধকরূপে এই শ্লোকে স্থিরীকৃত হইল ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য।

(৫৪) স্মৃতি অবস্থায় যে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি লয় হয়,—এ সিদ্ধান্ত এ স্থানে অদ্বৈত মত স্বীকারে বলা হইল, বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়াদির লয় এবং ব্যাখ্যান বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; স্বতরাং মূলের ‘সন্ন’ এই শব্দের ‘ক্রিয়া-রহিত’ অর্থ করিতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়ে আত্ম-মনঃ-সংযোগ ব্যতীত কোন ক্রিয়া হইতে পারে না, স্মৃতি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্ম-মনঃ-সংযোগ হয় না বলিয়া দেহে ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়ারহিত হয়। মূলের ‘অহমি’ এই পদে—অন্তঃকরণ বা মন বৃত্তিতে হইবে অর্থাৎ স্মৃতি সময়ে মন ‘পূরীত’ নামক নাড়ীতে গমন করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে; তখন মনের সহিত আত্মমনঃ সংযোগের অভাব হওয়ায় জ্ঞান-সুখাদিরূপ মনোবৃত্তি উৎপত্তি হয় না, কেবল ব্রহ্ম স্থানের অমুভবই হইতে থাকে; কারণ তখন ঐ স্থানের বাদক নামাকৃত্য আবরণ থাকে না।

তদুক্তম্ ;—

“অম্বয়ব্যতিরেকাখ্যন্তর্কঃ স্মাচ্চতুরাত্মকঃ। আগমাপায়ি-তদবধিভেদেন প্রথমো মতঃ ॥
দ্রষ্টৃদৃশ্যবিভাগেন দ্বিতীয়োহপি মতস্তথা। সাক্ষিসাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়ঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥
দুঃখিপ্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ সুখবোধকঃ। ১১।৩ ইতি শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পঞ্চযোঽক্ষাখ্যানে চত্বারন্তর্ক। যোজিতান্তানভিযুক্তোক্তাভ্যাঃ সার্দকারিকাভ্যাঃ নির্দিশতি ;—
অম্বয়েতি। তর্কশব্দেন তর্কাক্ষকমন্তমানঃ বোধ্যম্। আগমাপায়িনো দৃশ্যং সাক্ষাদদুঃখাস্পদাচ্চ দেহাদে-
রাত্মা ভিদ্ভাতে। তদবধিহ্যং, তদদ্রষ্টৃহ্যং, তৎসাক্ষিহ্যং, প্রেমাস্পদত্বাচ্ছেতি ক্রমেণ হেতবো নেবাঃ।
ব্যতিরেকশ্চোদ্যঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।

“নাত্মা জ্ঞান—” এবং “অণ্ডেয় পেশিয়—” ইত্যাদি দুই পদের ব্যাখ্যায় চারটি তর্ক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকেই অভিযুক্তোক্ত কারিকা দ্বারা নির্দেশ করিতেছেন :—

“অম্বয়-ব্যতিরেক নামক” তর্ক চার প্রকার ; আগম - জন্ম ও অপায়—নাশ এবং ঐ দুই অবস্থার অতীত অবস্থা ভেদে—প্রথম তর্ক (অম্বয়মান)। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য ভেদে দ্বিতীয় তর্ক। সাক্ষী এবং সাক্ষ্য বিভাগে তৃতীয় তর্ক আর দুঃখী এবং প্রেমাস্পদভেদে চতুর্থ তর্ক অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেহাদি অন্তই জন্ম মরণাদিবিশিষ্ট, দৃশ্য এবং দুঃখাস্পদ বলিয়া আত্মা হইতে বিভিন্ন, কারণ আত্মা জন্ম-মরণাতীত, দ্রষ্টা, দেহাদির সাক্ষী এবং প্রেমাস্পদ সুতরাং আত্মা ও দেহাদির পরস্পর ভেদ স্বাভাবিক। এদিকে ; জীবাত্মা—দুঃখী, পরমাত্মা—পরম প্রেমাস্পদ, জীব—সাক্ষ্য, পরমাত্মা—সাক্ষী—ইত্যাদি অংশে জীবের সহিত পরমাত্মার ভেদও ঐ দুই দ্বন্দ্বকে অম্বয়মান হইতেছে বুঝিতে হইবে। [উক্ত দুই বাক্য নবমোপনিষদের অন্ততম পিপ্পলায়ন নিমিরাজকে বলিয়াছেন] ॥৫৫॥

এবমুক্তানাম্ জীবানাম্ চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপং, তয়ৈবাকৃত্য তদংশিত্বেন চ, তদভিন্নং যৎ তৎ তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যাপ্তিনির্দেশদ্বারা প্রোক্তম্। তদেব হ্যাত্ময়-সংজ্ঞকম্। মহাপুরাণলক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমাপ্তিনির্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যতে ; ইত্যত্রাহ স্বাভ্যাম্ :—

“অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ। মন্বন্তরেণাপ্যনুকথা নিরোধো মুক্তিরাত্ময়ঃ ॥ দশমশ্রু বিশ্বদ্বার্থং নবানামিহ লক্ষণম্। বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঙ্গসা ॥” (ভা০ ২, ১০, ১-২)

মহাস্তুরাণি চেশামুকথাশ্চ মহাস্তুরেশামুকথাঃ । অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত
ইত্যর্থঃ । তত্র চ দশমস্য বশুদ্ব্যর্থং—তত্ত্বজ্ঞানার্থং, নবানাম লক্ষণং—স্বরূপং
বর্ণয়ন্তি । নমস্ত্র নৈবং প্রতীয়তে ? অত আহ, - শ্রুতেন—শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যেব স্তুত্যাदि-
স্থানেষু, অঞ্জসা—সাক্ষাদবর্ণয়ন্তি, অর্থেন—তাৎপর্যবৃত্ত্যা চ তত্ত্বদাখ্যানেষু ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীবস্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতম্ । অথ তৎসাদৃশ্যেনৈশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুং পূর্বোক্তং
যোজয়তি ;—এবমুত্তানামিত্যাদিনা । চিন্নাত্মং যৎ স্বরূপমিতি—চেতয়িত্ব চেতি বোধ্যং, পূর্বনিরূপণাৎ ।
তদৈবাক্রতোতি—চিন্নাত্মত্বে সতি চেতয়িত্বং যাক্রতিজ্জ্ঞাতিকৃত্যেত্যর্থঃ । “আকৃতিস্থ স্ত্রিয়াঃ রূপে সামান্য-
বপুষোরপি” ইতি মেদিনী । তদংশিহেন—জীবাংশিহেন চেত্যর্থঃ । তদভিন্নং—জীবাভিন্নম্, যদ্—ব্রহ্মতত্ত্বম্ ।
অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদাতে, পুরুষাদিব দত্তিনো দত্তঃ । ব্যাপ্তিঃ, সমুদায়ঃ—সমষ্টিঃ, তদেকদেশস্থ—
ব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ । জীবাदिশক্তিবিদ্যমব্রহ্ম—সমষ্টিঃ, জীবস্ব ব্যাপ্তিঃ । তাদৃশজীবনিকপণদ্বারা শাস্ত্রজ ব্রহ্মস্বক্ষিত্ব-
মুক্ষম্ । অথ জীবাदिশক্তিবিদ্যমব্রহ্মসমষ্টিব্রহ্মনিকপণেন তত্ত্ব তথাহ বক্তব্যমিত্যর্থঃ । দশমস্ত্র চেশবস্ত্র ।
অবশিষ্টঃ স্বর্গট্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিত্যচাৰ্য্যকৃত-টীকা ।

আকৃত্যা—চেতনরূপয়া, তদভিন্নং—তদভিন্নত্বেন প্রতীতম্, তত্ত্বং—সর্বকারণত্বেন সর্বাদার-
ত্বেন চ মুখ্যং বস্তু । ব্যাপ্তিনির্দেশদ্বারা—ব্যাপ্তিনির্দেশতাৎপর্যবৃত্ত্যা । সমষ্টিজীবঃ—বৈবাক্তম্বিনির্দেশদ্বারা ।
মহাস্তুরেশামুকথেতি লক্ষণদ্বয়ং, অত্রথা দশমংপাদপূর্ত্যান্তপপন্তেঃ ॥ ৫৬ ॥

অমুবাদ ।

পরমাত্ম-তত্ত্ববোধ হইবার উদ্দেশে জীবের স্বরূপ জ্ঞান নির্ণীত হইল, এখন জীবনিষ্ঠ চৈতন্ত্বের
সাদৃশ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিবার জন্য পূর্বোক্ত অষ্টম তত্ত্বের যোজনা করিতেছেন :—

পূর্বে জীব-চিন্নাত্ম (চেতন) বলিয়া তাহাব যে স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, ঐ চেতনরূপ
আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও যিনি জীব-চৈতন্ত্বের চেতয়িতা এবং সেই জীবের যিনি অংশী ; এইরূপে (চেতনস্ব-
সাদৃশ্যে) জীব হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান যে তত্ত্ব অর্থাৎ সর্বকারণ এবং সর্বাদারকপে মুখ্য বস্তু—
ব্রহ্মতত্ত্ব, তিনিই এই গ্রন্থের বাচ্য, এই প্রকার ব্যাপ্তি জীবের নির্দেশ দ্বারা সমষ্টি ব্রহ্মকে তাৎপর্য বৃত্তি
অবলম্বনে বলা হইয়াছে ; এবং সেই বস্তুই “আশ্রয়” নামে অভিহিত । মহাপুরাণের লক্ষণ—স্বর্গ-বিসর্গ
প্রভৃতি নয়টি পদার্থের দ্বারা সমষ্টিরূপেও ঐ “আশ্রয়” বস্তুই লক্ষিত হইয়াছেন । এই শ্রীমদ্ভাগবতেই
দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে ;—“১ সর্গ, ২ বিসর্গ, ৩ স্থান, ৪ পোষণ, ৫ উত্তি, ৬ মহাস্তর,
৭ ঈশামুকথা, ৮ নিরোধ, ৯ মুক্তি এবং ১০ আশ্রয়—এই দশটি মহাপুরাণের লক্ষণ অর্থাৎ মহাপুরাণে
এই দশটি বিষয় বর্ণিত থাকে । মহাশ্রুগণ, ইহাব মধ্যো দশম—“আশ্রয়” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের

নিমিষ্ট সর্গাদি নয়টি পদার্থের স্বরূপ ঐ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যদি আশঙ্কা হয়—
আশ্রয় বস্তুই যে সর্গাদি নয়টির লক্ষ্য ; ইহাতো প্রতীত হয় না ? তদন্তরে বলিতেছেন :—এই গ্রন্থে
কোনস্থানে শ্রীভগবানের স্তুতি করিতে করিতে কঠোক্তি দ্বারা (অনায়াসে—সাক্ষাৎসহজে) আশ্রয়
তত্ত্বকে বলা হইয়াছে এবং কোথাও বা কোন উপাখ্যান অবলম্বনে তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা পরস্পরা
সহজে ঐ আশ্রয়তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং একমাত্র দশম পদার্থ প্রতিপাদনেই সর্গাদি নয়টি
পদার্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

তমেব * দশমং বিস্পর্কয়িতুং তেষাং দশানাং ব্যুৎপাদিকাং সপ্তশ্লোকীমাহ ;—

“ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাস্ততঃ । ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ” ॥

(ভা০ ২, ১০, ৩)

ভূতানি—খাদীনি, মাত্ৰাণি চ—শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চ । ধী-শব্দেন মন্দহঙ্কারো ।
গুণানাং বৈষম্যাৎ—পরিণামাৎ । ব্রহ্মণঃ—পরমেশ্বরাৎ কর্তৃভূতাদীনাং জন্ম—
সর্গঃ । পুরুষো বৈরাজো ব্রহ্মা, তৎকৃতঃ—পৌরুষঃ ; চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ ।

“স্থিতিবৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ । মন্বন্তরাণি সন্ধৰ্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ ॥

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাশ্রানুবর্তিনাম্ । পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥”

(ভা০ ২, ১০, ৪—৫)

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ—সৃষ্টানাং তত্ত্বস্বার্থাদাপালনেনোৎকর্ষঃ, স্থিতিঃ—স্থানম্ ।
ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ—পোষণম্ । মন্বন্তরাণি তত্ত্বস্বস্তরস্থিতানাং
মন্বাদীনাং তদনুগ্রহীতানাং সতাং চরিতানি, তান্মেব ধর্ম্মস্তুত্বপাসনাখ্যঃ সন্ধৰ্ম্মঃ ।
তত্রৈব স্থিতৌ নানাকর্ম্মবাসনা—উতয়ঃ । স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতং অস্যানু-
বর্তিনাঞ্চ কথাঃ—ঈশানুকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ।

“নিরোধোহস্তানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ । মুক্তির্হিহান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥”

(ভা০ ২, ১০, ৬)

স্থিতানন্তরুপাত্মনো জীবস্য শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহাস্য হরেরনুশয়নং,
হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ । তত্র হরেঃ শয়নং—প্রপঞ্চং প্রতি
দৃষ্টিনিবীলনং, জীবানাং শয়নং—তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্ । তত্রৈব নিরোধেহন্যথারূপ-
মবিদ্যাধ্যস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্ব স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—মুক্তিঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

সর্গাদীন দশ ব্যুৎপাদয়তি—তদেবমিত্যাদিন। ব্রহ্মণঃ—পরমেশ্বরাদিতি। কারণস্থিতিঃ—পারমেশ্বরী, কার্যস্থিতি—বৈরিকীত্যর্থঃ। মুক্তিরিতি—ভগবদৈমুখ্যাত্মগতয়াহবিদ্যায়া রচিতমন্ত্ৰাখ্যরূপং দেবমানবাদিভাষাঃ হিহা, তৎসামুখ্যাত্মপ্রবৃত্তয়া তত্ত্বক্যা বিনাশ, স্বরূপেণাপহতপাপ্যাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টেন জীবস্বরূপেণ জীবন্ত বাবস্থিতিক্রিষ্টা পুনরারম্ভিশ্চ। ভগবৎসম্বন্ধো স্থিতিমুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোপামিতট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

দশানাং—সর্গাদিপদার্থানাং, ব্যুৎপাদিকাং—বিশেষার্থপরতাবোধিকাম্। গুণানাং—প্রকৃতিগুণানাং, সত্ত্বরক্তমসাম, ভূতাদীনাং ভগ্ন—হিরণ্যগর্ভ-বৈরাগ্যোঃ স্নগ্নস্থলশরীরাক্ষয়েতি যাবৎ। স্থানশব্দং বিবৃণোতি—স্থিতিরিতি। তদন্তগ্রহ ইত্যন্তাদৌ পূরয়তি—তত্রস্থিতেষু ভক্তেষু। অস্ত—জীবন্ত, অন্তগতয়েন—পশ্চাত্তাবদেহত্যাগেণ নিয়তয়েন বা। দৃষ্টিনিমৌলনং—স্থিতিবিষয়ে দ্রষ্টব্যভাষাঃ। লয়ঃ—একাম্। তত্রৈব নিরোধ ইতি—নিরোধাস্তর্গতমিত্যর্থঃ। সপ্তম্যা অন্তর্গতত্বস্ত বিবক্ষণাদিতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ।

স্থপ্তাদি স্বাক্ষরা ‘আশ্রয়’ তত্ত্বের নিরূপণ। পূর্বোক্ত দশম ‘আশ্রয়’ তত্ত্বকে স্থম্পষ্টরূপে বুঝাইতে ঐ সর্গাদি দশ পদার্থের যাহাতে উত্তমরূপে বোধ হয়; এমন সাতটি শ্লোক বলিতেছেন :—

সর্গ। প্রাকৃত—সম্ব, রজঃ এবং তমোগুণের পরিণামে ভূত—আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, মাত্র—ঐ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ—শব্দাদি ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং দী—মহত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব; ইহাদিগের কর্তা পরমেশ্বর হইতে যে উৎপত্তি; উহাকেই ‘সর্গ’ বলা হয় এবং ইহাই কারণ-স্থিতি।

বিসর্গ। পুরুষ—বৈরাগ্য অর্থাৎ ব্রহ্মা, তাঁহার কৃত স্বাবর-জন্মান্তরক, কাঁধের স্থিতি—পৌরুষ; ইহাকেই ‘বিসর্গ’ বলা যায়।

স্থান। বৈকুণ্ঠ—ভগবানের বিজয় অর্থাৎ স্থিতি পদার্থ গুলির মধ্যে যাহার যে মর্যাদা নির্দিষ্ট আছে, তাহাদের ঐ সকল মর্যাদা পালনেই শ্রীভগবানের বিজয় উৎকর্ষ সাধিত হয়, এ স্থানে উহাকেই ‘স্থিতি’ বা ‘স্থান’ বলা হইয়াছে।

পোষণ। শ্রীভগবান্ জগতে অবস্থিত ভক্তগণকে যে নানা উপায়ে রক্ষা করেন; এই অন্তগ্রহই ‘পোষণ’ নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রস্তম্। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রস্তরে অবস্থিত শ্রীভগবানের অন্তগ্রহীত মন্ত্র, আদি সাধুগণের অমুষ্ঠিত ভগবানের উপাসনারূপ ধর্মই সঙ্ঘর্ষ; ইহাকেই ‘মন্ত্রস্তর’ বলা হইয়াছে।

উত্তি। ভগবৎস্থিতি জীবগণের বিবিধ প্রকার কষ্টের বাসনাকেই ‘উত্তি’ বলা হয়।

ঈশানুকথা। স্থিতি সময়ে শ্রীভগবানের অবতারাবলী এবং তাঁহার অন্তগ্রহ ভক্তগণের নানাবিধ আখ্যানাদি দ্বারা বিশ্লীকৃত যে সকল চরিত্রের বর্ণনা; তাহাকেই ‘ঈশানুকথা’ বলা হইয়াছে।

নিরোধ। স্থিতির পবে শ্রীভগবান্ প্রকৃতি এবং প্রাকৃত জগৎ হইতে দৃষ্টি নিমীলন করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে ঐক্য না করিয়া যখন যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন; তখন জীবাশ্মার স্বীয় উপাদি—শক্তিবর্ণের সহিত সৃষ্টির বিপরীত রীতি অল্পসারে যে শ্রীহরির শয়নের অন্তগত হইয়া শয়ন—লয় হয় অর্থাৎ ঐক্য প্রাপ্তি হয়; তাহাকেই 'নিরোধ' বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের 'শয়ন' বলিতে প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন এবং জীবের 'শয়ন' শব্দে শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

মুক্তি। জীবের শ্রীভগবদ্বিমুখতাকারিণী অবিদ্যাছায়া রচিত দেব-মানবাদের অজ্ঞানত্বাদ ভাবকে শ্রীভগবৎসামুখ্যাকারিণী ভক্তিদ্বারা বিনাশ করিয়া পুনরারতিশূন্য শ্রীভগবৎসান্নিধ্যে অপহৃত পাম্পত্বাদি আটটি গুণবিশিষ্ট জীব-স্বরূপে যে জীবের অবস্থিতি—তাহাকেই 'মুক্তি' বলা যায় ॥ ৫৭ ॥

“আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্তাধাবসীযতে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মোতি শব্দ্যতে ॥”

(ভা০ ২, ১০, ৭)

আভাসঃ—সৃষ্টিঃ, নিরোধঃ—লয়শ্চ যতো ভবতি, অধাবসীযতে—উপলভ্যতে জীবানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশতে চ, স ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে। ইতি শব্দঃ—প্রকারার্থঃ, তেন ভগবান্নিতি চ। অস্য বিরতিরণে বিধেয়া ॥ ৫৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথ নবভিঃ সর্গাদিভিলক্ষণীয়মাজ্রয়তত্ত্বমাহ;—আভাসশ্চেতি। যত ইতি—হেতৌ পঞ্চমী ॥ ৫৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অন্ত্য্যর্থঃ—ভবতীতি। ভবতীতি পূরণঃ বা। অন্ত্য্যভ্যন্ত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিতির্যিঃ পঞ্চ্যবসিতম্। অধাবসীযত ইত্যত্রাপি যত ইত্যন্ত্যপ্নয়ঃ, তথাচ, জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রবর্তক ইতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।

আশ্রয় তত্ত্ব। এখন সর্গাদি নয়টি পদার্থের লক্ষ্য 'আশ্রয়' তত্ত্ব বলিতেছেন,—ঐহাকে হেতু করিয়া আভাস—সৃষ্টি এবং নিরোধ—লয় হইতেছে, আবার জীব সমূহের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ঐ সৃষ্টি ও লয় প্রকাশ পাইবার হেতুও যিনি; সেই—ব্রহ্ম এবং পরমায়ুস্বরূপে প্রসিদ্ধ তত্ত্বই 'আশ্রয়' শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকে 'পরমায়ু' শব্দের সহিত যে 'ইতি' শব্দ আছে; উহার অর্থ 'প্রকার', অর্থাৎ এই প্রকার 'ভগবান্' বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তুও এখানে আশ্রয় তত্ত্ব,—এ সিদ্ধান্ত পরে বিস্তার কর। হইবে ॥ ৫৮ ॥

স্থিতৌ চ তত্রাশ্রয়শ্বরূপমপরোক্ষানুভবেন ব্যাপ্তিধারাণি স্পষ্টং দর্শয়িতু-
মধ্যাত্মাদিবিভাগমাহ ;—

“যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ । যন্ত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভ্যমহে । ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥”

(ভা০ ২, ১০, ৮—৯)

যোহয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমাত্রী দ্রষ্টা জীবঃ, স এবাধিদৈবিক-
শ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্যাদিঃ । দেহস্থষ্টে: পূর্বং করণানামধিষ্ঠানাত্বেনাক্ষমতয়া
করণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমাত্রী-তৎসহায়য়োরভয়োরপি তয়োর্বভিভেদানুদয়েন জীবত্বমাত্রা-
বিশেষাৎ । ততশ্চোভয়ঃ—করণাভিমাত্রী-তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপো দ্বিরূপো বিচ্ছেদো
যস্মাৎ, স আধিভৌতিকশ্চক্ষুর্গোলকাত্ম্যপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ পুরুষ ইতি — পুরুষশ্চ
জীবস্যোপাধিঃ । “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” (তৈত্তি০ ১, ১, ১) ইত্যাদি শ্রুতে: ॥ ৫৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিজ্ঞানভূষণকৃত-টীকা ।

নহু করণাভিমাত্রীনা জীবশ্চ করণপ্রবর্তকসূর্যাদিভিন্নত্র কথং ?—তত্রাহ,—দেহস্থষ্টে: পূর্ম্মমিতি
করণানামিতি,—অধিষ্ঠানাত্বেন—চক্ষুর্গোলকাত্ম্যভাবেনৈত্যাৎ । উভয়োরপি তয়োর্বভিভেদানুদয়েনৈতি—
করণানাং বিষয়গ্রহণং বৃত্তিঃ, দেবতানাস্ত তত্র প্রবর্তকত্বং বৃত্তিঃ । অয়মত্র নিদ্বন্দ্বঃ, — দেহোৎপত্তে: পূর্ম্মমপি
জীবেন সাক্ষিমিত্তিমাণি তদেবতাশ্চ সন্ত্যাব, তদা তেষাং তেষাঞ্চ বৃত্ত্যভাবাজ্জীবোহস্ত্যভাবো বিবক্ষিতঃ ।
উৎপত্তে তু দেহে তয়োর্বভিভাগো যন্ত্রবতীত্যাহ - ততশ্চোভয় ইতি ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিতট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

দ্রষ্টা—প্রকাশকঃ । অক্ষমতয়েত্যস্ত সহায়তয়াং হেতুতাকরণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমাত্রীতি করণ-
বিষয়দর্শনকর্তৃত্বয়োরভিমাত্রীত্যাৎ । তৎসহায়পদেন করণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমাত্রী-জীবসহায়সূর্যাদিলাভঃ ।
বৃত্তিভেদানুদয়েনৈতি—দেবতাস্থষ্টে: পূর্ম্মমিত্যেনোবৃত্ত্যাহ্বয়ঃ, বৃত্তিভেদঃ—বিষয়গতচক্ষুরাদিপরিণাম-
বিশেষঃ । জীবত্বমাত্রাবিশেষাদিতি—‘উভয়োরপি তয়ো: ইত্যেনোক্তাহ্বয়ঃ । ইদঞ্চ ‘স এবাধিদৈবিকঃ’
ইত্যত্র হেতুঃ । ‘জীবত্বমাত্রাবিশেষাৎ’ ইত্যস্ত উপাধিবৈশিষ্ট্যরূপজীবত্বাংশেবিশেষাদিত্যাৎ । তথাচ ‘স এব’
ইত্যস্ত জীবত্বেন তত্ত্বল্য ইত্যর্থঃ । তৎপদস্ত তত্ত্বল্যার্থকত্বে তাৎপর্য্যগ্রাহক এব শব্দঃ ‘স এবাৎ গকারঃ’
ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ । তত্র সূর্যাদে: করণক্রিয়াজননধারা, করণাভিমাত্রীনিশ্চ তদর্শনপ্রবৃত্তিধারা
করণবৃত্তিভেদজনকত্বেন তয়োরূপযোগ ইতি দর্শিতম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ ।

যষ্টি এবং লয়ের হেতুরূপে আশ্রয় তত্ত্বকে নির্দেশ করা হইল; সম্প্রতি স্থিতি সময়েও অপরোক্স অমৃতবের নিমিত্ত ব্যষ্টি জীবের নির্ণয় দ্বারা উক্ত আশ্রয় তত্ত্বকে স্পষ্ট দেখাইবেন বলিয়া আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক এবং আধিভৌতিক; এই তিন প্রকার বিভাগ বলিতেছেনঃ—

বাংকে আধ্যাত্মিক পুরুষ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী এবং দ্রষ্টা (প্রকাশক) বলা হয় অর্থাৎ আমি রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, ইত্যাদি রূপে যে দর্শন শ্রবণাদি কর্তৃবের অভিমান করে; তাহাকেই জীব, বলা যায় এবং তাহাকেই আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা—স্বর্ধ্যাদি দেবতা রূপেও কীৰ্ত্তন করা হয়। যদি আশঙ্কা হয়—জীব ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী, সে আবার ইন্দ্রিয়প্রবর্তক স্বর্ধ্যাদি দেবতা,—একথা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই—দেহ যষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠান—অক্ষিগোলকাদি থাকে না স্বতরাং অক্ষমতা হেতু, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ-কর্তৃভিমাত্রী জীব এবং জীবের ঐ অভিমানের সহায় স্বর্ধ্যাদি দেবতা—এই দুই-এর বৃত্তি ভেদে উদয় না হওয়ায় অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণরূপ—বৃত্তি, স্বর্ধ্যাদি দেবতাগণের ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় গ্রহণে প্রবর্তন করানই বৃত্তি, স্বতরাং তখন ইন্দ্রিয়গোলক অভাবে জীবের কর্তৃভিমান এবং দেবতাগণের ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ে নিয়োগ করিয়া জীবের দর্শন শ্রবণাভিমানের সহায়তা করা; এই দুই বৃত্তির পরপর কোনই ভেদ থাকে না বলিয়া উহাদের কেবল জীবরূপেই অবস্থান হইয়া থাকে। ইহার পর যখন দেহাদি উৎপন্ন হয়; তখন—ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী জীব এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই দুইপ্রকার ভেদ অমুভূত হয়, এই ভেদের হেতু—‘আধিভৌতিক’ এবং ইহাকেই চক্ষুরাদি গোলক-বিশিষ্ট—দৃশ্য ‘দেহ’ বলা যায়। ঐ আধিভৌতিকের ‘পুরুষ’ এই বিশেষণে, ‘পুরুষ—জীবের উপাদি’ এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ—শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—“স বা এষ পুরুষোহম্বরসময়ঃ” (তৈত্তিরি ২, ১) অর্থাৎ সেই অম্বরসাদির বিকারে উৎপন্ন পুরুষই আধিভৌতিক নামে অভিহিত হন ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৫৯) “দেহ যষ্টে: পূর্বে” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য; দেহাদি যষ্টির পূর্বেও জীবের সহিত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ থাকেই, কিন্তু সে সময় তাহাদের স্ব-বৃত্তির অভাবে সকলেই জীবের অন্তর্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহাদের অপর কোন বিশেষ ধর্ম্ম লক্ষিত হয় না। পরে দেহাদি উৎপন্ন হইলে করণাভিমাত্রী জীব ও করণ-প্রবর্তক স্বর্ধ্যাদি দেবতার বৃত্তিবিভাগ হইয়া থাকে; সেই জন্তই দেহাদিকে ‘আধিভৌতিক’ অর্থাৎ জীবতুল্য বলা হইল।

“স বা এষ পুরুষোহম্বরসময়ঃ” এই শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইল; প্রথমে আত্মা হইতে—আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়, পরে পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃরূপে পরিণত অন্ন হইতে হস্ত পদ-মস্তকাদি বিশিষ্ট ‘পুরুষের’ উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ অন্ন-রসাদির বিকারে গঠিত পুরুষ দেহই ‘আধিভৌতিক’ নামে অভিহিত হয়।

‘একমেকতরাভাব’ ইত্যোম্যোম্যাপেক্ষসিক্ষে নানাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি ;—তথাপি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা, ন চ তদ্বিনা করণ-প্রবৃত্ত্যানুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্যাদিঃ, ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ততে, ন চ তদ্বিনা দৃশ্যম্—ইত্যেকতরস্বাভাৱে একং নোপলভামহে । তত্র—তদা, তৎ ত্রিতয়মালোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যৌ বেদ—সাক্ষিতয়া পশ্চতি, স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ । তেষামপি পরস্পর-মাশ্রয়ত্বমস্বীতি তদব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণম্;—স্বাশ্রয়ঃ—অন্যাত্মাশ্রয়ঃ, স চাভাবশ্চেষা-মাশ্রয়শ্চেতি । তত্রাত্মাংশিনোঃ শুদ্ধজীব-পরমাত্মনোরভেদাংশ-স্বীকারেণৈবাশ্রয় উক্তঃ । অতঃ “পরোহপি মনুতে নর্থম্” ইতি,

“জাগ্রৎস্বপ্নমুত্তরং গুণতো বুদ্ধিরত্তরঃ । তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিহেন বিবক্ষিতঃ”

(ভা০ ১১, ৩, ২৬)

ইতি “শুদ্ধো বিচক্ষে হবিশুদ্ধকর্তৃঃ” (ভা০ ৫, ১১, ১) ইত্যাত্ম্যক্তস্য সাক্ষিসংজ্ঞিনঃ শুদ্ধজীবস্বাশ্রয়ত্বং ন শঙ্কনীয়ম্ । অথবা ;—নন্বাধ্যাত্মিকাদীনামপ্যাশ্রয়ত্বমন্ত্যেব ? সত্যম্ ; তথাপি পরস্পরাশ্রয়ত্বম তত্রাশ্রয়তাকৈবল্যমিতি তে স্বাশ্রয়শব্দেন মুখ্যতয়া নোচ্যন্তে ইত্যাহ—একমিতি । তহিসাক্ষিণ এবাস্তামাশ্রয়ত্বম্ ? তত্রাহ,—ত্রিতয়মিতি । স আত্মা সাক্ষী জীবন্ত, যঃ স্বাশ্রয়োহন্যাত্মাশ্রয়ঃ পরমাত্মা, স এণাশ্রয়ো বস্য তথাভূত ইতি । বক্ষ্যতে চ হংসগৃহস্তুবে ;—

“সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ববজ্রমনন্তমীড়ে” (ভা০ ৬, ৪, ২৫) ইতি । তস্মাৎ ‘আভাসশ্চ’ ইত্যাদিনোক্তঃ পরমাত্মৈবাশ্রয় ইতি । ১।১০ ।

শ্রীশুকঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

আধ্যাত্মিকাদীনাম ত্রয়াণাং মিথঃ সাপেক্ষহেন সিক্ষেস্ত্যোমাশ্রয়ত্বং নাস্বীতি ব্যাচষ্টে, একমেক-তরত্যাদিনা । ত্রিতয়ং—আধ্যাত্মিকাদিত্রয়ম্ । নহ শুদ্ধজ জীবস্তদেহেজ্জিহাদিসাক্ষিঃ ভিধানেনাশ্রয়ানপেক্ষ-সিক্ষেস্ত্যোমাশ্রয়ত্বং কুতো ন ক্রমে ? তত্রাহ—অত্রাত্মাংশিনোবিতি,—অংশিনাংশোহপীহ গৃহীত ইত্যর্থঃ । অসন্তোষাধ্যাত্মান্তরং অথবেতি । তহি ইতি, সাক্ষিণঃ—শুদ্ধজীবন্ত । সর্বমিতি, পুমান্—জীবঃ ॥৬০॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্যকৃত-টীকা ।

অত্র সাপেক্ষসিক্ষেহেন—অত্রসাপেক্ষাত্মপপত্তিমূলকসিক্ষিহেন, অনাস্বত্বং—স্বপ্রকাশটৈতৈকৈকরূপাত্ম ভিন্নত্বম্ । নাপি দ্রষ্টা—নাপি তদভিমানী সাক্ষী চেত্যর্থঃ, দৃশ্যং—দেহাদি ঘটাদি চ । নোপলভামহে ইতি—স্বতঃ প্রকাশো নাস্বীতি স্মৃতিতম্ । আলোচনাত্মকেন—অপরোক্ষাত্মভবেন । সাক্ষিতয়া—উপাধ্যাপলক্ষিততয়া, নহু বিশিষ্টতয়া, পশ্চতীতি দর্শনক্রিয়ায়াঃ প্রত্যয়েনেতি তৃতীয়ার্থাভেদাশ্রয়ো

বোধ্যঃ। স পরমাশ্রুতি—মূলস্থাপদস্ত পরমাত্মপরতয়া বর্ণনঃ—জীব-পরমায়োরভেদলাভায়েতি।
 অজ্ঞায়জ্ঞাবঃ—উপাধেঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহস্ত জড়তয়া বিষয়ানবভাসকতয়া তদ্বিশিষ্টশ্রুতি ন তদাসকৎ,
 বিশেষণে তদ্বাদ্যদিত। উপাধ্যাপলক্ষিতচৈতন্যমাত্রস্ত প্রকাশকঃ আলোচনাদ্বকজ্ঞানমেব, অভেদেহপি
 যো বেদেতি বেদনক্রিয়াশ্রয়ত্বকপকর্তৃত্বমংশাংশিভাবোপগমেন বোধ্যম্, তথাচ ‘অয়ং ঘটঃ’ ইতি জ্ঞানঃ
 স্বপ্রকাশতয়া ‘ঘটমহং জানামি’ইত্যাকারকমপি বিষয়-ঘটাদিকমবভাসয়ৎ শরীরমাশ্রয়শে স্থূল-সূক্ষ্মদেহাভেদ-
 ঘটাদ্যাকারমনোরুতিবিশিষ্টচৈতন্যস্বরূপণ্যবগাহমানমপরোক্ষং পরমাশ্রুতশোধকমিতি ভাবঃ। তত্র দৃশ্যবস্তুভানে
 ইন্দ্রিয়মনোরূপোপেক্ষাবৃত্তিভানেন রূপাংশোপেক্ষাহনবস্থাভয়াৎ। নহু চৈতন্যস্ত রূপোপেক্ষা কথং স্বপ্রকাশকতা,
 ইতি চেৎ? নহি বিষয়ভাসকত্রে রূপোপেক্ষা কিন্তু বিষয়াববকতমোহভিভাবার্থমিত্যুপগমাৎ বিষয়াববক-
 তমসোহস্বীকারে চৈতন্যস্ত নিবপেক্ষতয়া সর্বদা বিষয়ভানগ্রসঙ্গাদিতি পর্ধ্যবসিতম্। নহু তথাপ্যদ্বৈত-
 বাদমতে বাষ্ট্যুপহিতচৈতন্যস্ত পরমাশ্রুতসত্তবে স্বমতে বাষ্ট্যাশ্রুতেনোভিন্নম্যৎ কথং পরমাশ্রুতম্? ইত্যত আহঃ—
 অত্রাংশাংশিনোরিতি, অভেদাংশাংশীকারেণেতি—তুল্যতাভিপ্রায়েণেত্যাগঃ। তথাচ যো বেদ স আত্মা
 স্বাশ্রয়াশ্রয় ইত্যদ্বয়েনাপরোক্ষবিষয়ভূতাদ্বানাহনশ্রয় সর্বাশ্রয়স্ত পরমাশ্রুতঃ তুল্যতাত্মকৈক্যেন তাদৃশ-
 পরমাশ্রুতেনো বোধ ইতি ভাবঃ। অতঃ পরমাশ্রুতভেদবিক্ষ্যাহত্র জীবায়ন আশ্রয়ত্বকথনাৎ। আসাং --
 জাগ্রদাবিবুদীনাং, সাক্ষিয়েন—সাক্ষাদর্শিয়েন, বিলক্ষণঃ—শুদ্ধচৈতন্যৈকরূপঃ। ন শঙ্কনীয়মিতি—তত্র
 পরমাশ্রুতত্বাপর্ধ্যবোধকপদাভাবেন শুদ্ধজীবমাত্রপরত্বাদিতি ভাবঃ। নহু পরমাশ্রুতভেদবিবক্ষ্যাহপি শুদ্ধত্বা-
 শ্রয়ত্বং ন ঘটতে? ইত্যত আহ—অথবেতি। একমিতীতি—তথা চৈতন্যঃ নিরাশ্রয়ত্বাভাবায় মুখ্যাশ্রয়ত্বমিতি
 ভাবঃ। ‘স আত্মা’ইতি তস্ত মুখ্যাশ্রয়ত্বাভাবে হেতুভূতবিশেষণমাহ—স্বাশ্রয়াশ্রয় ইতি। তথাচ তস্তাশ্রয়ঃ
 পরমাশ্রুতঃ স এব নিরাশ্রয় আশ্রয়পদেনাত্র বিবক্ষিতঃ, নতু তদাশ্রিতো জীব ইতি ভাবঃ।
 পরমাশ্রুতস্বত্বাৎ, নতু জীবস্ত ইতি দর্শয়িতুমাহ,—বক্ষ্যতে চেতি। অন্ত্রে তু একমিতি একতয়া ভানে একং
 নিরুক্তত্বেয়াগাং তদন্তমপরং নেতৃত্বপলভামহে—অনুমানেন জানীয় ইতি জীবানাং ন সাক্ষাদর্শিব্যম্। নচ --
 জীবানাং স্বাস্যসাক্ষাৎকারোহন্ত্রীতি বাচ্যং, তৎসাক্ষাৎকারস্ত দেহাভেদেনৈব; নতু স্বরূপেণেতি। স্বরূপগ্রহস্ত
 চ জীবস্ত সংসারিতাদশায়াং অনুমানাদীনত্বাদিতি। সাক্ষাৎ তত্রিতয়দর্শী সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মবাস্রয়নীয় ইত্যাহ—
 ত্রিতয়ং তত্র যো বেদেতি। যচ্চোক্তং দেহবৈশিষ্ট্যোপহিতবৈলক্ষণ্যং জীবস্ত; তন্ম অদ্বৈতবাদিনাং মতং,
 দেহসরস্বত্বমাত্রশ্চ জীবানাং সংসারিতাপ্রযোজকতা, নতু তদ্বৈশিষ্ট্যাত্মপীতি। অদ্বৈতবাদিনামেব
 দেহবৈশিষ্ট্যস্ত ব্রহ্মাংশপরিক্ষেদেন ব্রহ্মণোহংশেন চ জীবত্বব্যবস্থাপকত্বাৎ, এবং জীবাত্মনোহগুতয়া যুগপৎ
 প্রাণেন্দ্রিয়াদিসমুদায়াত্মক-লিঙ্গশরীরবৈশিষ্ট্যাসম্ভবঃ, সম্বন্ধস্ত সাক্ষাৎপরম্পরাসাধারণঃ সম্ভবতীতি ন তেন
 সংসারিতা। এবং জীবাত্মনে দেহবিশিষ্টস্য স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমান-তৎকৃতানর্গো দেহাত্ম্যপহিতস্ত তদ্বৈত-
 তদভাব ইতি মায়ামোহিতত্ব-তদভাবয়োরেকত্র স্বীকারে পর্ধ্যবসিতে কথং পরাত্ম-জীবয়োর্ভেদস্বীকারঃ?
 উপলক্ষিতস্ত শুদ্ধজীবস্ত গৃহ-গৃহান্তরর্কিঘটাকাশয়োরভেদত্বং মাযোপহিতচৈতন্যাত্মকাদীশ্রবাদভিন্নতয়া
 মায়াশ্রয়ত্বাবিরোধাৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ও তাৎপর্য।

তাত্পর্যাত্মিকাদিন্ত আশ্রয়ত্ব নিরাস। “একমেকতরাভাবে” এই বচনে—
 ইন্দ্রিয়াধিজীবেতা এবং ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা জীব—ইহারা দৃশ্য দেহ-ভিন্ন নিজ নিজ সত্তা অল্পভব

করিতে পারে না বলিয়া ইহাদিগের পরস্পর অপেক্ষা থাকায় নান্যশ্রয়ত্ব দেখান হইতেছে ; অর্থাৎ দৃশ্য বস্তু না থাকিলে ঐ দৃশ্য বস্তুর প্রতীতি দ্বারা অমুম্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয় না, আবার তাহাদের অভাবে ব্রহ্ম (ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী সাক্ষী) জীবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-প্রবৃত্তির দ্বারা অমুম্যে উহাদিগের প্রবর্তক অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি সিদ্ধ হয় না, সূর্য্যাদি দেবতা না থাকিলেও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এবং ইন্দ্রিয় না থাকিলেও বিষয় আছে কি না, তাহারও উপলব্ধি হয় না। এইরূপে ইহাদিগের মধ্যে যদি একটিরও অভাব হয় ; তাহা হইলে আর অপবটির অমুভব হইতে পারে না অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোনটিরই স্বতঃ-প্রকাশকর নাই কিন্তু আধ্যাত্মিকাদি ঐ তিন পুরুষকে অপারোক্ষানুভবের দ্বারা উপাধিযুক্তরূপে যিনি দেখিয়া থাকেন ; তিনিই পরমাত্মা এবং ‘আশ্রয়’ পদার্থ।

আধ্যাত্মিকাদি তিন পুরুষও তো পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় স্বতরাং ইহাদিগের ‘আশ্রয়ত্ব’ সিদ্ধ হইতেছে ?—এই প্রশ্নকায় এ সকল চর্চাতে পবমাত্মাকে পৃথক্ করিতেছেন :—“স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ” পরমাত্মা অপবকে আশ্রয় করেন না, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকাদি পুরুষ সকলের আশ্রয়। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্যষ্ট্যুপস্থিত চৈতন্যই—পরমাত্মা, কিন্তু আমাদের মতে ব্যষ্ট্যাত্মা পৃথক্ স্বতরাং উহাকে পরমাত্মা কেন বলা যাইবে ?—এই প্রশ্নক নিবারণ করিয়া বলিতেছেন :—অংশ—শুদ্ধ জীব এবং অংশ—পরমাত্মা ; উভয়ের তুল্যতাভিপ্রায়েই এখানে ‘আশ্রয়’ বলা হইল অর্থাৎ অপারোক্ষ-বিষয়ীভূত শুদ্ধ জীবাত্মার সহিত অনন্তাশ্রয় ও সর্বাশ্রয় পরমাত্মার তুল্যতারূপ ঐক্য থাকায় ঐ রূপেই পরমাত্মার বোধ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা “স আত্মা” এই মূলের ‘আত্ম’ শব্দে নির্বিশেষে জীবাত্মার লাভ হওয়ায় আপাততঃ কিয়দংশে (অংশ স্বরূপ বলিয়া) জীবেরও আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হইল। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ—বিবক্ষার (বলিতে ইচ্ছা করিয়া) জীবাত্মাকে ‘আশ্রয়’ বলায়—“জীব ত্রিগুণাতীত হইলেও অনর্থ সংসার লাভ করে” “জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তি—এই তিনটি বুদ্ধিবৃত্তি—সব-রজঃ এবং তমোগুণের বিকার। জীব—এগুলি হইতে স্বতন্ত্র, ইহাদিগের (জাগ্রাদি বুদ্ধিবৃত্তির) সাক্ষীরূপে (সাক্ষাদর্শীরূপে) শুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। ” “সেই শুদ্ধজীব মায়াকল্পিত সকল অবস্থাই দেখিতেছেন”—ইত্যাদি বচনের দ্বারা মূল গ্রন্থে যে শুদ্ধ জীবকে সাক্ষী বলা হইল ; তাহার আশ্রয়ত্বের আশঙ্কা করা কর্তব্য নয় ; কারণ ঐ বচন গুলি ত পরমাত্ম-তাৎপর্য্যবোধক কোন শব্দ দেখা যায় না, কেবল শুদ্ধজীববোধক পদই রহিয়াছে।

পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ বিবক্ষাতেও শুদ্ধ জীবের আশ্রয়ত্ব সংঘটিত হয় না ? এই রূপে আশঙ্কিত হইয়া পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

যদি বল—“আধ্যাত্মিকাদি পুরুষের ‘আশ্রয়ত্ব’ আছেই ?” এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহাদের আশ্রয়ত্ব থাকিলেও তাহারা পরস্পরাশ্রয়ী, অর্থাৎ একটির অভাবে অপরের স্বল্পবিষয় গ্রহণেও সামর্থ্য নাই, স্বতরাং মুখ্যভাবে তাহাদের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা যায় না। ‘আশ্রয়’ শব্দের দ্বারা তাহাদিগকে যে মুখ্যভাবে বলা হয় নাই ; তাহা “একমেকতরাভাবে” এই বাক্যেই প্রতীত হইতেছে। ইহার উপর আবার যদি প্রশ্ন হয়—তিনি পুরুষের ‘আশ্রয়’ না হইয়া কেবল সাক্ষী হইতেছে। ইহার উপর আবার যদি প্রশ্ন হয়—তিনি পুরুষের ‘আশ্রয়’ না হইয়া কেবল সাক্ষী হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—“ত্রিয়ন্তঃ তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ।”

আধ্যাত্মিকাদি পুরুষ ত্রয়কে যিনি জানেন; সেই আত্মা (সাক্ষী জীব) আশ্রয় (অনুশ্রয়) পরমাশ্রাকে আশ্রয় করিয়াই থাকেন; এই কারণেই জীব মুখ্য আশ্রয় হইতে পারে না। জীবাত্মা স্বতন্ত্র পৰমাশ্রাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে আশ্রয় বলা যায় না, যে নিরাশ্রয় অর্থাৎ যাহার অপর আশ্রয় নাই, সেই বস্তুই ‘আশ্রয়’ হইবে; ইহাই এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য। পরমাশ্রায়ই আশ্রয়ত্ব জীবাত্মার নয়; এইটি দেখাইতে বলিতেছেন:—শ্রীমদ্ভাগবতের হংসগুহস্থবে বলা হইবে; “জীব—প্রকৃতি, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং সম্বাদি তিন গুণ—এ সমস্তকেই জানিতে পারে; কিন্তু সেই সর্বজ্ঞ অনন্ত স্বয়ত্ত্বগবান্কে জানিতে পারে না, আমি তাহাকেই গুণ করি।” অতএব—“আভাসশ্চ নিরোদশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকে সেই পবন পুরুষ পরমাশ্রায় “আশ্রয়” শব্দে কথিত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

অস্য শ্রীভাগবতস্য মহাপুরাণত্ৰয়াঙ্কলক্ষণং প্রকারান্তরেণ চ বদমপি তসৌবাশ্রয়ত্বমাহ, দ্রয়েন;—

“সর্গোহস্তাপ বিসর্গশ্চ ব্রহ্মী রক্ষান্তরাণি চ। বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুপাশ্রয়ঃ ॥
দশভিলক্ষণৈযুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ! মহদল্লাব্যবস্থয়া ॥”
(ভা০ ১২, ৭, ৮—৯)

অন্তরাণি—মহন্তরাণি। পঞ্চবিধং—

“সর্গশ্চ প্রতिसর্গশ্চ বংশো মহন্তরাণি চ। বংশানুচরিতকেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্”—
ইতি কেচিদ্বদন্তি।

স চ মতেভদো মহদল্লাব্যবস্থয়া—মহাপুরাণমল্লপুরাণমিতি ভিন্নাধিকরণত্বেন।
যদ্যপি বিষ্ণুপুরাণাদাবপি দশাপি তানি লক্ষ্যন্তে, তথাপি পঞ্চানামেব
প্রাধান্যেনোক্তত্বাৎ—অল্পত্বম্। অত্র দশাণামর্থানাং ক্ষেপে যথাক্রমে প্রবেশো ন
বিবক্ষিতঃ, তেষাং দ্বাদশসংখ্যাত্বাৎ। দ্বিতীয়ক্ষণোক্তানাং তেষাং তৃতীয়াদিষু যথাসংখ্যাং
ন সমাবেশঃ; নিরোধাদীনাং দশমাদিষু অষ্টমবর্দ্ধনম্, অন্ত্যেষামপ্যন্তেষু যথোক্তলক্ষণ-
তয়া সমাবেশনাশক্যত্বাদেব। তদুক্তং শ্রীস্বামিভিরেব;—

“দশমে কৃষ্ণসংকীর্ণিবিভানায়োপবর্ণ্যতে। ধর্ম্মস্থানিনিমিত্তস্ত নিরোধো দৃষ্টভূভূজাম্” ইতি,
প্রাকৃতাদিত্যচতুর্কা যো নিরোধঃ স তু বর্ণিতঃ” * ইতি। অতোহত্র ক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণরূপস্তা-
শ্রয়শ্চৈব বর্ণনপ্রাধান্যং তৈব বিবক্ষিতম্। উক্তঞ্চ স্বয়মেব;

“দশমে দশমং লক্ষ্যমাপ্রীত্যাশ্রয়-বিগ্রহম্” ইতি

এবমুক্ত্রাপ্যুন্মেয়ম্। অতঃ প্রায়শঃ সর্বৈহর্থাঃ সর্বৈবৈব ক্ষেপে গুণত্বেন
বা মুখ্যত্বেন বা নিরূপ্যন্ত ইত্যেব তেষামভিমতম্। “অতোনার্থেন চাঙ্গস্য”
ইত্যত্র চ তথৈব প্রতিপন্নং, সর্বত্র তত্ত্বসম্ভবাৎ। ততশ্চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োরাপি
মহাপুরাণত্যাং প্রবেশঃ স্যাৎ। তস্যাং ক্রমো ন গৃহীতঃ ॥ ৬১ ॥

* ইতি সার্বপদ্যঃ “দশমে দশমং লক্ষ্যম্” ইত্যাদিগুহ্যং শ্রীদশমারম্ভে ভাগবতাবতারিকায়াম্ শ্রীধরস্বামিনোক্তম্।

শ্রীবলদেব-বিচ্ছাভূষণকৃত-টীকা ।

অশ্রুতি । প্রকারান্তরেণেতি—কচিমাশ্রুতরহস্যস্বরূপেত্যর্থঃ । এতানি দশ লক্ষণানি কেচিৎতৃতীয়াদিক্রমেণ স্থূলদ্বিগো বোধ্যস্তি, তান্মিরাক্ষরমাহ—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামিতি । অষ্টাদশশব্দশিঃ দ্বাদশস্কন্ধদ্বয়ং ভাগবতলক্ষণং ব্যাকুপ্যেত, অধ্যায়পুৰো ভাগবতস্কোক্তাঃ সন্তবেদিতি চ বোধ্যম্ । শুকভাষিতবেদভাগবতং, তহি প্রথমস্ত দ্বাদশশেষস্ত চ তত্ত্বানাপত্তিঃ । তস্মাদষ্টাদশশব্দশি তৎপিতুরাচার্য্য-জ্ঞেনাদীতং কথিতকোতি সাম্প্রতং, সংবাদাস্ত তথৈবাবাদিসিদ্ধা নিবন্ধা হতি সাম্প্রতম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোবিন্দভট্টাচাৰ্য্যকৃত-টীকা ।

তশ্চৈবতি ব্রক্ষণ এবৈত্যাঃ, তদ্বিদঃ পূৰ্বাবিদঃ । মহাপূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণাভ্যাদিকবর্ণনেনেতি—মহাপূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণয়োৰ্ভেদেন ভিন্নমপি বর্ণনং যমোক্তেন দশলক্ষণ-পঞ্চলক্ষণেতি লক্ষণদ্বয়মিত্যাঃ । তেষাং স্বক্ষানাম্ । নহু দ্বিতীয়স্কন্ধশেষে লক্ষণাভ্যুত্থানি, ততঃ ক্রমেণ তৃতীয়াদিস্ব কিস্কানি ? ইত্যশঙ্ক্যাহ,—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামপি, তেষামিতি—তেষাং দশলক্ষণানাম্, তেষামপি মতঃ শ্রীধরস্বামিনামপি মতম্ । প্রায়শঃ স্মাদিতি-তৃতীয়াদিস্ব ক্রমেণৈব দশলক্ষণবর্ণনেনেতি দ্বিতীয়-তৃতীয়াশ্রয়শাস্ত্রলক্ষণাক্রান্তপূৰ্বাণতান স্মাদিতি ভাবঃ । তস্মাৎ ক্রমবর্ণনশ্রাস্তবাং ক্রমো ন বিবক্ষিত ইতি । তথা চাশ্রয়শ্রয়পূৰ্বকঃ কৃষ্ণস্ত মুখ্যতেন বর্ণনীয়তয়া উপক্রমে তস্মৈবাদৌ বর্ণনমুপক্রান্তঃ, মধ্যে মধ্যে অস্তে চ তস্মৈব বর্ণনং কৃতং, তৎপ্রসঙ্গাৎ তদাধিক্যতাপ্যম্বা বথাবোগমিতরাপি লক্ষণানি বর্ণিতানীতি ভাবঃ । তথোক্ত—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূৰ্ব্বত ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপৰ্য্যানির্ণয়ে” ইতি ক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপরমিদং শাস্ত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপূৰ্বাণতা প্রতিপাদক লক্ষণগুলি দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকারান্তরে বলিলেও তদ্বারা পরমায়ারই ‘অশ্রুততা’ বলা হইয়াছে, উহাষ্ট দুইটি শ্লোকে কথিত হইতেছে :—

“পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণাভ্যাদিকবর্ণনেনেতি—পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণয়োৰ্ভেদেন ভিন্নমপি বর্ণনং যমোক্তেন দশলক্ষণ-পঞ্চলক্ষণেতি লক্ষণদ্বয়মিত্যাঃ । তেষাং স্বক্ষানাম্ । নহু দ্বিতীয়স্কন্ধশেষে লক্ষণাভ্যুত্থানি, ততঃ ক্রমেণ তৃতীয়াদিস্ব কিস্কানি ? ইত্যশঙ্ক্যাহ,—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামপি, তেষামিতি—তেষাং দশলক্ষণানাম্, তেষামপি মতঃ শ্রীধরস্বামিনামপি মতম্ । প্রায়শঃ স্মাদিতি-তৃতীয়াদিস্ব ক্রমেণৈব দশলক্ষণবর্ণনেনেতি দ্বিতীয়-তৃতীয়াশ্রয়শাস্ত্রলক্ষণাক্রান্তপূৰ্বাণতান স্মাদিতি ভাবঃ । তস্মাৎ ক্রমবর্ণনশ্রাস্তবাং ক্রমো ন বিবক্ষিত ইতি । তথা চাশ্রয়শ্রয়পূৰ্বকঃ কৃষ্ণস্ত মুখ্যতেন বর্ণনীয়তয়া উপক্রমে তস্মৈবাদৌ বর্ণনমুপক্রান্তঃ, মধ্যে মধ্যে অস্তে চ তস্মৈব বর্ণনং কৃতং, তৎপ্রসঙ্গাৎ তদাধিক্যতাপ্যম্বা বথাবোগমিতরাপি লক্ষণানি বর্ণিতানীতি ভাবঃ । তথোক্ত—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূৰ্ব্বত ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপৰ্য্যানির্ণয়ে” ইতি ক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপরমিদং শাস্ত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপূৰ্বাণতা প্রতিপাদক লক্ষণগুলি দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকারান্তরে বলিলেও তদ্বারা পরমায়ারই ‘অশ্রুততা’ বলা হইয়াছে, উহাষ্ট দুইটি শ্লোকে কথিত হইতেছে :—

“পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণাভ্যাদিকবর্ণনেনেতি—পূৰ্বাণাপ্পূৰ্বাণয়োৰ্ভেদেন ভিন্নমপি বর্ণনং যমোক্তেন দশলক্ষণ-পঞ্চলক্ষণেতি লক্ষণদ্বয়মিত্যাঃ । তেষাং স্বক্ষানাম্ । নহু দ্বিতীয়স্কন্ধশেষে লক্ষণাভ্যুত্থানি, ততঃ ক্রমেণ তৃতীয়াদিস্ব কিস্কানি ? ইত্যশঙ্ক্যাহ,—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামপি, তেষামিতি—তেষাং দশলক্ষণানাম্, তেষামপি মতঃ শ্রীধরস্বামিনামপি মতম্ । প্রায়শঃ স্মাদিতি-তৃতীয়াদিস্ব ক্রমেণৈব দশলক্ষণবর্ণনেনেতি দ্বিতীয়-তৃতীয়াশ্রয়শাস্ত্রলক্ষণাক্রান্তপূৰ্বাণতান স্মাদিতি ভাবঃ । তস্মাৎ ক্রমবর্ণনশ্রাস্তবাং ক্রমো ন বিবক্ষিত ইতি । তথা চাশ্রয়শ্রয়পূৰ্বকঃ কৃষ্ণস্ত মুখ্যতেন বর্ণনীয়তয়া উপক্রমে তস্মৈবাদৌ বর্ণনমুপক্রান্তঃ, মধ্যে মধ্যে অস্তে চ তস্মৈব বর্ণনং কৃতং, তৎপ্রসঙ্গাৎ তদাধিক্যতাপ্যম্বা বথাবোগমিতরাপি লক্ষণানি বর্ণিতানীতি ভাবঃ । তথোক্ত—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূৰ্ব্বত ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপৰ্য্যানির্ণয়ে” ইতি ক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপরমিদং শাস্ত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তৃতীয়াদি স্বরূপলিতে যথাক্রমে সমাবেশ হয় না, কারণ—দশম স্বরূপে নিরোধাদি কয়েকটির উল্লেখ আছে কিন্তু অষ্টম স্বরূপে তাহা বলা হয় নাই; এইরূপ অত্রাণ স্বরূপেও ক্রমিকভাবে ঐ লক্ষণগুলির সমাবেশ করা যায় না।

মাননীয় শ্রীধরস্বামিপাদ দশমের আরম্ভে বলিয়াছেন :—“এই শ্রীদশম স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্রিত চরিত্র বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে দুই রাজস্ববর্ণের নিরোধ (বিনাশ) বর্ণিত হইতেছে। ‘প্রাকৃত’ আদি চার প্রকার নিরোধ পূর্বেই বলা হইয়াছে।” অতএব এই এই দশম স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ আশ্রয় তত্ত্বেরই প্রাধান্য—শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু—তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন :—“আশ্রিত জনের আশ্রয়-বিগ্রহ দশম—আশ্রয় তন্তুই এই দশম স্বরূপের লক্ষ্য বিষয়।” এইরূপ নিয়ম অত্রাণ স্বরূপে ধরিয়া লইতে হইবে। তবেই প্রায় সকল স্বরূপেই গোণ মুখ্যভাবে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি বলা হইয়াছে; এইটি শ্রীধরস্বামিপাদেরও মত। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বত্রই উক্ত লক্ষণগুলির সম্ভাবনা থাকায় “ঋতেনার্থেন চাঙ্গসা” এ স্বলে ঐরূপ অর্থই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ অর্থগুলি কোথাও স্পষ্ট ভাবে কোথাও বা তাৎপর্য্য রূপে বলা হইয়াছে স্তবরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় স্বরূপেও মহাপুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তবেই উল্লিখিত লক্ষণগুলির স্বরূপাদি ক্রমে যে গ্রহণ হয় নাই; ইহা সন্থাপিত হইল এবং এই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকায়ক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবেদব্যাস মুখে শ্রীশুকদেব অধ্যয়ন, করেন পরে উহাই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকৈ শ্রবণ করান আবার শ্রীমুত মহাশয়ও নৈমিষারণ্যে ঐ শ্রীভাগবতই শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলেন—ইহাই গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য।

(৬১) ‘আশ্রয়’ শব্দে সাধারণতঃ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা- এই দুই স্বরূপ লক্ষিত হইলেও, মুখ্যভাবে স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উহার তাৎপর্য্য। পূজাপাদ শ্রীধর স্বামিপাদ—“দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্” এই বাক্যে ঐ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তবে কেবল দশম স্বরূপের লক্ষ্যই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যন্ত সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যরূপে লক্ষিত হওয়ায়, এ শাস্ত্র যে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার অভ্যাস প্রভৃতি ষড়বিধ লিঙ্গ সমালোচনা করিলে আর তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকে না। ইহার পর ‘শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে’ ঐ বিষয়ের বিবৃতি হইবে।

অথ সর্গাদীনাম লক্ষণমাহ ;—

“অব্যাকৃতগুণকোভাস্মহতন্ত্রিরতোহহমঃ। ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১১)

প্রধানগুণকোভাস্মহান, তস্মাল্লিগুণোহহঙ্কারঃ, তস্মাদ্ভূতমাত্রাণাং ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ, স্থূলভূতানাঞ্চ, তদুপলক্ষিত-তদেবতানাঞ্চ সম্ভবঃ সর্গঃ ; কারণসৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ ।

“পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ । বিসর্গোহয়ং সমাহারো বীজাদবীজং চরাচরম্ ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১২)

পুরুষঃ—পরমাত্মা । এতেবাং—মহাদাদীনাং, জীবন্ত পূর্ব্ব-কর্ম্মবাসনাপ্রধানোহয়ং সমাহারঃ—কার্য্যভূতশ্চরাচরপ্রাণিরূপো বীজাদবীজমিব প্রবাহাপম্নো বিসর্গ উচ্যতে ; ব্যাপ্তিসৃষ্টিবিসর্গ ইত্যর্থঃ । অনেনোতিরপ্যুক্তা ।

“বৃত্তিভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ । কৃতা স্মেন নৃণাং তত্র কামাচ্ছোদনয়্যাপি বা ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৩)

চরাণাং—ভূতানাং সামান্যতোহচরাণি চ-কারাকচরাণি চ কামাদ্ভূতিঃ । তত্র তু নৃণাং স্মেন স্বভাবেন কামাচ্ছোদনয়্যাপি বা যা নিয়তা বৃত্তির্জীবিকা কৃতা, সা বৃত্তিরূচ্যতে ইত্যর্থঃ ‘রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্তানুযুগে যুগে । তির্ঘাঙ্ মন্তর্গাদিদেবেষু হন্যন্তে যৈশ্চর্য্যাদিষিঃ ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৪)

যৈঃ—অবতারৈঃ । অনেন—ঈশকথা, স্থানং, পোষণঞ্চ—ইতি ত্রয়মুক্তম্ ।

“মম্বন্তরং মম্বর্দেবা মম্বপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ । ঋষয়োহংশাবতারাস্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যতে ॥

(ভা০ ১২, ৭, ১৫)

মম্বাদ্যাচরণকথনেন সন্ধর্ম্ম এবাত্র বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ । ততশ্চ প্রাক্তনগ্রন্থেনৈকার্থ্যম্ ।

“রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশৈরেকালিকোহবয়ঃ । বংশাচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৬)

তেবাং রাজ্ঞাং যে চ বংশধরাস্তেষাং বৃত্তং বংশাচরিতম্ ॥ ৬২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

উদ্ভিষ্টানাং সর্গাদীনাং ক্রমেণ লক্ষণানি দর্শয়িতুমাহ,—অথেষ্যাতি । অব্যাকৃতোতি—জিহ্বাপদং হতোহপি বিশেষণং বোধ্যম্ ।

“সাহিকো রাজসশৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্” ইতি শ্রীবৈষ্ণবাং ।

ফলঃ—পরমাত্মা বিরিক্তাস্তঃস্বঃ” ইতি বোধ্যম্ । ক্ষুট্টাখানি শিষ্টানি ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

অব্যাকৃতশব্দঃ—প্রধানপব ইত্যভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে, প্রধানগুণকোভাদিতি । গুণঃ—সত্ত্বাদিঃ, কোভঃ—স্মা, মহান্—মহত্ত্বম্, বাসনা—সংস্কারঃ, তৎপ্রধানঃ—তদধীনঃ, ‘তেন’ ইত্যন্ত স্বভাবেন ইত্যর্থঃ । মম্বন্তরং ; বিধমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মকালিকোহবয়ঃ—সম্মানং বশঃ, বংশপদেনেহ বিবক্ষিতঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ ।

প্রকারান্তরে সর্গাদির লক্ষণ । পূর্ববাক্যে উদ্দিষ্ট সর্গাদির ক্রমে লক্ষণ বলিতেছেনঃ—“প্রধানের সম্বাদি গুণক্ষোভে অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়ায় মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণ অহঙ্কার, ত্রিগুণ অহঙ্কার হইতে শব্দাদি সূক্ষ্ণভূত—পঞ্চতমাত্র, সূক্ষ্ণভূত—পঞ্চ মহাভূত এবং তদুপলব্ধিত উহাদের অদিষ্টাত্ত্ব দেবতাবর্ণের যে উৎপত্তি—উহাকেই ‘সর্গ’ বলা হয় এবং ইহাই কারণ সৃষ্টি ।

বিরিকির অন্তঃকরণস্থ পরমাঙ্গার অল্পগৃহীত মহত্ত্ব প্রভৃতির, জীবের পূর্বসঞ্চিত কর্মের সংস্কারাধীন বীজ হইতে বীজের আয় প্রবাহপ্রাপ্ত-কার্যভূত চরাচর প্রাণিরূপ যে সৃষ্টি, উহাকেই ‘বিসর্গ’ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব সৃষ্টিই বিসর্গ । ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত কর্মের বাসনাময় ‘উত্তি’ও গৃহীত হইল ।

জন্ম প্রাণি-সকলের যে—জন্ম এবং স্থাবরাস্থকভূতনিষ্ঠ জীবিকা দেখা যায় ; এটি কামনা-প্রসূত । তাহার মধ্যে স্বভাবতঃ, কামতঃ এবং বিধিবোধিত যে জীবগণের তত্ত্ব স্থানে নিয়ত জীবিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; তাহাকেই ‘বৃত্তি’ বলা হইয়া থাকে ।

এই জগতের মধ্যে প্রতিযুগে শ্রীভগবান্ ত্রিধ্যক্জাতি, মানুষ, ঋষি এবং দেবকুলে বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করেন এবং প্রয়োজন বোধে বেদবিধেবী দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া জগতের যে শান্তিবিধান করেন ; ইহাই “রক্ষা” নামে অভিহিত হয় ।

মহু, দেবতা, মহুপুত্র, সুরেশ্বরগণ, সপ্তর্ষি এবং শ্রীভগবানের অংশাবতার—এই ছয় প্রকার ‘মহন্তর ।’ মহু প্রভৃতির আচরণ কীর্তন দ্বারা পূর্বোক্ত “সদ্ধর্ম্ম”ও ইহার অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে ; স্তবরাং দ্বিতীয় স্বক্কোক্ত পুরাণ-লক্ষণ এবং এই স্থানের পুরাণ লক্ষণ—এই দুই-এর একই অর্থ ।

ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন রাজহাবর্ণের যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানকালীন বংশপরম্পরা ; ইহাকে “বংশ” বলা হইয়া থাকে ।

সেই মহুগণের যে সমস্ত বংশধর ; তাহাদিগের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকালীন চরিত্রবর্ণই “বংশাচরিত” নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য ।

(৬২) মহন্তর—এক এক একটি মহুর অধিকৃত কাল । ইহার সংখ্যা—দেব-পরিমাণে একান্তর চতুর্যুগ ; এই প্রকার চৌদ্দ মহন্তরে অর্থাৎ চৌদ্দ মহুর ভোগকালে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে । প্রত্যেক মহুর অধিকার কালে—মহু, মহুপুত্র, ইন্দ্র, দেবতা, সপ্তর্ষি এবং অবতার—এই ছয় প্রকারে মহন্তর প্রতিপালন হয় । ঐ ছয়টি নাম—উপাধিস্বরূপ, যে মহন্তরে যে জীব ঐ পদগুলিতে অভিষিক্ত হয় ; তাহার ঐ উপাধি হইয়া থাকে ।

চতুর্দশ মহন্তরে চতুর্দশটি মহু ; প্রথম—স্বায়ম্ভুব । দ্বিতীয়—মারোচিষ । তৃতীয়—উত্তম । চতুর্থ—তামস । পঞ্চম—রৈবত । ষষ্ঠ—চাক্ষুষ । সপ্তম—বৈবস্বত । অষ্টম—সাবর্ণি । নবম—

দক্ষসাবণি । দশম—ব্রহ্মসাবণি । একাদশ—দধীসাবণি । দ্বাদশ—রুদ্রসাবণি । ত্রয়োদশ—দেবসাবণি । চতুর্দশ—ইন্দ্রসাবণি । বর্তমান সপ্তম—বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে ।

মন্বন্তরাবতার—‘যজ্ঞ’ হইতে বৃহদ্রাশ্র পৰ্য্যন্ত চৌদ্দটি মন্বন্তর-পালক অবতার । ১ম—যজ্ঞ, ইনি স্বায়ত্ত্ববীয় মন্বন্তরপালক । ২য়—বিড়; ইনি স্বাবোচিযীয় মন্বন্তরপালক । ৩য়—সত্যসেন, ইনি উম্মীয় মন্বন্তরপালক । ৪র্থ—হরি; ইনি তামসীয় মন্বন্তরপালক । ৫ম বৈকুণ্ঠ, ইনি বৈবতীয় মন্বন্তরপালক । ৬ষ্ঠ—অজিত; ইনি চাক্ষুষীয় মন্বন্তরপালক । ৭ম বামন, ইনি বৈবস্বত মন্বন্তরপালক । ৮ম—সার্কভোম; ইনি সাবণীয় মন্বন্তরপালক । ৯ম—ঋষভ, ইনি দক্ষসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ১০ম—বিষক্সেন, ইনি ব্রহ্মসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ১১শ—দধীসেন; ইনি দধীসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ১২শ—স্বধামা; ইনি রুদ্রসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ১৩শ—যোগেশ্বর; ইনি দেবসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ১৪শ—বৃহদ্রাশ্র; ইনি ইন্দ্রসাবণীয় মন্বন্তরপালক । ইহার বিশেষ বিবরণ—শ্রীমদ্ভাগবতেব অষ্টম স্কন্ধে এবং শ্রীবিষ্ণু-পুৰাণেব তৃতীয় অংশে দ্রষ্টব্য ।

“নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লঘুঃ । সংস্থতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্বাস্ত স্বভাবতঃ ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৭)

অস্য—পরমেশ্বরস্য । স্বভাবতঃ—শক্তিভঃ । ‘আত্যন্তিকঃ’ ইত্যনেন যুক্তিরপ্যত্র প্রবেশিতা ।

“হেতুর্জীবোহস্ত সর্গাদেববিদ্যাকর্ম্মকারকঃ । যক্ষামুশয়িনং প্রালয়ব্যাকৃতমুতাপরে ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৮)

হেতুঃ—নিমিত্তম্, অস্য—বিশ্বস্য, নতোহয়মবিগ্ৰহা কর্ম্মকারকঃ । যমেব হেতুঃ কেচিচ্চৈতন্যপ্রাধান্যেনানুশয়িনং প্রাহুঃ ; অপরে উপাদিপ্রাধান্যেনাব্যাকৃতমিতি ।

“ব্যতিরেকাশ্রয়ো যস্ত জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতীষু । মায়াময়েশু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষপাশ্রয়ঃ ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ১৯)

শ্রীবাদরায়ণসমাদিলক্ষ্যার্থনিরোধাদত্র চ জীব-শুদ্ধস্বরূপমেবাশ্রয়েন ন ব্যাখ্যায়তে ; কিন্তু অয়মেবার্থঃ—জাগ্রদাদিসবস্থাস্থ, মায়াময়েশু—মায়াক্তিক-কল্পিতেষু মহাদাদিব্যেষু চ, কেবলস্বরূপেণ ব্যতিরেকঃ পরমসাক্ষিতয়ান্নয়শ্চ যস্য তদ্ব্রহ্ম জীবানাং বৃত্তিষু—শুদ্ধস্বরূপতয়া সোপাধিতয়া চ বর্ত্তনৈষু স্থিতিষপাশ্রয়ঃ,* সর্বমত্যতিক্রম্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ । ‘অপ’ ইতোতৎ খলু বর্জ্জনে, বর্জ্জনক্যাতিক্রমে পর্য্যবস্যतीতি । তদেবমপাশ্রয়াভিব্যক্তিদ্বারভূতং হেতুশুদ্ধ্যপদিষ্টস্য জীবস্য শুদ্ধ-

* “জীবানাং” ইত্যরভ্য “অপাশ্রয়ঃ” ইত্যন্তেষু “জীববৃত্তিষু শুদ্ধজীবস্বরূপাস্থ স্বশক্তিবৃত্তিষু অপাশ্রয়ঃ” ইতি পাঠান্তরমপি কচিদৃশ্যতে ।

স্বরূপজ্ঞানমাহ, দ্বাভ্যাম্ ;—

“পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তন্মাত্রং রূপনামস্ব । বীজাদিপঞ্চতান্ত্র্যম্ হবস্তাস্ম যুতায়ুতম্ ॥
বিরমেত যদা চিন্তং হিহা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্ । যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে ॥”

(ভা০ ১২, ৭, ২০—২১)

স্বরূপজ্ঞানমাহ, দ্বাভ্যাম্ ;—
পদার্থেষু যথা দ্রব্যং পৃথিব্যাদি যুতময়ুতঞ্চ ভবতি,
কার্য্যাদৃষ্টিং বিনাপুপলস্তাৎ । তথা তন্মাত্রং শুদ্ধং জীবচৈতন্যমাত্রং বস্তু গর্ভাধানাদি-
পঞ্চতান্ত্র্যম্ নবস্বপ্যবস্থাস্থ অবিদ্যায়া যুতং স্বতন্ত্রযুতমিতি শুদ্ধমাত্মানমিখং জ্ঞাত্বা
নির্বিঘ্নঃ সন্নপাশ্রয়ানুসন্ধানযোগো ভবতীত্যাহ, —বিরমেতেতি । বৃত্তিত্রয়ং—জাগ্রৎ-
স্বপ্নমুদ্রারূপম্ । আত্মানং—পরমাত্মানম্ । স্বয়ং—বামদেবাদেরিব মায়াময়জ্ঞা-
নুসন্ধানেন দেবজ্ঞত্বাদেরিবানুষ্ঠিতেন যোগেন বা । ততশ্চ ঈহায়াঃ—তদনুশীলন-
ব্যতিরিক্তচেচ্চায়াঃ । ১ । ৭। শ্রীসূতঃ । উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণামুচর-

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে “তত্ত্বসন্দর্ভো” নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥

শ্রীবলদেব-বিষ্ণুভূষণকৃত-টীকা ।

পূর্বোক্তায়াং দশলক্ষণাং মুক্তিরেকলক্ষণম্, অস্তান্ত চতুর্লিখায়াং সংখ্যায়াং আত্যন্তিকলয়শক্তি-
মুক্তিরানীতেতি । বক্ষ্যাম্যনমিতি—তুচ্ছশিষ্টকর্ম্মবিশিষ্টো জীবঃ ‘অমুখ্যায়ী’ ইত্যুচ্যতে । অপেতি—মূর্ত্ত্য-
সংজ্ঞয়া চোপেতেষিতার্থঃ । কাব্যাদৃষ্টিমিতি—ঘটাদিভ্যঃ পৃথগপি পৃথিব্যাদেঃ প্রাপ্তেয়িতার্থঃ । অপাশ্রয়েতি—
ঈশ্বরধ্যানযোগো ভবতীত্যর্থঃ । স্বয়মিতি—বামদেবঃ খলু গর্ভস্ত এব পরমাত্মানং বুঝে, যোগেন
দেবজ্ঞতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি কলীতি,—কলিযুগপাবনং যং স্বভজনং, তস্মৈ বিভজনং বিতরণং প্রয়োজনং যন্ত, তাদৃশঃ
অবতারঃ প্রাহুর্ভাবো যন্ত, তস্মৈ শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্ত চরণায়োরমুচরৌ, বিশ্বম্ভিন্ দেবৈষ্ণবরাজাস্তেবাং
সভাস্থ যং সভাজনং সংকারসুত্রে ভাজনে প্রাত্রে চ যৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ, তয়োঃরমুশাসনভারতয় উপদেশ
বাক্যানি গর্ভে মধ্যে যন্ত কৃশ্মিন্ ॥ ০ ॥

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিষ্ণুভূষণনির্ম্মিতা । শ্রীজীবপাঠসংপূক্তা সন্তিরেষা বিশোধ্যতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেববিষ্ণুভূষণ-বিরচিতা—

তত্ত্বসন্দর্ভ-টিপ্পনী

সমাপ্তা ।

শ্রীরাধামোহন-গোশ্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

বাদরায়েণতি—তৎসমাধিলঙ্ঘ্যজীবভেদেন বিরোধাদিত্যর্থঃ, আগ্রদাদিষু জীববৃত্তিষু মায়াময়েষু দেহাদিষু জীবস্বরূপস্তোপাধ্যুপহিতস্তোপাদিব্যাতিরেকেহন্তি, তেন শুদ্ধস্ত তস্ত বিষয়াবভাসকত্বং, উপাধৌ তস্ত বিলক্ষণসম্বন্ধরূপাশ্চয়োহপি আগ্রদাদিকালেহন্তি; তেন তদানীমভিমানিতেতি । শুদ্ধজীবোহপি শ্লোকেহত্র তাৎপর্য্যবিষয়ো ভবিতুমর্হতি, তথাপি তস্ত বন্ধহং ন ঘটতে; প্রাগুক্তসমীধিলঙ্ঘ্যবিরোধাত্ স্তুষ্পে নিরুক্তাশ্চয়াসম্বাচ ন জীবপরতয়া ব্যাখ্যায়তে ইতি ভাবঃ । কেবল-স্বস্বরূপেণ নিরূপাধ্যাশেন ব্যতিরেক ইতি; তেন ব্রহ্মণস্বরীয়হং পবনসাক্ষিতয়া শুদ্ধজীবস্ত সাক্ষাদর্শনশক্ত্যুদ্বোধকতয়াঃশ্চয়শ্চেতি, “শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্ত্রস্তে” (নৃসিংহ পুঃ ৪, ২) ইতি, ক্রতে: তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্” ইতি শ্বতেশ্চ, “একাদশাং জীবোহল্লশক্তিঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা জীবস্ত স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানাব্যাপ্তাং, “বুদ্ধেশ্চৈদ্যমিত্যো যশ্চ চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্” ইতি গায়ত্র্যাপবিবরণযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ: “কো হ্যেবাভ্যং কঃ প্রাণায়াং যদেষ আকাশ আনন্দো নশ্চাং, এষ হ্যেবানন্দয়তি জীবান্” ইতি রামাঙ্ঘ্রভাষ্যতঃশ্চ, জীবস্ত মুক্ততাদ্রায়াং দশাত্ম্যাতীতহেহপি ন তদানীং দশাত্ম্যায় ইতি তদ্ব্যাবৃত্তিঃ । রূপনামাত্মকেষু—রূপনামযুক্তেষু । পক্ষতা—মরণং, দ্রব্যস্ত—পৃথিব্যাদে: ঘটাদাবুপাদানতয়া ব্যাপকস্ত যোগাযোগৌ সম্ভবতঃ । জীবস্তাপ্ততয়াহুপাদানতয়া চ কথমেকদা দেহ-যোগাযোগৌ সম্ভবতঃ? ইত্যত আদৌ পূরয়তি—অবিদ্যায়েতি, দেহবৈশিষ্ট্যাবচ্ছেদে: নাবিদ্যা মোহনঃ; তদুপহিতে মোহনভাব ইতি পর্য্যবসিতম্ । দৃষ্টান্তস্ত যোগমায়াংশমাত্রে । স্বতস্ত দেহাদিবিশেষণান্তর্ভাবেণ অযুতমিতি । এতেন জীবস্ত ন স্বাভাবিকোহবিদ্যাসম্বন্ধ যেন ন তন্ত্যাগঃ স্তাং; কিস্তৌপাধিক ইতি, জ্ঞানং বৈরাগ্যোপযোগি-তত্ত্বরণসাধনপ্রবৃত্ত্যুপযোগীতি তদ্বর্শিতমিতি ভাবঃ । যদা চিন্তং বিরমেত, বিগুক্তং সদাশ্রয়নিষ্ঠং ভবতি । স্বতো যোগেন বা বৃত্তিভ্রমঃ—আগ্রদাদ্যবস্থাভ্রমঃ হিহা আশ্রয়ানং—পরমাশ্রয়ং বেদ—পশ্চতি, তত দ্বৈত্যাঃ—ইতরসাধনান্নিবর্ততে ইত্যর্থঃ । “যদাশ্রয়ং বিজ্ঞানীয়াদয়মশ্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্ত কামায় সংসারমমুসংসরেং” (বৃঃ আঃ ৪, ৪, ১২) ইতিশ্রুতে: । অয়মশ্মি—দেহাদিবিাতরিক্তব্রহ্মাংশচিহ্নপোহশ্মীতি, “ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যাস্তে সর্বসংশয়া: । ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ।” ইতিশ্রবণাৎ—“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ জীব-পরমোরব জ্ঞানং শ্রেয়ঃ-সাধনমিতি পর্য্যবসিতম্ । ইথঞ্চ পুরাণলক্ষণে আশ্রয়পদং সর্বাধারং সর্বকারণং সর্ভাস্তর্ধ্যামি তুরীয়-চৈতন্যৈকরূপব্রহ্মরূপপরমিতি নির্ণয়্যত, “একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ইভ্যঃ” ইত্যাদি গোপালতাপত্ভাদি-শ্রুতেরিতি । সম্বন্ধ ইতি—শ্রীভাগবত-তদভিধেয়-তৎপ্রয়োজনানাং মিথঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি কলিযুগপাবনাবতার-শ্রীমদ্বৈতকুলোদ্ভব-শ্রীরাধামোহনগোশ্বামি-

ভট্টাচার্য্য-কৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা সম্পূর্ণা ।

অনুবাদ ।

“পরমেশ্বরের মায়াধ্য স্বাভাবিক শক্তি হইতে এই বিশ্বের যে—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক লয় হইয়া থাকে; ইহাই কবিগণকর্তৃক ‘সংস্থা’ শব্দে কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয়-স্বক্ষে সর্গাদি

দশ লক্ষণের মধ্যে যে ‘মুক্তি’ শব্দ আছে; এখানকার ‘আত্মাত্তিক’ লয়ে উহাকে পর্যাবসিত করান হইয়াছে। জীবই এই জগতের সৃষ্টি-কাঁধের নিমিত্ত; কারণ—জীবের ভোগের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ কর্তৃক এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং ঐ জীবই অবিজ্ঞা-বিমোহিত হইয়া সমস্ত কৰ্ম করিয়া থাকে। কেহ কেহ ঐ নিমিত্তভূত জীবকে চৈতন্য-প্রাধাত্তে—‘অমুশায়ী’ বলেন, কেহ বা উপাধি-প্রাধাত্তে—‘অব্যাকৃত’ বলিয়া থাকেন।

‘অপাশ্রয়’ শব্দে শুদ্ধ জীব বলিলে শ্রীবেদব্যাসের সমাপিতে দৃষ্ট ব্রহ্ম-জীবগত ভেদের সহিত বিরোধ হয়, সুতরাং “ব্যতিরেকাশ্রয়ো যশ্চ”- এই শ্লোকে শুদ্ধ জীবের ‘আশ্রয়’ ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু ঐ শ্লোকের এই অর্থ:—জাগ্রাদি অবস্থা এবং মায়াকল্পিত মহাদি দ্বরূপ জীববৃত্তিতে ষাঁহার কেবল স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে ব্যতিরেক এবং ঐ সকল বস্তুতে জীবেরও পরমসাক্ষী ও দর্শনশক্তির উদ্বোধকরূপে ষাঁহার অদ্বয়, তিনিই ব্রহ্ম এবং শুদ্ধস্বরূপে ও সোপাধিরূপে বর্তমান জীবের স্থিতিকালে তিনিই ‘অপাশ্রয়’ অর্থাৎ সকলকে অতিক্রম করিয়া ‘আশ্রয়’ রূপে বর্তমান আছেন। ঐ শ্লোকে ‘অতি’ শব্দের বর্জন অর্থ, এবং বর্জন শব্দও অতিক্রম অর্থে পর্যাবসিত; অতএব এখানে অতিক্রম অর্থই কবা হইল।

এই প্রকার অপাশ্রয়ের অভিব্যক্তির দ্বারস্বরূপ, হেতুশব্দে কথিত জীবের শুদ্ধস্বরূপত্ব দুই শ্লোকে বলিতেছেন:—রূপ-নামাস্বক ঘট-পদাদি পদার্থে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য যেমন মিলিত এবং অমিলিত ভাবে রহিয়াছে; অর্থাৎ যখন কাঁধের (ঘটের) প্রতি দৃষ্টি পড়ে; তখন উহার উপাদান-রূপে পৃথিব্যাদির উপলব্ধি হয়, সেই সময়েই পৃথিবী ঘটে যুত বা মিলিত। আবার ঘটাদি কাঁধের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল পৃথিব্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে; তখন তাহাকে অযুত বা অমিলিত বলা যায়। সেইরূপ চৈতন্যমাত্র শুদ্ধ জীব—গর্তাদান হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নয়টি অবস্থাতে অবিজ্ঞা দ্বারা কখন যুত কখন বা অযুতও হইয়া থাকে।

এই রূপে শুদ্ধ আত্মাকে অবগত হইয়া জীব যখন নির্বিশ্ব হয়; তখন সে অপাশ্রয়—ঈশ্বর-ধ্যানে যোগ্য হয়; ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন:—যে কালে বামদেবাদের দ্বারা সংসারের মায়াময়ত্ব অমুসন্ধানের দ্বারা অথবা শ্রীদেবহুতি প্রভৃতির দ্বারা অল্পস্থিত যোগের দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তিরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত বিষয় হইতে বিরক্ত হয়; সেই কালেই জীব পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে, এবং তখনই সে স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চরণাবিন্দের ভজনানন্দে বিভোর হইয়া দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয় তুলিয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য।

(৬৩) অমুশায়ী—প্রলয়কালে যখন প্রকৃতি-ভর্তা কারণার্থবশায়ী শ্রীসঙ্কর্ষণনামক প্রথম পুরুষ যোগনিজায় শায়িত থাকেন—সেই সময় ভুক্তশেষ কৰ্ম লইয়া জীব তাঁহাতে শয়ন করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত জীবকেও অমুশায়ী বলা হইল।

জীবকে সৃষ্টি প্রভৃতির ‘নিমিত্ত’ বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহার কোন স্থলের অভাব নাই বা তদিতর বস্তুতে ভোগের আকাঙ্ক্ষাও নাই, জীবের ভোগের জন্তই তিনি বিবিধ বৈচিত্রীময় জগৎরূপ বিষয় সৃষ্টি করেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

“জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ।”

অর্থাৎ বিমূঢ় জীবগণ যেমন শয্যা-আসনাদি বিষয়গুলি ভোগ করে, তেমনি চেতন-প্রকৃতি-স্বরূপ জীবের নিমিত্ত পূর্বভোগবিশিষ্ট কর্ণের দ্বারা তদমুরূপ এই জগৎ বিহিত হইয়াছে ।

“তদাত্মানং বেদ”—জীবের চিত্ত সংসারে নির্বিল্ল (বিরক্ত) হইলেই তাহার পর শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, তখন আর তাহার জাগতিক কর্তব্য কিছুই থাকে না, শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“যদাত্মানং বিজ্ঞানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছিন্ কস্ত কামায় সংসারমমৃত্যুসংসরেৎ ॥” (বুঃ আঃ ৪, ৪, ১২)

“এই আমিই—এখন দেহাদি ভিন্ন, ব্রহ্মের চিত্রপ অংশস্বরূপ” এই প্রকারে জীব যখন আপনার স্বরূপ উপলব্ধির পর পরমাত্মাকে অবগত হয়, তখন আব তাহার বাসনা কোথায় যে, সে কোনও উদ্দেশ্যে এই সংসারে পুনরায় আসক্ত হইবে?—এই কথাই শ্রুতি-স্মৃতি এক বাক্যে আরও বলিয়াছেন :—

“ভিত্ত্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্চিহ্নন্তে সর্ক্স-সংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কক্ষ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” (মুণ্ডকঃ ২, ২, ৮) (ভাঃ ১, ২, ২১)

জীবের যখন আত্মসাক্ষাৎকার হয়; তখন জীবের হৃদয়ের চিত্ত-জড়াত্মক গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়, অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা প্রভৃতি সংশয়গুলি ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং দেহারম্ভক কর্ণসকলও সমূলে ক্ষয় পাইয়া থাকে । এই রূপে জীবের স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি এবং শ্রীভগবদমৃত্যুভবই পরম মঙ্গলের সাধন;—ইহা স্থিরীকৃত হইল ।

গ্রন্থকার পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোষ্ঠাস্বামী পূবাণের লক্ষণে যে আশ্রয় পদের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে—সর্বাধাব সর্ক্সকারণ সর্ক্সান্তর্যামী তুরীয়-চৈতন্য নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই—মুখ্য ‘আশ্রয়’ পদার্থ; ইহাই নির্বাচ্য অর্থ এবং এই স্বয়ম্ভগবানের সহিতই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ—তাহাও ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারাই সিদ্ধান্তিত হইল ।

কলিযুগ-পাবন নিজ-ভজন বিতরণই ষাহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অন্তর এবং এই বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সংকারের

পাত্র—শ্রীল রূপ-সনাতনের সঙ্গপদেশময় ভারতীর মধ্যে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের

“তত্ত্ব-সন্দর্ভ” নামক প্রথম সন্দর্ভ সমাপ্ত হইল ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্চিতোহস্তেষঃ ।



সাধক-কঠোর ।

(চতুর্থ সংস্করণ)

গোড়ায়-বৈষ্ণবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে পরিপূর্ণ ।
বৈষ্ণবের অতি আশ্চর্যের ধন । অনেক হস্তলিখিত পুস্তক
মিলাইয়া স্ফটিকরূপে মুদ্রিত এবং বিস্তৃত সংস্করণ আর কখনও
প্রকাশিত হয় নাই । একখানি "সাধক-কঠোর" সঙ্গে থাকিলে
বৈষ্ণবদিগের আর কোনও কৃত্যের ভাবনা থাকিবে না ।
ইহাতে (১) হাটপতন, (২) বৈষ্ণবশরণ, (৩) শ্রীনাম
সঙ্কীৰ্ত্তন, (৪) শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, (৫) শ্রীশ্রীগৌরঙ্গের অষ্টোত্তর-
শতনাম, (৬) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, (৭) প্রার্থনা
(শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর কৃত) (৮) শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা
(নরোত্তমদাস ঠাকুরকৃত), (৯) চৌরিশা-পদাবলী এবং
(১০) পাঁচগুলন প্রভৃতি বৈষ্ণবের যাহা কিছু নিত্যপ্রয়োজন
ইহাতে সমস্তই আছে । সৰ্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য ইহাতে
কঠিন কঠিন শব্দে অর্থ, মূল শ্লোকের পাঠান্তর এবং বঙ্গা-
বাহুসহ বিশদ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও
দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীমদ্বন্দ্যাবন এবং তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত হইয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত
হইয়াছে । এবারেও ভাল আইভার-ফিনিস কাগজে ডবলক্রাউন
৩২ পেজ আকারে, নতুন ও বড় বড় অক্ষরে মেশিন প্রেসে
ছাপা হইয়াছে, পড়িতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না । ২৮৮ পৃষ্ঠায়
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে । ভাল কাগজ এবং বড় বড় অক্ষরে ছাপা
সঙ্গেও সৰ্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য পূৰ্ব্ববৎ রাখা গেল ।
কাগজের বাঁধাই মূল্য ১০ চারি আনা এবং সোণার জলে বড়
বড় অক্ষরে লিখিত কাগজের বাঁধাই মূল্য ১০ আনা মাত্র ।
ডাকমাণ্ডল বা ভিঃ পিঃ খরচা স্বতন্ত্র ।

একান্তপদে—অৰ্ঘ্য প্রাতঃ, পূৰ্ণাহ্ন, মধ্যাহ্ন,
অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি এবং নিশাঙ্ক প্রভৃতি অষ্ট-
কালীয় পদাবলী । শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দদাস ঠাকুর বিরচিত ।
শ্রীবৈষ্ণবগণের ভক্তদের নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । বড় বড় অক্ষরে
সুন্দর-ছাপা । ৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য ১০ টুই আনা
মাত্র । ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

শ্রীভক্তমণ্ডল পরিচয়—ইহাতে চৌমুখী-
কোষ ব্রহ্মমণ্ডলের অন্তর্গত যাবতীয় তীর্থ ও লীলাস্থলী এবং
তন্ত্রাধ্যাত্ম তথা পরিক্রমার ক্রম বিশদরূপে পদ্যছন্দে বর্ণিত
আছে । পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ বিপিনবিহারী গোস্বামী বিরচিত । ডবল
ক্রাউন ৬৪ পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে মেশিন-প্রেসে
মুদ্রিত হইয়াছে । মূল্য ১০ টুই আনা মাত্র । ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

মনঃশিক্ষা ।

(তৃতীয় সংস্করণ)

আমাদের দেহ-রাজ্যের রাজা হইলেন—মন ; আর ইন্দ্রিয়
গণ হইলেন—প্রজা । এখন এই মনঃরাজ্য যদি সুশিক্ষিত
হন, তবেই তাঁহার অধীন প্রজাবর্গ—ইন্দ্রিয়গণ আপনা-
আপনি সুশিক্ষিত হইয়া উঠে । ধন, জন সকলেই
আনন্দের জন্য, কিন্তু মনঃরাজ্য হইলে ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ
আনন্দলাভ করা যায় । সেই আনন্দই নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ
ইহার অপর নাম ঐভগবানের শ্রীচরণ-সরোজের সেবানন্দ ।
তাই প্রেমিক-কবি প্রেম্যানন্দ দাস আপামর সাধারণকে সেই
আনন্দের অধিকারী করিবার নিমিত্ত উকুসম্বরী ভাষায় এই
মনঃশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন ।

ডিম্বাই ১২ পেজ আকারে মুদ্রিত হইয়া ১১৬ পৃষ্ঠায়
গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে । কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও
সাধারণের সুবিধার জন্য এবারেও মূল্য ১০ তিন আনা ধার্য
হইয়াছে । ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

সচিত্র

শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে নিম্নাবলী ।

১। গ্রাহকবর্গ তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে
ভুলিবেন না । অস্পষ্ট লিখিত পত্র পাইয়া অনেক সময়
আমাদিগকে বড়ই বিব্রত হইতে হয় । ২। সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবত
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৯০ আট আনা । ১ম স্বল্প তিন
খণ্ডে, ২য় স্বল্প দুই খণ্ডে এবং ৩য় স্বল্প চার খণ্ডে সম্পূর্ণ
হইয়াছেন । ৪র্থ স্বল্পের 'চারি খণ্ড' প্রকাশিত হইয়াছেন ।
শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য দশমস্বল্পও সঙ্গে সঙ্গে
প্রকাশিত হইতেছেন । দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন ।
৩। শ্রীগ্রন্থ লইতে হইলে গ্রাহকদিগকে পোষ্টেজাদি
খরচ বাবদ অন্ততঃ ৯০ আট আনা অগ্রিম পাঠাইয়া
দিলে ভিঃ পিঃতে শ্রীগ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়া বাকী আদায় করা
হয় । কারণ অনেকে ভিঃ পিঃতে গ্রন্থ পাঠাইতে বলিয়া
শ্রীগ্রন্থ না লইয়া ফেরত দিয়া অনর্থক আমাদিগকে কষ্টগ্রস্ত
করেন । মূল্য বাড়ে ভিঃ পিঃ ব্যয় গ্রাহককেই দিতে হইবে ।
৪। যথাসময়ে শ্রীগ্রন্থ না পাইলে আমাদিগকে জানাইলে
তাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারি । ৫। কাহারও কোন বিষয়
জানিবার প্রয়োজন হইলে রিপ্লাই কার্ড বা অর্ক আনার ষ্টাম্প
সহ পত্র লিখিবেন । ৬। যিনি শ্রীগ্রন্থের অন্ততঃ ১০ জন গ্রাহক
করিয়া দিবেন, তাঁহাকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

মূল্য ৩০ টাকা

শ্রীকৃଷ୍ଣদାମ ଦ୍ଵିରାଞ୍ଜ-ଗୋସ୍ଵାମି-ପ୍ରଚିତ ।

পদ্মার ও জিণ্দার কঠিন বতিন হানের মরগ ও বিশদ বাখা-
সাহিত্য। কুলিযুগপানাবতার এমনদৈবতবংশে অবদানদ্যবায়ী
নিত্যধামপ্রাপ্তি প্রভুপাদ ভরদিকান্যথ গোষাধী মহাদেয়ের
সিদ্ধান্তানুসারিত, বিতংকরণে সংশোধিত, ৫মাদ ৮ পঞ্জী
প্রায় ১৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

১। চত্রেয় নাম বখা— ১। অষ্টৈতৎভূর তপস্বী
(একবর্ণ) । ২। মারী ব্রহ্ম-বিন্দাসকে চলনা করিতেছেন
(তিনবর্ণ) । ৩। আহটোমি়রী আশ্রমভূর বিশ্রামকাশীন
মহারাজ। প্রতাপরত্ন বিন্দুসাহন করিতেছেন (ছুবর্ণ) ।
৪। প্রীতপ্রগল্ভাধিপের মন্দির (একবর্ণ) । ৫। প্রীতাপোর
নিতান্ত (একবর্ণ) । ৬। প্রসন্নামিতার দোলে শান্ত গিন্ধাই
এবং প্রীতাপদেবী ও আশ্রমগিন্ধাই ও লোক বিশ্বকর্মা
স্বভারদান (তিনবর্ণ) । ৭। প্রসন্নামিতার মাগবাক্সনসংযুক্ত বৈষ্ণব
প্রসন্নামিতার এই প্রথম উদ্যম ।

আদিলীলা ৩৪০ গৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া এবং মধ্যলীলা প্রায় ২০০ শত গৃষ্ঠায় এবং ত্রয়লীলা ৩৬৮ গৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য ৩০ টাকা, কাগজে বাঁধাট।
 লোগার জলে নাম লেখা, মূল্য ৮৭ টাকা। ডাকমাণ্ডল স্বগ্রন্থ।
 যুদ্ধের জন্ত কাগজের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা পুস্তককার্য হ্রাস নৃত্যে প্রায়শঃ প্রদান করিতে অক্ষম, গ্রাহকগণ অনগ্রহে করিয়া মার্জনা করিবেন।

বেদান্ত-দর্শন ! ! !

বেদব্যাসপ্রণীত শারীরিকমীমাংসা-সুত্র-
শব্দকোষ-বিবরণে শারীরিক-ভাস্মি বাচস্পতিম
প্রণীত-ভাস্মতী-বাউর, অমলানন্দ-শ্রীমদ্বিষ্ণু-
কল্পতরু ও শাস্ত্রদর্পণ' অধ্যয়নকৃত প্রণীত
'পরিমল' বিদ্যারণ্যমুনিবিরচিত বৈদ্যিকগ্রন্থমালাহ'
'কৌক-ভাস্মি' আনন্দজ্ঞান-বিরচিত 'স্ত্রী-শাস্ত্র-
নিকা ও আনন্দসংহতি-প্রণীত 'ভাস্মি-বাস্মি-
উকাসমিত' বাউর-শারীরিক-বেদাস্মি-
সং-দর্পণ-বিদ্যারণ্যমুনি-প্রণীত 'ভাস্মি-
কুমার-শাস্ত্র-কৃত হস্ত, পদ ও শাস্ত্র-
ভাস্মি-শিখর, ভাস্মি-ভাস্মি-
নব-শব্দকোষ-বিবরণ, নব-শব্দকোষ-
নন্দ-ভাস্মি-বিবরণ ১ ও ২ প্রকাশিত।

[illegible]

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত নামক গ্রন্থখানি হুজুর হুজুর অখণ্ড
মরল ইংরাজী ভাষায় লিপ্যন্তরিত হইল। প্রকাশিত হইতেছে।
শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত আদিলাখ্য ৬৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।
কল্পক্ষেত্র প্রথম পঞ্চ ৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।
সহস্রদ্বয় গ্রন্থকরণের প্রাণীর জন্ম নাপাণ্ডে বীণাই ১ম খণ্ডের
মূল্য ১৭ টাকা মাত্র দাখ্য করা হইল। পোষ্টের আদি ও ভিঃ
পিঃ খরচা স্বতন্ত্র। প্রথমখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের একটী বিশদ
উপক্রমিকা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুঁজী দ্বারা লীলা সম্পূর্ণ হইয়াছেন।
এই পুস্তকে শ্রীমদ্ভাগবত পুঁজী সমগ্র গ্রন্থের অতিহিমধুর ও পাণ্ডুলিপি
অনুগ্রহী ভাষায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

প্ৰাপ্তিস্থান:—শ্ৰীমন্ত্যাম্বেৰূপ ব্ৰহ্মচাৰী
শ্ৰীদেবকৌনম্বন গ্ৰেন্স, ৬৬ নং মাণিকভলা ষ্ট্ৰীট,
কলিকতা।

